~*MASUD RANA SERIES*~

Bishakto Thaba & Mrittur Hatchani

By Kazi Anwar Hossain



Scanned By:

Abu Naser Mohammad Hossain (Sumon)

Email:

anmsumon@yahoo.com,anmsumon@gmail.com

মাসুদ রানা

দুটি বই একত্রে

বিষাক্ত থাবা

কাজী আনোয়ার হোসেন

মাসুদ রানা ভেবেছে ঘটনার শুরু বুঝি লন্ডনেই, কিন্তু না, শুরু অনেক আগেই হয়েছে। প্রখ্যাত ইজিপ্টোলজিস্ট স্যার কার্টারের নির্মম হত্যাকাণ্ড আসলে দ্বিতীয় পর্বের সূচনা ছিল।
ক্যামবিসিসের সেনাপতির কবর-ফলক হাতছাড়া হওয়ায় বিপাকে শত্রু ও : শের খান, হাবিব বে ও লাস্যময়ী মিশরীয় প্রিন্সেস, পাহলার পাতা ফাঁদে পা দিয়ে বসল। বেধে গেল ভয়াবহ সংঘাত।

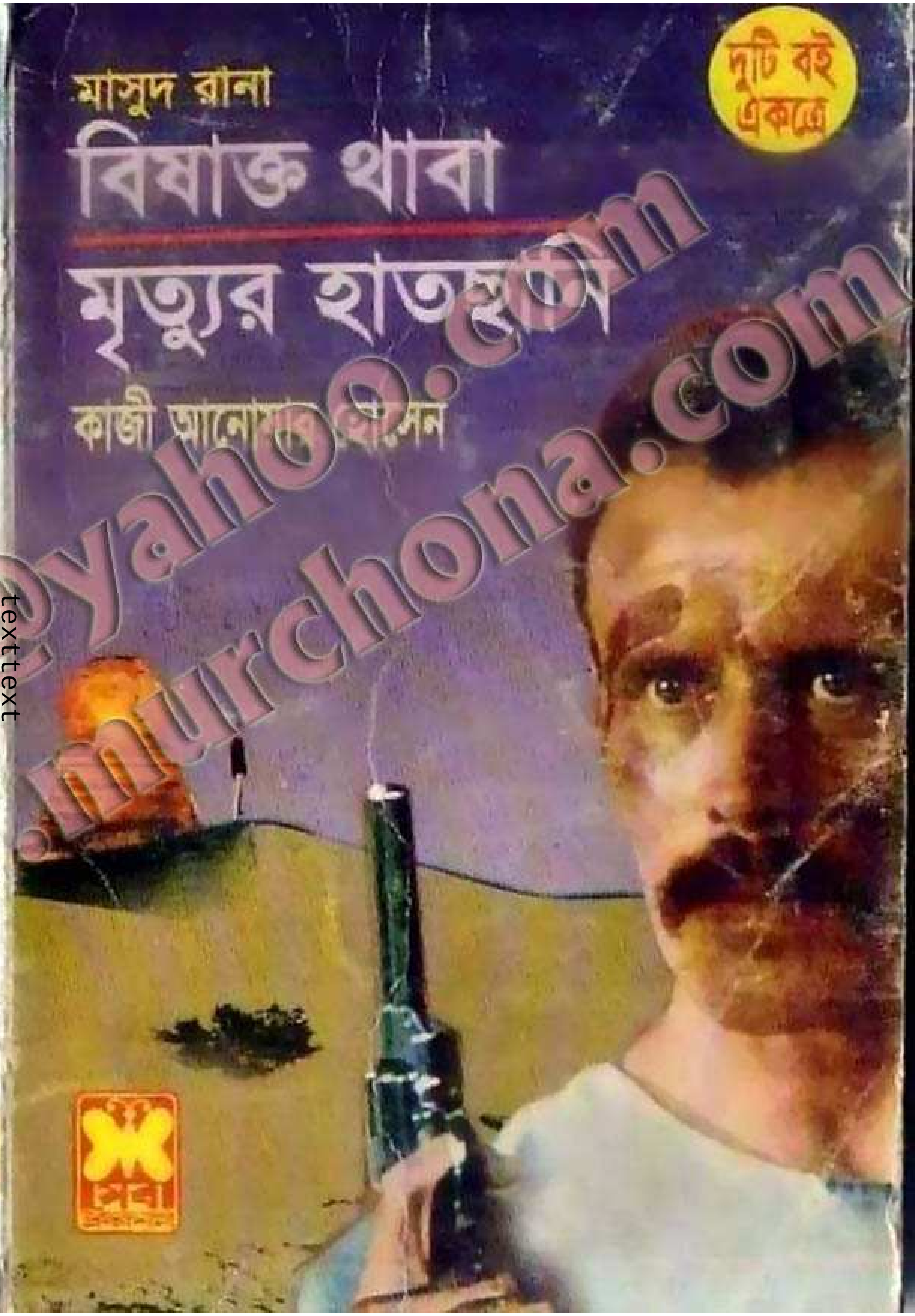
মৃত্যুর হাতছানি

আফ্রিকার ছোট্ট মিষ্টি এক প্রিন্স, নিজের নিয়তির সাথে জড়িয়ে ফেলেছে মাসুদ রানাকে। প্লেনে সম্রাজ্ঞী ও প্রিন্সকে নির্যাতিত হতে দেখে প্রতিবাদ করল ও, ফলে প্রচণ্ড মার খেতে হলো।
বন্দী হলো ওরা। ওখানে আরেক দফা পৈশাচিক নির্যাতনের শি[illegible] হলো শিশুটি, বিদ্রোহ করল রানার মন। আধমরা প্রিন্সকে [illegible] পাশের দেশে চলে এল। ইচ্ছে, স্বেচ্ছাসেবকদের [illegible] বাহিনী গড়বে। দুর্ভেদ্য দুর্গ থেকে উদ্ধার করবে সম্রাট [illegible] কিন্তু এ কি মুখের কথা?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মাসুদ রানা বিষাক্ত থাবা কাজী আনোয়ার হোসেন



[illegible]	[illegible]-১,২ (একত্রে)	[illegible]
[illegible]	[illegible]-১,২ (একত্রে)	[illegible]
[illegible]	[illegible]-১,২ (একত্রে)	[illegible]
[illegible]	[illegible]-১,২ (একত্রে)	[illegible]
[illegible]	[illegible]-১,২ (একত্রে)	[illegible]
[illegible]	[illegible]-১,২ (একত্রে)	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
১২৩-১২৪	[illegible]-১,২ (একত্রে)	[illegible]
১২৫-১২৬	[illegible]	[illegible]
১২৬-১২৭-১২৮	[illegible]-১,২,৩ (একত্রে)	[illegible]
১২৯-১৩০	[illegible]-১,২ (একত্রে)	[illegible]
১৩১-১৩২	[illegible]	[illegible]
১৩৩-১৩৪	[illegible]-১,২ (একত্রে)	[illegible]
১৩৫-১৩৬	[illegible]-১,২ (একত্রে)	[illegible]
১৩৭-১৩৮	[illegible]-১,২ (একত্রে)	[illegible]
১৩৯-১৪০	[illegible]-১,২ (একত্রে)	[illegible]
১৪১-১৪২	[illegible]-১,২ (একত্রে)	[illegible]
১৪৩-১৪৪	[illegible]-১,২ (একত্রে)	[illegible]
১৪৫-১৪৬	[illegible]-১,২ (একত্রে)	[illegible]
১৪৭-১৪৮	[illegible]-১,২ (একত্রে)	[illegible]
১৪৯-১৫০	[illegible]-১,২ (একত্রে)	[illegible]
১৫১-১৫২	[illegible]-১,২ (একত্রে)	[illegible]
১৫৩-১৫২	[illegible]	[illegible]
১৫৫-১৫৬	[illegible]-১,২ (একত্রে)	[illegible]
১৫৭-১৫৮	[illegible]	[illegible]
১৫৯-১৬০	[illegible]-১,২ (একত্রে)	[illegible]
১৬১-১৬২	[illegible]-১,২ (একত্রে)	[illegible]
১৬৩-১৬৪	[illegible]-১,২ (একত্রে)	[illegible]
১৬৫-১৬৬	[illegible]-১,২ (একত্রে)	[illegible]
১৬৭-১৬৮	[illegible]	[illegible]
১৬৯-১৭০	[illegible]-১,২ (একত্রে)	[illegible]
১৭১-১৭২	[illegible]-১,২ (একত্রে)	[illegible]
১৭৩-১৭৪	[illegible]-১,২ (একত্রে)	[illegible]
[illegible]	[illegible]-১,২ (একত্রে)	[illegible]
[illegible]	[illegible]-১,২ (একত্রে)	[illegible]
[illegible]	[illegible]-১,২ (একত্রে)	[illegible]
[illegible]	[illegible]-১,২ (একত্রে)	[illegible]
[illegible]	[illegible]-১,২,৩ (একত্রে)	[illegible]
[illegible]	[illegible]-১,২ (একত্রে)	[illegible]
[illegible]	[illegible]-১,২,৩ (একত্রে)	[illegible]

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া, কোনভাবেই এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

বিষাক্ত থাবা

প্রথম প্রকাশ: ২০০০

এক

[illegible] জল বুকে নিয়ে কলকল ছলছল শব্দে ছুটে চলেছে মোহনার দিকে। [illegible] অসংখ্য [illegible] নৌ যান, অন্যদের সতর্ক করতে থেকে থেকে ভেঁপু বাজাচ্ছে। দু'তীরের [illegible] ধাক্কা খেয়ে [illegible] প্রতিধ্বনি তুলছে সে আওয়াজ। চমকে উঠে দিক বদল করছে উড়ন্ত [illegible]। [illegible] তীক্ষ্ণ দৃষ্টি [illegible]। [illegible] উঠে পড়ছে মাছ নিয়ে। আগুনে রূপালী মাছ [illegible] ওদের ঠোঁটে।

আকাশে রঙের উজ্জ্বলতা ক্রমে বাড়ছে। কমলা [illegible], এখন [illegible] আগুন রং। [illegible] মনে হচ্ছে চারদিকের সবকিছুতে আগুন ধরে গেছে বুঝি।

[illegible]। লন্ডন।

[illegible] জানালার [illegible] পর্দা সরিয়ে [illegible] দিকে তাকিয়ে আছে মাসুদ রানা। কারও অপেক্ষায় আছে। চিন্তায় ডুবে আছে। প্রায় চার মাস হতে চলল দেশছাড়া ও। জটিল এক অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে ইওরোপের কয়েকটা দেশে ছুটে বেড়াতে হয়েছে এতদিন। কাজ শেষ হতে ক'দিন আগে এখানে এসেছিল দেশে ফেরার আগে [illegible] জরুরী কিছু [illegible] সেরে যাবে বলে। কিন্তু [illegible] আপাতত হচ্ছে না।

[illegible] অপেক্ষায় ছিল, [illegible] বসেছে। [illegible] নয়, মিশর [illegible] এখন। [illegible] হাজার বছর আগে [illegible] নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া 'বিশাখ' এক [illegible] খোঁজে।

এ থেকে [illegible] পাওয়ার উপায় নেই দেখে প্রথমে মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল, এখন অবশ্য [illegible] গিয়েছে। [illegible] সফল হলে বেশ কিছু [illegible] পাবে, এই আশায় বুক বেঁধেছে রানা।

[illegible] রেকর্ড হয়ে থাকা এক টেলিফোন মেসেজের মাধ্যমে। ও যখন ইওরোপে চক্কর খেয়ে বেড়াচ্ছে, তখন খুব ঘনিষ্ঠ এক ইংরেজ বান্ধবীর ফোন আসে ওর [illegible]। প্রথমে ঢাকায় ফোন করে মেয়েটি, ওখান থেকে এখানে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে তাকে। ফোনে বান্ধবী জানিয়ে গেছে, ওকে তার খুব প্রয়োজন। সে নিজে যদিও লন্ডন থাকতে পারছে না, কিন্তু তার বাবা থাকছেন। রানা [illegible] দয়া করে তাঁকে যেন একটা ফোন করে। তিনি এসে জানাবেন প্রয়োজনটা কি।

তখনই রানা বুঝেছে নতুন ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে যাচ্ছে ও, কিন্তু কিছু

[illegible] ছিল না। [illegible] সঙ্গে ওর সম্পর্ক যথেষ্ট আন্তরিক। তার অনুরোধ উপেক্ষা করার উপায় ছিল না।
ওর নাম [illegible]। বাবা বিখ্যাত ইজিপ্টোলজিস্ট স্যার [illegible]
[illegible]
বর্তমানে মিশরে আছেন তিনি, খোঁড়াখুঁড়ির কাজে ব্যস্ত। গত কয়েক বছর ধরে এই নিয়েই আছেন। মাসকয়েক আগে একমাত্র সন্তান সিলভিও গিয়ে জুটেছে সাথে। আড়াই হাজার বছর আগে পারস্য সম্রাট ক্যামবিসিসের হারিয়ে যাওয়া ধন-রত্ন খুঁজে বের করার কাজে তাঁকে সাহায্য করতে। বাবার লাইনেই পড়াশুনা ওর, এর আগেও বহুবার মিশরে গেছে। ও দেশের প্রাচীন ইতিহাসের আরেক বিশেষজ্ঞ বলা চলে তাকে।

ওর ফোন পেয়ে সেদিনই ছুটে এসেছেন বৃদ্ধ ইজিপ্টোলজিস্ট। প্রাচীন এক ইতিহাস খুলে বলেছেন ওকে। সেটা এরকম: পাঁচ হাজার বছর, কি তারও আগে থেকে পৃথিবীতে মিশর ছিল সবচেয়ে ধনী দেশ। সবদিক থেকে সমৃদ্ধ দেশ। জ্ঞানে সংস্কৃতিতে এত উন্নত ছিল যা অকল্পনীয়। তখনকার দিনে মেমফিস ও থিবস ছিল দেশের সবচেয়ে বড় ও সম্পদশালী শহর। এরমধ্যে থিবসের গুরুত্ব ছিল বেশি, কারণ আঠারো, উনিশ ও বিশতম ফারাও সম্রাটের রাজধানী ছিল ওটা। তাই ওখানকার সোনা ও মণি-রত্নের মজুতও ছিল বিশাল।

ওদিকে পারস্য সাম্রাজ্যও তখন বিস্তৃত হচ্ছে, ওদেশের সম্রাট ক্যামবিসিসের সামরিক শক্তি দিন দিন বাড়ছে। মিশরের উন্নতি সহ্য হচ্ছিল না তার, তাই খ্রিস্টপূর্ব ৫২৫ অব্দে মিশর আক্রমণ করেন তিনি, ফারাও সম্রাট পমেটিচাস থার্ডকে পরাজিত করে নিজেকে থিবসের সম্রাট ঘোষণা করেন। এরপর নজর দেন সাম্রাজ্য আরও বাড়ানোর দিকে। নাইল ভ্যালির পশ্চিমে লিবিয়ান মরুভূমি—উত্তর, দক্ষিণে এক হাজার মাইল দীর্ঘ, চওড়ায় নয়শো মাইল। সাহারার ওই অঞ্চল সম্পূর্ণ পানিশূন্য। তাই কেউও আরব কখনও ওই মরুভূমি পাড়ি দিতে সাহস করেনি। এই সেদিন, ১৯২০ সালে প্লেনে করে আমেরিকানরা প্রথম পাড়ি দিয়েছে ওটা।

ক্যামবিসিস খবর পেলেন মরুভূমির ওপারে, উত্তর-পশ্চিমে থিবসের চাইতেও অনেক বেশি সম্পদশালী আরেক শহর আছে, নাম ওয়েসিস অভ সিওয়া। অতীতে নাম ছিল ওয়েসিস অভ জুপিটার আমন। দুধর্ষ সেনাসি আরবরা থাকে ওখানে। লোভে পড়ে ওই শহরও দখল করার বুদ্ধি আঁটলেন ক্যামবিসিস।

সমরশক্তি কোন সমস্যা নয়, সমস্যা অন্যখানে। ওখানে পৌঁছতে কোনাকুনি এগোলেও অন্তত তিনশো মাইল পথ পাড়ি দিতে হবে তার বাহিনীকে। পানি ছাড়া কি করে তা সম্ভব? এ নিয়ে কয়েক মাস মাথা ঘামালেন ধূর্ত ক্যামবিসিস, এবং চমৎকার এক উপায়ও বের করে ফেললেন। সেই সাথে নতুন এক সিদ্ধান্তও নিলেন, দখল শেষে ওয়েসিস অভ সিওয়াতেই গড়ে তুলবেন নিজের নতুন রাজধানী।

যা হোক, পানি সমস্যা সমাধানের জন্যে প্রথমে ত্রিশ হাজার ওয়াইন জার জোগাড় করালেন ক্যামবিসিস, সবগুলো পানি ভর্তি করিয়ে বিশাল ক্যারাভ্যানে করে মরুভূমিতে পাঠিয়ে দিলেন। সারাদিন চলার পর ক্যারাভ্যান যাত্রা যেখানে

শেষ হলো, সেখানে বালি খুঁড়ে সব জার পুঁতে রাখা হলো যাতে পানি বাষ্প হয়ে উড়ে যেতে না পারে।

আবার ত্রিশ হাজার জার জোগাড় করে একইভাবে পাঠিয়ে দেয়া হলো [illegible]
[illegible]
ক্যামবিসিসের [illegible]
দেয়ার মত পানির ব্যবস্থা হলো। এরমধ্যে পারস্য থেকে নিজের যাবতীয় সোনাদানা ইত্যাদি আনিয়ে নিয়েছেন ক্যামবিসিস, তার সঙ্গে যোগ হয়েছে থিবসের ধন-সম্পদ। সব মিলিয়ে পরিমাণটা হলো বিশাল।

ঘুষ দিয়ে কিছু সেনাসি আরবকে দলে নিয়ে এলেন ক্যামবিসিস, তাঁর বাহিনীর পথ প্রদর্শকের কাজ করবে ওরা। এরপর শুরু হলো তাঁর যুদ্ধযাত্রা। কিন্তু সেনাসিরা আসলে ভেতরে ভেতরে বিশ্বাসঘাতকতার অভিপ্রায় করছিল, দুই-তৃতীয়াংশ মরুভূমি পাড়ি দিয়ে ক্যামবিসিসকে বিপথে ঠেলে দিয়ে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে গেল লোকগুলো।

জলমের মত ফেঁসে গেলেন ক্যামবিসিস। গাইড ছাড়া কয়েকদিন মার্চ, কাউন্টার-মার্চ করতে করতে দিশেহারা হয়ে পড়ল সৈন্যরা, উপায় নেই দেখে হতাশ হয়ে থিবসে ফিরে যেতে চাইলেন সম্রাট। সে প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হলো।

গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাসের মতে ক্যামবিসিস, তাঁর কয়েকশো অফিসার ও পঞ্চাশ হাজার সৈনিকের একজনও আর ফিরে আসতে পারেনি, বহু মিলিয়ন পাউণ্ড মূল্যের রত্ন-অলঙ্কারসহ চিরতরে হারিয়ে গেছে মরুভূমিতে। কিন্তু এত শতাব্দী পর্যন্ত হেরোডোটাসের সে ইতিহাস কেউ বিশ্বাস তো করেইনি, বরং তাঁকে মিথ্যেবাদী, ধাপ্পাবাজ ইত্যাদি বলে গালাগাল দিয়ে এসেছে।

অথচ ঘটনা বর্ণে বর্ণে সত্যি। আরও সত্যি যে এই সত্যতার আবিষ্কারক স্বয়ং স্যার কার্টিস। হেরোডোটাসের লেখা ইতিহাস অনুযায়ী ক্যামবিসিস যে এলাকায় পথ হারিয়েছেন, গত কয়েক বছর ধরে সেই অঞ্চল চষে বেড়িয়েছেন তিনি। অবশেষে জায়গাটার হদিস পেয়েছেন।

তার কাহিনী নীরবে শুনছিল রানা, কিন্তু এই পর্যায়ে আর মুখ না খুলে পারল না। 'কি করে?' বলল ও।

হাসলেন মানুষটি। ষাটের মত বয়স, মাঝারি উচ্চতা। শক্তপোক্ত গড়ন। মাথাজোড়া টাক। মুখ খোলার আগে মসৃণ মাথায় হাত বোলালেন তিনি দু'বার। 'ওয়েল, লাকসরের আড়াইশো মাইল পশ্চিমে ওয়েসিস অভ দাখলা নামে এক জায়গা আছে, ওটা ছিল ক্যামবিসিসের সিওয়া যাত্রাপথের বিশ্রামের জায়গাগুলোর একটা। গত বছর ওখানে খোঁড়াখুঁড়ি করতে গিয়ে একটা কবর ফলক পেয়েছি আমি। ওটা ক্যামবিসিসের এক সেনাপতির, তার নাম হেরু-টেম।'

'ক্যামবিসিসের সেনাপতির কবর ফলক?' বিস্মিত হয়ে ঝুঁকে বসল রানা। 'ওই জিনিস এল কোত্থেকে? একটু আগে না বললেন ওদের কেউই ফিরে আসতে পারেনি?'

'হ্যাঁ, বলেছি,' মাথা ঝাঁকালেন বৃদ্ধ। 'তবে ওটা ছিল হেরোডোটাসের কথা, আমার নয়।'

'আচ্ছা। বলে যান, প্লীজ।'

'আর্মাদিলিসের বাহিনীর মধ্যে একমাত্র এই মানুষটিই বেঁচে গিয়েছিল কি [illegible]

[illegible] এ ব্যাপারে ইতিহাসে কিছু নেই। কেন না এ ঘটনা হেক-টেম কাউকে [illegible]

[illegible] খোবার অভিনয় করে গেছে হেক-টেম। দক্ষলাতেই পেড্রোর চাষীর ছদ্মবেশে থেকে গেছে। অবশ্য বেশিদিন বাঁচেনি লোকটা।'

'এতকিছু আপনি জানলেন কি করে?' বিস্ময় আরও বাড়ল ওর।

'হেক-টেমের খবর ফলক পড়ে। ওটায় হায়রোগ্লিফিকের সাহায্যে সেই করুণ ঘটনার পুরোটাই লিখে রেখে গেছে সে। কেবল ঘটনাই নয়, যেখানে সৈন্যরা [illegible] লুকিয়ে পড়ে, পিরামিডের ওপর চিহ্ন করে নির্দিষ্ট নকশার সাহায্যে সেই জায়গাও চিহ্নিত করেছে লোকটা। ফলকে আছে সে নির্দেশনা, আমি পড়েছি।'

চুপ করে থাকল রানা, কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না। সবকিছু আষাঢ়ে মনে হচ্ছে ওর, বিশ্বাস করতে বাধছে। ওর মনের অবস্থা বুঝে নিতে দেরি হলো না অভিজ্ঞ মিশর-বিশেষজ্ঞের। হাসলেন তিনি। 'আমি জানি তুমি কি ভাবছ, ইয়াং ম্যান। কিন্তু ভুল লাইনে ভাবছ। এসব মিথ্যে হওয়ার কোন চান্স নেই।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার মুখ খুললেন। 'আমি তোমার অচেনা নই, তাছাড়া আমার পেশাগত পরিচয়ও তো তুমি জানো। গত চার-পাঁচ বছর ধরে এই সত্য উদ্ঘাটনের জন্যেই লেগে ছিলাম আমি। কাজেই মনে কোনও রকম সন্দেহ জেগে থাকলে দূর করে দাও।'

'না, ঠিক...তা নয়...' আমতা আমতা করে বলল ও। 'আমি...'

এক হাত তুলে থামিয়ে দিলেন প্রফেসর। 'ফলকটা উদ্ধার করার পর ওটা কেড়ে নেয়ার জন্যে আমার ওপর দু'বার হামলা হয়েছে, দু'বারই খুব অল্পের জন্যে রক্ষা পেয়েছি আমি।'

চোখ কুঁচকে উঠল রানার। 'কারা...?'

মাথা দোলালেন বৃদ্ধ। 'জানি না। তবে অনুমান করতে পারি।'

'কিরকম?'

'নিজের টাকা-পয়সা যা ছিল, গত কয়েক বছর ও দেশে একনাগাড়ে কাজ করতে গিয়ে তার প্রায় সবই শেষ হয়ে গেছে। শেষের দিকে কর্মচারীদের সময়মত বেতন দিতে সমস্যা দেখা দিয়েছিল, এই নিয়ে আমার একান্ত সহকারী, আমারই ছাত্র, কিছুদিন আগে কাজ ছেড়ে চলে গেছে। ও যাওয়ার পরদিনই হয় প্রথম হামলা। দু'দিন পর আবার।

'তাই বুদ্ধি করে ফলকটা [illegible] আমরা। একরকম নিয়ে পালিয়ে চলে এসেছি আমি। বলতে পারো পালিয়েই এসেছি। না এলে হয়তো অনর্থকিছু ঘটে যেত। হয়তো হাতছাড়া হয়ে যেত জিনিসটা। তাই কোনরকম ঝুঁকি না নিয়ে চলে এসেছি আমি। অন্যটা মিশরে সিরাডিও [illegible] আছে, ব্যাঙ্কের ভল্টে। আমার

অংশও এখানকার ব্যাঙ্কের ভল্টে রেখেছি।'

'বুঝলাম। কিন্তু হামলা যে ওটার জন্যেই হয়েছে, তার নিশ্চয়তা কি?' প্রশ্ন তুলল রানা।

'ওটার জন্যেই হয়েছে,' [illegible] জবাব দিলেন কার্টার। 'আমি জানি। আমার সহকারী আমারই ছাত্র, [illegible]

[illegible]

ও পরে পড়েই বখড়া বাধিয়েছে আমার সাথে। বেতন ক'দিন পরে দিলে কিছু আসত-যেত না। আমাদের সঙ্গে থাকছে, খাচ্ছে। আমারই পয়সায় সব চলছে ওর। তাছাড়া তেমন আপনও কেউ নেই যে ওর টাকার আশায় পথ চেয়ে বসে আছে। কাজেই অন্তত এই কারণে ওর অমন আচরণের কোন যুক্তিই নেই।'

বেশ কিছু সময় পর মুখ খুলল ও। 'এখন তাহলে কি করতে চাইছেন আপনি?'

'পরিস্থিতির কারণে আত্মগোপন করে আসতে বাধ্য হয়েছি ঠিকই, কিন্তু ফলকটা পেয়েই প্ল্যান করেছিলাম আমি লন্ডন আসব অভিযান পরিচালনার জন্যে একজন অর্থ যোগানদার খুঁজে বের করতে। নিজের তো সব শেষ,' বলে কাঁধ ঝাঁকালেন তিনি।

'তো? হলো টাকার ব্যবস্থা?'

'হ্যাঁ। সিলভিয়া এক বান্ধবী রাজি হয়েছে টাকা দিতে। সে-ও আমারই ছাত্রী, নাম ক্লারিসা। ক্লারিসা বেলভিল। খুব বড়লোকের মেয়ে। টাকা তো দিচ্ছেই, তারওপর স্বামী সহ নিজেও অভিযানে অংশ নিতে চাইছে।'

'তাহলে তো ভালই।' ওর পরের প্রশ্নের জবাব কি হবে আগেই অনুমান করে নিয়েছে রানা, তবু বলল, 'এ ব্যাপারে আমি কি সাহায্য করতে পারি আপনাদের?'

মনে মনে বক্তব্য গুছিয়ে নিয়ে মুখ খুললেন প্রফেসর। 'দেখো, রানা, আমার সন্দেহ হচ্ছে ফিলিপ বয়েল, মানে আমার সেই সহকারীর কথা বলছি, সে খুব সম্ভব ও দেশের কোন অপরাধী গ্রুপের সাথে হাত মিলিয়েছে আমার এত পরিশ্রমের ফসল কেড়ে নিতে। "খুব সম্ভব" আসলে কথার কথা, আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাই করেছে ও। ছেলেটা আর্মাদিলিসের দুর্ভাগ্যের ইতিহাস জানে, হায়রোগ্লিফিক ভাষার মর্মোদ্ধারও করতে জানে। আমি কি বলতে চাইছি বুঝতে পারছ নিশ্চই?'

ওকে মাথা দোলাতে দেখে দুর্বল হাসি হাসলেন কার্টার। 'ও যদি ফলক কেড়ে নেয়, ঠেকাতে পারব না আমি। সে ক্ষমতা আমার নেই। তোমার আছে। তাছাড়া এ ধরনের অভিযানের অভিজ্ঞতাও আছে তোমার।'

ইচ্ছে করেই থামলেন বৃদ্ধ। ঠোঁট চাটলেন। 'তার ওপর মিশরের প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের প্রধান তোমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তুমি বললে খোঁড়াখুঁড়ির অনুমতি পেতে কোন সমস্যা হবে না। এসব বিবেচনা করে আমরা ঠিক করে রেখেছি তোমাকে আমাদের সঙ্গে থাকার অনুরোধ করব। অবশ্য, তোমার যদি আপত্তি না থাকে।'

আবার ঠোঁট চাটলেন তিনি, হাত দোলালেন টাকে। 'নইলে হয়তো...'

ওঁকে উসখুস করতে দেখে ও বলল, 'কি?'

'নদীকে বাধ্য হয়ে আইটেমটা আর কোন আগ্রহী পার্টির কাছে বিক্রি করে দিতে হবে। আর তুমি যদি রাজি হও, খুঁজে পেতে যদি ওগুলো পেয়ে যাই আমরা, নিয়ম অনুযায়ী উদ্ধার করা মালের দামের শতকরা বিশ ভাগ পেয়ে [illegible] মিশর সরকার। [illegible] ঘনা। যেমন-তেমন ব্যাপার না। [illegible] তুমি দেশের কাজে খরচ করতে পারবে।'

প্রফেসর রানার দুর্বলতা সম্পর্কে জানেন, তাই জায়গামতই খোঁচাটা লাগালেন, তারপর অপেক্ষায় থাকলেন ওর প্রতিক্রিয়া দেখার।

'আপনার প্রস্তুতি কতদূর?'

চেহারায় চাপা উল্লাস ফুটল বৃদ্ধের। 'এই তো, মিশরে পৌঁছে কিছু কেনাকাটা সেরেই রওনা দেব। দু'চারদিনের ব্যাপার। ওহ্, আর জাহাজে করে যেতে কয়েকদিন লাগবে, ব্যস।'

'জাহাজে কেন?'

'সিলভিয়ার যে বান্ধবীর কথা বললাম, ওর নিজের বড় এক লাগজুরিয়াস প্যাসেঞ্জার লাইনার আছে। লণ্ডন-আলেকজান্দ্রিয়া রুটে চলে। ও বলছিল ওটায় করে যেতে। পরশু ছাড়বে ওটা।'

'সিলভিয়ার একা মিশরে থেকে যাওয়ার কারণ কি? আপনার সাথে এল না কেন?'

'এমনিই,' শ্রাগ করলেন বৃদ্ধ। 'ওখানকার পরিস্থিতির ওপর নজর রাখার জন্যে ইচ্ছে করেই থেকে গেল ও। ফিলিপের ওপর আর কি!'

'লোকটা ওখানেই আছে?'

'ছিল। গত কয়েকদিন থেকে দেখা নেই, ডুব মেরেছে শুনেছি।'

প্রকৃতির রং খুব দ্রুত মরে যাচ্ছে, আঁধার হয়ে এসেছে আকাশ। বন্দরের হাজারো আলোয় অন্যরকম চেহারা হয়েছে তার। কার্টেন ছেড়ে পিছিয়ে এল রানা, বসে পড়ল ডেস্কে। ওর সামনেই ছড়ানো আছে কয়েকটা ছবি, সেন্ট-টেমেন কবর ফলকের। প্রত্যেকটায় হায়ারোগ্লিফিকের হিজিবিজি আঁকিবুকি রয়েছে। মহাদুর্বোধ্য। ওসবের কিছুই বোঝে না রানা।

আনমনে ওগুলোয় চোখ বোলাতে লাগল। স্যার কার্টারের প্রস্তাবে রাজি হয়েছে ও। না হওয়ার কোন কারণ নেই, বড় অঙ্কের টাকা কামানোর এমন এক নিশ্চিত সুযোগ হাতছাড়া করা বোকামি হত। তাছাড়া প্রফেসরকে সাহায্য করার মত মানবিক বিষয়টাও জড়িত এর সাথে। কার্মেলাসের ধন-রত্নের খোঁজ বের করাতে গিয়ে নিজের যা ছিল, সবই খরচ করে ফেলেছেন ভদ্রলোক, এটাই এখন তাঁর একমাত্র ভরসা।

প্রাচীন আমলের এ ধরনের নিরুদ্দেশ ধন-রত্ন কেউ খুঁজে বের করাতে পারলে তাকে আইন অনুযায়ী মালের চলতি বাজার দর হিসেবে বিশ পার সেন্ট দেক্ষ মিশর সরকার। যদি অভিযান সফল হয়, পরিশ্রম সার্থক হবে ড. কার্টারের। রানাও দেশকে সামান্য হলেও সাহায্য করতে পারবে।

প্রফেসরের সঙ্গে আলোচনা সেরে বিষয়টা রাহাত খানকে জানাতে ঢাকায় [illegible] প্রজেক্টে [illegible] করার আগে সদ্য শেষ হওয়া অ্যাসাইনমেন্ট সম্পর্কে রিপোর্ট করতে বলেছিলেন ওকে। সে কাজ শেষ। বিস্তারিত রিপোর্ট রেডি, [illegible]

ক্লারিসার জাহাজ এস.এস. হ্যাম্পশায়ারও কাল বিকেলে আলেকজান্দ্রিয়া যাত্রা করবে।

ইন্টারকমের রিং শুনে ঝুঁকে বসে সুইচ টিপল ও। 'ইয়েস?'

'ডক্টর কার্টার এসেছেন, মাসুদ ভাই,' বলল এক মেয়েকণ্ঠ। 'মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস বেলভিলও আছেন সাথে।'

'ওঁদের নিয়ে এসো, প্লীজ।'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে ঢুকলেন কার্টার, তাঁর পিছনে একজোড়া যুবক-যুবতী। ক্লারিসা ও হ্যারি বেলভিল। রানার প্রায় সমবয়সীই হবে হ্যারি। লম্বায় একটু খাটো। স্লিম। চমৎকার পুরুষালী চেহারা। চোখ জোড়া যেন সারাক্ষণ হাসে। ক্লারিসা ছোটখাট মেয়ে, নজর কাড়া চেহারা। হাসিটা ভারি মিষ্টি। কথা বলে ধীরে, গুছিয়ে।

পরিচয় পর্ব সেরে কাজের কথায় মন দিল ওরা।

দুই

পরদিন শেষ দুপুরে যাত্রা শুরু করল এস.এস. হ্যাম্পশায়ার। হালকা কুয়াশার চাদর ঝুলছে তখন চারদিকে, সূর্যের আলো আছে, তবে তেজ নেই। ভেজা ভেজা মৃদু বাতাসও আছে। পরিবেশ খোলা ডেকে থাকার মত নয়, তাই অন্যদের মত রানাও নিজেকে বন্দী করে রাখল কেবিনে।

ওর পাশের কেবিনে রয়েছে বেলভিল দম্পতি। চমৎকার হাসিখুশি, প্রাণখোলা মানুষ দু'জনেই। প্রফেসর কার্টারের মুখে শুনেছে, মিলিওনিয়ার জাহাজ ব্যবসায়ী বাবার একমাত্র মেয়ে ক্লারিসা। লেখাপড়া করেছে অক্সফোর্ডে, ড. কার্টারেরই ছাত্রী সে। সিলভিয়ার সাথে বন্ধুত্ব ওখানেই।

কিছুদিন আগে বাবা মারা যাওয়ায় এখন বিশাল সম্পত্তি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের মালিক। মাস দুয়েক আগে নিজের পছন্দের পাত্র হ্যারিকে বিয়ে করেছে। সে-ও জাহাজ ব্যবসায়ে জড়িত, যদিও স্ত্রীর 'সানরাইজ শিপিং কোম্পানির' তুলনায় চোখে খোঁচা মারার মত নিতান্তই ছোট সেটা। বিয়ের মাত্র একদিন পর বাবা মারা যাওয়ায় ব্যবসা বুঝে নিতে হয়েছে ক্লারিসাকে, ফলে হানিমুনে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। এই জন্যে মিশর যাওয়ার প্রস্তাবটা লুফে নিয়েছে ওরা দু'জনেই, আনঅফিশিয়ালি 'হানিমুন ট্রিপ' ঘোষণা করেছে এটাকে।

যেমন হাসিখুশি, তেমনি আমুদে স্বভাবের মানুষ ওরা দুজন। প্রথম দর্শনেই ভাল লেগেছে রানার। পুরো চব্বিশ ঘণ্টাও হয়নি পরিচয় হয়েছে, অথচ রানার

ভাগ্য ওদের আয়ত্তে থেকেও মনে হয় না জানি কত যুগের বাসিন্দা।

প্রফেসর কার্টিস [illegible] কেবিন [illegible] [illegible]

তেতো বসে থাকার পর খণ্ড শঙ্খ-ঝিনুক আর অনিবার্য মেসে তাস, বিলিয়ার্ড খেলে একঘেয়ে সময় কাটাতে লাগল। চতুর্থ দিন সুস্থ হলেন প্রফেসর কার্টিস। দুপুরের পর ডেকে তাঁকে পেয়ে হাঁপ ছাড়ল সবাই। এ ক'দিন অনবরত বমি ও প্রায় না খেয়ে থাকতে হয়েছে বলে যথেষ্ট দুর্বল হয়ে গেছেন ভদ্রলোক, চেহারা ফ্যাকাসে, তবু বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেয়ে তিনিও খুশি।

পরের তিনদিন [illegible] সময় মিশরের প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানগর্ভ আলোচনা শুনে কাটল ওদের। পঞ্চম দিন দুপুরের দিকে মাল্টায় ভিড়ল এস.এস. হ্যাম্পশায়ার। ফার্স্ট ক্লাসের অনেকজনসহ নতুন যাত্রী উঠল।

প্রথম দলের একজন ফরাসী, দু'জন আমেরিকান টুরিস্ট, একজন গ্রীক, দু'জন এশীয়, এবং একজন আরব। এশীয় দু'জনের একজনের ওপর চোখ পড়ল রানার। প্রফেসরের পাশের চারটা কেবিনের পরের কেবিনে উঠল সে। পোশাক-আশাকে পুরো ইউরোপীয় কেতাদুরস্ত।

ছয় ফুটের ওপর লম্বা মানুষটা, একহারা গড়ন। বয়স চল্লিশের মত হতে পারে, দেখে অনুমান করা যায় না। মুখের আকৃতি ডিমের মত। নাকে [illegible] চশমা। হাতের কব্জি রানার প্রায় দেড়গুণ চওড়া, পাঞ্জাও তেমনি। দেখেই প্রমাণ হয় কি পরিমাণ শক্তি ধরে সে। [illegible] চেহারা। সঙ্গে এক [illegible] আছে, [illegible] সামলাচ্ছে [illegible] লোকটা। [illegible] সমান, কিন্তু [illegible] বয়স বিশ-বাইশের বেশি হবে না।

বুনো ষাঁড়ের মত শরীর। [illegible] অনুভব করা যায়। মুখ সামান্য বাঁকা, অনেকটা কুঠারের মত। [illegible] পা রাখার সুযোগই দিল না সে [illegible] রানা।

এক ঘণ্টা পর কেবিন থেকে বেরোল রানা, [illegible] না তাকিয়ে নিচে চলে গেল। [illegible] সম্পর্কে জানতে হবে, ভাবল রানা। তেমন বিশেষ কোন কারণে নয়, সাধারণ কৌতূহল। কিন্তু ওই পর্যন্তই। [illegible] নতুন এক প্রসঙ্গ [illegible] কথাটা তখনকার মত ভুলে গেল।

তিন ঘণ্টা বিরতির পর মাল্টা ছাড়ল জাহাজ। [illegible] মেঘহীন নীল আকাশ। একটা দুটো করে তারা ফুটতে শুরু করেছে। নীল সাগরের বুক চিরে [illegible] এগিয়ে চলেছে এস.এস. হ্যাম্পশায়ার। প্রমেনেড ডেক প্রায় খালি হয়ে এসেছে, যাত্রীরা যে যার কেবিনে ফিরে গেছে ডিনারের জন্যে তৈরি হতে। ওরাও উঠল।

দু'দিন পর [illegible] [illegible] রানা উঠল [illegible] [illegible]

রাত আড়াইটার দিকে [illegible] [illegible] বিশেষত্ব নেই। কেন [illegible] ঘুমটা [illegible] শুরু করল ও। টেবিলল্যাম্প জেলে রেখেই ঘুমিয়ে পড়েছিল, এ মুহূর্তে বড্ড বেশি চোখে লাগছে আলো।

তবু ওটা অফ করল না রানা। চারদিকে নজর বোলাবার ফাঁকে একই কথা ভাবছে, কেন ভাঙল ঘুম? কেবিনে চোর ঢোকেনি, সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। আর কেউ নক করেছে দরজায়? না। তবে থাকলে এতক্ষণে আবারও করত। টেলিফোন বেজেছে? না। সে ক্ষেত্রেও আবার বাজত। [illegible] দুলছে জাহাজ।

আস্তে আস্তে উঠে বসল ও। ঠিক তখনই একজোড়া ভারী পায়ের দৌড়ের আওয়াজ উঠল বাইরে, পায়ের মালিক যে আওয়াজটা চাপা দিতে চেষ্টার ত্রুটি করছে না, তাও স্পষ্ট বোঝা গেল। দূরে সরে যেতে যেতে মুহূর্তের জন্যে থামল আওয়াজটা, একটা দরজা বন্ধ হওয়ার মৃদু আওয়াজ উঠল, তারপর আবার সেই পা টিপে দৌড়, [illegible] গ্যাংওয়ের দিকে যাচ্ছে।

ওর নিজেরই অজান্তে শরীরের নিয়ন্ত্রণ কাজ শুরু করে দিল, চোখের পলকে বালিশের তলায় হাত ঢুকিয়ে ওয়ালথারটা বের করে আনল রানা, পরমুহূর্তে দুই লাফে দরজার কাছে পৌঁছে ছিটকিনি খুলে ফেলল। উঁকি দিল বাইরে। কেউ নেই—নির্জন [illegible] আলোয় করিডরের এ-মাথা ও-মাথা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, ফাঁকা। খোলা বাতাসে শীত শীত লেগে উঠল। ঘন ঘন ডানে-বাঁয়ে তাকাতে লাগল রানা।

চোখ কুঁচকে আছে [illegible] ব্যাপার কি! এক এক করে দু'দিকের দরজাগুলোর ওপর চোখ বোলাল ও, সব বন্ধ। এঞ্জিনের একটানা গোঁ-গোঁ আর বাতাসের মৃদু গোঙানি ছাড়া কোথাও সাড়াশব্দ নেই। ফিরে আসছে [illegible] কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবে, [illegible] খেয়াল হতে থেমে গেল, প্রফেসরের বন্ধ দরজার দিকে তাকাল। দেখে সন্দেহ হওয়ার মত কিছু নেই, ওটাও বন্ধ। তবু কেন যেন খুঁত-খুঁত করে উঠল মন।

চুরি হওয়ার মত দামী কিছু নেই তাঁর কাছে, কেবল [illegible] ফলকের অর্ধেকটা ছাড়া। কেউ কি—ভাবনা শেষ করতে পারল না ও, ঢেউয়ের আঘাতে উল্টোদিকে সামান্য কাত হলো জাহাজ, এবং ওর বিস্মিত চোখের সামনে একটু একটু করে খুলে গেল প্রফেসরের কেবিনের দরজা। ওটা খোলা! জাহাজ কাত হয়ে ছিল বলে বন্ধ মনে হচ্ছিল। পুরো খুলে গেল দরজা। ভেতরটা অন্ধকার। ছাঁৎ করে উঠল বুক। একটু পর জাহাজ আবার এদিকে কাত হতে শুরু করল, নিঃশব্দে বুজে আসতে লাগল দরজা।

দ্রুত এগোল রানা, খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে উঁকি দিয়েই মুখ টেনে নিল। না, ভুল হলো না। অন্য কোন রকম আক্রমণও এল না। তবু সাবধানে এগোই [illegible] [illegible] কার্পেট। পরীক্ষা করার দরকার হলো না, এক পলক দেখেই রানা বুঝল বেঁচে নেই মানুষটা। সারা ঘর লণ্ডভণ্ড হয়ে আছে।

বৃদ্ধের বড় ট্রাঙ্কটার ডালা ভাঙা, সামনেই হাঁ হয়ে আছে ওটা। ভেতরের কাপড়-চোপড় সব বাইরে। ওর মধ্যেই কলকটা ছিল, রানা জানে। এখন নেই। নিয়ে গেছে খুনী।

চট করে দরজা লাগিয়ে দিল ও। কিছুক্ষণ বোকার মত তাকিয়ে থাকল মৃতদেহটার দিকে। ডান হাত মুঠো পাকিয়ে আছে বৃদ্ধের, চেহারায় বেদনার ছাপ। রক্ত এখনও পড়ছে একটু একটু, জমাট বাঁধতে শুরু করেছে। ট্রাঙ্কের ওপর নজর স্থির হলো ওর। মাথার মধ্যে জট পাকিয়ে যেতে আরম্ভ করেছে। এলোমেলো চিন্তা দূর করে পরবর্তী করণীয় নিয়ে ভাবতে লাগল ও।

কিছুক্ষণ পর দরজা খুলে বাইরে উঁকি দিল, কেউ নেই নিশ্চিত হয়ে বেরিয়ে এসে টেনে লাগিয়ে দিয়ে হ্যারি-ক্লারিসার দরজায় নক করল। ওর চাপা ডাক শুনে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল হ্যারি, ফ্যাকাসে হয়ে গেল ওর মুখ রানার অবস্থা দেখে।

'কি হয়েছে?' রুদ্ধশ্বাসে জানতে চাইল যুবক।

'এদিকে এসো!' বলেই ঘুরে হাঁটতে শুরু করল ও।

বুঝতে না পেরে কয়েক মুহূর্ত ওর দিকে তাকিয়ে থাকল হ্যারি, তারপর নিঃশব্দে বেরিয়ে এসে দরজা ভিড়িয়ে দিল। 'কোথায়...'

তর্জনী ঠোঁটের কাছে তুলে তাকে চুপ থাকতে বলল রানা, ঢুকে পড়ল কেবিনে। হ্যারিও এল, এবং ভেতরের অবস্থা দেখে সশব্দে আঁতকে উঠে পিছিয়ে যেতে চেষ্টা করল। কিন্তু রানা সে সুযোগ দিল না, খপ করে হাত ধরে টেনে নিয়ে এল ভেতরে। দরজা লাগিয়ে দিল।

চোখ কপালে তুলে নিথর দেহটার দিকে তাকিয়ে থাকল হ্যারি, [illegible]। 'ওহ গড!' ফিসফিস করে বলল সে। [illegible] 'মারা গেছেন নাকি?'

'কোন সন্দেহ নেই,' গম্ভীর গলায় জবাব দিল রানা।

'তুমি টের পেলে কিভাবে?'

ব্যাপারটা সংক্ষেপে জানাল ও। শুনে গম্ভীর হয়ে উঠল হ্যারি। কিছুক্ষণ [illegible] ট্রাঙ্কটার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'তাহলে তো সমস্ত যাত্রীর লাগেজ চেক করার ব্যবস্থা করতে হয়।'

রানা মাথা নাড়ল। 'সেটা ঠিক হবে না, মানুষ ভয় পেয়ে যাবে, বিরক্ত হবে।'

'তাহলে কলকের কি হবে? ওটা না পেলে তো সবই যাবে।'

'তা নিয়ে চিন্তা নেই। ওটা খুঁজে বের করার জন্য উপায় ভেবে রেখেছি

আমি। কিন্তু সে সব পরে, আগে প্রফেসরের মৃতদেহের ব্যবস্থা করতে হবে। [illegible] খুব গোপনে করা চাই। [illegible] আমাদের।'

[illegible]

দ্রুত মাথা নাড়ল রানা। '[illegible] সবাই জানবে উনি মারা গেছেন। তবে হার্ট অ্যাটাকে।'

হতবিহ্বল চেহারা হলো তার। 'কিন্তু...লাশের এই অবস্থা, এত রক্ত...'

'ওসব কোন সমস্যা নয়। ফোনে ক্যাপ্টেন আর ডাক্তারকে ডাকো, ওদের আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি কি করতে হবে। ক্লারিসাকেও নিয়ে এসো।'

দশ মিনিট পর।

প্রফেসরের বেডের এক প্রান্তে জড়সড় হয়ে বসে আছে ক্লারিসা, দৃষ্টি মৃতদেহের ওপর স্থির। চেহারায় এক ফোঁটা রক্তও নেই। মুখ ফোলা ফোলা, অবিন্যস্ত চুল। তার কাঁধে এক হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে হ্যারি। চেহারা বিষণ্ণ।

ওদের দু'হাতের মধ্যে দাঁড়িয়ে জাহাজের ক্যাপ্টেন ও ডাক্তারের সাথে কথা বলছে রানা। প্রথমজন বয়স্ক, ষাটের মত বয়স। অন্যজন তার অর্ধেক বয়সী হবে। চোখে পুরু চশমা। কাঁচের জন্যে এমনিতেই বড় দেখায় তার চোখ, এ মুহূর্তে দেখাচ্ছে আরও বড়। বেশ বিচলিত। ক্যাপ্টেন স্থিরচিত্ত। দীর্ঘ চাকরি জীবনে এ ধরনের অভিজ্ঞতা তার এবারই প্রথম নয়, তাই ঘাবড়ায়নি।

রানার কথার ফাঁকে ফাঁকে মাথা দুলিয়ে সায় দিচ্ছে দু'জনেই, 'নো প্রবলেম,' 'রাইট, স্যার' বা 'শিওর' ইত্যাদি মন্তব্য করছে। [illegible] পনেরো মিনিট বলে গেল রানা। তারপর বেরিয়ে গেল ক্যাপ্টেন, ডাক্তার ব্যস্ত হয়ে পড়ল লাশের সুরতহাল রিপোর্ট লিখতে।

এই সুযোগে রানাকে একা পেয়ে এগিয়ে এল হ্যারি। 'তুমি কি করতে চাইছ আসলে, রানা? ক্যাপ্টেনকে প্যাসেঞ্জার'স লিস্ট আনতে বললে কেন?'

'এখন না,' বলল ও। 'প্রস্তুতি শেষ হতে দাও, তারপর সব বলছি।'

কিছুক্ষণের মধ্যে দুই বিশ্বস্ত [illegible] নিয়ে ফিরে এল ক্যাপ্টেন, ওদের একজনের হাতে নতুন কার্পেট, অন্যজনের হাতে স্ট্রেচার। এক ঘণ্টার মধ্যে কেবিনের চেহারা আগের মত স্বাভাবিক করে তুলল ওরা।

পিঠ থেকে [illegible] বের করে [illegible] ব্যান্ডেজ করে বৃদ্ধকে অন্য একটা শার্ট পরিয়ে দেয়া হলো, লাশটা শোয়ানো হলো স্ট্রেচারে। সব কাজ শেষ হতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল রানা। ঠিক আছে। সব স্বাভাবিক।

কেবিনে উপস্থিত এই ক'জন এবং খুনী ছাড়া আর কারও জানার উপায় নেই কিভাবে মৃত্যু ঘটেছে [illegible]।

তিন

[illegible]

টিকানা, পেশা ইত্যাদি লেখা, অন্য অংশে মহাবিষ্ট যাত্রীদের। নামগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ল ও। নজর পড়ল অংশে ঘুরছে বেশি, বিশেষ একটা নামের ওপর।

শের খান। শের মোহাম্মদ খান। পাকিস্তানী, কূটনীতিক। কায়রোর পাক কনস্যুলেটের ট্রেড অ্যাটাশে। মার্সেই থেকে ওঠা অভিজাত চেহারার যে মানুষটির ওপর রানার চোখ পড়েছিল, এ সেই লোক। তার সঙ্গীর নাম সরফরাজ, বাড়ি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ।

শের খান, বিশেষ করে তার সঙ্গীটিকে দেখার পর থেকেই কেমন যেন খুঁত-খুঁত করছিল রানার মন। এখনও করছে। বরং আগের তুলনায় আরও বেড়েছে তা। ঘণ্টা খানেক আগে কেবিনের দিকে যার ছুটে যাওয়ার শব্দ শোনা গেছে, সে কি সরফরাজ? ভাবছে ও। হতে পারে। আওয়াজ শুনেই বোঝা গেছে মানুষটা যথেষ্ট ওজনদার।

ছুটতে ছুটতে মুহূর্তের জন্যে থেমে দাঁড়ানো, অজ্ঞাত কেবিনের দরজা বন্ধ হওয়ার মৃদু আওয়াজ, ইত্যাদির কথা ভাবল রানা। প্রফেসরের কেবিনের চারটার পর শের খানের কেবিন, ওটা থেকে দোতলার ডেকে যাওয়ার প্যাসেজটা খুব কাছে। এমন কি হতে পারে, দরজা খুলে সরফরাজের অপেক্ষায় ছিল শের খান? এবং বৃদ্ধকে খুন করে পালাবার সময় তার হাতে ফলকটা তুলে দিতে মুহূর্তের জন্যে থামতে হয়েছে লোকটাকে? আর সে ওটা নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল?

উত্তেজিত হয়ে উঠতে লাগল রানা, তাই হয়েছে। কোন সন্দেহ নেই, শের খানই প্রফেসরের আসল খুনী। ফলকটা হাতিয়ে নেয়ার এ ছাড়া আর কোন পথ ছিল না লোকটার। অর্থাৎ জিনিসটা এখন তার কাছে। আবার তালিকায় চোখ বোলাল ও। এমন চট করে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো ঠিক হচ্ছে না। যদি শের খান সত্যিই খুনী হয়ে থাকে, কিছু করতে হলে আগে তা প্রমাণ করা চাই। নইলে সমস্যায় পড়তে হবে। ডিপ্লোম্যাটিক ইমিউনিটির বলে অনেক ক্ষমতা তাদের আওতায়।

ঠিক আছে, যা কিছু করার গোপনেই করতে হবে, সিদ্ধান্ত নিল রানা। এতক্ষণ ওর ওপর নজর রাখছিল হ্যারি ও ক্লারিসা, ওকে তালিকাটা দলা পাকিয়ে ফেলে দিতে দেখে হ্যারি বলল, 'কি বুঝলে?'

'খুনীর সন্ধান সম্ভবত পাওয়া গেছে।'

'কে সে?'

'এখন উচিত কার্টারের খুনের বদলা নিতে হবে।'

বুঝতে না পেরে তাকিয়ে থাকল হ্যারি। 'সে না হয় হলো, কিন্তু আসল জিনিসের কি হবে?'

চোখ নামিয়ে কিছুক্ষণ হতভাগ্য বৃদ্ধের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। তারপর দীর্ঘশ্বাস গোপন করে বলল, 'ভেবো না, এটা পাওয়া যাবে। ক্যাপ্টেন, আলেকজান্দ্রিয়া পুলিসকে প্রফেসরের মৃত্যুর খবর জানিয়ে দিতে পারেন এখন। এ-ও বলবেন, বিশেষ কারণে "মার্ডারকে" আমরা "হার্ট অ্যাটাক" বলে চালাতে [illegible]

[illegible]

'কিন্তু, স্যার, ওখানে পৌঁছলে এ জন্যে সমস্যায় পড়তে হতে পারে আমার। তাছাড়া শাইনাত্রের---' থেমে সমর্থন পাওয়ার আশায় ক্লারিসার দিকে তাকাল।

'চিন্তা করবেন না,' তাকে আশ্বস্ত করতে জোর দিয়ে বলল রানা। 'কায়রোর পুলিস চীফ ইসমত পাশা আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ওকে ফোনে সব জানাব আমি, দেখবেন আলেকজান্দ্রিয়া চীফ কতবার সালাম ঠোকে।'

'আই সী!' বিস্ময় আরও বাড়ল ক্যাপ্টেনের।

'এসব করা হচ্ছে,' বৃদ্ধের দিকে ইঙ্গিত করল রানা, 'খুনীকে অপ্রস্তুত করার স্বার্থে। আর কিছু নয়। পুলিসকে তা বোঝানো কঠিন হবে না।'

খানিক চিন্তা করে মাথা দোলাল লোকটা। 'অল রাইট দেন, স্যার!'

'থ্যাঙ্ক ইউ! জাহাজের নোটিস বোর্ডেও খবরটা টাঙাবার ব্যবস্থা করুন। ওটায় স্রেফ হার্ট অ্যাটাকের কথা থাকবে। আর যে দুই ক্রু আসল ঘটনা জানে, ওদের ভাল করে বুঝিয়ে দেবেন মুখে যেন তালাচাবি মেরে রাখে।'

'শিওর, স্যার!'

ভোর চারটা। দিনের আলো ফুটতে আর বেশি দেরি নেই। স্টেটরুমে মুখোমুখি বসে আছে রানা ও হ্যারি-ক্লারিসা। ক্লারিসার মন ভাল নেই, বাবার মৃত্যুর খবর পেলে সিলভিয়ার কি প্রতিক্রিয়া হবে, তাই ভাবছে।

রানা ভাবছে অন্য কথা—ফলকটার কথা ওরা চারজন ছাড়া আর কেউ জানত না, তাহলে খবরটা ফাঁস হলো কি করে? কেউ পিছু লেগে ছিল বৃদ্ধের? ব্যাঙ্কের ভল্ট থেকে জিনিসটা বাইরে আসার অপেক্ষায় ছিল? কে সে, ফিলিপ? ইদানীং তাকে নাকি কায়রোয় দেখা যাচ্ছিল না, হতে পারে হয়তো লন্ডন ফিরে এসেছিল বৃদ্ধের ওপর নজর রাখতে। সময় বুঝে অন্যের সাহায্যে খেল দেখিয়েছে।

সিলভিয়ার কথা ভেবে আফসোস হলো খুব। পৃথিবীতে বাবাই ছিল একমাত্র আপনজন, তাকে এভাবে হারানোর কষ্ট সহ্য করা খুব কঠিন হবে ওর পক্ষে। তা আরও বাড়বে যদি ওর অনুপস্থিতিতেই আলেকজান্দ্রিয়া পুলিস মৃতকে কবর দিয়ে ফেলে। ইসমত পাশাকে সে ব্যাপারেও কিছু একটা ব্যবস্থা নেয়ার অনুরোধ করতে হবে।

ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে ওদের সাথে ঘণ্টাখানেক পরামর্শ করে উঠল রানা। কেবিনে ফিরে কিছু সময় বিশ্রাম নিতে হবে, মাথাও খাটাতে হবে খানিকটা। কিন্তু বেরিয়ে এসে মত পাল্টাল ও, খোলা ডেকে এসে রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়াল। কানের পাশ দিয়ে সাঁ-সাঁ করে ছুটে যাচ্ছে ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস, নিচে কলকল আওয়াজ তুলছে সাগর। আকাশে একটা-দুটো তারা জ্বলছে টিমটিম করে, আলো

ছুটিতে শুরু করার সময় হয়ে এসেছে। কবি-সাহিত্যিকদের জন্যে চমৎকার পরিবেশ, কিন্তু রানা এর কোনটাই নয়। তাই পরিবেশ নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামাচ্ছে না ও, ভাবছে অন্য কিছু।

সিগারেটে ধরিয়ে [illegible] এখন থেকে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তার সহকর্মী, [illegible] [illegible] [illegible] দল, এবং সফল হয়েছে। হুকটা এদের হাতছাড়া হয়ে গেছে, অন্তত কিছু সময়ের জন্যে হলেও।

ফিলিপ কে, দেখতে কেমন, কিছুই জানা নেই ওর। জাহাজেই আছে সে, ছদ্মবেশে? অথবা ছদ্ম পরিচয়ে? মাথা দোলাল ও, থাকলে ছদ্মবেশেই আছে। নইলে ডক্টরের চোখে পড়ে যাওয়ার ভয় ছিল। আর শেষ পর্যন্ত যদি প্রমাণ হয় শের খানের ভ্যানেই বৃদ্ধের খুনী, তাহলে বুঝতে হবে লোকটা আসলে জাহাজে নেই। এথেন্স।

বৃদ্ধের প্ল্যান যে-ভাবে হোক, জেনে নিয়ে জায়গামত খবর পাঠিয়ে দিয়েছে সে। কুকর্মের সঙ্গীরা তৈরিই ছিল, হুকটা উদ্ধার করতে তাদের সমস্যা হয়নি। কিন্তু অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে খুনী মার্সেই শহরেই অপেক্ষায় ছিল। এইখানটায় খটকা লাগে, সন্ধানদাতা কি করে জানল ডক্টর এই জাহাজেই মিশর যাবেন?

জবাবটা নিজেই বুঝে নিল ও। কাউন্টের ছাত্র এবং একান্ত সহকারী হওয়ায় নিশ্চয়ই তাঁর ও সিলভির ঘনিষ্ঠ ছিল ফিলিপ, তাদের সব খবরই জানত। কাজেই বৃদ্ধকে লাঞ্চে ক্লারিসার সাথে যোগাযোগ করতে দেখে বুঝে নিয়েছে যা বোঝার। এবং তার কাছ থেকে খবর পেয়ে মাঝপথে এসে ঘাপটি মেরে ছিল খুনী।

আপনমনে মাথা দোলাল ও, হতে পারে। সে সম্ভাবনাই বেশি। কারণ তাতে নিজেকে গোপন রেখে কাজ সারতে সুবিধে, এবং ফিলিপের তা না বোঝার কথা নয়।

সিধে হলো রানা, টোকা মেরে শেষ হয়ে আসা সিগারেটটা দূরে ছুঁড়ে দিল। এখন ও নিশ্চিত, শের খানই ফিলিপের দোসর; ডক্টরের খুনী। ব্যাটাকে সাইজ করতে হবে। আগামী পরশু আলেকজান্দ্রিয়ায় পৌঁছবে ওরা, তার আগেই খোয়া যাওয়া কম্পাসের খোঁজ বের করতে হবে।

তার উপায় নিয়ে কিছুক্ষণ ভাবতেই চমৎকার একটা পথ বেরিয়ে এল। পিলে চমকানো ক্রুর হাসি ফুটল ওর মুখে। মনে মনে বলল, দাঁড়াও! মজা দেখাচ্ছি।

বিছানায় পিঠ লাগানোমাত্র ঘুমে বুজে আসছে দেখে জোর করে চোখের পাতা টেনে মেলে রাখল ও, কাজ হলো না। একটু সুযোগ পেলে অজান্তেই ফের বুজে আসে। কয়েকবার ব্যর্থ চেষ্টার পর বিরক্ত হয়ে উঠে বসল। সকাল হয়ে এসেছে, এখন ঘুমালে এমনিতেও উঠতে দেরি হয়ে যাবে, প্রথম সুযোগটা নষ্ট হবে। কিন্তু ও ব্যাটা বের হবে তো? যদি না হয়? দেখা যাক।

ঝিমঝিম ভাব কাটানোর জন্যে বিছানা ছাড়ল রানা, সিগারেট ধরিয়ে পায়চারি শুরু করল। বাসি মুখে বিস্বাদ লাগছে ধোঁয়া, তবু টেনে চলল। আবহাওয়া হিমহিমে

পর ঘড়ি দেখল, সময় হয়ে এসেছে। কেবিনে হাত্তির কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে ওর সাথে দু'মিনিট [illegible] [illegible] [illegible], তারপর বাথরুমে ঢুকল। হাত মুখে [illegible] ক্লান্তি ও [illegible] দূর করতে প্রচুর সময় নিয়ে শাওয়ার-শেভ সারল। ব্রেকফাস্টের জন্যে তৈরি হয়ে যখন বের হলো, তখন [illegible] [illegible] ঠিক [illegible] ব্রেকফাস্ট [illegible] বাজল।

[illegible]

সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাওয়া যায়, গল্প করা যায়, সুযোগ পেলে পরস্ত্রীর সাথে খুচরো প্রেমের সম্পর্কও গড়ে তোলা যায়। অবশ্য অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে কেউ যদি যেতে না চায়, তার খাবার কেবিনেই পৌঁছে দেয়া হয়।

রানার ধারণা শের খান ডাইনিং হলে যাওয়াই পছন্দ করবে ইচ্ছে না থাকলেও। সে নিশ্চয় বোঝে তার জাহাজে ওঠার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই একটা খুন হওয়ায় তার ব্যাপারে সন্দেহ জাগতে পারে কর্তৃপক্ষের মনে। সেটা যাতে বাড়ার সুযোগ না পায়, সে জন্যে তার পক্ষে সহজ-স্বাভাবিক আচরণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। রানার ইচ্ছে ব্যাটা বের হোক, তবে ষাঁড়টাকে যেন কেবিনের পাহারায় বসিয়ে না রাখে।

ঠিক সময়ে গং বাজল, যাত্রীরা একজন-দু'জন করে বের হতে লাগল কেবিন থেকে। সামনের প্রমিনেড ডেকে বসে তাদের সবার ওপর সতর্ক নজর রাখছে মাসুদ রানা। ওর সামান্য দূরে বসা হ্যারি ও ক্লারিসা–দু'জনের হাতেই ম্যাগাজিন। দেখে মনে হয় একমনে পড়ছে, আসলে কিনারার ওপর দিয়ে করিডরের ওপর নজর রাখছে। চোখে সানগ্লাস পরে আছে বলে বোঝা যায় না। একটুপরই ফুল বাবু হয়ে বের হলো শের খান।

একদম সতেজ চেহারা। তাবিজি চালে এগিয়ে আসতে লাগল সে প্রফেসরের বন্ধ দরজার সামনে দিয়ে। মনে মনে ক্ষীণ আশা ছিল রানার, ওটার দিকে মনের ভুলে হলেও একবার অন্তত তাকাবে। কিন্তু পূরণ হলো না ওর আশা। তাকাল না। সামনের সংক্ষিপ্ত প্যাসেজে বেয়ে নেমে গেল ওপরের ফার্স্ট ক্লাস ডাইনিং হলে ঢুকে পড়ল। সত্যি ঢুকেছে কি না রেলিঙের ওপর দিয়ে ঝুঁকে নিশ্চিত হয়ে নিল রানা। ঢুকেছে।

তবু নড়ল না ও। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে চায়। কারণ ও জানে সরফরাজ ভেতরে আছে। আগের দু'দিনই দেখেছে, ঠিক সকাল আটটায় এসে শের খানের ঘুম ভাঙায় লোকটা। তারপর ভেতরে গিয়ে সম্ভবত তার গোসলের জন্যে বাথটাব রেডি করে, জুতো-কাপড় গুছিয়ে দেয়। শের খানের মিনিট পাঁচেক পর বের হয় সে।

আজও তাই ঘটল, ঠিক পাঁচ মিনিটের মাথায় দরজায় দেখা দিল লোকটা। এগারোটার দিকে আবার আসবে মনিবের ডিনারের ড্রেস গুছিয়ে দিতে। লোকটা করিডরের ও মাথায় অদৃশ্য হয়ে যেতে দ্রুত পা চালাল রানা। সবাই নাস্তা খেতে বেরোলে স্টুয়ার্ড আসে কেবিন ঝাড়পোছ করতে, তাই দরজায় তালা লাগানো হয় না।

কাজেই কোন সমস্যায় পড়তে হলো না ওকে, ফাঁকা করিডর পেরিয়ে এসে সুড়ুৎ করে ভেতরে ঢুকে পড়ল। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দম নিল লম্বা করে। দ্রুত

চারদিকে নজর বুলিয়ে নিল। সময় বেশি পাওয়া যাবে না, যা করার খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে।

[illegible] আলো-প্রকৃতি ভাল আছে, পেয়েছে ও। [illegible] নিয়ে তৈরি [illegible] ইঞ্চি চওড়া, দৈর্ঘ্য তিন ইঞ্চি। [illegible]
[illegible]
বড় এক সুটকেস দেখে সেদিকে পা বাড়াল রানা। খুলে ভেতর পরীক্ষা করে দেখল। নাহ্, এটার মধ্যে নেই। ওয়্যারড্রোবের দিকে নজর দিল এবার।

একদিকে কয়েকটা ড্রয়ার, অন্যদিকে শার্ট-কোট ঝুলিয়ে রাখার চেম্বার। ড্রয়ারে নেই, থাকলে চেম্বারে আছে, নিচে। ঝটপট ওটাও সার্চ করল রানা, নেই। ওটার ওপরে একটা চামড়ার হ্যাট-বক্স ও একটা স্টীলের ফ্ল্যাট ডেসপ্যাচ ব্যাগ আছে, ওগুলোর দিকে দ্বিতীয়বার তাকাল না। ওগুলো ছোট। আর মাত্র একটা জিনিস আছে যার মধ্যে নকশাটা থাকা সম্ভব।

বড় এক কেবিন ট্রাঙ্ক সেটা, বেডের নিচে। টেনে ওটা বের করল রানা, এক মাথা উঁচু করে ওজন বোঝার চেষ্টা করল। খুব ভারী! বুকের মধ্যে ধড়াশ করে উঠল ওর—এর ভেতরে শুধু কাপড়-চোপড় থাকার কথা, অন্য কিছু নয়। তার মানে ওর ধারণাই সত্যি! শের খানই খুন করেছে বৃদ্ধকে!

তালা ঝুলছে ওটায়। কিন্তু ওই তালা খোলা কোন সমস্যাই নয়। পকেট থেকে তালা খোলার স্টীলের ইংরেজি Y-এর মত একটা পাত বের করল রানা। ওপরদিক চ্যাপ্টা ওটার, কিছুটা বাঁকা। ওটা দিয়ে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে তালা খুলে ফেলল। ঝটকা মেরে ডালা তুলে ভেতরে হাত ভরে দিল।

আছে!

ওপরদিকে কিছু শার্ট-প্যান্ট ইত্যাদির নিচে আছে জিনিসটা। স্যাকিং দিয়ে মোড়া। আবরণের ওপর দিয়ে আঙুলে ট্যাবের হিমশীতল ছোঁয়া পেল রানা। কয়েক মুহূর্তের জন্যে মন আর কোথাও হারিয়ে গিয়েছিল হয়তো, তাই শব্দটা শুনে চমকে উঠল প্রথমে।

দরজা খুলছে কেউ! স্টুয়ার্ড নোশহয়। ট্রাঙ্ক বন্ধ করার সুযোগ হলো না, তড়াক করে উঠে পড়ল রানা, পা দিয়ে গুঁতো মেরে ট্রাঙ্কটা ভেতরে পাঠিয়ে দিয়ে বাথরুমের দিকে যাওয়ার জন্যে পা তুলল, এই সময় কে যেন ডেকে উঠল, 'হেই, ইউ! কাম হিয়ার!'

বুকের মধ্যে ধড়াশ করে লাফিয়ে উঠল রানার, ভেবেছিল ওকেই ডাকছে বুঝি, কিছু না। ওটা হ্যারির গলা, স্টুয়ার্ডকে ডাকছে। সেরকমই প্ল্যান ছিল, দুয়েক মিনিটের জন্যে লোকটাকে আটকে রাখবে ও। কিন্তু ডাক দিতে দেরি করে ফেলেছে যে কারণেই হোক। দম আটকে অপেক্ষায় থাকল রানা, যখন নিশ্চিত হলো লোকটা হ্যারির দিকে এগোচ্ছে, ঝুঁকে মেরে ডালাটা তুলে দিয়ে ট্রাঙ্ক আটকে দিল। দামী টিপ তালা লেগে গেল 'কুট' করে।

সব ঠিকঠাক আছে কি না দেখে নিল ও, লম্বা পায়ে দরজার দিকে এগোল। দরজা সামান্য ফাঁক করে বাইরে তাকাল, দেখতে পেল একদিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে স্টুয়ার্ড। হাতে লম্বা এক ঝাড়ু, কাঁধে কাপড়ের ডাস্টার। চট করে

বেরিয়ে এল রানা, আলগোছে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে প্রমিনেড ডেকের দিকে এগোল ভদ্রলোকের মত।

[illegible] কেউ জানে না যে [illegible] একটা জিনিস ওর চোখ এড়িয়ে গেছে, এবং ওটা দেখেই সে টের পেয়ে যাবে কেউ এসেছিল তার কেবিনে।
[illegible]

বলল, 'আছে ওটা?'

ওপর-নিচে মাথা দোলাল ও।

'বাস্টার্ড!' দাঁতে দাঁত চাপল যুবক। 'টের পাবে না তো ব্যাটা?'

'মনে হয় না। স্টুয়ার্ডকে আরেকটু আগে ঠেকালো গেলে নিশ্চিত হয়ে নিতে পারতাম। দরজার বাইরে লোকটার উপস্থিতি টের পেয়ে ঘাবড়ে গিয়েছিলাম।'

'সরি। দূর থেকে প্রথমে বুঝতে পারিনি ব্যাটা ওই কেবিনেই ঢুকতে যাচ্ছে। তবু ভাল যে বেশি দেরি করে ফেলিনি।'

ডেকের এক প্রান্তে বসল ওরা তিনজন। এর মধ্যে লোকজন ফিরে আসতে শুরু করেছে, প্রফেসরের মৃত্যুর খবর জানাজানি হওয়ায় জটলা বাড়ছে তাঁর কেবিনের সামনে। জাহাজের চীফ পার্সার দরজায় দাঁড়িয়ে জনে জনে ব্যাখ্যা করছে তাঁর মৃত্যুর কারণ।

একটু পর শের খান উঠে এল। জটলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল, আর দশজন দর্শকের মতই উঁকি দিয়ে ভেতরটা দেখল, একটা-দুটো প্রশ্ন করল পার্সারকে, তারপর আরও দুয়েকবার উঁকিঝুঁকি মেরে নিজের কেবিনে ঢুকে গেল। খানিক পরই একটা ম্যাগাজিন হাতে বেরিয়ে এল লোকটা, রানাদের কাছ থেকে একটু দূরে বসে পড়ায় মন দিল। আর একবারও তাকাল না কার্টারের কেবিনের দিকে। রানার ধারণা ছিল বুড়োটা হঠাৎ 'হার্ট অ্যাটাক' হয়ে গেল দেখে কিছু না কিছু অস্বাভাবিক আচরণ করবে সে, কিন্তু না। সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

'ব্যাটা দেখছি গভীর পানির মাছ!' ফিসফিস করে বলল হ্যারি।

'হুঁম!' গম্ভীর জবাব দিল রানা।

'ও মনে হয় ভাবছে "বাঁচা গেল".' ক্লারিসা বলল। 'নইলে—'

'ঠিক উল্টো,' মাথা নাড়ল রানা। 'ও ভাবছে প্যাঁচটা লাগাল কে। প্রফেসরের সঙ্গে নকশাটা আছে, এ খবর যখন জানে লোকটা, তখন এ-ও জানে যে আমরাও তাঁর সঙ্গে আছি। ও এখন মনে মনে আমাদের ওজন করছে। বোঝার চেষ্টা করছে আইডিয়াটা কার মাথা থেকে বের হলো।'

'তুমি থট রীডিং জানো মনে হচ্ছে?' বিস্ময় ফুটল মেয়েটির চেহারায়।

'কিছু কিছু। তবে এ ক্ষেত্রে থট রীডিং বিদ্যার কোন প্রয়োজন হয় না। ওর দিক থেকে চিন্তা করলে তুমিও বুঝতে পারবে এমন সময় লোকটার মাথায় কি ভাবনা ঘোরা স্বাভাবিক।'

কিছু সময় নীরব থেকে মাথা দোলাল মেয়েটি। 'ঠিকই বলেছ।'

'ও এখন আমাদের পরবর্তী চাল কি হবে, তাই নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছে। বিকেলে আলেকজান্দ্রিয়া পৌঁছবে জাহাজ, তখন যাতে অপ্রস্তুত অবস্থায় কোন

পালাতে পারবে না যাতে, সেই প্রস্তুতি নিচ্ছে।'
'ক্যাপ্টেনকে দিয়ে ওখানকার পুলিসকে ইনফর্ম করালে হয় না, যাতে ওরা নামার সময় বাটাটার লোকদের চেক করে?' হ্যারি প্রশ্ন করল।
মাথা নাড়ল রানা। 'তাতে কাজ হবে না। ও ডিপ্লোম্যাট। ডিপ্লোম্যাটিক ইমিউনিটির বলে অনায়াসে বিনা চেকিং-এ দল ভাগিয়ে নিতে পারবে।'
[illegible]
চেহারা কঠিন হয়ে উঠল ওর। 'উপায় একটাই, সময়মত হারামজাদার ঘাড় চেপে ধরে কেড়ে নেয়া। কিন্তু আগে দেখতে হবে ও কার হয়ে কাজ করছে। আর কে কে আছে ওর সঙ্গে।'
'আমিও তাই ভাবছিলাম,' সন্তুষ্টি ফুটল হ্যারির চেহারায়।
ক্লারিসার নীল চোখ বড় হয়ে উঠল। 'প্রথমে ছিল হানিমুন-কাম-অ্যাডভেঞ্চার ট্রিপ। এখন তার সাথে যোগ হয়েছে থ্রিল। মন্দ নয়।'
'আরও আছে,' রানা বলল। 'খুব শিগগির ওদের সাথে দু'চারটা খুন-খারাবিও যোগ হতে পারে। কিন্তু তা নিয়ে পরে ভাবলেও চলবে। খিদেয় পেট চোঁ-চোঁ করছে এখন। আগে নাস্তা খেয়ে নিই।'

লাঞ্চ খেয়ে প্যাক করতে যাওয়ার আগে কিছু সময়ের জন্যে ডেকে বসল ওরা। শেখ খান মিনিট দশেক পর উদয় হলো ডেকে, নিচের হল থেকে খেয়ে এসেছে। সঙ্গে বাটাটাও আছে। কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা কেবিনে গিয়ে ঢুকল ওরা। সেই যে ঢুকল, সন্ধের আগে দু'জনের একজনও আর বের হলো না। পুরোটা সময় কেবিনের বদ্ধ দরজার ওপর পালা করে নজর রাখল রানা ও হ্যারি। এর ফাঁকে পরবর্তী প্ল্যান সম্পর্কে আলোচনা করে নিল।
তিনটের দিকে দেখা দিল আলেকজান্দ্রিয়া। পরের এক ঘণ্টা ধরে সাগর থেকে একটু একটু করে শহরটাকে জেগে উঠতে দেখল ওরা। জীবনে এই প্রথম মিশরে আসা হ্যারি-ক্লারিসার; এ দেশের কোন শহর এত সুন্দর, এত বড় হতে পারে কল্পনাই করেনি অথনও, তাই প্রায় অভিভূত হয়ে পড়ল। নব্য ট্যুরিস্টের মত থেকে থেকে নানান বিস্ময়সূচক মন্তব্য করতে লাগল এটা-ওটা দেখে।
সাগর উপসাগর দিয়ে ঘেরা পেনিনসুলার মুখে দীর্ঘ [illegible] মাইল জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে বহু ইতিহাসের নীরব সাক্ষী আলেকজান্দ্রিয়া। [illegible] জৌলুস, [illegible] চেহারা সম্পূর্ণ অন্যটা। পুরানো আমলের শ্রীহীন ঘরবাড়ি আর ভাঙাচোরা রাস্তা ওখানে। ইতিহাসের জ্ঞান [illegible] সুযোগটা হাতছাড়া করল না রানা, বলে যেতে লাগল।
আলেকজান্দ্রিয়া কখনোই শান্তিকালের মিশরীয় শহর ছিল না। গ্রীক বীর আলেকজান্ডার দা গ্রেট এ দেশ দখল করার পর শহরটার পত্তন করেন, তাই এটার নাম আলেকজান্দ্রিয়া। তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথে মেসিডোনিয়ান সাম্রাজ্য টুকরো টুকরো হয়ে যায়, সে সময় তাঁর এক সেনাপতি, টলেমি, দেশটিকে তাঁর সাম্রাজ্যের অংশ করে নেন। টলেমি ও তাঁর উত্তরসূরিরা তিনশো বছর শাসন করেন আলেকজান্দ্রিয়া।

তারাও গ্রীক ছিলেন, কাজেই শহরটিও গড়ে ওঠে গ্রীক ধাঁচে। [illegible] যেমন গড়ে উঠেছে অ্যাংলো-স্যাক্সন ধাঁচে, তেমনি। তার পরের কয়েক শতাব্দী রোমান, আরব, তুর্কি, ফরাসী ও ইংরেজরা দখল করে এখানে, [illegible] ঐতিহ্যের [illegible] গড়ে উঠেছে আলেকজান্দ্রিয়া। [illegible]
[illegible] তবু কষ্টেসৃষ্টে খুঁজে বের করল রানা। কেলভিন দম্পতিকে দেখাল, ক্লিওপেট্রার রূপে মুগ্ধ মার্ক অ্যান্টনির সাম্রাজ্য ধ্বংস হওয়ার আগ পর্যন্ত শহরের কোন অংশে বসে রাজ্য শাসন করত টলেমিরা। আজও ওখানে দাঁড়িয়ে আছে বিশ্বের সপ্তম আশ্চর্যের একটা, কাইত বে-র বিশাল লাইট হাউস।
'গড!' অস্ফুটে বলল হ্যারি। 'ওটার কথা তো ভুলেই গিয়েছিলাম।'
'আর ওটা কি?' টাওয়ারের সামান্য দূরের প্রকাণ্ড এক আধুনিক ভবন দেখাল ক্লারিসা।
'হোটেল সেসিল।'
ক্লিয়ারেন্স না পাওয়ায় ঘণ্টাখানেক হারবারে দাঁড়িয়ে থাকল হ্যাম্পশায়ার, এই ফাঁকে ওদের শেখ খানের পাহারায় রেখে ক্যাপ্টেনের সাথে আধঘণ্টা আলোচনা করে এল রানা। পুলিসকে কি কি বলতে হবে, ভাল করে শিখিয়ে দিয়ে এল। ছ'টার পর জেটিতে ভিড়ল জাহাজ। ততক্ষণে আঁধার হয়ে আসতে শুরু করেছে, বেশ দ্রুত রাত নামছে। নিচ থেকে জোরাল কোলাহলের আওয়াজ আসছে, নিচের যাত্রীরা গ্যাংওয়ের মাথায় জড় হতে শুরু করেছে।
প্রচুর পোর্ট অফিশিয়াল ও পুলিস উঠল জাহাজে, কয়লার মত কালো থেকে হালকা বাদামী, সব রঙের মিশ্রণ আছে তার মধ্যে। ব্যতিক্রম শুধু চীফ অফিসার—দীর্ঘদেহী স্লিম মানুষটা, নাক বাজ পাখির ঠোঁটের মত বাঁকা। গায়ের রং ফরসা, মা-বাবার কেউ একজন খুব সম্ভব ইওরোপীয় হবে। চীফ পার্সার এগিয়ে গেল তাদের দিকে, দলটাকে ক্যাপ্টেনের কেবিনের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল।
শেখ খানের বদ্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। খোলার লক্ষণ নেই এখনও। ব্যাটা করছে কি ভেতরে! জেটির দিকে তাকাল, একদল পুলিস যাত্রীদের পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে। অফিসারের হুকুম না পেলে যেতে দেবে না। হঠাৎ একটা মোটরের গম্ভীর গর্জন শুনে ঘুরে তাকাল রানা। একটা শক্তিশালী মোটর বোট, ধীরগতিতে এসে পাশ দিয়ে হ্যাম্পশায়ারের গায়ে ভিড়ল।
পরক্ষণে যথারীতি, গোলগাল এক লোক দেখা দিল ওটার ডেকে। কয়েকজন লোক নিয়ে হ্যাম্পশায়ারের ডেকে উঠে এল সে মই বেয়ে। দেহের তুলনায় বেশ বড় ভুঁড়ি তার, মুখটা ফোলা, চকচকে টাক। মাথায় লাল তারবুশ। উঠেই ছোট ছোট পা ফেলে শেখ খানের কেবিনের দরজায় গিয়ে টোকা দিল সে।
'এ ব্যাটা আবার কে?' হ্যারি বলে উঠল।
রানা মাথা নাড়ল। 'বুঝতে পারছি না।'
ওদিকে বোট দেখে কয়েকজন সিপাইসহ পুলিসের এক ক্যাপ্টেন এগিয়ে আসতে লাগল। ততক্ষণে শেখ খানের কেবিনের দরজা খুলে গেছে, আগন্তুকের

সড়কের লোকজন ঢুকে পড়ছে ভেতরে। ফরিকদের আড়ালায় নিরুদ্বিগ্ন থাকতে বেরিয়ে আসতে দেখল রানা, হেসে হেসে কথা বলছে সে বেঁটেখাটো আগন্তুকের সাথে।

আগন্তুকদের মধ্যে আর হাবিবদের ছোট-বড় সুটকেস ইত্যাদি নিয়ে বেরিয়ে এল [illegible]

ভারী বুটজুতোর আওয়াজ শুনে ঘুরে তাকাল বেঁটে, ক্যাপ্টেনের সাথে চোখাচোখি হতে গম্ভীর হয়ে গেল। ওদিকে তাকে চিনতে পেরে অফিসার বিব্রত হলো। 'ইওর এক্সেলেন্সি, আপনি?'

'হ্যাঁ, অফিসার।' মাথা দোলাল বেঁটে। 'আমার বন্ধুকে নিতে এসেছি,' মুখ ঘুরিয়ে খানকে দেখাল। 'পাকিস্তানী, ডিপ্লোম্যাট।'

'জানি, ইওর এক্সেলেন্সি, লিস্টে নাম দেখেছি,' অফিসার বলল। 'আমাদের চীফ আছেন জাহাজে, যদি দু'মিনিট অপেক্ষা করেন...'

'কেন বলুন তো?'

মুখ ফসকে খুনের কথাই হয়তো বলে বসতে যাচ্ছিল লোকটা, একেবারে শেষ মুহূর্তে সামলে নিল। 'কিছু না, ইওর এক্সেলেন্সি, কিছু না। এমনিই...'

'সরি!' আবারও বাধা দিল সে। 'ব্যস্ত আছি, সময় নেই এখন। এসো,' শেখ খানের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকিয়ে বোটের দিকে পা বাড়াল লোকটা। অফিসার আর কিছু বলার সুযোগই পেল না। স্যালুট করে একপাশে সরে দাঁড়াল।

অফিসারের দিকে এগিয়ে গেল রানা, বলল, 'ভদ্রলোককে খুব চেনা চেনা মনে হলো। কে উনি, বলুন তো?'

'আমাদের এক ইম্পর্ট্যান্ট ডিপ্লোম্যাট। হাবিব ইসমাইল বে।'

আর কোন প্রশ্ন না করে পিছিয়ে এল ও, আপাতত আর কিছু না জানলেও চলবে। ব্যাটারা বেপথে ভাগছে, কাজেই সেদিকে নজর দেয়া দরকার এখন। বোটটাকে অনুসরণ করার উপায় নিয়ে ভাবছে ও, এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। জেটির উল্টোদিকে, হ্যাম্পশায়ারের গায়ের কাছে ঘুর ঘুর করছে প্রচুর ছোট-বড় বোট। ট্যুরিস্ট গাইডদের বোট, জাহাজ থেকে অন্য ঘাটে গাইড করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদেশীদের পাকড়াও করে ওরা।

চাঁদপুর বা বরিশাল ঘাটে বড় লঞ্চ, স্টীমার ভিড়লে এমন দৃশ্য দেখা যায়। ডাব বা কলা ফেরি করতে ভিড় করে বিক্রেতারা, ওরা অবশ্য নৌকায় আসে। ব্যস্ত হয়ে ওর মধ্যে একটা উপযুক্ত বোট খুঁজতে লাগল রানা, হাবিব ইসমাইল বে-র বোটের মই ততক্ষণে সরে গেছে হ্যাম্পশায়ারের গা থেকে। এখনই পিছাতে শুরু করবে ওটা।

এমন সময় কেউ একজন ওর নাম ধরে ডেকে উঠতে তাজ্জব হয়ে ঘুরে তাকাল রানা। একটা বোটের গলুইয়ে দাঁড়িয়ে দীর্ঘদেহী এক নিগ্রো ডাকছে ওকে।

'মাসুদ সাহিব! সাইদা, রানা এফেন্দি। ওয়েলকাম টু ইজিপ্ট, সাহিব, ওয়েলকাম!'

বেশ কয়েক বছর আগে পরিচয় হলেও দেখামাত্র মানুষটাকে চিনতে পারল

ও। লোকটার নাম করিম, পেশায় ট্যুরিস্ট গাইড। সেটা কায়রো। লোকটার [illegible]। ওখানকার আন্ডারওয়ার্ল্ডের খুঁটিনাটি থেকে [illegible] সবাইকে চেনে। শুধু চেনে বললে ভুল হবে, [illegible] সমীহ করেও চলে।

একবার বিশেষ এক কাজের [illegible] একরকম এক [illegible] পুরতে গিয়ে [illegible]

তাকে এখানে দেখবে কল্পনাই করেনি রানা, তা-ও এমন জরুরী প্রয়োজনের সময়। চাঁদ হাতে পাওয়ার মত খুশি হলো ও, অভ্যর্থনার জবাব দিতে ভুলে দ্রুত হাত নেড়ে বোট নিয়ে কাছে আসতে বলল তাকে। শেখ খানকে বহনকারী বোটটা তখন পিছিয়ে যেতে শুরু করেছে, এখনই ছুটতে আরম্ভ করবে। রানার ব্যস্ততা দেখে হাসি মুছে গেল করিমের, নিজেও ব্যস্ত হয়ে অন্য বোটের গায়ে বেমক্কা ধাক্কা-টাক্কা মেরে এগিয়ে আসতে লাগল।

ওটা তখনও দশ গজ দূরে, এই সময় হাবিব বে-র বোটের গম্ভীর আওয়াজ শুনতে পেল রানা, এগোতে শুরু করেছে! এখনই অন্ধকারে মিশে যাবে। হাবিবকে জরুরী সম্পর্কে দু'চার কথা বলে রেলিং টপকে দাঁড়াল রানা, করিমের বোট নাগালের মধ্যে এলেই লাফ দেবে। ব্যাপারটা চোখে পড়তে ছুটে এল ক্যাপ্টেন।

'আহ, দাঁড়ান! থামুন, যাবেন না!'

না শোনার ভান করে ঝুঁকে দাঁড়াল ও।

'এই যে!' আবার হাঁক ছাড়ল অফিসার। 'কানে কম শোনেন নাকি? বলছি না...'

'দুঃখিত, অফিসার,' চেঁচিয়ে বলল রানা। 'এখন কিছু শোনার সময় নেই, পরে শুনব। তাড়া আছে আমার।'

হাবিবকে ক্যাপ্টেনের পথ আগলে দাঁড়াতে দেখল ও, পরমুহূর্তে ঝাঁপ দিল বোট জায়গামত এসে পড়েছে দেখে। হাবিব বে-র বোট ততক্ষণে হারবার মাউথের দিকে কম করেও পঞ্চাশ গজ দূরে এগিয়ে গেছে, অস্পষ্ট দেখাচ্ছে ওটাকে।

'জলদি বোট ঘোরাও, করিম! ওই বোটটাকে ফলো করো। দেখো, যেন পালিয়ে যেতে না পারে।'

সঙ্গে সঙ্গে তৎপর হয়ে উঠল নিগ্রো লোকটা, আরেক দফা ধাক্কাধাক্কি করে পথ বের করে ছুটল ওটার পিছন পিছন। এর মধ্যে আরও দূরে সরে গেছে বোটটা, দেখা প্রায় যায়ই না বলতে গেলে। যে-কোন মুহূর্তে পুরো মিলিয়ে যাবে অন্ধকারে। খোলা পানিতে পৌঁছে ফুল স্পীডে বোট ছোটাল করিম, কিন্তু বিশেষ লাভ হলো না তাতে।

হাবিব বে-র বোট অনেক শক্তিশালী, তাছাড়া এদিকে করিমেরটার কম শক্তির এঞ্জিন, ফলে এঁটে ওঠা যাচ্ছে না। দুটোর দূরত্ব একটু একটু করে বেড়েই চলেছে। অনেক চেষ্টা করেও সুবিধে করা যাচ্ছে না দেখে হাল প্রায় ছেড়েই দিচ্ছিল রানা, এই সময় হঠাৎ করে আবার দেখা দিল ওটা। শুধু তাই নয়, একটু একটু করে বড়ও হতে লাগল।

ওকে কিছু বলতে হলো না, ব্যাপার চোখে পড়ামাত্র দিকে থেকে বোটের গতি কমিয়ে দিল করিম। 'ওরা থামছে, স্যার। ওখানে কয়েকটা কাঠের জেটি আছে, তার মধ্যে এক কোনটায় ভিড়বে।'

'কিসের জেটি?' প্রশ্ন করল রানা।

'এক তুর্কী কোম্পানির, স্যার। বড় বড় জাহাজে ওদের মাল... [illegible]

[illegible] ছেড়ে অনেকখানি এগিয়ে গেল বোট, তারপর মন্থর হয়ে এল চলা। বাতাস আর খোলের গায়ে পানির চাপড়ের আওয়াজ ছাড়া চারদিক নীরব।

গুদামগুলোর পঞ্চাশ গজের মধ্যে এসে পুরো থেমে গেল বোট। সামনে জেটি প্রায় স্পষ্ট দেখা যায়। এ মাথায় দাঁড়িয়ে আছে হাবিব বে-র বোট, ও মাথায় কয়েকটা ছায়া নড়ছে। তাকিয়ে থাকল রানা, চেনা কাঠামোগুলোকে সনাক্ত করতে বিশেষ বেগ পেতে হলো না। শের খান, সায়মবাজ আর হাবিব বে আছে, সঙ্গে আরও কয়েকজন। পরের দল মাথায়-ঘাড়ে করে শের খানের ব্যাগেজ টানছে।

লোকগুলো গুদামের আড়ালে চলে যেতে বোটে আর কেউ আছে কি না বোঝার জন্যে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল রানা। যখন মনে হলো নেই, সঙ্গে সঙ্গে কাজে হাত লাগাল। ডেক থেকে লম্বা এক লগি তুলে নিয়ে বোট ঠেলতে শুরু করল, দেখাদেখি করিমও হাত লাগাল। দু'জনের মিলিত চেষ্টায় অল্প সময়ে প্রথম বোটের গায়ের সাথে ভিড়ল ওদেরটা। লগি রেখে ওটায় উঠে পড়ল রানা, করিমকে বলল, 'পনেরো মিনিট অপেক্ষা করো এখানে। এর মধ্যে আমি না ফিরলে হোটেল সেমিরে চলে যেয়ো। ওখানে দেখা হবে।'

মনে হলো কিছু একটা প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল লোকটা, কিন্তু শেষ মুহূর্তে মুখ বুজে মাথা দোলাল। জেটিতে নেমে পড়ল রানা, যথাসম্ভব নিঃশব্দে এগোল অন্য প্রান্তের দিকে। কোথাও কারও দেখা নেই। দূরে ট্রামের বেল বাজছে, গাড়ির হর্নের আওয়াজ আসছে থেকে থেকে।

যত এগোচ্ছে রানা, ওর মাথার ওপর ততই উঁচু হচ্ছে গুদাম। জেটির শেষ মাথায় একটা সরু প্যাসেজ পেয়ে ঢুকে পড়ল রানা। হঠাৎ দূরে গাড়ির দরজা বন্ধ হওয়ার ধুমধাম আওয়াজ শুনে দ্রুত পা চালাল, তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে...।

কিন্তু প্যাসেজ থেকে বের হতেই দীর্ঘ একটা ছায়া চোখে আঁতকে উঠে ব্রেক কষল ও। পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে শের খান ও সায়মবাজ। খানের হাতে পিস্তল। 'কে তুমি? কেন ফলো করছ আমাকে?'

চার

চশমার ওপাশে চোখ কুঁচকে আছে কুটনীতিকের। 'কেন আমাদের পিছু নিয়েছ তুমি?' কঠিন গলায় বলল সে।

'পিছু নিয়েছি?' নিখাদ বিস্ময় মাখানো কণ্ঠে বলল ও। 'অচেনা একজনের পিছু কেন নিতে যাব আমি?'

'মিথ্যে বলছ তুমি!' গর্জে উঠল লোকটা। 'আমাকে তুমি নিশ্চই চিনেছ। তুমিও হ্যাম্পশায়ারের যাত্রী ছিলে।'

'হ্যাঁ, ছিলাম। কিন্তু তাতে কি?'

'কি হয়েছে, খান?' আড়াল থেকে হাবিব বে-র গলা ভেসে এল। একটু পর দেখা দিল সে। [illegible]

'বুঝতে পারছি না!' খেঁকিয়ে উঠল খান। অটোমেটিক নাচিয়ে ওকে কাছে যাওয়ার ইঙ্গিত করল যাতে বোট থেকে আসা আলোয় চেহারাটা ভালভাবে দেখা যায়। দ্বিধায় পড়ে গেল রানা, ব্যাটা যদি ওকে চিনে ফেলে, তাহলে বিপদ। গুলি করতে দেরি করবে না। মনে মনে প্রস্তুত হলো ও, কয়েক পা এগিয়ে লোকটার চার হাতের মধ্যে দাঁড়াল যাতে বিপদ দেখলে সময় থাকতে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে তার ওপর।

আলোয় ওকে ভাল করে দেখল শের খান। 'বাই জোভ!' বলে পাশে দাঁড়ানো সায়মবাজের দিকে তাকাল। 'চিনতে পেরেছ একে?'

ইতস্তত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল সে। 'না।'

'আরে, এ তো সেই লোক, ডক্টর কার্টার আর হ্যাম্পশায়ারের মালিক ক্রুটির সঙ্গে ছিল। দেখোনি তুমি?'

চোখ কুঁচকে উঠল সায়মবাজের। বিড়বিড় করে বলল, 'একজনকে ওদের সঙ্গে দেখেছি, স্যার। কিন্তু এই লোকই কি না...'

'এই লোকই, গর্দভ কোথাকার!' ধমকে উঠল খান। 'কিছু যদি মনে থাকে তোমার! এর কথাই বলেছিল ফিলিপ, কি যেন নাম?...মাসুদ...মাসুম...রানা, তাই না? তুমিই তাহলে আমার ট্রাঙ্ক খুলেছিলে, কেমন? এসব কাজে নতুন বুঝি? পিছনের পিছনদিকে যে টেল-টেলস ছিল...'

মনে মনে জিভ কাটল রানা, ছিল নাকি? 'এসব কি বলছেন আপনি? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!'

'কে তুমি, ভায়া?' মাথা ঝাঁকাল হাবিব বে। 'শার্লক হোমস নাকি?'

'দেখুন, অনর্থক আমাকে সন্দেহ করছেন আপনারা। জাহাজে সবারই সহযাত্রীদের সঙ্গে পরিচয় হয়, আমার বেলায়ও তাই ঘটেছে। আমার সঙ্গে...'

'তা হলে বুঝতে হবে তুমি ওদের হয়ে আমাদের পিছু নিয়েছ, ওই বেকাহিল দম্পতির হয়ে, রাইট?'

'ননসেন্স! আমি—'

'মোটেই না!' মাথা দোলাল শের খান। 'সে জন্যেই আরেক বোটে করে আমাদের পিছু নিয়েছ তুমি, আমি দেখেছি।'

'দেখো! তুমি কে আমি জানি না,' শীতল কণ্ঠে বলল রানা। 'কিন্তু দয়া করে নিজের দাম আর বাড়ানোর চেষ্টা কোরো না। লাভ হবে না। আমি বোটে এসেছি তার কারণ, এক বন্ধুর সাথে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাকে দেখা করতে হবে। নইলে অন্য জাহাজে আর কিছুক্ষণের মধ্যে ও ইংল্যান্ড রওনা হয়ে যাবে, বুঝতে পেরেছ? পুলিসকে বললে লাভ হত না, তাই তোমাদের দেখাদেখি অন্য বোট

নিয়ে কেটে পড়ছি আমি। এবার দয়া করে পথ ছাড়ো, যেতে দাও আমাকে।'

আবার মাথা দোলাল লোকটা। 'দুঃখিত, বন্ধুর সাথে দেখা হচ্ছে না তোমার।'

'কেন?' [illegible] গলা শান্ত রেখে প্রশ্ন করল রানা। [illegible]

[illegible] করিই; যতটা গোবেচারা ভাব দেখাচ্ছ, আমার মনে হয় তুমি ততটা নও।'

ফিলিপ ওর আসল পরিচয় জানতে পারেনি ভেবে এর মধ্যেও ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল রানা। পারলে নিশ্চয়ই এদের জানাত, সে ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প না করে ওর হৃৎপিণ্ডে একটা গুলি ঢুকিয়ে অনেক আগেই নিশ্চিন্তে চলে যেত লোকটা।

যা হয়নি, তা হয়নি, ভাবল ও। কিন্তু এখন যা হতে যাচ্ছে, তা ঠেকানোর কি উপায়? হাবিব বে-র দিকে ফিরল শের খান, আরবীতে দ্রুত বলতে লাগল, 'মনে হয় না এর হাতে আমাকে ফাঁসানোর মত কোন প্রমাণ আছে, তবে কিছু না কিছু নিশ্চয়ই জানে ব্যাটা। শেষ করে দিই, কি বলো?'

মাথা দোলাল বেঁটে কূটনীতিক। 'সেটা ঠিক হবে না। পুলিসের সন্দেহ আছে আমার ওপর, তোমাকে রিসিভ করতে গিয়েছি দেখে তোমাকেও হয়তো সন্দেহ করতে শুরু করেছে ওরা। আমাদের বোট এদিকে এসেছে, পুলিস দেখেছে। ওবটাকেও দেখেছে। এই অবস্থায় ওর কিছু ঘটলে ওদের সন্দেহ বাড়তে পারে। কাজেই এখন কোন ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না। ট্রাঙ্ক খোলার ব্যাপারটা সত্যি নাকি?'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল খান। 'আজ সকালে একবার কেবিন থেকে বেরিয়েছি আমি, নাস্তা খেতে। কাজটা তখনই ঘটেছে। তাছাড়া প্রফেসরের খুনটাকে চালানো হয়েছে "হার্ট অ্যাটাক" বলে। বুঝতে পারছি না এসব কার কাজ।'

'তাহলে এক্ষুণি এখান থেকে সরে পড়া উচিত আমাদের,' ভ্রূকুটি [illegible] বলল বেঁটে। 'জিনিসটা শায়লার হাতে পৌঁছে না দেয়া পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে না। খুন যদি করতেই হয়, সরফরাজকে দায়িত্ব দাও। আমরা কেটে পড়ি। দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

'এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন?' শের খান বলল। 'ফিলিপ ওটা নিতে যাবে ভোরের দিকে, তার এখনও বহু দেরি। আমরা উপস্থিত থেকে কাজটা শেষ করে—'

'তুমি বুঝতে পারছ না!' বিরক্ত হয়ে বাধা দিল হাবিব বে। 'তোমার কথা শুনে বোঝা যাচ্ছে প্যাঁচ বেশ ভালই লেগেছে। এখন কোনরকম ঝুঁকিই নেয়া ঠিক হবে না। তাছাড়া খুন হলে পুলিস লাশের পোস্ট মর্টেম করবে, তাতে খুনের সময় বের হয়ে পড়বে। যদি আমরা প্রমাণ করতে পারি ঠিক সেই সময়টায় আমরা শহরে কোথাও ছিলাম, অনেক ঝুট-ঝামেলা এড়ানো যাবে তাহলে।'

'হুঁম!' মাথা দোলাল খান। 'তা অবশ্য ঠিকই বলেছ তুমি।'

'সরফরাজকে দায়িত্বটা দাও। ভাল করে বুঝিয়ে দাও আমরা চলে যাওয়ার আধ ঘণ্টা পর কাজটা সারতে হবে। তারপর শহরে ফিরবে ও। কাজ শেষ না

হওয়া পর্যন্ত আমার বোটের দু'জন প্রয়োজনে ওর সাথে থাকবে।'

'বেশ,' রাজি হলো খান। তারপর [illegible] দিকে ফিরে পাঞ্জাবীতে অনর্গল কথা বলতে লাগল।

ওর কথা শেষ হতে মুখ খুলল রানা, যেন কিছুই বুঝতে পারেনি, এমন ভঙ্গিতে বলল, 'আমাকে কি [illegible]'

[illegible] আধঘণ্টা পর তা জানতে পারবে তুমি, অপেক্ষা করো।'

'তার মানে?' আবার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল ও। 'বললাম না আমার যেতে দেরি হলে...' আর বলার সুযোগ পেল না সরফরাজের হাতে [illegible] গেছে। গলার পাশে শীতল, ধাতব স্পর্শ পেয়ে থেমে গেল রানা।

'শাট আপ!' চাপা গর্জন ছাড়ল সে। ও ভয় পেয়েছে দেখে সন্তুষ্ট হয়ে মনিবের দিকে ফিরল, হাত সরালো না। ওভাবেই মিনিট দুই শের খানের সাথে বাক্য বিনিময় করল লোকটা। হাবিবের দুই লোক নির্দেশ পেয়ে খুঁজে পেতে বড়সড় একটা পাথর খুঁজে এনে জেটির ওপর রাখল। আরেকজন বোট থেকে খানিকটা মোটা দড়ি এনে রাখল ওটার পাশে। ঠিক হয়েছে, সময়মত রানাকে খুন করে দড়ি দিয়ে পাথরের সাথে বেঁধে হারবারে ডুবিয়ে দেবে সরফরাজ।

কারও সাহায্য? প্রবলবেগে মাথা দুলিয়ে নাকচ করে দিয়েছে লোকটা। নেহি জি! কোন মদদ দরকার নেই। মদদ দরকার হয় আওরতের, মরদের নয়। আপনা মুলুক কা ভাইয়ের সাহস দেখে খুশি হলো খান।

একটু পর মালপত্র নিয়ে হাবিব আর সে শহরের দিকে রওনা হলো, অন্যরা বোট নিয়ে চলে গেল বন্দরের দিকে।

ঘোঁৎ জাতীয় আওয়াজ বেরোল সরফরাজের গলা দিয়ে, অটোমেটিক নাচিয়ে রানাকে জেটির দিকে হেঁটে যেতে বলল সে। পা বাড়াল ও, আর কিছু না হোক, শত্রু এখন একজনই ভেবে কিছুটা আশ্বস্ত। কি উপায়ে হাঁদাটাকে ধোঁকা খাওয়ানো যায়, ভাবতে ভাবতে জেটিতে পা রাখল। সামনে তাকিয়ে করিমের বোট খুঁজল। নেই ওটা, চলে গেছে। লোকটাকে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বলা উচিত ছিল, ভাবল রানা। ও থাকলে এখন হয়তো কাজে লাগত। সঙ্গে সর্বক্ষণের সঙ্গী ওয়ালথারটাও এমুহূর্তে নেই। শেষ মুহূর্তে শের খান এ ভাবে সরে পড়বে জানা ছিল না বলে তৈরি ছিল না রানা। যদি...

জেটির মাঝপর্যন্ত আসতে আবার ঘোঁৎ করে উঠল সরফরাজ, দাঁড়াতে বলছে। 'এদিকে ফিরে বোসো!'

ব্যাটা একেবারে বুদ্ধু নয়, ভাবল ও। যেখানটায় ওকে থামিয়ে দিয়েছে, তার দু'দিকে শুকনো, পানির কিনারা আরও সামনে। দুশমন আচমকা পানিতে লাফিয়ে পড়ে তাকে বোকা বানাতে পারে, এটুকু ঠিকই বুঝেছে।

'বসে পড়ো!' দেরি দেখে ধমক লাগাল লোকটা।

দু'পা সামনে X-এর মত রেখে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বসল রানা। শের খানের বেঁধে দেয়া সময় অনুযায়ী আর পঁচিশ মিনিট আছে ওর আয়ু। ব্যাটাকে

কিভাবে কাবু করা যায়, তাই নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করল রানা। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে [illegible] সেটা আছে নজর।

ওকে ফাঁদে ফেলতে হবে, ভাবছে রানা, যে করে হোক বেশি [illegible] তুলতে হবে। কাজেই এক-আধটা ভুল করে [illegible] 'প্রফেসরকে তুমিই খুন [illegible]'

হাতমত চমকে উঠল লোকটা। হাঁ করে ঝুঁকে ভালমত দেখল ওকে। কথাটা ওর মুখ থেকেই বেরিয়েছে, নাকি ভূতের মুখ থেকে, বোঝার চেষ্টা করছে। 'কি বললে?' রুদ্ধশ্বাসে বলল সে।

'জানতে চাইছি আসলে খুনটা কে করেছে, তুমি না শের খান?'

'তুমি কে আসলে?' অনেকক্ষণ পর পাল্টা প্রশ্ন করল লোকটা।

'আমি? আমি আসলে আমিই।'

'কি?'

'নেভার মাইন্ড। বললে না খুন কে করেছে?'

ধীরে ধীরে হাসি ফুটল লোকটার মুখে। 'মনে করো আমিই করেছি। কি করবে তুমি?'

'আমিও তাই ভেবেছি,' মাথা দোলাল রানা। 'আমার ধারণাই তাহলে ঠিক।'

'হোয়াট! তুমি ধারণা করেছ মানে?'

'ওটা একটা কথার কথা। প্রফেসরকে খুন করে পালিয়ে যাওয়ার সময় খুনীর পায়ের আওয়াজ শুনেছি আমি। তখনই বুঝেছি সে কে।'

'আচ্ছা, তারপর?' ভয় নয়, কৌতূহল ফুটল লোকটার চেহারায়। অজান্তেই এক পা কাছে চলে এল। দৈহিক শক্তি ও তারুণ্যের আত্মবিশ্বাসে ড্যামকেয়ার।

'তারপর...' নড়ে বসল ও, গোড়ালি চুলকাতে লাগল। 'তারপর ঢুঁ মারলাম শের খানের কেবিনে। ট্রাঙ্কের মধ্যে ম্যাপটা দেখতে পেয়ে ক্যাপ্টেনকে জানালাম সব।'

'ক্যাপ্টেনকে...ক্যাপ্টেনকে সব বলেছ তুমি?'

শ্রাগ করল ও। 'শের খান তাহলে মিথ্যে বলেনি, তুমি সত্যিই একটা গর্দভ।' হঠাৎ পিস্তল তুলতে দেখে আঁতকে উঠে দ্রুত বলল, 'দাঁড়াও! এখনও অনেক দেরি আছে সময় হতে। সময়ের আগে কিছু করে বসলে হাবিব বে-র অষ্টহিয়া মাঠে মারা যাবে। এমনিতেই অবশ্য যাবে, আমরা জাহাজ থেকে অ্যালেক্সে সব ঘটনা কায়রো পুলিস চীফ ইসমত পাশাকে জানিয়ে দিয়েছি আমি। ও আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ও...'

'ভুল করছ তুমি!' দাঁতে দাঁত চেপে বলল সরফরাজ। 'তাহলে জাহাজ থেকে নামতে পারতাম না আমরা।'

'ওই দেখো, আবার গাধার মত কথা বলে! সেটা যাতে না হয়, শের খান আর হাবিবকে যাতে অপ্রস্তুত অবস্থায় ধরা যায়, সে জন্যেই না ক্যাপ্টেনের সাথে পরামর্শ করে পরিষ্কার খুনকে "হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু" বানিয়েছি আমরা, বুঝতে পারছ না?'

'মিথ্যে কথা!' খেঁকিয়ে উঠল লোকটা। 'আমি বিশ্বাস করি না। তুমি...তুমি

ধোঁকা দেবার চেষ্টা করছ আমাকে।'

'বিশ্বাস করা না করা তোমার মর্জি,' রানা বলল। 'কিন্তু তোমরা ফেঁসে গেছ, [illegible]...'

'ভুল করছ। যদি তোমার কথা সত্যিও হয়ে থাকে, তবু কিছু করতে পারবে না [illegible]'

আরও এক পা এগোল লোকটা, রাগে বোধবুদ্ধি হারাতে বসেছে। 'বুঝতে পেরেছ তুমি?' খ্যাপার মত মাথা দোলাল। 'কেউ কিছু করতে পারবে না আমাদের।' ফোঁস ফোঁস করে দম নিল খানিক, হাতঘড়ি দেখল।

'সময় হলে এখুনি একটা বুলেট ঢুকিয়ে দিতাম তোমার বুকে।'

'সময় হয়েছে, সরফরাজ,' আশ্চর্যরকম শীতল গলায় বলল ও। 'পিছনে চেয়ে দেখো।' পরক্ষণে চেঁচিয়ে উঠল, 'করিম, মারো ওকে!'

এর ফাঁদে সম্পূর্ণভাবে পা দিল লোকটা, আঁতকে উঠে ঝট্ করে পিছনে তাকাল, এবং পরক্ষণে নিজের ভুল বুঝতে পারল ওখানে কেউ নেই দেখে। চোখের পলকে সামনে ফিরে ঘুরতে গেল সে, কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। এমনিতেই দু'পা এগিয়ে এসে মাঝের দূরত্ব কমিয়ে ফেলেছিল লোকটা, বাকি দূরত্ব অতিক্রম করতে রানার সেকেন্ডের দশ ভাগের এক ভাগ সময়ও লাগল না।

ঝট্ করে এক হাঁটুতে ভর দিয়ে বসল ও, অন্য পায়ে জেটিতে ভর রেখে নিজেকে সবেগে সামনে ছুঁড়ে দিল। ওদিকে ঘোরা সারে শেষ করেছে ষাঁড়টা, মাথা দিয়ে তার তলপেটের ওপর গুঁতো দিল ও। অসহ্য যন্ত্রণায় কোঁকিয়ে উঠল সরফরাজ, ভাঁজ হয়ে যাচ্ছিল, সামলে নিল কোনমতে। কিন্তু নিজের পতন ঠেকাতে ব্যর্থ হলো। হুড়মুড় করে চিত হয়ে পড়ে গেল, থরথর করে কেঁপে উঠল কাঠের জেটি।

এক হাঁটু দিয়ে তার পেটের ওপর পড়ল রানা, বুকের সমস্ত বাতাস হুশ করে বেরিয়ে গেল সরফরাজের। মাথায় চোখে আঁধার দেখল সে। সময় দিল না রানা, বাঁ হাতে তার পিস্তল ধরা হাতের কব্জি চেপে ধরে ডান হাতে থুতনি সই করে জব্বর এক পাঞ্চ কষে দিল।

হাতের পাশে জায়গাটায় সংঘর্ষে ব্যথা পেয়ে ও নিজেই গুঙিয়ে উঠল, তবে মনিবে সরফরাজের তেমন লেগেছে বলে মনে হলো না। ঘুষি খেয়েই পাল্টা ঘুষি তুলল সে, কিন্তু রানা সময়মত মাথা নিচু করে নিতে ঘাড়ে ঘষা খেয়ে ওপরদিকে চলে গেল সেটা। তবু যেটুকু লাগল, তাতেই মাথা ঘুরে ওঠার অবস্থা।

এবার পিস্তলের দখল নিয়ে সংগ্রাম শুরু হলো। ওর ফাঁকে হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে পড়ল দু'জনে, প্রাণপণে যুঝতে লাগল। কিন্তু সুবিধে করতে পারছে না রানা, শক্তিতে কুলিয়ে উঠতে পারছে না। বুনো মোষের শক্তি লোকটার গায়ে। উপায় নেই দেখে আচমকা তার হাত ছেড়ে দিল রানা, একটু বিস্মিত হলো সরফরাজ, পিস্তল তুলতে গেল, কিন্তু ওই পর্যন্তই। তার হাত ছেড়েই ঝপ করে বসে পড়েছিল ও, পরমুহূর্তে দু'হাতের ওপর দেহের ভর রেখে প্রচণ্ড এক লাথি হাঁকল ওপরদিকে।

একেবারে মোক্ষম জায়গায় পড়ল ওটা, ঝট্ করে সামনের দিকে দু'ভাঁজ

হয়ে গেল সরফরাজ। এই ফাঁকে বিদ্যুৎ গতিতে উঠে পড়ল রানা, হাঁটু দিয়ে লোকটার তলপেটে প্রচণ্ড জোরে গুঁতো মারল সে। ... কিন্তু শারীরিক দিক থেকে তেমন কিছু ক্ষতি হয়েছে বলে মনে হলো না। অবশ্য নিজেকে সামলে নিতে খানিক সময় লেগেছে। নিজের নামে আসার পর এই এক ওটা বাদ ছাড়া।

দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। এক জনে আছে ধুকনিতে। দু'হাত দু'দিকে প্রসারিত করে ঝুঁকে থাকল আক্রমণের মহড়া দিল যুবক, তারপর ঝাঁপ দিল। তৈরি ছিল রানা, সময়মত ঝট করে ডানদিকে সরে গিয়ে পাশ থেকে ল্যাং মেরে ফেলে দিল তাকে। পরক্ষণে কানের নিচে লাথি ঝেড়ে দিল।

চোয়ালের হাড়ে শক্ত সোলের আঘাতে মাথা ঘুরে উঠল সরফরাজের, তবু এরই মধ্যে এক গড়ান দিয়ে কাত হলো সে, হাত বাড়িয়ে ওর পায়ের কব্জি ধরে হ্যাঁচকা টান মারল। পড়ে গেল রানা, পরক্ষণে বাঁদরের মত এক লাফে ওর বুকের ওপর চড়ে বসল যুবক।

সামলে নেয়ার সময় পেল না রানা, তার আগেই চোয়ালে ও মাথার পাশে দমাদম কয়েকটা ঘুসি খেয়ে চোখে শর্ষেফুল দেখতে লাগল। অনেক চেষ্টা করেও লোকটাকে সরাতে না পেরে হঠাৎ করে স্থির হয়ে গেল ও, বাঁ হাতে মুখ আড়াল করে ডানহাতের মধ্যমা উঁচু রেখে ঘুসি চালাল, তারপর গায়ের জোরে মেরে দিল তার কণ্ঠা সই করে। মুট করে মৃদু আওয়াজ উঠল। সঙ্গে সঙ্গে স্থির হয়ে গেল যুবক, দু'চোখ ধীরে ধীরে বিস্ফারিত হয়ে উঠল তার। অ্যাডামস অ্যাপেলের নরম হাড় ভেঙে বসে যাওয়ায় দম নিতে পারছে না। একটু একটু করে চেহারা বদলে যাচ্ছে সরফরাজের, হাঁ করে দম নেয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করতে করতে উঠে দাঁড়াল সে, দু'হাতে গলা খাবলে ধরে আছে। টলছে। বিকট ঘড় ঘড় শব্দ বের হচ্ছে গলা দিয়ে। চোখ উল্টে যাওয়ার অবস্থা।

উঠে পড়ল রানা। কাজ খতম।

'সাহিব?'

চমকে ঘুরে তাকাল রানা। করিমকে দেখতে পেল, খালি হেসে বোট নিয়ে তীর ঘেঁষে এগিয়ে আসছে।

'রানা এফেন্দি!' এবারের ডাকে স্পষ্ট উদ্বেগ ফুটল।

শেষবারের মত নিস্তেজ হয়ে আসা সরফরাজের দিকে তাকাল ও, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে জেটির প্রান্তের দিকে এগোল। 'করিম?'

'জ্বি, সাহিব!'

'তুমি এখানে কেন, তোমাকে না আমি ফিরে যেতে বলেছিলাম?'

'আমি তো চলেই যাচ্ছিলাম, সাহিব,' জেটিতে বোট ভিড়িয়ে বলল মিশ্রী। 'কিন্তু এদিকে জোর শব্দে ধস্তাধস্তি আর ধমক শুনে ভাবলাম কি ঘটছে দেখে যাই,' বলতে বলতে নেমে এল। কাছ থেকে স্থির হয়ে আসা সরফরাজের দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ।

'একে হাবিব বে-র বোটে দেখেছি মনে হচ্ছে!'

বিস্মিত হয়ে মুখ তুলল রানা। 'হাবিব বে-কে চেনো তুমি?'

'খুব চিনি, সাহিব।'

'এখানে কোথায় থাকে সে?'

'এখানে তার বাড়ি নেই, সাহিব। এখানে স্থায়ী হোটেলে থাকে, আবার কখনও কখনও এক বান্ধবীর ওখানেও ওঠে।'

'বান্ধবী?' [illegible]

'এক বিদেশিনী, সাহিব। বিদেশি মহিলা।'

একটু ভাবল ও, তারপর মাথা ঝাঁকাল করিমের উদ্দেশে। 'চলো তাহলে, দেখা যাক।'

পাঁচ

হোটেল সেমিরামিসের লাউঞ্জে ওর প্রতীক্ষায় ছিল হ্যারি-ক্লারিসা, দূর থেকে রানাকে দেখতে পেয়ে জোর পায়ে এগিয়ে এল দু'জনে। কাছে এসে বুঝল ও একা নয়, আরও একজন আছে সঙ্গে।

'এ কে?' হ্যারি বলল চাপা গলায়। 'সেই বোটম্যান না?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'এর নাম করিম খান্নুব।' করিমকে ওদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল ও। লোকটার নীরব সালামের জবাবে মাথা নাড়ল হ্যারি।

'মনে হচ্ছে তোমার অভিসার ব্যর্থ হয়েছে,' হাসিমুখে মন্তব্য করল সে। 'চোর পালিয়ে গেছে?'

'তা বলতে পারো,' বলল রানা। 'অবশ্য কিছু সময়ের জন্যে। তবে চিন্তার কিছু নেই, ধরা ওদের পড়তেই হবে। আমি আর করিম...'

হাত তুলে বাধা দিল যুবক। 'আগে জরুরী কাজের কথা সেরে নিই, রানা। তুমি কি করতে যাচ্ছ জানি না, তবে আমি সম্ভবত জানি শেষ পর্যন্ত হাবিব বে, এদের আড্ডা বাস্তে কোথায় পাওয়া যাবে।'

ভুরু কুঁচকে উঠল ওর। 'কি করে?'

'এ শহরের ইংরেজ কটন ম্যাগনেট ম্যাকফার্সনের নাম শুনেছ? ইংল্যান্ডে তুলা রফতানী করে এখান থেকে।'

'শুনেছি, কেন?'

'আলেকজান্দ্রিয়াতে ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়েছে আমাদের,' হ্যারি বলল। 'যাত্রীদের মধ্যে পরিচিতজনদের খুঁজে খুঁজে তাঁর বিশেষ পার্টিতে নিমন্ত্রণ জানাতে স্ত্রীকে নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি।'

তার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। 'তাতে কি?'

'বলছি, শোনো। ম্যাকফার্সন আমার বন্ধু মানুষ, বাড়ি লিভারপুল। বিরাট ধনী, বাড়িতে এটা-ওটা নানা উপলক্ষে প্রায়ই পার্টি থ্রো করেন, চেনা-অচেনা সবার জন্যে ওপেন পার্টি। মোটামুটি দুটো পয়সা বা ক্ষমতা যার আছে, তার জন্যে পার্টির হাতে ম্যাকফার্সনের দরজা খোলা।'

মাথা ঝাঁকাল ও। 'বুঝলাম। তারপর?'

'ঘাটে আমাদের পেয়ে মহাখুশি ভদ্রলোক। ধরে বসেছেন আজ তাঁর বাড়িতে [illegible] পার্টি [illegible] হবে।' খিড়ি [illegible] হ্যারি। '[illegible] এক ঘন্টা পর পার্টি শুরু হবে, তুমিও যাচ্ছ আমাদের সঙ্গে। [illegible]

[illegible]

[illegible] এই সময়—'

ক্লারিসাকে মাথা নাড়তে দেখে থেমে গেল।

'না, জনাব,' হাসল মেয়েটি। 'মাথা আমাদের ঠিকই আছে। তোমাকে যেতে বলছি এই জন্যে যে ওখানে তুমি যাদের খুঁজছ, তারাও যাচ্ছে।'

থমকে গেল ও। চাপা কণ্ঠে বলল, 'শের খান!'

'অবশ্যই! হাবিব যাচ্ছে, ওদের এক বান্ধবী...'

'প্রিন্সেস শাহানা?' জরুরী গলায় প্রশ্ন করল রানা।

'ওও নও!' হ্যারি বলে উঠল। 'এ নাম কোথায় শুনলে তুমি?'

'তুমি কোথায় শুনেছ?' পাল্টা প্রশ্ন করল ও।

'ম্যাকফারসনের মুখে। আমি ক্যাজুয়ালি জানতে চেয়েছিলাম পার্টিতে কে কে থাকছে। জবাবে গড়গড় করে একগাদা নাম বলে গেলেন ভদ্রলোক, তার মধ্যে ওরাও আছে।'

'ম্যাকফারসন ওদের কোথায় পেল? ওরা তো বোটে...'

'আহ-হা!' বলল হ্যারি। 'এই পার্টির সিদ্ধান্ত তো আজকের নয়। কয়েকদিন আগের। তখনই ওদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। আজ ভদ্রলোক ঘাটে গিয়েছিলেন যদি ইংল্যান্ড থেকে পরিচিত কেউ আসে, তাকে নিমন্ত্রণ জানাবেন বলে। আমরা যেতে রাজি হয়েছি, তুমিও চলো।'

খানিক ভাবল রানা। 'আইডিয়া মন্দ নয়। কিন্তু ওরা আসবে কি না কে জানে?'

'তুমি আর করিম কি করতে যাচ্ছ বলছিলে?'

চিন্তিত ভঙ্গিতে ঘাড় চুলকাল ও। 'ভেবেছিলাম এখান থেকে কায়রো পুলিস চীফকে ফোন করে ওকে নিয়ে বাটারদের ঘাঁটি খুঁজতে বের হব। করিম ওই মার্কেটের লোকজনের খবর ভাল রাখে।'

'তাবার যে যাচ্ছ নাকি?' আড়চোখে লোকটাকে দেখল ক্লারিসা। 'নিজেও সার্জেন্ট?'

'না, ও আসলে টুরিস্ট গাইড। আপাতত করিমের সাথে কাজ করছি আমি।' লোকটার দিকে ঘুরল রানা, আরবীতে নিচু গলায় কথা বলল কিছু সময়, তারপর সন্তুষ্ট হয়ে হ্যারির দিকে ফিরল। 'করিম তোমাদের সাথে একমত। ওর বিশ্বাস, হাবিব বে, শের খান, ওরা পার্টিতে যাবে। তবে বিশেষ কোন কারণে যদি দেখা যায় শেষ পর্যন্ত গেল না, তখন ওদের খুঁজে বের করতে পারবে ও। কোন সমস্যা হবে না।'

'তাহলে আর দেরি কিসের?' হ্যারি বলল। 'জলদি রেডি হয়ে নিতে হবে। চলো, চারতলায় রুম নেয়া হয়েছে। ও হ্যাঁ, এখানকার পুলিস চীফের সাথে কথা বলেছি আমি। ভদ্রলোক স্যার বাটারের মৃত্যুর ব্যাপারে তোমার ব্যাখ্যার অপেক্ষায়

আছেন।'

'ঠিক আছে,' বলল ও। 'তোমরা রুমে যাও, আমি কায়রো চীফকে ফোন করে আসছি।'

'কিন্তু তোমার [illegible] কি হলো, তা তো বললে না?' ক্লারিসা বলল। [illegible]

'এখন না, পরে বলব।'

আধঘন্টা পর।

হোটেলের বাথরুম থেকে তৈরি হয়ে বেরিয়ে এল মাসুদ রানা-পরনে আরব আন্ডারগার্মেন্টস, তার ওপরে দামী স্ট্রাইপড সিল্কের জোব্বা, মাথায় লাল রঙের তারবুশ।

কায়রোয় ফোন করার আগে করিমকে জিনিসগুলো কিনে আনতে পাঠিয়েছিল ও। শুধু নিজেরগুলোই নয়, হ্যারি ও ক্লারিসার কস্টিউম ইত্যাদিও। হোটেলের কাছের আর্মেনিয়ান বেসিন মার্কেট থেকে মাত্র দশ মিনিটে কেনাকাটা সেরেছে লোকটা। কিছু গার্মেন্টস সাধারণ দোকান থেকে, বাকি সব এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর দোকান থেকে।

রুমের এক কোণে দাঁড়িয়েছিল করিম, আরব বেশে ওকে চমৎকার মানিয়েছে দেখে সাহেবকে সাদা দাঁত বের করে নীরবে হাসল। 'ফাস্টক্লাস, এক্সেলেন্সি, ফাদার। খেয়াল করে না তাকালে আপনার বন্ধুরাও চিনতে পারবে কি না সন্দেহ আছে।'

এবার বাকি কাজে হাত লাগাল লোকটা। লাল ও সাদা রং দিয়ে পেইন্ট করে দিল ওর মুখ। কাজ শেষ হতে মুখটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। 'হ্যাঁ, এবার হয়েছে।'

এই সময় দ্রুত টোকা পড়ল বন্ধ দরজায়। হ্যারির অধৈর্য গলা শোনা গেল। 'কই, সাজগোজ হলো তোমার?'

'এসো!' হাঁক ছাড়ল রানা। 'হয়ে গেছে।'

ভেতরে পা রেখে থমকে গেল হ্যারি বোলডিন। একটু একটু করে বিস্ফারিত হয়ে উঠল দু'চোখ। 'গুড গড!' রুদ্ধশ্বাসে বলল সে। 'ইউ ডু লুক আ গাই!'

'খুব অবাক হয়েছ মনে হচ্ছে?' হাসল রানা।

'নিশ্চই!' মাথা ঝাঁকাল যুবক। 'গড ইজ হেভেন! জানা না থাকলে চিনতেই পারতাম না তোমাকে।'

'এই মাত্র করিমও তাই বলছিল। পার্টি শুরু হচ্ছে কটায়?'

'সাড়ে দশটায়।'

করিমের দিকে ফিরল রানা। 'ওর সঙ্গে যাও, খুব ভাল করে পেইন্ট করতে হবে।'

মাথা দুলিয়ে হ্যারিকে অনুসরণ করল লিডিয়া।

ঠিক সাড়ে দশটায় হোটেল থেকে বের হলো ওরা। হ্যারি পরেছে ক্লাউনের কস্টিউম, লাল ও সাদা রং দিয়ে মুখটা সুন্দর করে পেইন্ট করে দিয়েছে করিম, ওকেও এখন চেনার কোন উপায় নেই। ক্লারিসা পরেছে খাটো স্কার্ট ও ভেলভেট অব ব্লাউজ। মুখে মুখোশও পরেছে। ছটফটে স্বভাবের কিশোরীর মত লাগছে

ওকে দেখছে।

হোটেলের কার রেন্টাল সার্ভিস থেকে রানার ভাড়া করা [illegible] [illegible] পৌঁছল ওরা। [illegible] [illegible] রেন্টাল সার্ভিসের [illegible]

রানাই চালাচ্ছিল গাড়ি, অজস্র গাড়ির ভিড়ে সুবিধেমত জায়গা পেয়ে পার্ক করল ও। হ্যারি-ক্লারিসার উদ্দেশে বলল, 'ভেতরে গিয়ে আলাদা হয়ে যাবে দুজনে, এক জায়গায় থাকবে না। যেখানে যত জটলা দেখবে, সবগুলোর কাছ দিয়ে ঘোরাঘুরি করবে, চোখ-কান খোলা রাখবে।'

হোটেলে শের খান ও হাবিব বে প্রিন্সেস, ফিলিপ এবং 'মাল' পৌঁছে দেয়া সম্পর্কে যে সব মন্তব্য করেছিল, ভেবেচিন্তে সেগুলোর নিজস্ব একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছে রানা, সেটাও অল্প কথায় ওদের বুঝিয়ে দিয়ে বলল, 'চেষ্টা করবে ফিলিপ বলে কেউ পার্টিতে এসেছে কি না জানতে। এলে তাকে সনাক্ত করার চেষ্টা করতে হবে। আমি তোমাদের কাছেপিঠে থাকব।'

নেমে পড়ল ওরা। গাড়ি লক করে সামনে তাকাল রানা। ম্যাকফারসনের বাড়িটাকে বাড়ি না বলে রাজপ্রাসাদ বলাই ভাল হবে। আলোয় আলোয় ঝলমল করছে, একেবারে গিজগিজ করছে রংচঙে কস্টিউম পরা নারী-পুরুষে! এত মানুষ, প্রথম দর্শনে মনে হবে শহরের কাউকেই আমন্ত্রণ জানাতে বাকি রাখেনি মানুষটা।

মার্বেল পাথরের হলঘরটা প্রকাণ্ড। সিলিং কম করেও একশো ফুট উঁচুতে। উঁচু চওড়া, চকচকে টাইলস মোড়া সিঁড়ি উঠে গেছে তার একপাশ দিয়ে। দোতলা সমান উঁচুতে কারুকাজ করা কাঠের রেলিং ঘেরা প্রশস্ত ঝুলবারান্দা, তার ওপাশে বড় বড় রাজকীয় রুম।

ভিড়ের মধ্যে দিয়ে পথ করে এগোল ওরা। চারদিক থেকে নানান ভাষা ভেসে আসছে। ইংরেজি তো আছেই, গ্রীক, আরবী, ইটালিয়ান, ফ্রেঞ্চ, টার্কিসহ আরও অনেক ভাষায় কথা বলছে মানুষ। প্রত্যেকে অদ্ভুত সাজে সেজেছে। কে কোন দেশী বোঝার উপায় নেই, ভাষা শুনলে বোঝা যায়। কয়লা, তামাটে, কালো, সাদা রঙের সুন্দরী আছে। বাতাসে ভাসছে দামী সেন্টের মিশ্রিত গন্ধ। কুচকুচে কালো রূপের মিশরীয় অভিজাত পরিবারের সুন্দরীও আছে প্রচুর।

তাদের বড় বড় হরিণ চোখ দেখলে বুকে বান ডাকে। এরা ভাল নাচতে জানে না, উল্টোপাল্টা পা ফেলে। তবে সিগারেটে টান দিতে জানে ভাল, সেই সাথে দৃষ্টিবাণ হানতেও সমান পারঙ্গম।

একটু দূর থেকে এরকম এক যুবতীর ওপর চোখ পড়ল রানার। বয়স্ক, মধ্য বয়স্ক মিশরীয় কর্মকর্তারা সেধে এগিয়ে যাচ্ছে মেয়েটির সাথে আলাপ করতে, তাদের প্রত্যেকের আচরণে সমীহের ভাব।

ক্লিওপেট্রা সেজেছে মেয়েটি। চুলের সাথে জড়ানো আছে সোনার ফিলেট, রাজকীয় সাপ ও উড়ন্ত শকুনের প্রতীক আছে তার সাথে। কুচকুচে কালো, ঘন চুল মাথার ওপর চূড়া খোঁপায় বাঁধা। সুডৌল, ফরসা ঘাড় উন্মুক্ত। গায়ের

রঙ [illegible] সোনালী তামার মত। মেয়েটির তুলনায় মুখটা সামান্য বড়, ঠোঁট যেন একজোড়া কমলার কোয়া। চোখ বড়, রং হালকা নীল।

মেয়েটির চলন-বলন, ভঙ্গি, ব্যক্তিত্বে একটা আলাদা আভিজাত্য [illegible] আরও যেন কি একটা আছে, কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না।

ম্যাকফারসনের সাথে ওকে বন্ধু হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিল হ্যারি [illegible] কস্টিউম নিয়ে একটু রসিকতা করল, তারপর নতুন একদল গেস্ট এসে পড়ায় ক্ষমা চেয়ে সেদিকে এগোল দ্রুত পায়ে। মিনিট পাঁচেক নাচল [illegible] দম্পতি, তারপর সবাই ছড়িয়ে পড়ল।

রাত দেড়টায় সাপার খেতে বসল সাড়ে তিনশো আমন্ত্রিত অতিথি, এবং প্রায় তার সঙ্গে সঙ্গে ভাগ্য সহায় হলো রানার। একটু আগে দেখা সেই অভিজাত সুন্দরীকে নিয়ে হলঘরে ঢুকল হাবিব ইসমাইল বে।

এতক্ষণ ঘোরাঘুরির ফল ও পরবর্তী করণীয় নিয়ে আলোচনার জন্যে এক টেবিলে বসেছিল রানা, হ্যারি ও ক্লারিসা। রানার পিছনের টেবিলে বসল ওরা, কয়েক ফুট দূরে। চাপা গলায় সঙ্গীদের কথা বলতে নিষেধ করে কান পাতল ও। খাচ্ছে অল্প, হাত নড়ছে বেশি। কথা ক্লিওপেট্রাই বলছে বেশি, তবে কাজের কিছু নয়। বে থেকে থেকে মাথা দোলাচ্ছে, হাসছে। সামনের দেয়ালে প্রকাণ্ড এক আয়না ঝুলছে, তার মধ্যে দিয়ে ওদের স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে রানা। আরবীতে কথা বলছে ওরা। রানার মনে হলো ক্লিওপেট্রাই সম্ভবত প্রিন্সেস শায়লা।

খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, অথচ এখনও পর্যন্ত মেয়েটা বা হাবিব বে-র মুখ থেকে একটাও কাজের কথা বের হলো না দেখে প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছে ও, এই সময় নতুন মোড় নিল পরিস্থিতি। হলঘরের প্রকাণ্ড দরজায় রানারই মত দীর্ঘদেহী এক যুবক এসে দাঁড়াতে হাসি ফুটল হাবিব বে-র মুখে। রেড ইন্ডিয়ান চীফের কস্টিউম পরে আছে যুবক।

'ওই যে!' বে-র উত্তেজিত, চাপা কণ্ঠ শুনে কান খাড়া করল রানা, নজর আয়নায় সেঁটে আছে। 'ওই সেই লোক, ফিলিপ। দেখতে পাচ্ছ?'

অলস ভঙ্গিতে মাথা দোলাল ক্লিওপেট্রা। 'পাচ্ছি।'

'জিনিসটা দিতে ও যাবে তোমার কাছে। ওইসব হাবিজাবি ভাল ট্রান্সপোর্ট করতে পারে লোকটা।'

রানাও তাকাল যুবকের দিকে, তবে সরাসরি নয়, আয়নার মধ্যে দিয়ে। ভাল করে দেখে চেহারাটা মনের মধ্যে গেঁথে নিল। হ্যারি ও ক্লারিসা আরবী না জানলেও রানার সতর্ক ভাব দেখে কিছু একটা সন্দেহ করে বসেছে। অজানা উত্তেজনায় চকচক করছে হ্যারির পেইন্ট করা মুখ। রানার চোখে নীরব শাসানি দেখে সতর্ক হলো সে।

একটু পর দরজা থেকে সরে গেল ফিলিপ, ক্লিওপেট্রা ও হাবিবের আলোচনা মোড় নিল অন্যদিকে। এইবার খাওয়ার ঘাটতি পুষিয়ে নিল রানা। দুটোর দিকে নেপোলিয়নের কস্টিউম-টুপি পরা এক বিশালদেহী এগিয়ে এসে ক্লিওপেট্রাকে তার সাথে নাচার আহ্বান জানাতে হাসিমুখে উঠতে যাচ্ছিল সে, কিন্তু হাবিব বাধা দিল।

'প্যালেসে তখন ছিলে তুমি?' প্রশ্ন করল সে।

প্রশ্ন করল যুবতী, হাতঘড়িতে চোখ বুলিয়ে বলল, 'সাড়ে দুটো বাজে। এখনই কি?'

চুক করে বিরক্তি প্রকাশ করল মেয়েটি। 'ওকে হাসপাতাল কখন থেকে বলল, সাড়ে চারটায়?'

[illegible]

'হোটেলে ফেরার পথে তোমার সঙ্গে দেখা করে যাবে ও,' দ্রুত বলল হ্যারি বেবে। 'এর বেশি দেরি না হওয়াই ভাল।'

সম্মতি জানিয়ে নাচতে চলে গেল যুবতী, একটু পর মেয়েটিও আসন ছাড়ল, কোনদিকে না তাকিয়ে বেরিয়ে গেল সাপার-রুম থেকে। সতর্কতার সাথে লোকটাকে অনুসরণ করল রানা, হলরুমের ভিড়ের মধ্যে ফিলিপের সাথে কথা বলতে দেখল তাকে। কথা শেষ করে দু'জন দু'দিকে চলে যেতে টেবিলে ফিরে এল ও।

হ্যারির উদ্দেশে বলল, 'বুঝতে পারছি ফিংগেপ্রিন্ট আমাদের প্রিন্সেস, শুধু একটু শিওর হয়ে নেয়া ভাল। সেই সাথে ওর প্যালেস কোথায়, সেটাও জানা দরকার। তুমি ম্যাকফারসনের সাথে কথা বলে খবর দুটো বের করো। আর তুমি, ক্লারিসা, ফিলিপকে ফলো করো দূর থেকে। সময়মত আমি আসব।'

রানার পরিকল্পনা ওরা জানে, কাজেই কেউ কোন প্রশ্ন না করে উঠে চলে গেল। রানা বেরিয়ে এসে চেক করে দেখল দ্বিতীয় গাড়িটা এসেছে কি না-এসেছে। রেখে চলে গেছে ড্রাইভার। চাবি ঝুলছে ইগনিশনে। সময় কাটাতে সামনের লনে সিগারেট ধরিয়ে কিছু সময় হাঁটাহাঁটি করল রানা, তিনটের দিকে ফিরে এল বাড়ির ভেতর।

ওর অপেক্ষাতেই ছিল হ্যারি বেলডিন, দেখতে পেয়ে হাসিমুখে এগিয়ে এল। 'ও-ই শায়লা, রানা। ওর প্যালেস রু সুলতান হাসেইনের পার্ক লেনে। পনেরো বিশ মিনিটের পথ।'

'গুড।'

'আরও শোনো, একুশ বছর বয়স এখন শায়লার, দু'বছর আগে বিধবা হয়েছে। বর্তমানে আড়া হাত-পা। অকল্পনীয় টাকা-পয়সা, জমাজমির মালিক মেয়েটা। মা ছিল পারসিয়ান, বাবা এদেশী। দুর-প্রাচ্যের সাথে অনেক যাবসা...' রানাকে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকতে দেখে থেমে গেল সে, হেসে উঠল।

'তোমাকে শুধু ওর পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হতে বলেছি আমি, ওর গুষ্টির পরিচিতি নয়,' রানা বলল।

আবার হাসল হ্যারি। 'ম্যাকফারসনের কাছে আমিও সেটাই জানতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ব্যাটা চুপ থেকে...যাকগে,' হাতঘড়ি দেখল। 'কখন যাচ্ছি আমরা?'

'চারটার দিকে।'

একটু পর ভিড়ের মধ্যে ক্লারিসাকে দেখা গেল, এদিকেই আসছে। কাছে আসতে ফিলিপের খবর জানতে চাইল রানা। 'ও এখন গার্ডেনে আছে,' বলতে গিয়ে কান-গাল লাল হয়ে উঠল মেয়েটির। কিন্তু রানা খেয়াল করল না।

'ওখানে কি করছে?'

একের পর এক করে হেসে উঠল ও। 'দেখতে যাইনি। এক সুন্দরী তার সাথে ওই আছে।'

[illegible]

আগে ফিলিপকে পালকের হেড-ড্রেস ঠিক করতে করতে নেমে আসতে দেখে রোলসের চাবি হ্যারির দিকে এগিয়ে দিল। 'জলদি যাও, গাড়িটা ফ্রন্ট ডোরের সামনে রেখে সরে পড়ো। ক্লারিসাও যাও।'

ওরা বেরিয়ে যাওয়ার পর দু'মিনিট অপেক্ষা করল রানা, তারপর এগিয়ে চলল হলরুমের দিকে। বয়স্ক এক ইংরেজের সাথে কথা বলছিল ফিলিপ, সোজা তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সসম্মানে বো করে বলল, 'মাফ করবেন, স্যার। আপনি মিস্টার ফিলিপ রয়েস, রাইট?'

'হ্যাঁ, আমিই ফিলিপ,' একটু বিস্মিত দেখাল তাকে, চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকিয়ে আছে।

'প্রিন্সেস শায়লা আপনাকে নিয়ে যেতে গাড়ি পাঠিয়েছেন, স্যার।'

'প্রিন্সেস গাড়ি পাঠিয়েছেন?'

আবার বো করল ও। 'ইয়েস, স্যার। আমার সাথে আসুন।' একদিকে সামান্য একটু সরে, ঝুঁকে বাঁ হাতে পথ দেখানোর ভঙ্গি করল।

'আচ্ছা, চলুন।' বৃদ্ধের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল সে, খুব সম্ভব ম্যাকফারসনের খোঁজে। কিন্তু লোকটাকে কোথাও দেখতে না পেয়ে মুখ দিয়ে 'চুক' করে বিরক্তি প্রকাশ করল। হাতঘড়িতে চোখ বুলিয়ে রানার দিকে ফিরল। 'চলুন।'

ক্লোক রুম থেকে হালকা রঙের একটা কোট পরে নিল সে বেরোবার সময়। বাইরে এসে সামনেই দাঁড়ানো, ঝকঝকে পালিশ করা একটা রোলস রয়েস দেখে শিস বাজাল। পিছনের দরজা খুলে ধরে আরেকবার বো করল রানা। 'আসুন।'

ত্রিশ সেকেন্ড পর নিঃশব্দে গড়াতে শুরু করল ভারী গাড়িটা। ড্রাইভিং সীটে বসার আগে আড়চোখে পিছনটা দেখে নিয়েছে রানা, হ্যারি ও ক্লারিসাকে দেখল উঠে পড়েছে দ্বিতীয় গাড়িতে। মনে মনে হাসল ও, বড় রাস্তায় উঠে গিয়ার শিফট করে তুফান বেগে রোলস ছোটাল।

একটানা দশ মিনিট চলার পর রিয়ার ভিউ মিররে ফিলিপকে ঘন ঘন বাইরে তাকাতে দেখে বোঝা গেল কিছু সন্দেহ করেছে লোকটা। অন্তত করতে শুরু করেছে। মিনিটখানেকের মধ্যে তার উসখুসানি আরও বাড়ল।

'আই! কোথায় যাচ্ছি আমরা?' চেঁচিয়ে জানতে চাইল সে।

'প্রিন্সেস শায়লার বাড়িতে, এফেন্দি!'

কয়েক মিনিটের জন্যে আশ্বস্ত হলো ফিলিপ রয়েস, তারপর আবার নড়েচড়ে উঠল। ততক্ষণে শায়লার বাড়ির পথ অনেক পিছনে ফেলে এসেছে রানা।

[illegible] দিকে ছোটাচ্ছে [illegible]। পথের দুদিকে স্থানীয় ইংলিশ কলোনি, প্রচুর বাড়িঘর। কিন্তু অসময় বলে একটা লোকজনও নেই রাস্তায়। খানিক পর যেন [illegible] খুলে দিয়েছে ও, বন্ধ করে দিয়েছে সব দরজা। [illegible] এখন ফিলিপ [illegible]।

গাড়িটাকে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিল। আরও কিছুদূর এগিয়ে ফাঁকা জায়গা দেখে থামল। দু'দিকে খোলা মাঠ ছাড়া কিছু নেই এখানে। ওরটার দেখাদেখি পিছনেরটাও থেমে পড়ল অনেক পথ পিছনে, হ্যারি ও ক্যারিসা নেমে পড়ল। ভোর আনন্দ করে রানাও নামল, এক ঝটকায় পিছনের একটা দরজা খুলে ফেলল। হাতে চকচক করছে ওয়ালথার।

'এসবের অর্থ কি?' হুঙ্কার ছাড়ল ফিলিপ। 'যদি ডাকাতি করার উদ্দেশে আমাকে ধরে এনে থাকো, তাহলে বলব ভুল করেছ তোমরা।'

হাসল রানা। 'ডাকাতিই করব, তবে তোমার টাকা-পয়সা নয়।'

'তাহলে?'

'তোমার কস্টিউমটা কিছুক্ষণের জন্যে চাই আমার। খোলো ওটা।'

'হোয়াট!' বিস্ফোরিত হলো যুবক। 'কস্টিউম---!'

অস্ত্র তুলল রানা। ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'নিজে খুলবে, না আমি খুলে নেয়ার ব্যবস্থা করব?'

অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকল ফিলিপ। 'এসব---এসব দিয়ে কি করবে? কে তুমি? প্রিন্সেস শায়লার বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে এখানে---' রানার ডান হাত শীতল হয়ে উঠতে দেখে থেমে ঢোক গিলল সে। অসহায় চোখে হ্যারি-ক্যারিসার দিকে তাকাল।

ওয়ালথারের নল তার কপাল বরাবর তুলল রানা। শান্ত গলায় বলল, 'তুমি নিজে খুলবে, নাকি আমাকে খুলে নিতে হবে?'

আর কথা বাড়াতে সাহস হলো না যুবকের, দ্রুত কস্টিউম খুলতে শুরু করল। আন্ডারগার্মেন্টস ও জুতো ছাড়া আর সব খুলে কোটটা কোলের ওপর বিছিয়ে বসে থাকল মুখ গোমড়া করে। নিজেরগুলো খুলে ব্যস্ত হাতে সে সব পরে নিল রানা, লুকিং গ্লাসে চেহারা দেখে নিল।

মুখে রঙের আঁকিবুকি ফিলিপের সাথে মেলে না, তবে ওতে কোন সমস্যা হবে না। চলবে। দূর থেকে তাকে সামান্য ক্ষণের জন্যে দেখেছে শায়লা, অতকিছু নিশ্চয়ই খেয়াল করেনি। এখন সময়মত তার বাড়িতে পৌঁছতে পারলে হয়। ঘড়ি দেখে হ্যারির উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'আমি চললাম। কড়া নজর রেখো এর ওপর। ত্যাঁদড়ামি দেখলে শেষ করে দেবে।'

মূল স্ট্রীটে গাড়ি ঘুরিয়ে পৌঁছতে দেরি করে ফেলল ও। চারটা চল্লিশে প্রিন্সেসের প্যালেসের ডোর-বেল বাজাল। সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল দরজা। ঐতিহ্যবাহী তুর্কী পোশাক পরা এক যুবক খুলল।

'আমি ফিলিপ বয়েল,' বলল ও। 'প্রিন্সেস আমাকে আশা করছেন।'

'আসুন, এফেন্দি,' বো করল যুবক। 'হার হাইনেস ওপরতলায় আছেন।'

তাকে অনুসরণ করল রানা। [illegible] না যুবক, মনে হলো নাচতে নাচতে [illegible] ওপরে এল ওরা। [illegible] দুটোই [illegible] করা।

এরপর বড় এক হলরুম। তার এক মাথায় মার্বেল পাথরের চওড়া সিঁড়ি। যুবকের পিছন পিছন ওপরতলায় উঠে এল রানা, দুটো বড় রুম অতিক্রম করে তৃতীয়টার সামনে থামল তার দেখাদেখি। রুমের দরজা খোলা, টকটকে লাল রঙের ভারী পর্দা ঝুলছে। ফিলিপ বয়েলের আগমন ঘোষণা করল তুর্কী, পরক্ষণে ভেতরে যাওয়ার আহ্বান ভেসে এল।

ঢুকল রানা। দরজা বরাবর ও-মাথার দেয়ালঘেঁষা এক ডিভানে শুয়ে আছে প্রিন্সেস। বুকের পাশে বালিশ দিয়ে কাত হয়ে এক হাতের ওপর মাথা রেখে সুগন্ধী সিগারেটে চুমুক দিচ্ছে। এ ঘরের মেঝেতেও একই রঙের কার্পেট, বেশ পুরু, গোড়ালি পর্যন্ত ডুবে যায় প্রায়। ক্লিওপেট্রার বেশ বদলে ফেলেছে প্রিন্সেস, এ মুহূর্তে স্লীভলেস টার্কিশ জ্যাকেট ও পাতলা, সাদা কাপড়ের ট্রাউজার্স পরে আছে। ওটা এতই পাতলা যে পা, উরু, সব দেখা যায়। ডিভানের কাছে একটু নিচু, পুরু গদিমোড়া টুল আছে, ওটা ছাড়া বসার আর কিছু নেই এ ঘরে।

পিছনে দরজা বন্ধ হওয়ার মৃদু শব্দ উঠতে ঘুরে তাকাল রানা। বাইরে থেকে ভিড়িয়ে দিয়েছে নর্তক। প্রিন্সেস একভাবে ওর দিকে তাকিয়ে আছে দেখে অস্বস্তি লাগে উঠল। এত মন দিয়ে কি দেখছে মেয়েটা? ওকে সন্দেহ করেনি তো?

মন অন্য কাজে ব্যস্ত রাখার জন্যে ঘরের চারদিকে নজর বোলাল ও। বাঁ দিকে অর্ধেক কাঠ ও অর্ধেক সোনার তৈরি কারুকাজ করা বড় এক লিকার কেবিনেট আছে, ভেতরে হরেক রঙের পানীয়। তার ওপর ছোট্ট রুপোর ট্রাইপডে জ্বলছে পারফিউম বার্নার, সুগন্ধে ভরিয়ে রেখেছে ঘর। তিন দেয়ালে ঝুলছে দামী অয়েল পেইন্টিং, এক দেয়ালে অন্য জিনিস।

প্রাচীন আমলের নানান অস্ত্রশস্ত্র। দেয়াল প্রায় ঢাকা পড়ে আছে ওগুলোর তলায়। বেশিরভাগই মুরিশ ধাঁচের, হাতলে সোনা ও হাতির দাঁতের কাজ করা। প্রিন্সেসের রুচি অবাক করল ওকে।

'দেরি করে ফেলেছেন আপনি,' হঠাৎ বলে উঠল শায়লা, একেবারে চোস্ত ফ্রেঞ্চ ভাষায়।

'দুঃখিত, প্রিন্সেস,' মনে মনে হাঁপ ছেড়ে ও-ও ফ্রেঞ্চে বলল। 'একটা সমস্যায় পড়ে ---'

'অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছেন আমাকে,' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বাধা দিল সে।

'সত্যি দুঃখিত। জিনিসটা দিয়ে দিলে এক্ষুণি বিদেয় নেব আমি। আপনিও শান্তিতে বিশ্রাম নিতে পারবেন, আমিও---'

আবার বাধা দিল প্রিন্সেস। 'অভদ্রতাও আমার অপছন্দ।'

'অভদ্রতা?'

'অপমান!' একটু উঁচু হলো সে। 'এদেশের রীতি অনুযায়ী, দু'জনের পরিচয় [illegible] একজন [illegible], সেটা অভদ্রতা।'

'ক্রিসেস, ভুল বুঝেছেন আপনি,' দু'পা এগোল ও। 'এখনই আপনার সঙ্গে [illegible] আপনি [illegible]।'

[illegible] ক্লিপটি করেও ফুটল না। 'বসুন,' টুলটা দেখাল সে ইঙ্গিতে। 'সামনের টেবিলে সিগারেট আছে, ইচ্ছে হলে খেতে পারেন।'

বসল ও। সামনের টেবিলে রাখা ক্রিসেসের দামী সিগারেট কেসটা দেখে মাথা ঝাঁকাল। 'ধন্যবাদ, সেই সকাল থেকে অনেক হয়েছে, আর না। আপনার এত কাছে আসার সুযোগ পেয়েই আমি খুশি।'

চোখের তারায় মৃদু ঝিলিক খেলে গেল ক্রিসেসের। 'রিয়েলি?'

'নিশ্চই!' জোর দিয়ে বলল রানা। 'নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে হচ্ছে আমার। অনেকের মুখেই আপনার রূপের প্রশংসা শুনেছি, কিন্তু সামনাসামনি আপনাকে দেখে বুঝলাম, ওরা একজনও সত্যিকারের রূপসী মেয়ের রূপের বর্ণনা কাকে বলে, তাই জানে না।'

এক ভুরু উঁচু হলো ক্রিসেসের। 'অর্থাৎ ওরা যেমন বলে, আমি তেমন নই?'

'মোটেই না। আপনি তার চেয়েও হাজারগুণ... কি বলব, সুন্দরী। এমন সুন্দরী জীবনে খুব কমই দেখেছি আমি।'

চেহারা ঝলমল করে উঠল মেয়েটির। 'সুন্দরীদের প্রতি আপনার দুর্বলতা বেশি মনে হচ্ছে!'

শ্রাগ করল ও। 'আমি এক যুবক, ক্রিসেস। দুর্বলতা থাকাই স্বাভাবিক।'

মৃদু শব্দ করে হাসল মেয়েটি। 'তাহলে আমাদের বন্ধু হাবিব বে-র হাউস অভ অ্যাঞ্জেলসে গেলে কি অবস্থা হবে আপনার, কে জানে!'

'হাউস অভ অ্যাঞ্জেলস?' ঝুঁকে বসল রানা। 'সেটা কি?'

'হাবিবের সংগ্রহ করা ডানাকাটা পরীদের আখড়া।'

বোকা বোকা চেহারা হলো ওর। 'বুঝলাম না।'

'বড় বড় সরকারী অফিসারদের হাতে রাখার জন্যে এশিয়ার নানান দেশ থেকে বাছাই করা সুন্দরী, অল্পবয়সী মেয়ে এনে ওখানে রাখে হাবিব বে। ওরা সবাই একেকটা ডানাকাটা পরী, দেখলে মাথা ঘুরে যাবে আপনার।'

'সেটা কোথায়, কায়রোয়?' বলল ও।

'ইসমাইলিয়ায়। হাবিবের বন্ধুরা সুযোগ পেলেই ওখানে যায় স্বাদ বদল করতে।'

'তারপর?'

'তারপর?' মাথা ঝাঁকাল ক্রিসেস। 'তারপর একদিন বাসী হয়ে গেলে ওদের ইওরোপে অথবা মেডিটারেনিয়ানের কোন বন্দরে বেচে দেয় হাবিব, নতুন মেয়ে জোগাড় করে আনে।'

কথাটা মাথায় ঢুকে রাখল রানা। একটু সময় চিন্তার ভান করে মাথা

দোলাল। 'সে ওরা যত সুন্দরীই হোক, আপনার মত কেউ হবে বলে আমি বিশ্বাস করি না। আপনি অনেকটা... অনেকটা...' ইচ্ছে করে থেমে গেল ও।

'অনেকটা কি?'

[illegible]

[illegible]

হ্যাঁ সূচক মাথা দোলাল রানা।

এরপর অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল মেয়েটি। রূপের এত প্রশংসায় মজে গেছে। 'তুমি নিজেও কম আকর্ষণীয় নও, মার্ভেল বয়,' সম্বোধন পাল্টে গেল তার। 'কতটা মার্ভেল, আগামীবার সাক্ষাতে বোঝা যাবে।'

'কবে দেখা হবে আবার,' যেন পরোক্ষ আমন্ত্রণ পেয়ে মরো-মরো নেই অস্থির হয়ে উঠেছে, এমন ভঙ্গিতে বলল ও। 'আগামীকাল?'

মুহূর্তে চেহারা বদলে গেল ক্রিসেসের। 'কাল! কাল তিনটের ট্রেনে না কায়রো যাচ্ছ তোমরা?'

একটা ঝাঁকি খেয়ে সচকিত হলো রানা। যেন মনে ছিল না, এমনভাবে বলল, 'ও হ্যাঁ, তাই তো! ভুলেই গিয়েছিলাম,' বোকাটে হাসি দিল। 'আসলে সব দোষ তোমার রূপের।'

আবার চেহারা কোমল হয়ে উঠল ক্রিসেসের। হাসল শব্দ করে—বুক ঠেলে উঠে আসা হাসি। 'বোসো, জিনিসটা নিয়ে আসি।'

মোহনীয় ভঙ্গিতে উঠে বসল ক্রিসেস, নিতম্বে ঢেউ তুলে পাশের ঘরে চলে গেল। ফিরল পাঁচ মিনিট পর, দু'হাতে ধরা হেরু-ফ্রেমের ফলক। এ মুহূর্তে পুরু, বাদামী কাগজে মোড়া। ওটা রানার হাতে তুলে দিল সে। 'গুড বাই। আবার দেখা হবে।'

আচমকা বিদায়টার ইতি ঘটাতে খুশি হলেও চেহারায় হতাশা ফুটিয়ে তুলল রানা। 'আবার তাহলে কবে দেখা হচ্ছে আমাদের?'

'কাজ সেরে ভালয় ভালয় ফিরে এসো, তারপর। গুড বাই।'

'গুড বাই।' ক্রিসেস দরজা মেলে ধরতে বেরিয়ে এল ও, সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল দ্রুত। নিচ থেকে চাপা কোলাহলের শব্দ কানে আসছে আরও জোরে উঠতে লাগল, বুঝে ফেলেছে কোথাও কোন গণ্ডগোল ঘটেছে। সবে অর্ধেক সিঁড়ি নেমেছে ও, এই সময় সামনের দরজা খুলে গেল সশব্দে। সেখানে উত্তেজিত, আধা ন্যাংটো ফিলিপকে দেখতে পেয়ে আত্মা উড়ে গেল।

'ওই তো সেই লোক!' ওকে দেখিয়ে চেঁচিয়ে বলল সে। 'ও ভুয়া, ফিলিপ নয়! আমি ফিলিপ! ধরো ওকে, পালাতে পারে না যেন!'

আঁতকে উঠে পিছনে ফিরল ও, দেখল সিঁড়ির গোড়ায় ক্রিসেস দাঁড়িয়ে। হাতে পিস্তল। সর্বনাশ! নিশ্চয়ই নিচের কোলাহল শুনে কৌতূহলী হয়ে কি ঘটছে দেখতে এসেছে মেয়েটা। যদি ওর কিছু সন্দেহ হয় ফিলিপের কথায়, তাহলে সর্বনাশ! দৌড় দেবে কি না ভাবছে রানা, এই সময় ক্লারিসা দেখা দিল দরজায়। তখনই আবার ধমকে উঠল ক্রিসেস, 'এসব কি হচ্ছে? লোকটা কে?'

'এক নম্বর মাতাল, প্রিন্সেস!' চেঁচিয়ে উঠল ক্লারিসা। 'গলা পর্যন্ত মদ খেয়ে পথে পড়ে ছিল দেখে আমরা আমাদের গাড়িতে তুলে নিয়েছিলাম। কিন্তু এই [illegible] হ্যারিকে দেখাল। 'বলো, এটা নাকি ওর [illegible] বাড়ি। [illegible]'

[illegible] ফিলিপ পা বাড়াল, সেই ভুতুড়ে স্যুট পরা যুবককে ঠেলে উঠে পড়ল সিঁড়িতে।

'মিথ্যে কথা, প্রিন্সেস!' গর্জে উঠল সে। 'মেয়েটা মিথ্যে বলছে। আমি মোটেও মাতাল নই, বরং এই লোকটা...' বলতে বলতে আরও কয়েক পা উঠল। 'এই লোকটা আমাকে ম্যাকফার্সনের পার্টি থেকে মিথ্যে কথা বলে...'

আর এগোবার সুযোগ পেল না সে, নাগালের মধ্যে উঠে আসতে তার দুই পায়ের ফাঁকে মাঝারি ওজনের এক লাথি ছেড়ে বসল রানা। 'উঁহ!' করে উঠে কুঁকড়ে গেল ফিলিপ, লাফ দিল রানা এই সুযোগে। পরের কয়েক ধাপ চোখের পলকে টপকে পেরিয়ে এল। হলরুমের ফ্লোরে পা রাখামাত্র ছুটে এল নাচনেওয়ালা যুবক। বাউলি কেটে সরে গেল রানা, ওর আর প্রিন্সেসের মাঝখানে নিয়ে এল তাকে।

এখন প্রিন্সেস গুলি করতে চাইলেও পারবে না যুবকের গায়ে লেগে যাওয়ার ভয়ে। ওয়ালথার তুলে তার বুক সই করে ধরল রানা। চোখ পাকিয়ে বলল, 'খবরদার! এক পা-ও এগোবে না।'

পিছাতে শুরু করল ও। দেখল ও যা ভেবেছে, তাই ঘটেছে। পিস্তল তুলেও শেষ পর্যন্ত নামিয়ে নিয়েছে প্রিন্সেস।

'ওকে ধরো!' ফিলিপ কোনমতে বলল। 'ছেড়ে দিয়ো না।'

ততক্ষণে দরজার কাছে পৌঁছে গেছে রানা। শেষবারের মত প্রিন্সেসের সাথে চোখাচোখি হতে বলল, 'আমি সামনের দরজা টেনে লাগিয়ে দিয়ে যাচ্ছি, প্রিন্সেস। কেউ যদি তার পাঁচ মিনিটের মধ্যে বের হয় সে তার নিজ দায়িত্বে বের হবে।'

কেউ বের হচ্ছে কি না, দেখার অপেক্ষায় থাকল না ওরা। তিন সেকেন্ডেরও কম সময়ের মধ্যে স্টার্ট নিল দুটো গাড়ি, দেখতে দেখতে হাওয়া হয়ে গেল।

ছয়

হোটেলের কাছে কলকাতা কাগজে নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল মাসুদ রানা। হ্যারিকে ওর ম্যাস্টিক্স [illegible] পার্কে নিয়ে রাখতে বলে নিজে হেঁটে চলল পিছনের কাজের এক্সেপ সিঁড়ির দিকে। সবার চোখের সামনে দিয়ে জিনিসটা নিয়ে ঢুকতে চায় না। দ্বিতীয় গাড়ি ক্লারিসা চালিয়ে নিয়ে গেল।

দশ মিনিট পর নিরাপদে নিজের রুমে ঢুকল রানা, জিনিসটা বিছানার নিচে, মাথার দিকে রেখে ঘুরে দাঁড়াল। প্রায় একই মুহূর্তে ভেতরে ঢুকল বেনটন দম্পতি।

দরজা বন্ধ করে ওদের দেখল রানা। 'আরেকটু হলে হতবাক হয়ে যেত সব। বাড়ি পালাল কি করে?'

[illegible]

বলে কিছু করতে পারিনি। পরে অবশ্য চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু [illegible] না এসে মাঠ দিয়ে কোনাকুনি এসেছে।

'পরে যখন বুঝলাম ওকে ধরা যাবে না, তখন ভাবলাম ওর থেকে এগিয়ে অপেক্ষা করি, সময়মত বাধা দেব। একটুর জন্য তা-ও হলো না।'

মাথা দোলাল রানা। ভাবল, ভুলটা ওরই। হ্যারির ওপর পুরো ভরসা করা ঠিক হয়নি। ওর উচিত ছিল লোকটাকে বেঁধে গাড়ির বুটে ফেলে রেখে আসা, কিন্তু তখন অত সময় ছিল না। শ্রাগ করল ও।

'যাকগে, যা হওয়ার হয়েছে। জিনিস যে ফিরে পেয়েছি, তাই বেশি। তবে শেষ সময় তোমাদের বানানো গল্প যথেষ্ট সাহায্য করেছে আমাকে। সে জন্যে ধন্যবাদ।'

'কিন্তু তোমারই বা বেরোতে এত দেরি হলো কেন বলো তো?' ক্লারিসা বলল। 'কী এত গল্প করলে এতক্ষণ ধরে?'

ওর বলার ভঙ্গি দেখে না হেসে পারল না রানা। 'বিশেষ কিছু না। এই এটা-ওটা নিয়ে...'

'কথা লুকোচ্ছ মনে হয়?' সন্দেহ ফুটল মেয়েটির চেহারায়। 'কোথায় বসে গল্প করেছ তোমরা, আরও কেউ ছিল ওখানে?'

'না। আমি আর প্রিন্সেস।'

'বুঝেছি। নিশ্চই তোমরা—' কথা শেষ করল না ক্লারিসা, তবে কি বলতে চাইছিল, তা বুঝতে কারও অসুবিধাও হলো না।

'পাগল নাকি!' রানা বলল। 'পরিচয় হতে না হতেই?'

'ওটা কোন ব্যাপার হলো নাকি? তাছাড়া যা একখানা কিলার মার্কা চেহারা তোমার, সুযোগ পেলে কোন মেয়ে ছেড়ে দেবে বলে আমার তো মনে হয় না।'

'মেয়ে তো তুমিও,' রানা বলল। 'প্রিন্সেসের জায়গায় তুমি হলে কি করতে?'

'আমি?' বলে হ্যারির দিকে তাকাল ক্লারিসা, চোখাচোখি হতে হাসল। 'না, এখন বলা যাবে না।'

অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল রানা ও হ্যারি।

গোসল শেষ সেরে রুমে বসে চটপট নাস্তা খেয়ে নিল রানা। কফির মেকার তুলে কফির কাপ টেনে নিল কাছে। শের খান ও হ্যারির সে-র পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে ভাবছে।

তোরের ওপর বাটপাড়িটা কে করেছে, এতক্ষণে তা জানাজানি হয়ে গেছে। গতরাতে সরফরাজ ফিরে না আসায় নিশ্চয়ই কিছু সন্দেহ করেছিল খান, ফিলিপের মুখে বাকি ঘটনা শুনে সেটা পোক্ত হবে। বুঝে গেছে মাসুদ রানা

মরেনি, বরং উল্টোটা ঘটেছে। ও ফিরে এসে আবার খোঁজ নিয়েছে, নিশাতির বান্ধবী ও তার স্বামীর সাথে, এবং ওরা সবাই মিলে ছিনিয়ে নিয়েছে ফলকটা।

[illegible]

ঠিক সপ্তায় করিম এল। রানা আসতে বলেছিল। ঠিক করে রেখেছে, করিমের আপত্তি না থাকলে অভিযানে তাকেই গাইড হিসেবে সঙ্গে নেবে। অনুমান সঠিক প্রমাণ হলো ওর, প্রস্তাব শুনে লোকটা সঙ্গে সঙ্গে রাজি।

'ভেবে বলো,' গম্ভীর গলায় বলল রানা। 'কাল যা ঘটেছে, তাতে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ এটা কোন সাধারণ অভিযান নয়। সমস্যা দেখা দেবে, বাধা আসবে। হয়তো খুন-খারাবিও ঘটবে দু'চারটা। তাই খুব ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।'

'তেমন কিছুর সম্ভাবনা থাকলে তো অবশ্যই যাব আমি, এফেন্দি,' সে-ও গম্ভীর জবাব দিল। 'ওসবের মধ্যে একা আপনাকে যেতে দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না।'

লোকটা আবেগের কথা বলছে দেখে বিরক্ত হলো রানা। 'আমি একা নই, করিম। সঙ্গে লোক আছে, প্রয়োজনমত আরও জোগাড় করে নিতে পারব আর...'

'ওসব নিয়ে কিছু চিন্তা করবেন না আপনি,' বাধা দিল নিগ্রো। আসল প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেল সযত্নে। 'আপনার হয়ে সে কাজটাও আমি করে দেব। প্রচুর উপযুক্ত লোক আছে আমার হাতে।'

শ্রাগ করল ও, ফোনে হ্যারি ক্লারিসাকে ওর রুমে আসতে বলল। সবকিছু ফাইনাল করে রাখতে হবে। এরপর সিলভিয়ার প্রতীক্ষা। বারোটায় ফ্লাইটে আসছে ও-বাবার লাশের ব্যবস্থা করতে। হ্যাম্পশায়ারের ফিপ্রতি ফ্লাইটে লন্ডন ফিরে যাচ্ছে ওটা। অভিযান শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওখানকার মর্গে থাকবে।

স্যার কার্টারের মৃত্যুর খবর শুনে সিলভিয়ার কি প্রতিক্রিয়া হবে জানত রানা, তাই ওকে ফোন করে সরাসরি জানায়নি কথাটা। সাহস হয়নি। জানিয়েছে কায়রো পুলিস চীফের মাধ্যমে। কাজেই এখনো হতে ভোরোচিল ও, কিন্তু লাশ নিতে যাওয়ার হাঙ্গামায় তৈরি হতে সময় লেগেছে বলে পারেনি।

এয়ারপোর্টে যাওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছিল রানা, এই সময় টেলিফোন বেজে উঠল। হ্যারি হবে মনে করে রিসিভার তুলল ও। 'ইয়েস!'

'রিসেপশন, স্যার। কায়রোর পুলিস চীফ কথা বলবেন।'

'পুলিস চীফ?' চোখ কুঁচকে উঠল ওর।

'রাইট, স্যার।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, দিন।'

'ক্লিক' করে শব্দ উঠল লাইনে, পরমুহূর্তে মোটা, যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর শোনা গেল। 'রানা?'

'হ্যালো, পাশা!'

'হ্যাঁ। শোনো, মিস কার্টার কোথায়?'

বুকের মধ্যে ধক করে উঠল ওর। 'মানে?'

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

'কাল মিস কার্টারকে বলেছিলাম আমিই ওকে সকালে এয়ারপোর্ট পৌঁছে দেব।'

রিসিভার কানের সঙ্গে ঠেসে ধরল ও। 'তো?'

'এইমাত্র ফিরেছি ওর ফ্ল্যাট থেকে। ওকে পাইনি। নেই মেয়েটা। অথচ ফ্ল্যাটের দরজা আন-লক্‌ড।'

আশঙ্কাটাকে উড়িয়ে দেয়ার জন্যে মনের ওপর অসম্ভব জোর খাটিয়েও ব্যর্থ হলো রানা। ঘাম ছুটে গেল। কোনমতে বলল, 'আশপাশের কোন ফ্ল্যাটে, বা...'

'না, রানা। খুঁজে দেখেছি আমি। বাইরে কোথাও গেছে ভেবে প্রায় আধঘণ্টা অপেক্ষা করেছি, আসেনি ও। সবচেয়ে বড় কথা, ওর প্লেনের টিকেট তো আমি কিনেছি। এখনও ওটি আমার পকেটে।'

শূন্য দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকল ও, কথা বেরোচ্ছে না মুখ দিয়ে।

'রানা, লাইনে আছ তুমি?'

'অ্যাঁ...হ্যাঁ, আছি।'

'মেয়েটা কোথায় যেতে পারে বলো তো?' প্রশ্ন করল চিন্তিত পুলিস চীফ। 'এয়ারপোর্টে, রেল স্টেশনে খোঁজ নিয়েছি আমি, কোথাও দেখা যায়নি ওকে। এর সঙ্গে কি ওর বাবার খুনের সাথে এর কোন যোগাযোগ নেই তো?'

'ইসমাইলিয়া!' হঠাৎ রানার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল শব্দটা।

'কি বললে?'

'আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে, স্যার কার্টারের খুনীরা ওকে ইসমাইলিয়ায় ধরে নিয়ে গেছে।'

'বুঝলে কি করে?' প্রশ্ন করল ইসহাক পাশা।

'অনুমান,' রানা বলল গম্ভীর গলায়।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল সে। 'ইসমাইলিয়ায় কেন? ওখানে কোথায়?'

'হাবিব কাড আলেক্সান্দ্রে।'

'সেটা কি?'

ওটা সম্পর্কে মিসেস শায়লার মুখে শোনা কাহিনী সংক্ষেপে বলে গেল রানা। শুনে অতিরিক্ত গম্ভীর হয়ে উঠল চীফ। 'হাবিব ইসমাইল যে তাহলে নারী ব্যবসার সাথেও জড়িত! ভাল। আর সব যেমন-তেমন, কিন্তু এই খবর আমাদের জন্যে নতুন, রানা। কিন্তু মিস কার্টারকে ওখানেই নিয়ে যাওয়া হয়েছে কেন ভাবছ তুমি। যদি কোথাও...'

'পাশা!' বাধা দিল ও। 'বাড়িটা যে নারী ব্যবসার আখড়া, সে খবর ইসমাইলিয়া পুলিসের অজানা থাকার কথা নয়, অথচ তোমার কথা শুনে মনে

হয়েছে ওখানকার চীফ ব্যাপারটা হাতে পেয়েছেন জানায়নি। অবশ্য গাড়িটা ওদের নিরাপদ ঘাঁটি। তাছাড়া তুমি দেখেছ, সিলভি অত্যন্ত সুন্দরী। এখন হাবিব বে যদি [illegible]...'

'বুঝতে পেরেছি আমি,' [illegible] 'তুমি [illegible] এখন [illegible]?'

[illegible] আশঙ্কার কথা একবারও মাথায় এল না। পাশাকে সতর্ক করে দিলে সে নিশ্চয় পুলিস গার্ডের ব্যবস্থা করতে পারত সিলভির জন্যে, অথবা ওকে নিরাপদ কোথাও সরিয়ে রাখতে পারত।

কিন্তু এখন তা নিয়ে ভেবে সময় নষ্ট করে লাভ নেই, নিজেকে বোঝাল রানা। তাতে সমস্যা বাড়বে ছাড়া কমবে না। এখন মাথা ঠাণ্ডা রেখে ভাবতে হবে, কি করে খুব তাড়াতাড়ি সিলভিকে উদ্ধার করা যায়, সেই পরিকল্পনা করতে হবে।

'রানা! লাইনে আছ তুমি?'

'হ্যাঁ। শোনো, পাশা, সিলভিকে উদ্ধার করতে এখন একটাই করণীয় আছে। হাউস অভ অ্যাঞ্জেলসে রেইড করতে হবে। ফুল স্কেল অ্যাসল্ট, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।'

'কিন্তু, রানা, অফিশিয়ালি...'

'আমি জানি তা সম্ভব নয়। হাজার হোক, হাবিব বে ডিপ্লোম্যাট, এদিক-ওদিক কিছু হয়ে গেলে সমস্যা হয়ে যাবে। তাছাড়া ওখানকার পুলিস ওদের বিরুদ্ধে কিছু করবে বলেও মনে হয় না আমার। যদি করতে বাধ্য হয়, হয়তো সময় থাকতে সতর্ক করে দেবে হাবিব বে-কে।'

'ঠিকই বলেছ তুমি,' বলল ইসমত পাশা। 'তাহলে...উমম!'

'তুমি এক কাজ করো। এয়ারপোর্টে খোঁজ নিয়ে দেখো আজ সকালে কোন চার্টার পার্টি ফ্লাই করেছে কি না। করে থাকলে কতজন ছিল দলে, কোনদিকে গেছে এইসবও জানতে হবে।'

'প্লেনেই কেন, গাড়িতেও তো নিয়ে থাকতে পারে।'

'পারে,' রানা বলল। 'তবে প্লেনে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, কারণ তাতে তাড়াতাড়ি পৌঁছানো যায়।'

'তা ঠিক। কিন্তু তারপর?'

'ওই যে বললাম, রেইড করব ও বাড়িতে!' রানা বলল। 'তুমি কোন সাহায্য যদি করতে পারো, ভাল। নইলে আমি একাই...'

'পাগল হয়েছ নাকি তুমি?' রেগে উঠল ইসমত পাশা। 'তাহলে কি করে তোমাকে ওই কাজে একা যেতে দেব আমি?'

'আমি ভাবিনি কিছুই, পাশা,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'কিন্তু তোমার লিমিটেশন আছে, তুমি...'

'রাখো তোমার লম্বা লম্বা কথা!' কড়া পুলিসী ধমক লাগাল চীফ। 'রুম ছেড়ে বের হবে না। আধ ঘণ্টার মধ্যে আবার ফোন করব আমি।'

রানাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ঠাস করে রিসিভার রেখে দিল

ইসমত পাশা। [illegible] ফোন করল ও। জরুরী তলব পাঠাল।

'আবার কি?' [illegible]

'তুমি [illegible] এয়ারপোর্টে যাচ্ছি না আমরা।'

[illegible]

এক মিনিট পর এল হ্যারি, সঙ্গে মানিকজোড়ের মত ক্লারিসাও। 'কি হলো আবার?' রানার গম্ভীর, চিন্তিত চেহারা দেখে ঘাবড়ে গেল হ্যারি। 'এয়ারপোর্টে যাচ্ছি না মানে?'

ধীরে ধীরে সব ওদের জানাল রানা। 'এই জন্যে প্ল্যান বদলাতে হয়েছে।'

'কি করতে চাইছ তাহলে?' ফ্যাকাসে মুখে প্রশ্ন করল হ্যারি। ক্লারিসা বসে পড়েছে ধপ করে, চেহারা ছাইয়ের মত। দেখে মনে হচ্ছে যে কোন মুহূর্তে মাথা ঘুরে পড়ে যাবে।

নিজের প্ল্যান জানাল ও, ইসমত পাশার পরোক্ষ আশ্বাসের কথাও।

'আমিও যাব!' লাফিয়ে উঠেছিল হ্যারি, কিন্তু ওর শীতল চাউনি দেখে চুপসে গেল।

'অসম্ভব! এ তোমার কাজ নয়। তুমি ক্লারিসাকে নিয়ে কায়রো যাচ্ছ এখন। করিম যাবে সঙ্গে। হোটেল সেমিরেমিসে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে তোমরা।'

'কিন্তু...'

ফোনের বেল শুনে ছুটল রানা। আধঘণ্টা নয়, দশ মিনিটের মধ্যে যোগাযোগ করেছে ইসমত পাশা। ও প্রান্তের বক্তব্য মন দিয়ে শুনল রানা, মাঝেমধ্যে 'হুঁ', 'হ্যাঁ,' 'ঠিক আছে' করল। সবশেষে বলল, 'আমি সময় মত থাকব ওখানে। ধন্যবাদ পাশা। অ্যাঁ? হা হা হা...!'

রিসিভার রেখে মানিকজোড়ের দিকে ফিরল ও। 'ইসমাইলিয়া যাচ্ছি আমরা। জানা গেছে সিলভিকে ওখানেই নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

সাত

তুমুল গতিতে ইসমাইলিয়ার দিকে ছুটে চলেছে রানার ভাড়া করা টয়োটা ক্রাউন। একা চলেছে ও। দুপুর গড়িয়ে গেছে, কড়া রোদে তাতা হচ্ছে প্রকৃতি। অপলক চোখে সামনে তাকিয়ে আছে ও, চেহারায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছাপ। মরুর তপ্ত বাতাসে চুল উড়ছে। সতর্কতার জন্যে এবারও ছদ্মবেশ আছে ও। বিশেষ ক্রীম মেখে মুখমণ্ডলসহ যে সব অংশ উন্মুক্ত থাকবে, সব স্থানীয়দের মত তামাটে করে নিয়েছে। গালে চমৎকার ফ্রেঞ্চ কাট দাড়ি।

ইসমাইলিয়া খুব ছোট শহর, মুখচেনা কেউ দেখে ফেললে সমস্যা হতে পারে-বলে এই সতর্কতা।

ইসমত পাশার টেলিফোনের কথা ভাবছে রানা। ওর কথায় কায়রো

এয়ারপোর্টে খোঁজ নিয়েছিল সে। জানতে পেরেছে রানার ধারণাই ঠিক। সকালে দক্ষিণ দিকে পোর্ট সাইদের বড় এক ব্যবসায়ীর নামে চার্টার করা একটা প্লেন [illegible] কিন্তু শেষ মুহূর্তে [illegible] ইসমাইলিয়ার দিকে গেছে ওটা।

[illegible] অ্যাকশনম্যানদের মত [illegible] অসুস্থ ছিল, অন্য দু'জন তাকে দু'দিক থেকে ধরে প্লেনে তুলেছে। এরপর সন্দেহের আর কোন অবকাশ থাকে না। কাজেই খবরটা ওকে জানিয়েই সিলভিকে উদ্ধারের জন্যে বিশেষ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে সে।

নিজের ক্র্যাক ইউনিটের আধ ডজন দুর্ধর্ষ কমান্ডোকে সিভিল প্লেনে ওখানে পাঠিয়ে দিয়েছে। প্রত্যেকে তার একান্ত বিশ্বস্ত। সন্ধে পর্যন্ত হাউস অভ অ্যাঞ্জেলসের ওপর নজর রাখবে লোকগুলো। তারপর কি, ইসমত পাশা নিজে গিয়ে জানাবে। বন্ধুকে এতবড় ঝুঁকি নিতে নিষেধ করেছিল মাসুদ রানা, জবাবে আরেকবার দাবড়ি খেতে হয়েছে। তারই দেশে সে নিজে পুলিস চীফ হয়েও এর এই বিপদে সাহায্য করবে না, রানা ভাবল কি করে?

অতএব কথা আর বাড়ায়নি ও। মেনে নিয়েছে। তাছাড়া এর পিছনে আরও একটা কারণ আছে। পৃথিবীর সেরা দশ পুলিস চীফের মধ্যে তিন নম্বর ইসমত পাশা। তার নিষ্ঠা প্রশ্নাতীত। জুরিসডিকশনের বাইরে হোক আর যেখানেই হোক, সে নিজে যে রেইডে অংশ নেবে, তার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠলেও সরকারী মহলে তা যে বিশেষ পাত্তা পাবে না, সে কথা পাশা নিজে যেমন জানে, তেমনি রানাও জানে। তাই ওকে আসতে নিষেধ করলেও খুব একটা জোর দিয়ে করেনি ও।

দু'জনের প্রথম পরিচয়ের কথা ভাবল রানা। তখন আর্মিতে ক্যাপ্টেন ছিল পাশা। কয়েক বছর আগে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে এক কমান্ডো মিশন পরিচালনার জন্যে মাসুদ রানাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল, পাশা ছিল সে মিশনে। কিন্তু দলনেতা বিদেশী দেখে তার নেতৃত্ব মেনে নিতে আপত্তি তোলে সে।

তিক্ততার পর্যায়ে চলে গেল বিষয়টা। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল কর্তৃপক্ষ তাকে দল থেকে বাদ দিতে রাজি, কিন্তু রানাকে নয়। পরে আপত্তি তুলে নেয় পাশা, কমিটির সামনে রানার কাছে ক্ষমা চাইতেও বাধ্য হয়। তার ধারণা ছিল মিশনে গিয়ে রানা এর শোধ নেবে, হয়তো অসম্ভব কিছু দায়িত্ব দিয়ে তার মরার পথ প্রশস্ত করে দেবে।

কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল উল্টো, প্রথম থেকেই ওর দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে রেখেছিল মাসুদ রানা। অসম্ভব কোন কাজের দায়িত্ব তো দেয়ইনি, বরং প্রতি পদে পদে সাহায্য করেছে দলের সবাইকে। মিশনের সর্বশেষ মরিয়া অ্যাকশনেও রানাই ছিল সবার আগে। ঝুঁকি শতকরা নব্বই ভাগ রানাই নিয়েছে। এসব দেখে ক্রমে রানার ওপর দুর্বলতা জন্মায় পাশার, ক্রমে তা ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে পরিণত হয়।

পোর্ট সাইদকে দূর থেকে পাশ কাটাল রানা, তারপর সুয়েজ খালের তীর

ঘেঁষা হাইওয়ে ধরে এগোল। আর মাইল পঞ্চাশেক গেলে ইসমাইলিয়া। [illegible] নির্দেশিত পথে এগোল রানা। [illegible]

[illegible]

নিজের বিশাল থাবার মধ্যে রানার হাত পুরে নিল সে।

'তোমাকে দেখে খুশি হয়েছি, রানা,' এ-কান ও-কান বিস্তৃত হাসি ফুটল তার প্রকাণ্ড মুখে।

'আমিও খুশি হয়েছি,' রানা বলল। 'আমার জন্যে কষ্ট করে এতদূর ছুটে এসেছ বলে...'

'ফের সেই কথা!' খেঁকিয়ে উঠল ইসমত পাশা। 'বলেছি না, আমার সাথে এই ধরনের ফর্মাল কথাবার্তা বলবে না?'

'আচ্ছা, আর বলব না,' মুচকে হাসল ও। 'কখন এসেছ?'

'ঘণ্টাখানেক আগে। মিনিস্ট্রি থেকে সার্চ ওয়ারেন্ট বের করতে একটু বেশি সময় লেগেছে, নইলে আরও আগেই আসতে পারতাম।'

'ওরা আপত্তি করেনি?'

'তা তো একটু করবেই। হাজার হলেও ইসমাইলিয়া আমার এলাকা নয়। তবে ম্যানেজ করে নিয়েছি, হাউস অভ অ্যাঞ্জেলসের কথা অবশ্য জানাইনি। ওয়ারেন্টের "প্লেস অভ রেইড" কলাম ফাঁকা আছে, পরে বসিয়ে নেব।'

'কিন্তু এতে তোমার সমস্যা হবে না?' দ্বিধা ফুটল ওর চেহারায়।

'কচু হবে!' মুখ বিকৃত করে বলল পুলিস চীফ। 'ওয়ারেন্ট ইস্যু করবার সময় বলেছি কায়রোর এক ক্র্যাক চোরাকারবারী হেরোইন নিয়ে আলেকজান্দ্রিয়া থেকে এখানে পৌঁছবে, ওদের হাতেনাতে ধরব।'

'কিন্তু তা তো হচ্ছে না।'

'হু কেয়ারস!' শ্রাগ করল সে। 'বলব, মাল কখন পৌঁছেছে জানতে পারিনি, তবে ওগুলো হাউস অভ অ্যাঞ্জেলসে গেছে, সে খবর পেয়ে ওখানে রেইড করেছি।'

'বুঝলাম,' বলল রানা। 'কিন্তু এ দায়িত্ব ওরা এখানকার পুলিসকে না দিয়ে তোমাকে কেন দেবে?'

'দেবে না কেন?' পাল্টা প্রশ্ন করল পাশা। হেসে উঠল, 'সো-কলড্ চোরাচালানি কায়রোর, সোর্স আমার, মাল যাচ্ছে কায়রোতে, তো দায়িত্ব আমাকে দিতে সমস্যা কি? আমি কি অটোমেটিক্যালি রেপুটেশনের অধিকারী নই? দু'বার প্রেসিডেন্ট, একবার ইউনেস্কো পুরস্কার পাওয়া পুলিস অফিসার নই?'

'তা বটে,' মাথা ঝাঁকাল ও।

পাশাও মাথা দোলাল। 'ওরা অবশ্য পরামর্শ দিয়েছে, যা করার এখানকার চীফকে সঙ্গে নিয়ে করতে। আমি বলেছি চেষ্টা করব। মোট কথা [illegible] যতটা বন্ধ করা সম্ভব, করার চেষ্টা করেছি।'

'কিন্তু যদি শেষ পর্যন্ত কোন সমস্যা দেখা দেয়? শেষ পর্যন্ত যদি প্রমাণ হয়,

এই বাড়ি সম্পর্কে আমি যা শুনেছি তা ঠিক না?'

'তুমি ঠিকই শুনেছ, রানা। আমি হাসানের [illegible] পাঠিয়েছি, তারা এর মধ্যেই [illegible] হাউস অভ অ্যাঞ্জেলস সম্পর্কে।

[illegible]

'হ্যাঁ,' ঘাড় দোলাল টিক। [illegible] বাকি সবাই ফিরে আসবে এখানে। ওদের সাথে আলোচনা করে কাজে নামব আমরা।'

দেখতে দেখতে আঁধার ঘনিয়ে এল। ঝোপের চারদিকে পোকামাকড়ের কোরাস শুরু হয়ে গেল। থেকে থেকে এক আধটা নিশাচর পাখি ডাকছে। গাড়ির বনেটে বসে গল্প করছে দুই বন্ধু। স্যার কার্টারের আবিষ্কার থেকে এ পর্যন্ত যা যা ঘটেছে, সব খুলে বলল রানা।

ওর বলা শেষ হতে চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ইসমত পাশা। 'অদ্ভুত গল্প শোনালে তুমি, রানা। র‍্যামেসিসের যে এমন ইতিহাস আছে, তা এই প্রথম শুনলাম আমি। প-ঞ্চা-শ হাজার সৈন্য! কী আশ্চর্য! এ দেশের প্রাচীন আমলের রাজা-বাদশাদের ধন-সম্পত্তি নিয়ে কত যে খুনোখুনি হয়েছে, সে-ও আরেক ইতিহাস।'

'ঠিক বলেছ।'

আটটার দিকে এল লোকগুলো, ইসমত পাশার বিশস্ত পাঁচ কমান্ডো। অন্যজন রয়ে গেছে হাউস অভ অ্যাঞ্জেলসের ওপর নজরদারি বহাল রাখতে। লোকগুলোকে দেখল মাসুদ রানা—প্রত্যেকে বিশালদেহী, দেখলেই বোঝা যায় অসুরের শক্তি ধরে একেকজন। চলে বেড়ালের মত নিঃশব্দ পায়ে। [illegible] দেখলে [illegible] কথা মনে পড়ে।

দলনেতার নাম হাসান। সার্জেন্ট মেজর সে। টিকের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ফাইনাল রিপোর্ট করল সে। জানাল: বাড়িটা দুর্গের মত সুরক্ষিত। দেয়াল কম করেও বিশ ফুট উঁচু, লোহার গেট। তার মাঝামাঝি জায়গায় একটা ফোকর আছে। কেউ বেল বাজালে ভেতরের গার্ড ফোকর খুলে তার চেহারা দেখে নেয় আগে, তারপর ইচ্ছে হলে গেট খোলে, নইলে খোলে না। দুপুর থেকে অন্তত চারজনকে গেট থেকে হতাশ হয়ে ফিরে যেতে দেখেছে তারা।

নিজেও 'হতাশ' হলে কমান্ডোদের একজন ভাব জমিয়েছিল তাদের একজনের সাথে। লোকটা মাঝবয়সী, [illegible] কথায় জানিয়েছে, ও বাড়িতে [illegible] খোঁজ জানতে গিয়েছিল সে। স্থানীয় এক আড্ডায়, রোজ বিকেলে গাঁজা ও হেরোইনের চালান যায় ওই বাড়ি থেকে, আজ যায়নি বলে খোঁজ নিতে এসেছে সে। কখন চালান যাবে তা জানতে। কিন্তু গার্ড জানিয়ে দিয়েছে আজ চালান যাচ্ছে না, তারা অন্য কাজে ব্যস্ত।

'এখন কি করি বলুন তো?' দুঃখের কাহিনী শেষ করে কমান্ডোকে বলেছে লোকটা। 'রোজ আমার এক প্যাকেট না হলে যে চলে না, তা ব্যাটাদের হাজার অনুরোধ করেও বোঝাতে পারলাম না। কি করি?'

'কি আর করবে!' নিরীহ ভঙ্গিতে জবাব দিয়েছে কমান্ডো। 'কাজেই তো

[illegible], ঢুকে মরোগে।'

'গুড জব,' পাশা বলল। 'লোকটার ঠিকানা জেনে নিয়েছ তো?'

[illegible]

'গুড! অন্তত একজন সাক্ষী পাওয়া গেল।' হাসানের দিকে ফিরল সে। [illegible]

[illegible]

'ভেতরে মানুষ কতজন আছে মনে হয়?' রানা করল প্রশ্নটা।

'গেট, ওপরের ব্যালকনিতে আর ছাদে সারাদিনে আটজনকে দেখতে পেয়েছি আমরা।'

'ওদের কারও কাছে অস্ত্র আছে?'

'না, এফেন্দি। সবাই নিরস্ত্র।'

'কোন মেয়েকে দেখোনি?'

'না,' একটু বিরতি দিল দলনেতা। 'আমরা ফিরে আসার একটু আগে একটা গাড়ি ঢুকেছে ও বাড়িতে। পিছনের সীটে দু'জনকে বসা দেখেছি। একজন বেশ লম্বা, চোখে হালকা রঙা চশমা ছিল।'

'শের খান!' উত্তেজিত হয়ে উঠল রানা।

'অন্যজন খাটো। বেশ মোটা।'

'হাবিব বে!' মুঠো পাকাল ও। 'কতক্ষণ আগে এসেছে গাড়িটা?'

'মিনিট বিশেক হবে, এফেন্দি।'

ঝট করে ইসমত পাশার দিকে তাকাল ও। 'আমাদের এখুনি কাজে নামা উচিত, পাশা! ওরা নিশ্চই টর্চার করবে অসহায় মেয়েটার ওপর। হয়তো শেষ করবে ওকে!'

'শান্ত হও,' ওর কাঁধে এক হাত রাখল সে। 'ভেতরে ঢোকার পথ ঠিক করতে দাও, তারপর যাচ্ছি। তুমি নিশ্চই আশা করছ না আমাদের নক শুনে গার্ড গেট খুলে দেবে?'

সার্জেন্ট মেজরের দিকে ফিরল পাশা। 'তোমাদের একজনকে আগে ভেতরে ঢুকতে হবে। ভেতরে গিয়ে গার্ডকে কাবু করে গেট খুলবে সে, তারপর আমরা ঢুকব। আমার গাড়ির বুট খোলো। ভেতরে দড়ি-হুক, টর্চলাইট, আর্মস, অ্যামিউনিশনস আছে, স্মোক বম্বও আছে। যে যত পারো নিয়ে নাও। হারি আপ, মেন! রানা, তুমি লীড দাও, কেমন?'

পনেরো মিনিট পর।

হাউস অভ অ্যাঞ্জেলসের দুশো গজ দূরে নিঃশব্দে এসে থামল দুটো গাড়ি। সাইড লাইটের আলোয় চলছিল ওগুলো, থামার সাথে সাথে তা-ও নিভে গেল। অপেক্ষমাণ কমান্ডো এগোল সেদিকে। রানা ও পাশাসহ দুই গাড়ির সাত আরোহী বেরিয়ে এল, আবার দু'মিনিট কথা বলল ওরা। রানার হাতঘড়ির সাথে সিনক্রোনাইজ করে নিল প্রত্যেকে।

তারপর দল থেকে আলাদা হয়ে গেল সার্জেন্ট মেজর হাসান ও এক

হাবিলদার, মুস্তাফা। হাসানের কাঁধে বড় এক কয়েল দড়ি। গাছের আড়ালে আড়ালে বাড়িটার পিছনদিকে এগোচ্ছে লোকগুলো।

অনেক দূর জায়গার ওপর দাঁড়িয়ে আছে ওটা, পিছনদিকে যেমন সামনে, তেমনি অন্ধকার। ভেতরে আলো আছে, হয়তো। কিন্তু [illegible] এসেছে হাসান, কাজেই [illegible] ছোঁড়া হয়েছে বলে দু'বার দেয়াল মিস করল হুক, তৃতীয়বার আটকে গেল। [illegible]মোড়া হুক হওয়ায় কোন আওয়াজ হলো না।

দড়ি টেনে, ঝুল দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে নিল হাসান, তারপর সঙ্গীর উদ্দেশে মাথা ঝাঁকিয়ে তরতর করে উঠতে শুরু করল। তাকে দেয়ালের ওপাশে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখে ঘুরে দাঁড়াল মুস্তাফা, মূল দলে যোগ দিতে চলল।

মেইন গেটের কাছে একদিকের দেয়াল ঘেঁষে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে মাসুদ রানা, দুই কমান্ডো আছে ওর সাথে। অন্যরা আছে ইমদাদ পাশার দলে, উল্টোদিকে। এক এক করে দীর্ঘ দশ মিনিট কেটে গেল, কোন সাড়া নেই সার্জেন্ট মেজরের। একদম নীরব ভেতরে। ভয় লাগছে, প্রেতপুরীর মত লাগছে বাড়িটাকে।

হতাশ হয়ে নতুন কিছু করার কথা ভাবতে শুরু করেছিল রানা, তখনই আওয়াজটা শোনা গেল– কাঠের ভারী বোল্ট টেনে খোলার।

'ভালাজ!' আচমকা বাড়ির দিক থেকে মোটা একটা ক্রুদ্ধ গলা ভেসে এল। খুব সম্ভব অন্ধকার ব্যালকনিতে ছিল কেউ, আওয়াজ কানে গেছে: 'ভালাজ!'

'হ্যাঁ, এফেন্দি!' হাসানের কণ্ঠ শোনা গেল, গার্ডের অনুকরণে জবাব দিল সে।

'গেট খুলেছ কেন?'

জবাব নেই, অপেক্ষমাণ সবাই ঢুকে পড়েছে ভেতরে।

'গেট খুলেছ কেন?'

হাসান নিরুত্তর। বোল্ট লাগিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। তার সঙ্গীদের একজন ততক্ষণে গার্ড ধরে গার্ডকে বেঁধে ফেলেছে। মাথার পাশে হাসানের পিস্তলের বাড়ি খেয়ে জ্ঞান হারিয়েছে সে।

ব্যালকনির লোকটা চেঁচাতে শুরু করেছে, আরও কয়েকটা গলা যোগ দিয়েছে ওটার সাথে। এর মধ্যে ভেতরের পরিস্থিতি বুঝে নিয়েছে রানা। বাড়ির সামনে বেশ খানিকটা খোলা জায়গা, বাগান। বাগানের মধ্যে দিয়ে চমৎকার বাঁধানো রাস্তা চলে গেছে বিশাল পোর্টিকো পর্যন্ত। বাড়িটা পুরানো ধাঁচের; বিরাট। কিন্তু সেই তুলনায় আলো কম।

দূর থেকে ভেতরের বড় হলরুম দেখতে পেল রানা, প্রকাণ্ড দরজা হাঁ করে খোলা। ভেতরে ওপরে ওঠার চওড়া পাথরের সিঁড়ি। দুই প্রকাণ্ডদেহী নিগ্রোকে দেখতে পেল, দৌড়ে নেমে আসছে। পরনে শুধু পাজামা। হাতে স্মল আর্মস।

পাশার সাথে ইশারায় কথা হলো রানার। পরমুহূর্তে অন্যদের উদ্দেশে চাপা হুঙ্কার ছাড়ল ও, 'চার্জ!'

ঝড়ের গতিতে হলরুমের দিকে ছুটল সবাই। সিঁড়ি ডিঙিয়ে হলরুমে পা রাখল দুই নিগ্রো, অস্ত্রহাতে দোরগোড়ায় রানা ও পাশাকে দেখে থমকে উঠে পিস্তল তুলতে গেল একজন। [illegible] বদল করেছে লোকটা। [illegible]

এক সেকেণ্ড পর দপ্ করে নিভে গেল বাতি। গাঢ় অন্ধকারে ডুবে গেল হাউস অভ অ্যাঞ্জেলস।

কিন্তু ততক্ষণে দিক নির্দেশ পেয়ে গেছে রানা, কাজেই পথ খোঁজার দরকার হলো না। দৌড়ের ওপর কোমরে গোঁজা টর্চ লাইট বের করে ফেলল ও, একেক লাফে তিন-চার ধাপ সিঁড়ি টপকে উঠে যেতে লাগল। ওর ঠিক দু'হাত পিছনে রয়েছে ইমদাদ পাশা।

ঝড়ের গতিতে ওপরের ল্যাণ্ডিঙে পৌঁছে গেল ওরা। চারদিক থেকে চেঁচামেচির শব্দ আসছে, প্রচুর মেয়ে কণ্ঠও আছে তার মধ্যে। সবাই বিভ্রান্ত, বিরক্ত, ভীত সন্ত্রস্ত। দরজা খোলা ও বন্ধ হওয়ার আওয়াজও শোনা যাচ্ছে। সামনে ইংরেজি ক-এর মাথার মত দুই করিডর চলে গেছে দেখে মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিল রানা, পাশাকে একটা দেখিয়ে নিজে অন্যটা ধরে ছুটল।

এই সময় কাছেই কোথাও গুলি হলো, পর পর দুটো। পরক্ষণে মেয়েলী চিৎকার ও দুম দাম দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ। এক মুহূর্ত বিরতির পর মহা হুলস্থুল বেধে গেল চারদিকে—গোলাগুলি, চিৎকার আর কান্নাকাটিতে উত্তপ্ত হয়ে উঠল গোটা বাড়ি।

থামল না রানা, টর্চের আলোয় চারদিকে সতর্ক নজর রেখে ফাঁকা গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে ছুটতে লাগল। সামনে বন্ধ দরজা দেখলেই হয় লাথি মেরে, নয়তো গুলি করে তালা উড়িয়ে দিয়ে ভেতরে ঢুকছে নিগ্রোটির খোঁজে। কিন্তু নেই সে। কেউই নেই, রুম ফাঁকা। দোতলা দেখা শেষ করে তিনতলায় ওঠার জন্যে ঘুরল, এই সময় আরেক নিগ্রোর ওপর চোখ পড়ল। হাতে পিস্তল। আত্মরক্ষার কথা না ভেবে ঝড়ের গতিতে ওর দিকেই ছুটে আসছিল লোকটা, রানা ঘুরে দাঁড়াতে ব্রেক কষল, পিস্তল তুলতে গেল।

কিন্তু রানার তুলনায় হাজার গুণ ধীর লোকটা, অস্ত্র ধরা হাত তার ইঞ্চি তোলার আগেই বুকে-পেটে তিনটে গুলি খেয়ে উড়ে গেল সে। কয়েকবার এদিক-ওদিক দৌড়ে সিঁড়ির খোঁজ পেল রানা। ছুটল সেদিকে। কয়েক পা যেতে না যেতে ওপরের ল্যাণ্ডিঙে শেখ খানকে পলকের জন্যে দেখতে পেল ও, সন্ত্রস্ত ইঁদুরের মত একদিক থেকে বের হয়ে আরেকদিকে ছুটে গেল লোকটা। তাড়া করল রানা। নিচ থেকে পাশা ও হাসান তখন সমানে চেঁচাচ্ছে, 'পুলিস! পুলিস! সারেণ্ডার! সারেণ্ডার!'

জাদুমন্ত্রের মত কাজ হলো, দুম-দাম যা আসছিল, মুহূর্তে বন্ধ হয়ে গেল। মনে মনে হাসল রানা সঠিক সময় 'পুলিস' নামের মাহাত্ম্য টের পেয়ে। বিনা বাধায় তিনতলায় উঠে এল, দু'দিক থেকে অনুসরণরত দুই কমান্ডো ছুটে

গেল সামনে। প্রথম দরজার সামনে থেমে হাঁক ছাড়ল রানা, 'পুলিস! ভেতরে কে আছ দরজা খোলো। নইলে গুলি করে ভাঙব দরজা।'

ভেতর থেকে বিদেশী টানে 'প্লিজ ডোন্ট' বলে চেঁচিয়ে উঠল এক মেয়ে। 'ডোন্ট শুট!'

'একটু অপেক্ষা করো,' বলে সঙ্গীদের দিকে ফিরল ও। 'সব ঘর খুঁজে দেখুন। এই ফ্লোরেই [illegible]।'

'সেই শের খান, না কি যেন, ওকে---' একজন শুরু করেছিল। কিন্তু বাধা দিল রানা।

'ওকে পরে ধরলেও চলবে।'

ওর কথা শেষ হওয়ার আগেই দরজা খুলে গেল, একটা কচি চীনা মুখ উঁকি দিল। অদ্ভুত সুন্দরী মেয়েটা, কিন্তু চেহারায় এক ফোঁটা রক্তও নেই এ মুহূর্তে। কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল রানা, কিন্তু দরকার হলো না, মেয়েটি দরজা পুরো মেলে ধরতেই সিলভির ওপর চোখ পড়ল। ঘরের এক কোনায় মেঝেতে বসে ঠক ঠক করে কাঁপছে।

রানাকে দেখে প্রথমে সন্দেহ, তারপর অবিশ্বাস ফুটল তার চোখে। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। 'রা-রানা!' কোনমতে বলল।

অন্তরের হাসি হাসল ও। একই সাথে বুকে চেপে থাকা বিশ মণ ওজনের পাথরটা সরে গেল। হাত বাড়াল। 'এসো। আর ভয় নেই।'

এই সময় হুড়মুড় করে ফিরে এল ওর দুই সঙ্গী। 'জলদি চলুন, এক্সেলেন্সি। বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে ওরা,' একজন বলল হাঁপাতে হাঁপাতে।

'আগুন!' চমকে উঠল রানা। বুঝে ফেলল সমস্ত প্রমাণ নষ্ট করে ফেলার জন্যে করা হয়েছে কাজটা।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, জলদি আসুন!' বলে ঘুরে দাঁড়াতে যাচ্ছিল সে, হঠাৎ সিলভির ওপর চোখ পড়তে থমকে দাঁড়াল। 'ইনিই সেই...?'

'হ্যাঁ। এই ফ্লোরে আর কেউ নেই?'

'না, এক্সেলেন্সি। কেউ নেই। সেই লোকটাকেও দেখলাম না কোথাও।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা, যেন শের খানকে না পেলেও কিছু আসবে যাবে না। আসলে তা নয়, ওর মন জানে লোকটার সাথে আবার দেখা হবে ওর। হতেই হবে। এইটুকুতেই ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাওয়ার বান্দা নয় লোকটা।

'চলো, সিলভি।'

ভয়ে কাঁপছে এখনও মেয়েটা, হাঁটতে পারছে না ঠিকমতো। ওর অবস্থা দেখে মায়া হলো রানার, সময় নষ্ট না করে একটানে কাঁধে তুলে নিল ওকে। তারপর চীনা মেয়েটাকে সঙ্গে আসতে বলে সিঁড়ির দিকে ছুটল।

আটক চোদ্দজন মেয়েকে নিয়ে কমান্ডো দল যখন নিরাপদ দূরত্বে সরে এল, তখন গোটা হাউস অভ অ্যাঞ্জেলস দাউ দাউ করে জ্বলছে। শের খান বা হাবিব বে দূরের কথা, বাড়ির একজন কর্মচারীরও দেখা নেই।

কোনদিক দিয়ে যে হাওয়া হয়ে গেল মানুষগুলো, কে জানে!

এই রাতেই সিলভিকে নিয়ে আলেকজান্দ্রিয়া ফিরল মাসুদ রানা। মুক্তি

পেয়েও ভয় কাটেনি ওর, সিঁটিয়ে আছে। তার সাথে আছে বাবা, স্যার আর্থারের মৃত্যুশোক। পরিস্থিতি সামাল দিতে যথেষ্ট বেগ পেতে হলো রানাকে।

[illegible]

ও একটু সুস্থির হতে সপ্তাহ পর রানার হোটেল রুমে জরুরী বৈঠক বসল। রানা-সিলভি, হ্যারি-ক্লারিসা ও করিম থাকল তাতে। অভিযানের যাবতীয় খুঁটিনাটি চূড়ান্ত করতে এসেছে ওরা।

ওদিকে হাউস অভ অ্যাঞ্জেলস থেকে উদ্ধার করা মেয়েদের নিয়ে আগের দিন কায়রো ফিরে গেছে পুলিস চীফ ইসমত পাশা। তার রেইড এক অর্থে সফল হলেও অন্য অর্থে ব্যর্থ হয়েছে। বাড়িটার মালিক হিসেবে অন্য একজনের নাম থাকায় হাবিব ইসমাইল বে খুব ফসকে বেরিয়ে গেছে। কায়রোর ইসমত পাশার নাকের ডগাতেই বসেছে সে আর শের খান, কিন্তু কিছু করার নেই তার।

ওরা নতুন সুযোগের অপেক্ষায় আছে, বুঝে ফেলল রানা। পেলেই আবার কামড় বসাতে চেষ্টা করবে। এত সহজে পরাজয় নিশ্চয় মেনে নেবে না ওরা। ব্যাপারটা নিয়ে যত ভাবল রানা, ততই নিশ্চিত হলো যে আবার দেখা হবে ওদের। অন্তত একবারের জন্যে হলেও। এরও ইচ্ছে হোক। শের খানের সাথে শেষ বোঝাপড়াটা তাহলে সেরে নেয়া যাবে।

গভীর রাতে হেক-টেমের দুই খণ্ড কবর ফলক নিয়ে বসল ওরা। একসাথে জুড়ে নিয়ে ওটার হিজিবিজি হায়ারোগ্লাফিক ভাষা দেখতে লাগল সিলভি কার্টার। পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চি দীর্ঘ মেয়েটা। ভরাট দেহ। একটু চাপাটে মুখ, বড় বড় নীল চোখ। চুলের রং বাদামী। অপূর্ব মিষ্টি চেহারা। দীর্ঘদিন মিশরে থাকায় গায়ের রং একটু তামাটে হয়ে গেছে, কিন্তু তাতে বরং আরও মোহনীয় লাগছে ওকে। এ মুহূর্তে বিষণ্ণ। ওদের সবাইকে এক পলক দেখে নিয়ে পড়তে শুরু করল সে।

' "আমি, হেক-টেম, দেবতাকুলের সম্রাট, এই মহাবিশ্বের শাসক, ওসিরিস, পবিত্র মাতা হাথর-আইসিস, এবং রাজকীয় বাজ হোরাসের শপথ করে বলছি, এই ফলকে আমি যা লিখে রেখে গেলাম, তা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি" '।

এর পরের কয়েক প্যারায় ক্যামবিসিসের মিশর দখল থেকে শুরু করে সিওয়া যাত্রা সম্পর্কে বিস্তারিত লিখেছে হেক-টেম। ওটুকু আপাতত বাদ রেখে আসল অংশ পড়তে আরম্ভ করল সিলভি। আর সবার নজর সেঁটে আছে ওর মুখের ওপর। গভীর রাতে, নির্জন হোটেল রুমে অদ্ভুত এক আবহ সৃষ্টি করেছে হাজার হাজার বছর আগে কোন এক হেক-টেমের লিখে রেখে যাওয়া বক্তব্য।

' "পুরো বাইশ দিন একটানা এগিয়ে গিয়েছি আমরা, কোনদিকে তাকাইনি। না ডানে, না বাঁয়ে। আর তিনদিন চলতে পারলেই পৌঁছে যেতাম গন্তব্যে। কিন্তু সেই রাতেই বিশ্বাসঘাতকতা করল সেনাপতি আরবরা, পালিয়ে গেল আমাদের ফেলে। ফলে সে রাতে পানির মজুদের কাছে পৌঁছতে পারিনি আমরা। দীর্ঘ কষ্টকর যাত্রার পর রাতে পানির অভাবে বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখা দিল" '।

"...অনেক খুঁজেছি। তবু পরদিনও পানির খোঁজ পেলাম না। উন্মাদ হয়ে উঠেছে সেনারা. দুই দিন পানি ছাড়া মার্চ-কাউন্টার মার্চ করে আমরাও হতাশ। [illegible]
মানুষ [illegible] মরতে শুরু করেছে। মন থেকে [illegible]
[illegible]"
[illegible]
যেখানে মৃত্যু আমাদের ছুঁয়েছে, সেখানে আর থাকা যায় না। চারদিকে এত হাহাকার, এত মৃত্যু: মানুষ-ঘোড়ার, চোখে দেখা যায় না। আমি যে কি ভাবে বেঁচে থাকলাম, নিজেও জানি না। ওরই মাঝে পর পর দু'রাত নক্ষত্রের অবস্থান খুব সতর্কতার সাথে লক্ষ করলাম, তার সাথে আমাদের অবস্থান মিলিয়ে নিয়ে সবার অজান্তে সরে পড়লাম আমি।"

" 'ও আই, ওসিরিস, জায়গাটা অক্ষাংশ ২৮ ডিগ্রী ১০ ইঞ্চি উত্তর এবং দ্রাঘিমাংশ ২৫ ডিগ্রী ৩০ ইঞ্চি পূর্বে। গিজার পিরামিডকে কেন্দ্র করে হিসেব করেছি আমি। হে মহাবিশ্বের শাসক, ও মাতা হাথর, ও সম্রাটপুত্র হোরাস, আমার কাপুরুষতাকে তোমরা ক্ষমা কোরো। মৃত্যুর পর আমার নাড়িভুঁড়ি যাতে মৃতদেহশোধক আম-মিটের সামনে ছুঁড়ে দেয়া না হয়, আমি যেন পবিত্র ভূমি সেখেত-আরুতে চির শান্তি লাভ করতে পারি, তোমরা দয়া করে—'," থামল সিলভি।

স্তব্ধ হয়ে বসে থাকল প্রত্যেকে। কোথায় যেন হারিয়ে গেছে—কথা নেই, নড়াচড়া নেই। অনেক, অনেকক্ষণ পর রানা মুখ খুলল প্রথমে। কোনমতে কয়েকটা শব্দ উচ্চারণ করল ও, 'বিশ্বাস হতে চায় না।'

পরদিন সকালের ট্রেনে রানার তৈরি করা দীর্ঘ এক তালিকা নিয়ে ওয়েসিস অভ দাখলার পথে চলে গেল করিম। কায়রো হয়ে যাবে লোকটা। সেখান থেকে দলের জন্যে নিজের পরিচিত, বিশ্বস্ত কিছু লোক, তাঁবু, খাবার-দাবার ইত্যাদি জোগাড় করে দাখলায় অপেক্ষা করবে।

অভিযানের ব্যাপারে মিশরীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অনুমতিসহ আরও কিছু অপরিহার্য কাজ, কেনাকাটা ইত্যাদি সারতে হবে রানাকে। সব সেরে সাতদিন পর করিমের দলের সাথে যোগ দেবে অন্যদের নিয়ে।

কায়রোতেই পরবর্তী আক্রমণ আসবে ভেবে সতর্ক ছিল রানা, কিন্তু এল না। শের খান বা হাবিব বে-র টিকিরও দেখা পাওয়া গেল না। কাজ শেষ করে লটবহর নিয়ে পাঁচদিন পর যাত্রা করল ওরা। চার্টার করা প্লেনে উত্তর-পশ্চিমের মরু শহর এল-খারগা পৌঁছল প্রথমে। ওখানে খবর পাওয়া গেল, তিনদিন আগে একদল বেদুইনকে ওয়েসিস অভ দাখলার ক্যারাভান রুট ধরে যেতে দেখা গেছে।

ওটা কন্নিম, বুঝল রানা। রিফুয়েলিং সেরে আবার এক ঘণ্টা পর আকাশে উঠল ওরা, ধু-ধু বালির মহাসমুদ্রের ওপর দিয়ে উড়ে চলল। কায়রো-দাখলা, ওয়েসিস অভ ফারাফ্রা ছাড়িয়ে আক্ষরিক অর্থেই অনেক বালির মহাসমুদ্রে পড়ল প্লেন। গ্রাফ মেয়ার ডি স্যাবল ওটার নাম, ইংরেজিতে সী অভ স্যান্ড। চারশো

মাইল দীর্ঘ।

ওটার উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে বিচ্ছিন্নভাবে রয়েছে ওয়েসিস অভ সিওয়া বা প্রাচীন [illegible]
ঠিকানা। আফ্রিকার লো-ল্যান্ডস এরিয়া।
[illegible]
দুপুরের একটু পর দাখলায় ল্যান্ড করল প্লেন। ওদের অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে আসা করিমকে দেখে চমকে উঠল রানা। মশার কামড়ে ফুলে দ্বিগুণ হয়ে উঠেছে তার মুখ। লাল হয়ে আছে। অন্যদের অবস্থাও সঙ্গীন।

দিনে বেলেমাছি, রাতে মশা, এই হলো মরুভূমির সার্বক্ষণিক যন্ত্রণা। সূক্ষ্ম মশারিও ঠেকাতে পারে না ওদের। এছাড়া বিষাক্ত সাপ তো রয়েইছে। ওদের দিন-রাত দুই-ই সমান।

রানার পরামর্শ অনুযায়ী কায়রো-দাখলা থেকে চারটে লরি ও দুটো কার ভাড়ায় নিয়ে এসেছে করিম। ওগুলো দেখে সন্তুষ্ট হলো রানা। চমৎকার টিউন করা এঞ্জিন। টায়ার কেমনের মত, অনেক চওড়া। দুটো পানির লরি, বাকি দুটো রসদ ও অন্যান্য বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। কার দুটো ওরা নিজেরা ব্যবহার করবে। কারের জন্যে ড্রাইভার নেই, লরির আছে। রেন্টাল কোম্পানির কর্মচারী ওরা।

অসময়ে লাঞ্চ খেয়ে চারটার দিকে যাত্রা শুরু করল রানা। সুদীর্ঘ, ধীর যাত্রা। কম্পাস কোর্স ধরে চলার প্রশ্নই আসে না এ ক্ষেত্রে, পথের প্রতিটি মাইল হয় হেঁটে, নয়তো কারে করে কাউটিং করতে করতে যেতে হবে। পথ আগে থেকে ঠিক করে তবে লরি নিয়ে এগোতে হবে, নইলে একটু এদিক-ওদিক হলেই ফেঁসে যেতে হবে।

সন্ধে পর্যন্ত খুব সামান্যই এগোতে পারল দল। তাঁবু ফেলে রান্নার আয়োজন করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল করিমের জোগাড় করা দুই কুক। এদের সবাসরি কায়রো থেকে এনেছে সে, দু'জনেই আত্মীয়।

এখানে কোন নিরাপত্তা নেই, বেদুইন ডাকাতরা কোন আইন মানে না, নিজেদের গড়া আইনে চলে। তাই প্রথমেই সশস্ত্র গার্ড বসাল রানা। তারপর অন্য কাজে মন দিল।

আট

পরদিন আলো ফোটার আগেই নাস্তা খেয়ে নিল ওরা, ক্যাম্প গুটিয়ে যাত্রা শুরু করার জন্যে প্রস্তুত হলো। এই দলে ওরা সাতজন। রানা, হ্যারি, সিলভি, ক্লারিসা, করিম এবং দুই আরব সার্জেন্ট—মুসা ও ওমর। শেষের দুজনকে বাদ রেখে দলের বিভিন্ন দায়িত্ব নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নিয়েছে ওরা।

হাতিমের ওপর রয়েছে ট্রান্সপোর্ট ম্যানেজমেন্টের দায়িত্ব, কারিমার ওপর স্টোর। মিলতি নিয়েছে কমিউনিকেশনের দায়িত্ব। এ- কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞ মেয়েটি। [illegible] গাইডদের পরিচালনার কাজও করে মিলতি, কেন না স্থানীয় আরবীর ওপর ওর ভাল দখল আছে। কনভয় ওর নির্দেশেই চলে।

রানা হলুদের গুঁড়ো। সব কাজেই হাত লাগায় দরকার মত। এছাড়া দুপুরের বিশ্রাম ও রাতের ক্যাম্প করার জায়গা বাছাই করাও ওর কাজ। করিমের কাজ হচ্ছে ব্যাগেজ লোডিং-আনলোডিং, তদারক করা ইত্যাদি।

দুটির দিকে যাত্রা শুরু করল ওরা। সাড়ে আটটার দিকে হঠাৎ বালির মহাসাগরে দুই আগন্তুকের দেখা পাওয়া গেল। বেশ দূরে উটের পিঠে বসে আছে, নজর এদিকে। নড়ছে না। রানার মনে হলো ওদের কাছে যাওয়ার অপেক্ষায় আছে। ক্রমে দলটা ভারী হলো, ওরা যে টিলার ওপর দাঁড়িয়ে, তার আড়াল থেকে আরও জনাদশেক উটসওয়ার বেরিয়ে এল। সবাই মিলে একধ্যানে তাকিয়ে থাকল ওদের দিকে। আচরণে বন্ধুত্বপূর্ণ বা শত্রুতার, কোনরকম আভাস নেই। নীল পট্টিতে মুখ ঢাকা সবার।

দলের যে ক'জন ওদের থেকে এগিয়ে ছিল, ছুটিয়ে ছুটিয়ে ফিরে এল তারা। উত্তেজিত গলায় চেঁচিয়ে কি সব বলছে। 'ওরা ডাকাত!' শান্ত গলায় ওদের বক্তব্য তরজমা করল মিলতি। 'আমাদের তৈরি থাকা দরকার।'

এরকম কিছুই সন্দেহ করেছিল রানা। এদের সম্পর্কে ওর জানা আছে। বিচ্ছিন্ন পাহাড়ী উপজাতি ওরা, যেমন দুর্ধর্ষ তেমনি হিংস্র। তারওপর ধর্মান্ধ। মুখে পট্টি বেঁধে উত্তর আফ্রিকার মরুদ্যানের পর মরুদ্যান চষে বেড়ায়। সুযোগ পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে সাধারণ ব্যবসায়ীদের ওপর।

মরুভূমিতে কোন আইন নেই, পেশী শক্তিই সব, কথাটা কারও অজানা নয়। তাই সবরকম প্রস্তুতি নিয়েই পা বাড়িয়েছে রানা। দলের প্রত্যেকের সঙ্গেই আছে আধুনিক রাইফেল। এছাড়া রানা, মিলতি ও কারিমার সঙ্গে অতিরিক্ত পিস্তলও আছে একটা করে।

আরও এগোতে লোকগুলোর মাথার পাশে সরু সরু কাঠি দেখতে পেল রানা। আসলে কাঠি নয়, রাইফেলের নল। পুরানো মডেল বলে নল বেশি দীর্ঘ ওগুলোর, কোন কোনটা ওদের মাথার এক ফুটেরও ওপর পর্যন্ত উঠে আছে। ওই অস্ত্র দিয়ে সুবিধে করতে পারবে না ব্যাটারা, রানা ভাবল। লড়াই বাধলে ওদের কাবু করতে বিশেষ বেগ পেতে হবে না।

কনভয় দাঁড় করাল রানা, সবাইকে প্রস্তুত থাকতে বলে রাইফেল নিয়ে গাড়ির আড়ালে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। ওরা অবিচল দেখে পরিস্থিতি সুবিধের মনে হলো না উটসওয়ার বাহিনীর, খানিক পর রণে ভঙ্গ দিল। দূর থেকে তাদের একজনকে নড়ে উঠতে দেখল রানা, পা দিয়ে উটের পেটে আঘাত করল সে, পরক্ষণে তাদের

এপাশে-ওপাশে বাতাসে মত হয়ে গেল গোটা দল। একটুপরে জায়গাটায় পৌঁছে কারও দেখা পেল না ওরা। দিগন্তের কোথাও চিহ্ন পর্যন্ত নেই ব্যাটাদের।

[illegible] পড়ল সবার। এরাও উটসওয়ার বাহিনী, সংখ্যায় আগেরটার চারগুণ বড় হবে।

প্রমাদ গুনল রানা, তাড়াতাড়ি চোখে বিনকিউলার লাগিয়ে তাকাল। না, ডাকাত নয় ওরা, ব্যবসায়ী। প্রতিটা উটের পিঠে মাল বোঝাই বড় বড় স্যাক। রাইডারদের মুখে পট্টিও আছে, তবে সাদা। আধঘণ্টা পর ওদের কাছাকাছি পৌঁছল দলটা, এক বৃদ্ধ ও এক যুবক দল ছেড়ে এগিয়ে এল ওদের দিকে।

রানা যেমন নিজের দলটির নেতা, তেমনি সে-ও বুঝল এই দলের প্রধান যে। উট থেকে নেমে হাসিমুখে এগিয়ে এল সে রানার দিকে। দু'হাত প্রসারিত, মুখে আন্তরিক হাসি। 'আসসালামু আলাইকুম!' দরাজ কণ্ঠে হাঁক ছাড়ল লোকটা।

সালামের জবাব দিল ও, এরপর আরবী কেতা অনুযায়ী আলিঙ্গনের পালা। দুই মেয়ে বাদে আর সবার সাথে সালাম ও আলিঙ্গন বিনিময় করল তিন আগন্তুক। বৃদ্ধ নিজের পরিচয় দিল শেখ আবু হাফিজ বলে, বাড়ি ওয়েসিস অভ কাফ্রা। একশো মাইল দক্ষিণের ওয়েসিস অভ বালাস যাচ্ছে সে ব্যবসার কাজে, সঙ্গের দুই যুবক তার ছেলে।

ওদের পঞ্চাশ গজ দূরে নিজেদের তাঁবু গাড়ল দলটা। এরপর খাবার বিনিময় করার পালা-মরুভূমির রীতি এটা, পথে দু'দলের দেখা হলে করতে হয়। রানা পাঠাল কিছু চা ও দু'কেজি ওজনের এক প্যাকেট চিনি। মরুভূমিতে চিনির কদর খুব বেশি, প্রায় নগদ টাকার মত। খুশি হয়ে এক ছড়া কলা ও কমলার রসের শরবত পাঠাল শেখ হাফিজ।

খাওয়া শেষে এক ছেলেকে দিয়ে চায়ের নিমন্ত্রণও পাঠাল। ফিরিয়ে দেয়ার রেওয়াজ নেই, বাধ্য হয়ে তাই যেতে হলো ওদের। মিলতি ও কারিমাও গেল, আরব মেয়েদের ঢোলা জোব্বা ও নেকাব পরে। চা ও আলোচনা পর্ব চলল ঘণ্টাখানেক। তারপর পরস্পরের কাছ থেকে বিদেয় নিল দু'দল। তার আগে সকালে দেখা ডাকাত দল সম্পর্কে বৃদ্ধকে সতর্ক করল রানা।

খুশি হলো শেখ হাফিজ, ধন্যবাদ জানিয়ে সঙ্গীদের মাঝে ভয়ঙ্কর চেহারার আধা ডজন কুচকুচে কালো লোককে ইঙ্গিত করে জানাল, ওদের ঠেকাতেই এরা আছে দলের সাথে। সুদানীজ বডিগার্ড এরা। মার্সেনারি। অলস, লোভী, তবে বেঈমানী করে না কখনও। লড়াই বাধলে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে এরা। মরুভূমির ডাকাতেরা তা খুব ভাল করে জানে। কাজেই যে ক্যারাভানে সুদানীজ বডিগার্ড থাকে, তার দিকে ভুলেও এগোয় না।

আরেক দফা আনুষ্ঠানিক বিদায় সম্ভাষণ বিনিময়ের পর যার যার পথে যাত্রা করল দু'দল। এক ঘণ্টা পর উঁচু এক বালির ঢিবির আড়ালে চলে গেল শেখের দীর্ঘ ক্যারাভান। এরপর অনেকদিন পর্যন্ত আর কোন মানুষের দেখা পেল না

ওরা। রাতে এক দীর্ঘ পাথুরে উপত্যকার পাড়ের কাছে ক্যাম্প করার নির্দেশ দিল মাসুদ রানা। রাতের খাওয়া সেরে তা-ই করল ওরা, কিছু সময় গল্প গুজব ও পরের দিনের [illegible] নিয়ে আলোচনা করল। তারপর ঘুম।

[illegible] মধ্যে। [illegible] ওরা, [illegible]। প্রয়োজনে ল্যান্ডমার্কের মত ব্যবহার করা যেত সেসব। এখানে আর কিছুই নেই, কিচ্ছু না।

আছে কেবল দিগন্ত পর্যন্ত বালির বড় বড় ঢেউ আর আধ মাইল পর পর দীর্ঘ ঝোপের সারি। সবগুলো একইরকম, দেখে আলাদা করার সাধ্য নেই কারও। ঢেউয়ের চূড়োয় উঠলে চারদিকের কয়েক মাইল দেখা যায়, নইলে কেবলই আকাশ আর বালি, বালি আর আকাশ।

কোন কোন রিজ পাঁচশো ফুট কি তারও বেশি উঁচু, ফলে পথ অনেক বেশি অতিক্রম করতে হচ্ছে, তারওপর আছে অনবরত ওঠা-নামার কষ্ট। এছাড়া কিছু ঢাল এত খাড়া যে সব লরি উঠতে পারে না। কোনটা ফেঁসে গেলে মালপত্র আনলোড করে অন্য গাড়ির সাহায্যে টেনে তুলতে হয় সেটাকে, তারপর আবার লোডিঙের একঘেয়ে, ক্লান্তিকর ঝক্কি।

দলে পানির কোন ঘাটতি নেই, বরং হিসেবের চেয়ে যথেষ্ট বেশিই এনেছে রানা, তবু কয়েকদিন যেতে না যেতে মরীচিকা দেখতে শুরু করল প্রত্যেকে। উপত্যকার নিচে প্রায়ই বড় বড়, শান্ত লেক দেখতে পাচ্ছে রানা, কখনও ওগুলোর চারধারে সবুজের ছোঁয়াও থাকে, ঘাস বলে মনে হয় ওগুলোকে।

মাঝেমধ্যে দেখতে পাচ্ছে, মাটির দেয়ালের ঘরবাড়িসহ গোটা একটা গ্রাম, এমনকি অনেক দূরে সাদা গম্বুজ ও মিনারওয়ালা মসজিদও চোখে পড়ে। ব্যাপারটা মন্দ লাগছে না রানার, বরং ভালই লাগছে। একটা কিছু দেখে একঘেয়েমী অন্তত কাটে।

কড়া রোদে চারদিক জ্বলছে যেন, চোখে গাঢ় রঙের র‍্যাপঅ্যারাউন্ড সানগ্লাস থাকা সত্ত্বেও প্রায়ই সমস্যা হচ্ছে। ঝলসে যাচ্ছে দৃষ্টি। কয়েকদিনের মধ্যে সবার বুক পুড়ে স্থানীয়দের মত তামাটে হয়ে গেল। প্রায়ই ঝড়ের মুখে পড়ছে দল, উড়ন্ত ধুলো বালুকণার আক্রমণে দেহের খোলা অংশের চামড়ায় অবস্থা করুণ সবার, তবু থেমে থাকছে না কাজ, চলছে।

পঞ্চম দিন দুপুরের আগে আমবিসসের নির্দেশিত সেনাবাহিনীর উন্মুক্ত গণসমাধির খোঁজ পেল ওরা। সকাল দশটার দিকে গাইডদের একজন হাত তুলে দেখাল কিছু একটা। তাকাল ওরা, দেখল সীমাহীন স্তূপের বালুক্ষেত্রে অনেকটা জুড়ে অন্যরকম রং। সেটা সেটা। দ্রুত সেদিকে এগোল সবাই, পরীক্ষা করে বোঝা গেল বড় বড় পানি ভরতি ওয়াইন জারের ক্যাম্প ছিল জায়গাটা। নিশ্চয়ই তিন হাজার জার ছিল।

আড়াই হাজার বছরের বাতাস বালি সরিয়ে উন্মুক্ত করে ফেলেছে ওগুলোকে, রোদে ফেটে-চিরে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে আছে। প্রায় এক ঘণ্টা কাটাল ওরা

সেখানে, খুঁজে দেখল ওগুলোর মধ্যে আরও কিছু আছে কি না। নেই। শুধু জারের টুকরো, ভঙ্গুর অংশ। ধরলেই শুকনো পাতার মত গুঁড়িয়ে যায়।

[illegible] রানা। এর আগে, হেরোডোটাসের ইতিহাসে যে বিবরণ [illegible] যে সত্যি [illegible] দেখা যায় [illegible]

এক সময় আবার চলা শুরু হলো। থেকে থেকে বালিতে গাড়ির চাকা দেবে যাওয়া ছাড়া আর যে বড় সমস্যায় পড়ল ওরা, তা হলো দিনের প্রচণ্ড গরম ও রাতের কনকনে শীত। আরও আছে মরু ঝড়। লিবিয়ান মরুভূমিতে গিবলি বলা হয় একে। সবসময় দক্ষিণে উৎপত্তি হয় গিবলির, স্থায়ী হয় বড়জোর চার থেকে পাঁচ মিনিট।

এ সময় ক্যারাভ্যান থামিয়ে কাঁচ তুলে গাড়ির মধ্যে বসে থাকা ছাড়া উপায় থাকে না। তবু ভেতরে বালি ঢোকে, সূক্ষ্ম সোনার গুঁড়োর মত বালিতে ঢাকা পড়ে যায় সব, নাকেমুখে ঢুকে বিচ্ছিরি পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। অনেক উঁচু টাওয়ারের মত পাঁচ-ছয়টা বালির স্তম্ভ, তীব্র গতিতে পাক খায়, নেচেকুঁদে বেড়ায়, তারপর শক্তি হারিয়ে মিলিয়ে যায় একসময়। এই হলো গিবলি। দূরের পাহাড় বা উপত্যকায় যখন ঝড় ওঠে, তখন দেখার মত হয় সে দৃশ্য।

সে সময় ঘন কুয়াশার মত ঢাকা পড়ে যায় চারদিক। প্রথমবার যখন শক্ত গিবলির পাল্লায় পড়ে ওরা, সেবারই সবগুলো গাড়ির পেইন্টের অর্ধেক পর্যন্ত তুলে নিয়ে গেছে তপ্ত বালি। ওটা ঠেকানোর উপায় নেই জানা কথা, তাই ব্যাপারটাকে গুরুত্বই দেয়নি রানা। ওর মূল চিন্তা ছিল এঞ্জিন নিয়ে। ওর মধ্যে বালি ঢুকলে সব শেষ, তাই আগেভাগে সবগুলো গাড়ির এঞ্জিন বিশেষ স্যান্ড প্রোটেক্টর দিয়ে মুড়ে নিয়েছিল। চমৎকার কাজ হয়েছে তাতে, এখন পর্যন্ত কোন এঞ্জিনে সমস্যা দেখা দেয়নি।

দিনের পর দিন পেরিয়ে যাচ্ছে, ক্যারাভ্যান চলছে তো চলছেই। ক্রেস্টের পর ক্রেস্ট, ভ্যালির পর ভ্যালি অতিক্রম করে বাধা না পড়লে দৈনিক চল্লিশ মাইল, পড়লে বিশ-পঁচিশ মাইল, এই গতিতে পশ্চিমের দিকে এগিয়ে চলেছে ওরা। একঘেয়ে নিয়মের মধ্যে আটকা পড়ে আছে। সকালে নাস্তা খেয়েই চলা শুরু হয়, দুপুরে একটু বিশ্রাম-খাওয়া, তারপর আবার সন্ধে পর্যন্ত চলা। প্রথমদিকে বিকেলে চায়ের বিরতি ছিল আধ ঘণ্টার।

সময়ের কথা ভেবে সেটা তুলে নিয়েছে রানা। গাড়ি একবার ফেঁসে গেলে প্রচুর সময় নষ্ট হয়, তার ওপর একবার বিরতি দেয়া হলে সবদিক থেকেই ক্ষতি, তাই চা-পর্বের সময় সন্ধেয় বেঁধে দিয়েছে ও। রাতের জন্যে যেখানে ক্যাম্প করা হয়, সেখানে। চায়ের পর রাতের খাবার তৈরি হওয়ার ফাঁকে কিছু সময় পাওয়া যায়, মনোরঞ্জনের কাজে ব্যয় হয় তা।

ক্যাসেট প্লেয়ার বাজিয়ে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের নাচের আসর বসে তখন। সেখানে সবাই অংশ নিতে পারে তাতে। যে গোষ্ঠী একদিন বাদ পড়ে, পরদিন সুযোগ পায় সে। এছাড়া আড্ডা, তাস ইত্যাদিও রয়েছে। ফলে দলের প্রত্যেকের

মনোবল এখনও অটুট আছে। যাবার জন্যে এখানে কয়েকদিন থাকার জিদ ধরেছিল সিলভি, এখন সে-ও মোটামুটি স্বাভাবিক।

এখানেও বিশেষ কিছু পাওয়া গেল না। [illegible] পৌঁছলে কিছু না কিছু আলামত দেখা যাবে—হয়তো কোনকিছুর ভগ্নাবশেষের চিহ্ন, অথবা কোন মরূদ্যান। কিন্তু সেরকম কিছুই নেই।

[illegible]

থামতে নির্দেশ দিল সিলভি। রানার দিকে ফিরে ঘোষণা করল, 'এই সেই জায়গা।'

একটা মাঝারি উচ্চতার ঢিবির ওপর দাঁড়িয়ে পড়ল কনভয়। গাড়ি থেকে নামল রানা, চারদিকে যতদূর দেখা যায় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। কিছু নেই, সেই একই দৃশ্য—হলদে চাদরমোড়া টিলা আর উপত্যকা আর দীর্ঘ ব্যবধানে ঝোপের সারি। সিলভির মাঝদুপুরে নেয়া সূর্যের অবস্থান ও দ্রাঘিমাংশের হিসেব খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখল ও, ঠিকই আছে। কোন ভুল হয়নি সিলভির।

বাতাস থেকে আড়াল পাওয়া যাবে, ঘুরে ঘুরে আধমাইল দূরে এমন একটা জায়গা বের করে তাঁবু খাটাবার নির্দেশ দিল রানা। তারপর সিলভি, ক্লারিসা ও হ্যারিসহ স্পটে ফিরে এল, ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল জায়গাটা। সবারই আশা কিছু না কিছু চোখে পড়বে, হয়তো এক আধটা ভগ্নাবশিষ্ট কি বর্শার ফলা, অথবা আর কিছু। কিন্তু নেই কিছু। মসৃণ বালির সাগর আর ঝোপ ছাড়া।

লিবিয়ান মরুভূমির প্রকৃতির কথা ভাবল রানা। প্রফেসর কার্টারের মুখে শুনেছে, এখানকার ঝোপঝাড় দেখে যদিও মনে হয় এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, আসলে কিন্তু তা নয়। প্রতিনিয়ত জায়গা বদল করে ওরা, খুব ধীরগতিতে। উন্মুক্ত বাতাসের চাপে ব্যাপারটা ঘটে। একচুল একচুল করে বাতাসের অনুকূলে সরতে থাকে ওগুলো, সাথে বালির সাগরও।

এভাবে কয়েক শতাব্দীর মধ্যে মূল জায়গা বহু মাইল উত্তর-পশ্চিমে সরে যায়। একই কারণে উপত্যকাও জায়গা বদল করে। ফলে চাপা পড়া কিছু হয়তো কয়েক শতাব্দী উন্মুক্ত হয়ে পড়ে থাকে, পরে আবার তলিয়ে যায় শত শত ফুট উঁচু টিলার তলায়। ওয়েসিস অভ সিওয়া যাত্রাপথে এখানে যে সেনাদল ছিল, তারা নিশ্চয়ই রাতের হিমশীতল বাতাসের কামড় থেকে বাঁচতে উপত্যকার গায়ের কাছেই ক্যাম্প করেছিল।

তাদের মৃত্যুর কয়েক মাস, অথবা কয়েক বছর পর তার সমস্ত চিহ্ন মুছে চলমান ঝোপের তলায় পড়ে। তার ওপর জমা হয়েছে বালি, কত শত ফুট উঁচু হয়ে কে জানে! পরে আবার হয়তো কোনদিন উন্মুক্ত হয়েছে সে সব, আবার চাপা পড়েছে। তবে ক্যামবিসিসের ধনভাণ্ডার যে এখানেই আছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। প্রশ্ন হচ্ছে, ঠিক কোথায় এবং কত গভীরে?

ওদের কারও জানা নেই। একটা থিওরি অবশ্য আছে, তা হলো পঞ্চাশ হাজার সৈন্য, ঘোড়া ইত্যাদি এক হিসেবে নিঃসন্দেহে বিশাল এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে থাকে। অন্য হিসেবে আরও বড় হওয়ারই কথা জায়গাটার। কেন না শেষ সময় ওটা কোন সুশৃঙ্খল বাহিনীর ছিল না। ছিল মৃত্যু ভয়ে ভীত একদল মানুষ, পানির সন্ধানে, প্রাণ বাঁচাতে পথের খোঁজে পাগলের মত ছোটাছুটি করেছে ওরা,

সন্ধানে দিগ্বিদিক ছুটে বেড়িয়েছে। কাজেই কোন না কোন সূত্র ঠিকই আছে তাদের কোথাও না কোথাও।

[illegible] দিনে শিকার পিরামিড ছিল [illegible] হিসেবে, [illegible] করেছে সে। [illegible]

[illegible] এদিক হতে থাকে, তাহলে স্পট থেকে বহু মাইল দূরে সরে আসার সমূহ আশঙ্কা আছে।

বর্তমান ক্যাম্পকে স্পটের কেন্দ্র হিসেবে ধরা হবে ঠিক করল রানা, তারপর যতবড় অঞ্চল নিয়ে সম্ভব, সার্চ এরিয়া গাড়ি নিয়ে চক্কর দিতে হবে। পরদিন ভোরে নাস্তা খেয়েই বেরিয়ে পড়ল ওরা দুটো গাড়ি নিয়ে। একটায় রানা-সিলভি, অন্যটায় হ্যারি-ক্লারিসা। হ্যারি অবশ্য তেল খরচের কথা ভেবে সবাই মিলে একটাতে চড়ে যাওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল, কিন্তু রানা তাতে রাজি হয়নি। একসঙ্গে নয়, দু'দল হয়ে দু'দিকে যেতে হবে। তাতে অল্পসময়ে বেশি জায়গা ঘোরা হবে।

একটা গাড়ি নিয়ে বের হওয়া বিপজ্জনক বলে মিশর সরকার মরুভূমিতে একসাথে দুটো গাড়ির কমে চলাচল নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। এতে একটা গাড়ি বিকল হয়ে গেলে অন্যটার তার যাত্রীদের উদ্ধার করার সুযোগ থাকে। একটামাত্র গাড়ি হলে সে ক্ষেত্রে কোন আশাই থাকে না আরোহীদের। কাজেই একসঙ্গে না গিয়ে উপায় নেই। তাছাড়া মরুভূমিতে প্রায়ই টহল দেয় সরকারী প্লেন, আইন অমান্যের ঘটনা ওদের চোখে পড়লে সমস্যায় পড়তে হবে।

সময় এখন খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, তাইতেই দুপুরে খাওয়ার জন্যে ফিরে আসার সময় ও কষ্ট, তেল ইত্যাদি বাঁচাতে লাঞ্চ সঙ্গে নিয়েই বের হবে ঠিক করল রানা। তাতে প্রতিদিন অনেক বেশি জায়গা খুঁজে দেখাও সম্ভব হবে। পরের পাঁচদিন রোজ সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত গড়ে সত্তর মাইল করে প্রায় সাড়ে তিনশো মাইল এলাকা নিয়ে চক্কর দিল ওরা, কিন্তু কাজের কাজ হলো না কিছু। কিছুই চোখে পড়ল না কারও। শেষের দিকে রানার ভয় হতে লাগল হয়তো দিক নির্ণয়ে গুরুতর কোন ভুল করে বসেছে ওরা, ভুল জায়গায় এসে পড়েছে।

ওয়েসিস অভ দাখলা থেকে সঙ্গে দুটো পানির লরি এনেছে রানা, প্রতিটায় তিনশো গ্যালন করে পানি আছে। যদিও আরও অনেক বেশি পানি ধরে, তবু মরুভূমিতে ওগুলোর স্বচ্ছন্দে চলার সুবিধের কথা ভেবে বোঝা আর বাড়ায়নি রানা। প্রয়োজন হবে মনে করেনি। ধরে রেখেছিল, ছয়শো গ্যালন পানি থেকে দলের সবার জন্যে রোজ মাথাপিছু এক গ্যালন করে খরচ হলেও মোট একমাস তিনদিন অনায়াসে চলে যাবে।

তার দশদিন যাবে দাখলা থেকে স্পটে পৌঁছতে এবং দশদিন ফিরে যেতে। বাকি প্রায় দুই সপ্তাহ খরচ হবে আসল কাজে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে হিসেব ঠিক থাকেনি। নিরাপত্তার জন্যে দলের সদস্য সংখ্যা পথে কয়েকজন বাড়াতে হয়েছে কর্মীদের পরামর্শে। তাদের সংগ্রহ করে যাত্রা আরম্ভ করতে বাড়তি সময় লেগেছে, তাছাড়া স্পটে পৌঁছতেও একদিন বেশি লেগে গেছে। অতএব পৌঁছেই নতুন করে

হিসেব করে দেখেছে রানা, দু'সপ্তাহ নয়, বড়জোর দশদিন সময় পাচ্ছে ওরা কাজ সারতে। তার থেকে এরমধ্যেই পাঁচদিন শেষ, অথচ অগ্রগতি শূন্য। বাকি আছে পাঁচদিন।

এরমধ্যে যদি সাফল্য না আসে, তাহলে বাধ্য হয়েই খালি হাতে ফিরতে হবে। পানি খাওয়ার ওপর কড়াকড়ি আরোপ করে হয়তো আরও দু'একদিন বেশি থাকা যায়, এর বেশি কিছু করার উপায় নেই। আর যদি এর মধ্যে অপ্রত্যাশিত [illegible] কিছু ঘটে যায়, [illegible] পড়তে হতে পারে।

হয়তো তামাশা নয়, কাছের ওয়েসিস অফ সিওয়া যাওয়ার কথা ভাবতে হবে, পারে তখন নিরুপায় হয়ে। সিওয়ার দূরত্ব আশি মাইল, তিন কি চারদিনে ওখানে পৌঁছানো সম্ভব। সেই হিসেবে এখানে অবস্থানের সময় আরও কয়েকদিন বাড়ালেও সমস্যা ছিল না। কিন্তু মুশকিল হলো ওখানকার সেনুসি আরবরা বিদেশীদের একেবারেই সহ্য করতে পারে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ জনগণের অপূরণীয় ক্ষতি করেছিল ওরা। এখনও সে মনোভাব বদলায়নি, বরং আরও কঠোর হয়েছে। ইওরোপীয়দের, বিশেষ করে ব্রিটিশদের ওই শহরে পা রাখা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

জায়গাটা মিশরের অংশ হলেও সেনুসিরা একরকম স্বাধীন জাতিই বলা চলে। কেন্দ্রের কোন মাতব্বরী মানে না, নিজেদের গড়া আইনে চলে। ঝামেলা এড়াতে মিশর সরকারও ঘাঁটায় না ওদের। স্থানীয় এক শেখের শাসনে চলে সিওয়া, তার উপাধি লর্ড অভ দা ওয়েসিস-মরুদ্যানের অধিপতি।

ভেবেচিন্তে ঠিক করল রানা, ফলাফল যা-ই হোক, পাঁচদিন বা বড়জোর ছ'দিন এখানে থাকবে ওরা, তারপর ফিরতি পথ ধরবে। যদিও অন্যরা, বিশেষ করে সিলভি মেনে নিতে চাইবে না, আপত্তি করবে। তা ও করতেই পারে। কারণ এই অভিযানের সাফল্যের সাথে ওর অস্তিত্বের প্রশ্ন জড়িত। এ কাজে ক্লডিয়ার যে টাকা খরচ হয়েছে, তুলনামূলক ভাবে তা খুবই সামান্য। রানার নিজের ব্যাপার অনেকটা 'হলে ভাল, না হলে নেই' ধরনের।

কিন্তু সিলভির তা নয়। প্রথমে রানা বুঝতে পারেনি ওদের আর্থিক অবস্থা কতখানি খারাপ, বুঝেছে কায়রো এসে। বলতে গেলে কিছুই নেই এখন সিলভির। ক্যামবিসিসের নিরুদ্দেশ ধন-রত্নের খোঁজে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন প্রফেসর কার্টার, যা কিছু সঞ্চয় ছিল, সবই এর পিছনে ব্যয় করে ফেলেছেন সুদিনের আশায়। কাজেই জীবন ধারণের জন্যে সফল হওয়া ছাড়া দ্বিতীয় কোনও উপায় নেই সিলভির, অতএব আপত্তি ও করবেই।

কি করা যায়? ভাবতে লাগল রানা। অনেকক্ষণ পরেও যখন কোন সমাধান পেল না, তখন বিরক্ত হয়ে ক্ষান্ত দিল। আরও তো পাঁচ দিন সময় হাতে আছে, [illegible] ও, এখনই এত মাথা গরম করার দরকার কি, দেখাই যাক না শেষ পর্যন্ত। কিন্তু ও যতই দূরে সরিয়ে রাখতে চায়, ততই ফিরে ফিরে আসে চিন্তাটা। কেন না এরকম মানসিক অবস্থায় মেয়েটা নতুন কোন ক্লু পাক, ও তা চায় না।

মাথাপিছু পানি খরচের পরিমাণ আরেকটু কমিয়ে দিলে কেমন হয়? চিন্তাটা

হঠাৎ করে মাথায় এল ওর। মরুভূমিতে এক গ্যালন পানি একটু বেশিই হয়ে যাচ্ছে না? স্থানীয়রা পনেরো দিনেও একদিন গোসল করে না, এটা একটা সুখের কথা। কিন্তু তাঁবুর সময় বাতাসে পানি খরচ হবে বেশি। [illegible] পানি খরচ কমে গেল।

আজ থেকে ব্যাপারটা কার্যকর হবে। [illegible] চালু করতে হবে। [illegible] মিঠা পানি, অতএব খাওয়া-দাওয়া সব কাজেই তা ব্যবহার করা যাবে প্রয়োজনে। তা হলে টেনেটুনে হয়তো আটদিন চালানো যাবে। ব্যবস্থাটা ভেবে খুশি হলো ও। এরমধ্যে সাফল্য নিশ্চয়ই আসবে।

গাড়িগুলোর ব্যাপারে আরও সতর্ক হতে হবে ঠিক করল রানা, বিশেষ করে যে দুটো কার নিয়ে রোজ সার্চে বের হয় ওরা। যদি কোনটা গড়বড় করে, তাহলে সর্বনাশ। যদিও তেমন আশঙ্কা কম। রোজ সকালে বের হওয়ার আগে দুটোকেই প্রতিদিন খুব ভাল করে চেক করা হয়। মূল সমস্যা হলো বালিতে গাড়ি বসে যাওয়া। তেমন কিছু ঘটলে দু'জনের পক্ষে গাড়ি তোলা সম্ভব হবে না। অবশ্য সে আশঙ্কা একেবারেই নেই বলা চলে।

একে ওগুলো অন্যগুলোর তুলনায় যথেষ্ট হালকা, তারওপর টায়ার চওড়া বেলুনের মত, তাই সহজে গেড়ে বসবে না। তাছাড়া এতদিন মরুভূমিতে গাড়ি চালিয়ে বালি চিনে ফেলেছে ওরা, কোথায় বেঁধে যাওয়ার চান্স আছে, কোথায় নেই, বালির রং দেখলে বুঝতে পারে।

তারপরও তেমন কিছু যদি ঘটেই যায়, যদি কখনও গাড়ির আশা ছেড়ে পায়ে হেঁটেই ক্যাম্পে ফিরতে হয়, তবু বিশেষ সমস্যা হবে না। গাড়ির ট্র্যাক ধরে ফিরবে।

কিন্তু মানুষ যা ভাবে, প্রায়-সময়ই ঘটে তার উল্টোটা।

ওদের বেলায়ও ঘটল।

নয়

পরদিন সকালে আবার শুরু হলো অনুসন্ধান। আজ রানা ও ক্লডিয়া উঠল এক গাড়িতে, অন্যটায় হ্যারি ও সিলভি। ক্যাম্পের চারদিকের পনেরো মাইল এলাকা এরমধ্যে খুঁজে দেখেছে ওরা, আজ তার বাইরে কাজ করবে।

নির্দিষ্ট করে রাখা সীমানায় পৌঁছে গাড়ি থেকে নামল রানা, মাথায় কাপড় বাঁধা ফুট দশেক লম্বা একটা পোল পুঁতল মাটিতে। বিকেল চারটায় পোলের গোড়ায় মিলিত হবে দু'দল। একটু পর বালি উড়িয়ে দু'দিকে ছুটল দুই গাড়ি। সঙ্গী হিসেবে ক্লডিয়া মেয়েটাকে মন্দ লাগল না রানার। ঘণ্টার পর ঘণ্টা একঘেয়ে, ক্লান্তিকর অনুসন্ধানের পুরোটা সময় অক্লান্তভাবে হাসিখুশি থাকল ও, মুহূর্তের জন্যেও হতাশ হতে দেখা গেল না।

দিনের শেষে দেখা গেল রানা মনে মনে যে ভয় করেছিল, তাই সত্যি হলো।

মাটি হলো মিনটা। চল্লিশ খানিক পর গোলের গোড়ায় পৌঁছে হতাশা আরও বাড়ল ওর। হ্যারি-সিলভি আগেই পৌঁছেছে ওখানে, ওরাও ব্যর্থ। পরদিন আবার [illegible] হলো। এবার রানা-সিলভি একসাথে। [illegible] দু'দিকে চলল দুই দল।

[illegible] বেশি [illegible] রানা। [illegible] আর উপত্যকা, উপত্যকা আর পাহাড় চষে বেড়াচ্ছে পাগল ওরা ধাওগাড়িতে। সামনে, দু'দিকে তীক্ষ্ণ নজর বোলাতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ল দু'চোখ, চারদিকে চকচকে বালি দেখতে দেখতে ক্ষীণ হয়ে আসতে লাগল দৃষ্টিশক্তি, তবু দৃশ্যপটের একচুল পরিবর্তন ঘটল না।

লাঞ্চের জন্যে পনেরো মিনিট বিরতি দিয়ে আবার চক্কর শুরু করল রানা, এবং দশ মিনিট যেতে না যেতে ভাগ্য প্রসন্ন হলো। এক পাহাড়ের সামান্য ঢালু কিনারা বেয়ে ড্রাইভ করছে ও নিচের উপত্যকায় পৌঁছার জন্যে, সামনে চোখে পড়ার মত কিছু নেই। বড় এক ঝোপের পাশ কাটাতে ডানদিকের চাকা একটা ছোট গর্তে নামিয়ে দিল রানা গতি না কমিয়ে, তখনই লাগল আঘাতটা।

কিছু একটার সাথে দড়াম করে বাড়ি খেল সামনের টায়ার, গাড়ি বাঁদিকে কাত হয়ে চলছিল বলে সঙ্গে সঙ্গে সেদিকটা শূন্যে উঠে গেল। তারপর ওরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই উল্টে গেল গাড়ি, দুটো ডিগবাজি খেয়ে নরম বালি চিত হয়ে থেমে পড়ল। এখানে-ওখানে ঘা-গুঁতো খেয়ে চোখে সরষে ফুল দেখতে লাগল রানা। মাথার একপাশ কেটে রক্ত গড়াচ্ছে।

[illegible] খোলা জানালা গলে দ্রুত চার হাত-পায়ে বেরিয়ে এল ও, টেনেটুনে বের করল সিলভিকে। গাড়ি উল্টে পড়ার সময় ওকে দু'তিনবার চেঁচিয়ে উঠতে শুনেছিল ও, এখন গোঙাচ্ছে। আঘাত কোথায় লেগেছে পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখা গেল ডান পায়ের কবজি মচকে গেছে কেবল, মারাত্মক কিছু হয়নি।

একটু সামলে নিয়ে পরিস্থিতির ওপর চোখ বোলাল রানা। [illegible] দমে গেল মন। ওদের দু'জনের পক্ষে খালি হাতে গাড়ি সোজা করা অসম্ভব। চারদিকে এমন কোন গাছ দেখা গেল না যার ডাল ভেঙে তা দিয়ে ওটাকে খাড়া করার কোন ব্যবস্থা করা যায়। কাজেই গাড়ির আশা বাদ। এদিকে ওরা যেখানে রয়েছে, সে জায়গা ওদের আজকের চক্করের একেবারে শেষ প্রান্তে। অর্থাৎ ক্যাম্প থেকে মোটামুটি ত্রিশ মাইল দূরে, এবং ফ্ল্যাগ পোল থেকে বারো মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে।

পরেরটা খুব বেশি দূরে নয়, টায়ারের ট্র্যাক ধরে দ্রুত পা চালালে চারটের দিকে না হোক, অন্তত সূর্যাস্তের আগে পৌঁছানো যেত হয়তো কষ্টেসৃষ্টে। কিন্তু সিলভির পা মচকে যাওয়ায় সেটাও এখন সম্ভব নয়। [illegible] লেগেছে ওর, থেকে থেকে গোঙাচ্ছে এখনও। কিছুতেই ভর দিতে পারছে না ডান পায়ে।

ক্রমে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল রানা। একেবারে অমূলক নয় ওর উদ্বেগ। জানে, ওদের পৌঁছতে দেরি দেখলে একসময় না একসময় হ্যারি ও ক্যামিলা ওদের খুঁজতে বের হবে। কিন্তু কতক্ষণে? ট্র্যাক অনুসরণ করে এই জায়গায় পৌঁছতে কম

অন্তত তিন ঘণ্টা লাগবে ওদের। যদি রওনা হতে দেরি করে, তাহলে পথে রাত হয়ে যাবে, তখন আরও বেশি সময় লাগবে। ক্যাম্পে ফিরতে ফিরতে হয়তো [illegible]

[illegible] এখনকার বিপদ-আপদ সম্পর্কে ভালই জানে। তাই নিজেই প্রস্তাব দিল বসে বসে সময় নষ্ট না করে হেঁটে ফেরার চেষ্টা করার। যতদূর সম্ভব এগিয়ে থাকার। নইলে যদি ঝড় ওঠে, সর্বনাশ ঘটে যাবে। মুছে একাকার হয়ে যাবে ট্র্যাক।

রানাও এই ভয়টাই করছিল, কিন্তু এই অবস্থায় ওকে হাঁটতে বলা কেমন হবে ভেবে বলতে পারছিল না। 'তুমি হাঁটতে পারবে?' কিছু সময় ইতস্তত করে বলল ও।

'পারব,' তৎক্ষণাৎ জবাব দিল সিলভি।

'দেখে তো মনে হয় না।'

'ওহো তো! খুব পারব, দেখোই না। কষ্ট হলেও হাঁটতে হবে,' বলে মৃদু হাসল। 'না পারলেই কি? তুমি তো রয়েছ, কোলে করে নিয়ে যাবে।'

ভুরু কপালে উঠল রানার। 'ভালই বলেছ। এমন এক নাদুস-নুদুস, খাসা মেয়েছেলেকে কোলে তুলে নিলে কল্পনায় যে সব ছবি ভাসবে চোখের সামনে, তাতে...'

'হয়েছে!' ধমকে উঠল সিলভি। দু'গালে লালের আভা দেখা দিল। 'যত্তসব নোংরা কথা!'

নিরীহ ভঙ্গি করে কাঁধ ঝাঁকাল ও। 'দুনিয়াটাই এমনি। সত্যি বললে রেগে ওঠে মানুষ। যাক্গে, চলো তাহলে। দেখি তোমার দৌড় কত।'

হাঁটতে শুরু করল ওরা। এক হাতে রানার কাঁধ জড়িয়ে ধরে হাঁটছে সিলভি। সাহায্য করার জন্যে ওর কোমর পেঁচিয়ে ধরে রেখেছে রানা, হাতের টানে যতটা সম্ভব ওপরমুখো করে রেখেছে ওর দেহের ভর। অবশ্য এক হাতে বেশিক্ষণ তা সম্ভব হচ্ছে না বলে খানিক পরপর পাশ বদল করতে হচ্ছে ওকে। একবার ডান হাতে ধরছে, একবার বাঁ হাতে। তারপরও একসময় সহ্যের বাইরে চলে গেল ব্যাপারটা। পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চি দীর্ঘ ও প্রায় একশো পাউন্ড ওজনের একজনকে ওভাবে হাঁটতে সাহায্য করা সত্যিই কঠিন।

ব্যথায় টনটন করতে লাগল দু'হাতের পেশী, তবু হাল ছাড়ল না ও। অসাধারণ মানসিক শক্তি খাটিয়ে কিছুটা হাতের টানে, বাকিটা নিতম্বের পাশ দিয়ে ঠেলে উঁচিয়ে নিয়ে চলল মেয়েটিকে। যত কষ্টই হোক, এভাবে দু'মাইল পথ পেরিয়ে এল ওরা। তারপর আচমকা হাল ছেড়ে দিল সিলভি, কেঁদে উঠল শব্দ করে। আর এক পা-ও হাঁটা সম্ভব নয় ওর পক্ষে।

ওকে বসিয়ে দিয়ে নিজেও বসল রানা। কষ্ট পেল সঙ্গিনীর যন্ত্রণায় নীল হয়ে ওঠা চেহারা দেখে। চোখের পানি মুছে দিয়ে বলল, 'আরও আগে কেন বলোনি?'

জবাব দিল না সিলভি। কিন্তু রানার তা বুঝে নিতে অসুবিধে হলো না। ওর

তার বাঁচতে কষ্ট হবে রানার, তাই মুখ বুজে অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করে গেছে। বুঝতে দিতে চায়নি। [illegible] ও, এর জন্যে স্থায়ী ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। এতক্ষণে হয়ে গেছে কি না তা-ই বা ঠিক কি?

[illegible]

তারপর সন্তুষ্ট মনে উঠল ওর মুখে হাসি ছাপানো দেখে হেসে: 'ওঠো। আমার কোলে চড়তে চেয়েছিলে না? এবার তাই যেতে হবে। ইয়া কোথাকার!'

কোলে নয়, কাঁধে তুলে নিল ওকে রানা। যুদ্ধে আহত সৈনিককে যেভাবে কাঁধে নেয়া হয়, সেভাবে। দুটো বাজে তখন। কিন্তু কয়েক পা যেতে না যেতেই সিলভির নাক টানা শুনে দাঁড়িয়ে পড়ল ও। 'কি হলো?'

'রানা, নামাও আমাকে!' আতঙ্কিত গলায় বলল মেয়েটি। 'জলদি! সর্বনাশ হয়ে গেছে!'

ছ্যাঁৎ করে উঠল ওর বুকের মধ্যে। 'কি...?'

'বাতাস, টের পাচ্ছ না?' এক পায়ে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে বলল সিলভি। চেহারা একদম ফ্যাকাসে। ঠোঁট কাঁপছে। 'সাম...সিমুম আসছে! ঝড়!'

ওর নজর অনুসরণ করে দক্ষিণে তাকাল রানা। সঙ্গে সঙ্গে আত্মা উড়ে যাওয়ার দশা হলো। চর্কির মত পাক খেতে খেতে ধুলোবালিতে আঁধার হয়ে গেছে ওদিকটা, আরও ধুলোবালি ও জঞ্জাল কুড়িয়ে নিয়ে এদিকেই আসছে আঁকাবাঁকা পথ ধরে। দেখতে না দেখতে এসে পড়ল। পরিধেয় দিয়ে কোনমতে মুখ-মাথা ঢেকে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল ওরা, পরস্পরকে ধরে রেখেছে শক্ত করে।

শুনতে পাচ্ছে মাথার ওপর গোঁ গোঁ করে চক্কর খাচ্ছে ক্রুদ্ধ বাতাস, এদিক-ওদিক করছে অনবরত। আহত, হিংস্র জন্তুর মত। যেন কাকে [illegible] খুঁজে উঠতে পারছে না। একেবারে রাতের মত অন্ধকার হয়ে এল ধরণী। অবশ্য বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না ঝড়। মিনিট তিনেক পর কমতে শুরু করল বাতাসের বেগ। ওদের কাছ থেকে সরে গেল দূরে।

ভয়ে ভয়ে উঠে বসল ওরা। সামনে তাকিয়ে দেখল সম্পূর্ণ মুছে গেছে ওদের জীবন রেখা, ট্র্যাকের সমস্ত চিহ্ন নেই হয়ে গেছে। স্তব্ধ হয়ে বসে থাকল দু'জনে। আর এক পা যাওয়ারও উপায় নেই, হ্যারিও আর কোনদিন খুঁজে পাবে না ওদেরকে। শুধু তা-ই নয়, এই ঝড়ে ওরাও যদি পড়ে যেত, তাহলে এখন ওদের দশাও এক। কোনদিকে যাওয়ার পথ নেই।

বোকার মত পরস্পরের দিকে তাকাল রানা ও সিলভি। কথা বেরোল না কারও মুখ দিয়ে। দু'জনেই জানে এখন একমাত্র কোন অলৌকিক শক্তিই পারে ওদের বাঁচাতে, নইলে চল্লিশ বছর আগে আমেরিকান সেনাবাহিনীর যে পরিণতি হয়েছিল, ওদের ভাগ্যেও তাই ঘটবে। খাদ্য হিসেবে যা আনা হয়েছে, তা প্রায় শেষ। খানিকটা পানি অবশ্য আছে, শেষ হয়ে গেলেই...

সিলভির ওপর চোখ পড়তে কিছুটা অবাক হলো ও। সিমুম আসছে জেনে যে একটু আগে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল, এ মুহূর্তে একদম নির্ভীক দেখাচ্ছে তাকে। চোখাচোখি হতে হাসল সিলভি। 'আমি জানি তুমি কি ভাবছ।'

বিস্মিত হলো রানা। 'কি?'

'ভাবছ, যদি কোন উপায় [illegible] না, তখন আমার [illegible] তুমি, তারপর নিজেকে—'

'মোটে না!' জোর দিয়ে [illegible] গেল রানা, কিন্তু [illegible] না [illegible]। 'আমি [illegible] পারলে আর চিন্তার কিছু থাকবে না। হ্যারি না পৌঁছানো পর্যন্ত নিশ্চিন্তে...' মেয়েটিকে মাথা দোলাতে দেখে আবার থেমে গেল।

'তা জানি। কিন্তু তুমি কি সত্যি সত্যি বিশ্বাস করো গাড়ির কাছে কোনদিন যেতে পারব আমরা? মনে হয় না। কিভাবে ফিরব? কোন পথে? ক্যানিয়নের এত খোঁপখাড়ের যন্ত্রণায় আধ মাইলের বেশি দেখা যায় না, কাজেই হ্যারি আমাদের খুঁজে বের করতে পারবে বলেও মনে হয় না। তার মানে কোন আশা নেই আমাদের, সব শেষ।'

'আমার তা মনে হয় না,' দৃঢ় আস্থার সাথে বলল রানা। 'দেখো, শেষ পর্যন্ত ঠিকই উদ্ধার পেয়ে যাব আমরা।'

'কিভাবে?' প্রশ্ন করল সিলভি।

'জানি না। তবে আমার মন বলছে বিপদ ঠিকই কাটিয়ে উঠতে পারব আমরা। কাজেই হতাশ হওয়ার এখনই কিছু দেখছি না।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল মেয়েটি। রানার আস্থা ওর মধ্যেও সংক্রমিত হলো একটু একটু করে, কিন্তু তার ওপর বেশি ভরসা করার সাহস হলো না। আনমনে গোড়ালিতে হাত বোলাতে বোলাতে উদাস গলায় বলল, 'কি জানি!'

আগুনের গোলার মত সূর্যটা ডুব দিল যথাসময়। গোধূলির বিস্ময়কর রঙের আসর বসল যেন পশ্চিম দিগন্তে, মরুভূমির এ এক অবিশ্বাস্য বিচিত্র রূপ। নানা রঙের খেলা দেখিয়ে একসময় বিদায় নিল আলো, গাঢ় আঁধার ঘনিয়ে এল। এত আঁধার যে চোখের সামনে হাত তুলেও দেখা যায় না। একটা একটা করে তারা ফুটতে শুরু করল খানিক পর, কালোকে পরিষ্কার আকাশে নতুন তারার মেলা বসে গেল। স্বর্গীয় আভা মিটিমিটি হাসতে লাগল ওয়েসিস অভ জুপিটার-আমনে।

সামান্য যেটুকু খাবার ছিল, খেয়ে নিল দু'জনে। তারপর ঘুমানোর আয়োজনে লেগে পড়ল রানা। একটু পরেই হাড় কাঁপানো শীত পড়বে, অথচ সঙ্গে গরম কাপড় নেই। অতএব বাঁচার জন্যে বালিতে ছয় ফুট দীর্ঘ, আঠারো ইঞ্চি চওড়া ও এক ফুট গভীর গর্ত খুঁড়ল ও। সিলভির উদ্দেশে বলল, 'তুমি শুয়ে পড়ো এর মধ্যে। দু'পা হাঁটু পর্যন্ত বালু দিয়ে ঢেকে নাও, ঠাণ্ডা কম লাগবে। আমি আরেকটা গর্ত খুঁড়ে নিচ্ছি।'

'দু'জন এক গর্তেই থাকতে পারি আমরা,' শান্ত কণ্ঠে মন্তব্য করল মেয়েটি।

কয়েক সেকেন্ড ইতস্তত করে মাথা ঝাঁকাল রানা, দু'জন শুলে শীত অনেক কম লাগবে। গর্তটা আরও চওড়া করে শুয়ে পড়ল দু'জনে। রানার বাহুর ওপর মাথা রেখে ওর গায়ে গা সেঁটে শুলো সিলভি, পরস্পরের উষ্ণতা অনুভব করতে লাগল ওরা। দু'জনের ঊরু পর্যন্ত বালি দিয়ে ঢেকে নিয়েছে রানা, ভালই কাজ হয়েছে তাতে, নিচের অংশে শীত একেবারেই লাগছে না।

ঘুম আসছে না রানার। নীরবে তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। মন জুড়ে রয়েছে চিন্তা। এই বিপদ থেকে কি করে উদ্ধার পাওয়া যায়, তাই নিয়ে মাথা [illegible] ভাবতে গিয়ে মনটা খারাপ হয়ে গেল।

বেচারী! বাপের পছন্দের [illegible] এবং তাঁর সঙ্গে ঘোড়াদৌড়ি করেই [illegible] সামাজিক জীবন বলতে কিছুর অস্তিত্ব সম্পর্কে জানার সুযোগই পায়নি। নিজেদের টাকা-পয়সা যা ছিল, সব গেছে ঘোড়াদৌড়ির পিছনে, সাধারণ শখ-আহ্লাদ পূরণেরও সুযোগ জোটেনি কখনও।

সেজন্যে অবশ্য কোন আফসোস ছিল না সিলভির, ভবিষ্যতের সুদিনের আশায় বুক বেঁধে ছিল। এমন সময় শয়তান শের খান ও হাবিব বে-র সর্বগ্রাসী লোভের শিকার হয়ে মরতে হলো ওর বাবাকে। নিজেও কম হেনস্থা হয়নি ওদের হাতে, তবু আশাহত হয়নি রানার সাহায্য পাবে বলে। মনে জোর ছিল যত কঠিন বিপদই আসুক, ও থাকতে ভয়ের কিছু নেই। সমস্যা ঠিকই কেটে যাবে।

এখন বোধহয় সেটুকুও গেছে। ওর মত মানুষ রানাও বিপদগ্রস্ত এখন। এমন বিপদ, যা থেকে উদ্ধার পাওয়ার আশা একেবারে নেই বললেই চলে। মরুভূমি সম্পর্কে সিলভির অভিজ্ঞতা রানার তুলনায় অনেক বেশি, কাজেই ও যতই জোর দিয়ে বলুক সমস্যা কেটে যাবে, ভরসা নিশ্চয়ই করতে পারছে না।

পাশে তাকাল রানা, আবছা আলোয় ওকে ভাল করে দেখার চেষ্টা করল। ফ্যাকাসে, ক্লান্ত দেখাচ্ছে চেহারা। চোখ ফিরিয়ে নিতে যাচ্ছিল ও, তখনই চোখ মেলল সিলভি। মিষ্টি করে হাসল। 'কি দেখছ?'

'কিছু না, এমনি।' ধরা পড়ে বিব্রত বোধ করল রানা।

'মিথ্যে বললে, আমি এখনও বলে দিতে পারি কি ভাবছিলে তুমি,' মৃদু গলায় বলল সিলভি।

'থট রীডিং শিখেছ মনে হচ্ছে?'

ঝিলিক মেরে উঠল মেয়েটার ঝকঝকে দাঁত, নিঃশব্দে হাসছে। 'তা বলতে পারো। যদিও এ ব্যাপারে কোন অ্যাকাডেমিক শিক্ষা পাইনি আমি। একটা কথা খেয়াল রেখো, ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের মনের চোখের ক্ষমতা অনেক বিস্তৃত আর গভীর। তাই ঘনিষ্ঠদের মনের কথা অনেক সময় বুঝতে পারে ওরা।'

'তাই বুঝি?' রানা বলল।

'হ্যাঁ।'

'তাহলে বলো দেখি কি ভাবছিলাম আমি?' চ্যালেঞ্জ ফুটল ওর গলায়।

'ওটা থাক, বরং জবাবটা শোনো। প্রথমে হতাশ অবশ্যই হয়েছিলাম আমি, কিন্তু এখন আর নই। আমি বিশ্বাস করি এই বিপদ কেটে যাবে। আর যা-ই হোক, অন্তত পথ হারিয়ে মরব না আমরা।'

বিস্মিত হলো রানা। 'কখন জন্মাল এই বিশ্বাস?'

'অনেকক্ষণ আগে, বিপদে পড়ার প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার পর,' মৃদু গলায় বলল সিলভি। 'বিপদে পড়লে প্রথমে সবাই ঘাবড়ে যায়, আমিও

গিয়েছিলাম। কিন্তু এখন আর ভয় পাই না আমি।'

কনুইয়ে ভর রেখে মাথা তুলল মেয়েটি, খুব কাছ থেকে দেখল রানাকে। [illegible] আসবে।' মুখ নামিয়ে আনল ও। 'গুড নাইট কিস করো, রানা।'

চুমুটা হালকা করেই [illegible] রানা, কিন্তু হলো না। [illegible]

ভোরে চোখ মেলেই পুব আকাশে আলো দেখতে পেল রানা। সূর্য উঠতে বেশি দেরি নেই। সিলভির নিঃশ্বাসের শব্দ ছাড়া চারদিকে গভীর নীরবতা। এরকম শব্দহীনতায় অভ্যস্ত নয় বলে রানার মনে হলো ও বধির হয়ে গেছে বুঝি। কিছু না কিছু শব্দ নিশ্চয়ই আছে, ও শুনতে পাচ্ছে না। ওর নড়াচড়ায় একটু পর সিলভিরও ঘুম ভেঙে গেল।

গর্ত ছেড়ে উঠে পড়ল ওরা। রানা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে গাড়ির কাছে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করবে। সঙ্গের পানি শেষ হয়ে এসেছে, এখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রিজার্ভ পানির কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করা দরকার। পরে কি হবে সে পরে দেখা যাবে।

সূর্যের অবস্থান দেখে কোনদিকে যেতে হবে, সে সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা পেল ও। সিলভির চোট লাগা পা কিছুটা আড়ষ্ট হয়ে আছে, ব্যথাও আছে একটু একটু, তবে কালকের মত সময়ের সাথে পাল্লা দেয়ার তাড়া আর নেই বলে কোন সমস্যা হলো না। রানাকে তেমন সাহায্যও করতে হলো না ওকে।

প্রতি সিকি মাইল পর পর থেমে বিশ্রাম নিয়ে ধীরেসুস্থে এগোতে লাগল ওরা। কাল আসার পথে চারটে রিজ পার হয়েছে, কথাটা খেয়াল আছে রানার, কাজেই যখন চতুর্থটার গোড়ায় পৌঁছল, আশা-নিরাশার দোলায় মন দুলে উঠল। সত্যিই কি এত সহজে জায়গামত পৌঁছতে পেরেছে ওরা? কিন্তু উপত্যকায় পৌঁছে থমকে গেল রানা, গাড়িটার চিহ্ন নেই সামনে কোথাও।

মনে হলো একটু বোধহয় বেশি ডানে সরে এসেছে ওরা, তাই উপত্যকার বাঁ দিক ধরে এগোল এবার রানা। দুশো গজমত যেতে সামনে গাঢ় রঙের কিছু একটা দেখা গেল সামনে, বালির ওপরে মাথা তুলে আছে। দেখতে পাথরের মত মনে হলো রানার। ওপাশটা [illegible]।

কাছে গিয়ে জিনিসটা পরখ করে দেখল ওরা। পাথর নয়, অন্য কিছু হবে। হাত বাড়িয়ে তুলতে গেল রানা, আঙুলের চাপে মুড়মুড়ে শুকনো পাতার মত গুঁড়িয়ে গেল। জিনিসটা ভাল করে পরীক্ষা করে বুঝতে পারল কোন এক কালে চামড়ার তৈরি গামলা আকৃতির কিছু একটা ছিল ওটা। ওর হাতের স্পর্শে পাত্রটা প্রায় পুরোটাই গুঁড়ো হয়ে গেছে, আছে শুধু গোড়ার দিকের এক লোহার রিম ও মুড়োর সাথে বসানো সূচলো বল্লমের ফলার মত ডগা—ওটাও লোহার।

হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুত থেকে দ্রুততর হতে শুরু করল রানার। উত্তেজনায় গলা-বুক শুকিয়ে আসতে লাগল। কি ওটা? সিলভিও যে কিছু একটা সন্দেহ করেছে, তা ওর চেহারা দেখেই বুঝল ও। জিনিসটা নেড়েচেড়ে দেখছে, নিঃশ্বাস ঘন

হয়ে আসছে। নাকের ফুটো ফাঁক হয়ে আছে দুপাশে।

রানা তাকিয়ে আছে মুখের দিকে। ভেতরের একটা জিনিস বের করে এনেছে [illegible] সবশেষে কালো জিনিসের হাতিয়ে পাওয়া গেল সেনানায়কের অবস্থানের খোঁজ পাওয়া গেছে। এই শবটাই তার প্রমাণ। জিনিসটা আর কিছু নয়, [illegible]

প্রাণের উচ্ছ্বাস, বিস্ময় আর আনন্দ কাটিয়ে উঠে থেমে থেমে বলল মিলাও, 'কী আশ্চর্য! শতাব্দীর পর শতাব্দী টিকে আছে এই চামড়ার হেলমেট! এ কি করে সম্ভব?'

'হয়তো বালুর তলায় চাপা পড়ে ছিল বলে টিকে গেছে,' রানা মন্তব্য করল। 'খুব সম্ভব কালকের পিনবির কারণে বালু সরে গেছে ওপর থেকে।'

'হ্যাঁ। বোধহয় আমাদের চোখে পড়ার জন্যেই।' খুশিতে ঝলমল করে উঠল মেয়েটার মুখমণ্ডল। 'এসো, চারদিকটা খুঁজে দেখি আর কি কি পাওয়া যায়।'

মাথা নাড়ল রানা। 'এখন না। প্রথমে গাড়ি খুঁজে বের করতে হবে আমাদের, তারপর অন্য সব।'

খুঁজতে হলো না, গাড়ির খোঁজে যাওয়ার পথে আরও অনেক কিছুই চোখে পড়ল। পথে ছড়িয়ে পড়ে আছে। বেশিরভাগই হেলমেট, ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে আছে। এছাড়া আছে বেল্ট, মল, হেলমেটের চূড়া, বল্লমের ফলা ও ক্লিপ। একটা জেপলিন ও চমৎকার এক বেল্ট-বাকলও চোখে পড়ল—দুটোই পেতলের। সবই দেখছে রানা, কিন্তু মন নেই এদিকে। ব্যস্ত গাড়ির চিন্তায়।

আধ ঘণ্টারও বেশি সময় পর দূর থেকে ওটার দেখা পেয়ে জোরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল ও। বিশ মিনিট লাগল কাছে পৌঁছতে। প্রথমেই স্টক পরীক্ষায় লাগল রানা। খাবার বলতে আছে গতকালকের পিকনিক লাঞ্চের বেঁচে যাওয়া কিছু চিজ স্টিক, এক বোতল অরেঞ্জ, কিছু চকলেট, দুটো ক্যান্ডি বার এবং মিনারেল পানি। এই দিয়ে খুব কম করে খেলেও পরশু দুপুরের বেশি চলবে না।

তবু, দুটো দিন তো চলবে, ভাবল রানা। তাই বা কম কিসে? পানি যা আছে তাতে তিন দিন অন্তত চলবে। তারপরও যদি প্রয়োজন পড়ে, গাড়ির রেডিয়েটরের পানি বের করে নেবে। অন্তত আরও আধ গ্যালন পানি পাওয়া যাবে ওখান থেকে। তা দিয়ে যদি আরও দু'দিন চালানো যায়, তো আর চিন্তা কি? এর মধ্যে ত্যাগি নিশ্চয়ই খুঁজে বের করে ফেলবে ওদের।

অসহায়ের মত গাড়িটার দিকে তাকাল রানা। ইশ, কোনমতে যদি ওটাকে সোজা করা যেত! বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার উপায় হাতের কাছে থাকতেও নিরুপায়ের মত বসে থাকতে হচ্ছে বলে আফসোস হলো ওর।

কিছু চিজ স্টিক আর চকলেট দিয়ে নাস্তা খেয়ে উঠে পড়ল ওরা। গাড়ি কিসের সাথে ধাক্কা খেয়েছিল দেখতে হবে। মিলাওকে গাড়ির ছায়ায় বিশ্রাম করতে বলে ও একাই এগোল সেদিকে। জিনিসটা কি হতে পারে সে ব্যাপারে সন্দেহ জেগেছে মনে। সত্যি কি না তা আগে একাই পরীক্ষা করে দেখতে চায়। গতকালও ওটা দেখেছে রানা, কিন্তু কিছু সন্দেহ করেনি।

জিনিসটা কালো রঙের বড় কিছু একটা। আর যাই হোক, পার্থিয়ানদের

দুর্গের অংশ নয়, বুঝল রানা। পরীক্ষা করে বুঝল লোহা দিয়ে জিনিসটা বাঁধানো [illegible] বড় এক রেলিং ছিল ওটা। [illegible] গেছে, বাকিগুলোও কেমন যা আছে, তা গাড়ি উল্টে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট ছিল বলেই মনে হলো। বালি সরিয়ে জিনিসটা উন্মুক্ত করল রানা।

[illegible]

রানা। একটা প্লেট তুলে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখল রানা। সোনা বা রুপোর নয়, হালকা লালচে আভার অচেনা কোন ধাতুর তৈরি। এসবের অ্যান্টিক ভ্যালু হয়তো তেমন নেই, তবু উত্তেজনা অনুভব করল রানা, আড়াই হাজার বছর আগে যারা এসব ব্যবহার করে গেছে, তাদের কথা ভাবতে গিয়ে অন্যমনা হয়ে পড়ল। ফিরে এসে মিলাওকে সুখবরটা দিল ও, গাড়ির বুট থেকে হ্যান্ডশভল বের করে একটা বেলচা বের করে বলল, 'এবার চলো। খুঁড়ে দেখি ওখানটায় আর কিছু আছে কি না।'

উত্তেজনায় টগবগ করতে করতে ওর পিছু নিল মেয়েটি, মুখের হাসি থামতেই চায় না। ওকে ঢাল বেয়ে উঠতে সাহায্য করল রানা, বালিতে বেলচা ঝাঁপিয়ে পড়ল। জেটের চারদিকে কয়েক ইঞ্চি করে খুঁড়তে অনেক কিছুই পাওয়া গেল, যদিও তার বেশিরভাগই চিনতে পারল না ও। বালির মহাসাগরের প্রতিনিয়ত নড়াচড়ায় নষ্ট হয়ে গেছে।

ওগুলোর সাথে বের হলো তলোয়ার, বর্শা ও বল্লমের ছোটখাট এক মজুত। প্রায় দু'ঘণ্টা খোঁড়াখুঁড়ির পর আরও একটা জিনিস আবিষ্কার করল রানা, দেখতে ওটা সোফা চেয়ারের মত। ওপরে চামড়ার ছাউনি, হাতায় দাগ। মিলাও পরীক্ষা করে মত দিল ওটা পার্থিয়ানদের কোন হাই-অফিশিয়ালের চেয়ার হবে। হয়তো অসুস্থ ছিল সে, ওটায় বসিয়ে মানুষ বা ঘোড়ার সাহায্যে তাকে বয়ে আনা হয়েছে।

অনেক কষ্টে অক্ষত রেখে চেয়ারটাকে তার আড়াই হাজার বছরের অন্ধকার সমাধি থেকে আলোয় বের করল রানা, তারপর দু'জনে মিলে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকল অবিশ্বাস্য দৃশ্যটার দিকে। ওটা যার ছিল, তার মমি এখনও ওটায় বসা। এই প্রথম কোন পার্থিয়ানের অস্তিত্ব দেখতে পেল ওরা। এর আগে মানুষের একটা হাড়ের কণাও চোখে পড়েনি, কালের অবক্ষয়ে ধুলো হয়ে গেছে সব। এটা হয়নি বালির নিচে ছিল বলে।

দীর্ঘ সময় মমিটার দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা। চেয়ারের হাতলে দু'হাত রেখে বসে আছে, মাথা সামান্য হেলে আছে নিজের ডানদিকে। হয় খুব দুর্বল ছিল মানুষটা, উঠে দাঁড়াবার শক্তি ছিল না, নয়তো যখন বুঝতে পেরেছে মৃত্যু অবধারিত, তখন ছায়ায় বসে তাকে বরণ করে নিয়েছে।

কিছুক্ষণ পর আবার ওটার চারদিকে খুঁড়তে শুরু করল রানা। কোমর বরাবর পৌঁছতে ওটার মাথাটা আস্তে করে খসে পড়ল ঝাঁকি খেয়ে। পাখির পালকের মত হালকা ওটা। এখানে দামী কিছু পাওয়া যেতে পারে ভেবে ধৈর্যের সাথে খুঁড়ে চলল রানা, অবশেষে এক সময় ধৈর্যের পুরস্কার মিলল। অফিসারের চেস্টের মধ্যে পাওয়া গেল খাঁটি সোনার ওপর অনবদ্য রুবি বসানো চমৎকার এক অলঙ্কার। চোখ ধাঁধানো রং-রূপ তার।

আরেকটু খুঁড়তে মমির পায়ের কাছে দামী পাথর বসানো হাতলওয়ালা একটা

ঘাটো, হাঁকা কম্মার তৎপরি পাওয়া গেল। পাথরগুলো অনুপম চিনতে পড়ল না এক। আরও একটা জিনিস ছিল ওখানে—খাঁটি সোনার তৈরি দেবতা ওসিরিসের একটা মূর্তি। প্রায় দশ ইঞ্চি লম্বা, চোখের জায়গায় বসানো আছে একজোড়া চুনি [illegible]। এ জিনিস পারশিয়ানদের নয়, প্রাচীন মিশরীয়দের। অর্থাৎ মিশর থেকে ক্যামবিসিসের লুট করা মালেরই অংশ এটা।

মূর্তিটা [illegible] দেখতে দিয়ে হাতে আর দুই কানে [illegible] সিলভিয়া। বলল, 'সোনার পরিমাণ যা আছে, তারচেয়ে অন্তত চার-পাঁচ গুণ বেশি দামে বিক্রি হবে এটা নিজের পরিচয় আর ঐতিহাসিক পটভূমির জন্যে।'

'যদি করা যেত,' রানা বলল। 'কিন্তু মিশর সরকার তা করবে না, ওরা বর্তমান যাদুঘরের হিসেবে এ জিনিসের দাম ধরবে।'

'তা ঠিক।'

ওখানটায় আর যা পাওয়া গেল, তার মধ্যে আছে মণির সোনার বেল্ট বাকল, টিউনিকের সোনা-রুপোর বোতাম, মেডেল, এবং কিছু কাগজের মত পাতলা সোনার পাত। সিলভি আলাদা ওগুলো প্রাচীন মিশরীয় টাকা।

সূর্য তখন একদম মাথার ওপরে উঠে এসেছে। প্রচণ্ড গরমে আর তেষ্টায় তখনকার মত কাজ বন্ধ করল রানা, দামী যা যা পাওয়া গেল, সব নিয়ে ফিরে চলল। লাঞ্চ খেয়ে উল্টে থাকা গাড়ির ছাতের ভেতরদিকে সীটের কুশন ও নিজেদের কোট দিয়ে বিছানা তৈরি করল রানা, তারপর জানালা গলে ভেতরে ঢুকে শুয়ে পড়ল দু'জনে। উদ্ধার করা জিনিসগুলো মাথার কাছে রইল।

বোধহয় ঘুমিয়েই পড়েছিল, হঠাৎ একটা এঞ্জিনের শব্দ শুনে চট করে চোখ মেলল রানা। হ্যারি! পাশে তাকিয়ে দেখল সিলভিও সদ্য কাঁচা ঘুম ভাঙা লাল চোখে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল ওরা, পরক্ষণে যা দেখল, তাতে সমস্ত উচ্ছ্বাস হাওয়ায় উবে গেল। হ্যারির গাড়ির আওয়াজ নয় ওটা, একটা প্লেনের। ওদের সামান্য দূরে ল্যান্ড করেছে ওটা, দৌড় শেষ করে থেমে দাঁড়িয়েছে ষাট-সত্তর গজ দূরে।

ঠিকমত বুঝে উঠতে পারল না রানা ওটা কার হতে পারে, তার আগেই দরজা খুলে বেরিয়ে এল দুই কারবাইনধারী। বাঁদরের মত লাফ দিয়ে নিচে নেমেই ওদের লাই করে অস্ত্র তুলল লোকগুলো।

একটু পর প্লেনের ভেতর থেকে বের হলো আরেকজন—শেখ মোহাম্মদ খান।

দশ

এরপর দেখা দিল চতুর্থ যাত্রী—গোলগাল, তেলতেলে হাবিব বে। বেশ হাসিখুশি দেখাচ্ছে তাকে এ মুহূর্তে। খুব স্বাভাবিক, এখন তারই খুশি হওয়ারই কথা।

শেখ খানের পিছন পিছন নেমে এল লোকটা। দুই অস্ত্রধারী নিজেদের মাঝের ব্যবধান বাড়াল, ওদের জন্যে চওড়া করে দিল জায়গা। তাই বলে সতর্কতায় একচুল ঢিল দেয়নি, নজর প্রতিমুহূর্তের জন্যে রানার ওপর সেঁটে আছে।

শেখ খান প্রথম মুখ খুলল। পাতলা ঠোঁট ফাঁক করে হাসির ভঙ্গি করল লোকটা। 'গুড আফটারনুন, মিস কার্টার। চিনতে পেরেছ আমাকে? ক'দিন আগে [illegible] জন্যে তোমার [illegible] করেছিলাম। অধমের নাম শেখ খান।'

কিছু বলল না সিলভি। [illegible] দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল লোকটার দিকে।

'[illegible]

হয়নি তোমাকে,' আবার বলল শেখ খান। 'সে জন্যে কিছু মনে করোনি তো?'

জানত জবাব পাবে না, তাই সে জন্যে অপেক্ষাও করল না লোকটা। ঘুরে রানার দিকে তাকাল। কুর্নিশের ভঙ্গি করে বলল, 'মিস্টার মাসুদ রানা! আবার তাহলে দেখা হলো আমাদের! পৃথিবীটা আমাদের মত মানুষের জন্যে সত্যিই খুব ছোট হয়ে গেছে, কি বলেন? সেদিন হাউস অভ অ্যাঞ্জেলসে গোলাগুলির সময় আপনাকে চেনা চেনা লেগেছিল আমার, কিন্তু নকল দাড়ির জন্যে বুঝে উঠতে পারিনি ওটা আপনাই ছিলেন। আফসোস!'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'সেদিন তোমার খুলি গুঁড়ো করে দেয়ার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় পরে আমারও খুব আফসোস হয়েছিল, শেখ খান। পরেরবার তা হবে না, যদি সুযোগ আসে।'

শব্দ করে হেসে উঠল পাকিস্তানী। 'এখনও সে দুরাশা কর তাহলে?' একদিকের ভুরু উঁচু হলো তার। 'এই অবস্থায়?' ইঙ্গিতে ওদের উল্টে পড়া গাড়ি ও নিজেদের সঙ্গী দুই অস্ত্রধারীকে দেখাল। 'নাহ্, তোমার মনের জোরের প্রশংসা করতেই হয়।' আবার হেসে উঠল সে। হাবিব বে-ও যোগ দিল তার সাথে, বড়সড় কুমড়ো সাইজের ভুঁড়ি দুলিয়ে প্রায় নিঃশব্দে হাসতে থাকল।

'যাকগে, আমাদের জন্যে ক্যামবিসিসের হারানো সেনাবাহিনীর লোকেশন খুঁজে বের করে দিয়েছ বলে ধন্যবাদ। ওখানটায় একটা গর্ত দেখতে পাচ্ছি, কি পেলে ওখানে?'

লুকানোর চেষ্টা অর্থহীন, তাই সে চেষ্টা করল না রানা। শুধু কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'তোমার খাঁই মেটাবার মত কিছু নয়। ইচ্ছে হলে দেখে যেতে পারো।'

'দেখব, পরে,' বলে দু'পা এগোল শেখ খান। 'আগে বলো কখন থেকে আটকা পড়ে আছ এখানে? গাড়ি ওল্টাল কবে?'

'আজই,' রানা বলল। 'ঘণ্টা তিনেক আগে।'

'তোমাদের দু'জনের চেহারা কিন্তু অন্য কথা বলছে,' হাবিব বে বলে উঠল। 'দেখা যাচ্ছে আজ শেভ করার সুযোগ হয়নি তোমার, তাছাড়া মিস কার্টারের চেহারা-সুরতেও আজ কোন চার্ম চোখে পড়ছে না। এ নিশ্চই খোলা জায়গায় রাত কাটানোর ফল, কি বল?'

'তোমার সঙ্গীরা কোথায়?' ওর জবাবের অপেক্ষায় না থেকে তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করল শেখ খান।

'কাছেই আছে। আমরা…' লোকটার মুখে বাঁকা হাসি দেখে থেমে গেল রানা।

'আরেকটা মিথ্যে কথা বললে। তুমি ভুলে গেছ আমরা প্লেনে এসেছি? কাছেপিঠে পাঁচ দশ মাইলের মধ্যে আর কেউ যদি থাকত, আমাদের নজরে

অবশ্যই পড়ুক। যাক, এখন দেখি কি কি উদ্ধার করলে গর্ত থেকে।'

ঐ লোকের সঙ্গীদের দিকে তাকাল খান। 'জাউদ, সাট করে দেখো আরও কারো আর কিছু পাও কি না। আমার বিশ্বাস আমাদেরকে ঠিক পছন্দ নয় ওদের। যাও।'

[illegible] করে খুলিয়ে কেসের থেকে অটোমেটিক পিস্তল বের করল লোকটা। [illegible] একরোখা [illegible]। খুব ওদের পিছনে চলে এল সে, এক [illegible] [illegible] সোজা [illegible] [illegible] [illegible] তাকালো [illegible]

'গুড!' সন্তুষ্টি ফুটল লোকটার চেহারায়। হাবিব বে-কে নিচু গলায় কি যেন বলল, একযোগে গাড়ির দিকে এগিয়ে এল দু'জনে। পরেরজনের ইঙ্গিতে রানাকে বাহু ধরে সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল দাউদ, সিলভি সরল নিজের থেকে। কাছে গিয়ে গাড়ির ভেতরে উঁকি দিল শের খান, বের করে আনল জিনিসগুলো।

ওসিরিসের মূর্তিটা দেখেই চেহারা আমূল বদলে গেল তার। গভীর আগ্রহ নিয়ে উল্টে পাল্টে দেখতে লাগল ওটা। চেহারায় সীমাহীন কৌতূহল। হাবিব বে-ও আগ্রহী হলো, তবে খানের সিকিভাগও নয়। অ্যান্টিকের প্রতি তার কতখানি আগ্রহ এ মুহূর্তে ওদের দু'জনকে দেখলে একটা শিশুও বলে দিতে পারবে।

খানকে একেবারে আমূল বদলে যেতে দেখে অবাকই হলো রানা। হাবিব বে অল্পক্ষণেই ধৈর্য হারালেও খানের চোখের আশ যেন মিটছে না। দেখছে তো দেখছেই। দীর্ঘ সময় পর মুখ তুলল লোকটা, নাকে ঝোলানো হাতলবিহীন চশমার কাচের পিছনে চিক্ চিক্ করে উঠল ধূসর দু'চোখ।

'চমৎকার!' ঘোর লাগা গলায় বলল সে। 'সত্যি চমৎকার! কষ্ট করে এগুলো উদ্ধার করার জন্যে তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, মিস্টার রানা। কিন্তু এগুলো এখানে নয়, আমাদের ওখানে নিরাপদে থাকবে।'

দ্বিতীয় গার্ডের হাতে ওগুলো সব তুলে দিল শের খান, সঙ্গে ওদের সেক্সট্যান্টও। 'এটাও থাকুক আমাদের কাছে। এটা দিয়ে এখনকার একজ্যাক্ট ল্যাটিচিউড জেনে নিতে আমাদের সুবিধে হবে।'

'এখানে কি করে পৌঁছলে তুমি?' কর্কশ গলায় বলল রানা। 'লোকেশন চিনলে কি করে?'

'খুব সহজে,' হাসল শের খান। 'প্রফেসরের ট্যাবলেটের ওপরের কিছু ছবি তুলে রেখেছিলাম বুদ্ধি করে। ওটার হায়রোগ্লিফিক লেখা অনুবাদ করে লোকেশন জেনেছি। এ দেশে আসার পর থেকে তোমার তৎপরতা দেখে সন্দেহ হয়েছিল আমার, তাই ভাবলাম ওটার কিছু ছবি তুলে রাখি। কাজে আসতে পারে। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল আমার সন্দেহই সত্যি হলো, চোরের ওপর বাটপাড়ি করে ওটা হাতিয়ে নিলে তুমি।' গার্ডের দিকে ফিরল সে। 'রেখে এসো সব।'

লোকটার দিকে এক পা এগোল সিলভি, দু'হাত মুষ্টিবদ্ধ। উত্তেজিত গলায় বলল, 'কি মতলব তোমার? সেক্সট্যান্ট ছাড়া মরুভূমিতে চলব কি করে আমরা?'

দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসল শের খান। রীতিমত অমায়িক, দিল-দরিয়া মার্কা হাসি। 'চলার দরকারটাই বা কি, মিস কার্টার? কাজ তো সবে শুরু হলো, এই অবস্থায় কোথায় যেতে চাও তোমরা? কেন যাবে, কাজ শেষ করতে হবে না?'

চেহারা বদলে গেল তার, কঠোর হয়ে উঠল। গলার স্বরও বদলে গেছে। 'কেবে দেখো, ট্যাবলেটের ব্যাপারে অনেক রহস্য করতে যখন যদি আমি বাধা না পেতাম, তাহলে তোমাদের পিছু নেয়ার প্রয়োজন পড়ত না আমাদের। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তোমাদের অংশ নিয়ে, আমরা আমাদের অংশ...'

'একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা তোমার বোধহয় জানা নেই, শের খান,' বাধা দিয়ে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সরকারী সম্পত্তি চুরি করতে নয়। আর শত্রুতা বাধানোর কথা যদি ওঠে, একটাই জবাব আছে তার। এবং সেটা তুমি জানো।'

'জানি। কিন্তু ট্যাবলেটের খবরটা আমি গোপনেই নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম। হলো না, একেবারে সময়মত কেবিনে এসে হাজির হলো বুড়ো, কাজেই খুনটা করা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না আমার। আর তোমরা যে সরকারের তরফ থেকে এসেছ, তা-ও জানি। কিন্তু এ কাজে কে কোন পক্ষের হয়ে কাজ করছে, তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই আমাদের। আমরা চাই...' থেমে হাসল লোকটা।

'আমেনিসিসের যাবতীয় ধন-সম্পদ। যখন দেখলাম তুমি ট্যাবলেটের দুটো অংশই দখল করতে মরিয়া হয়ে উঠেছ, তখন অন্য এক বুদ্ধি এল মাথায়। ভাবলাম, দেখি তোমার দৌড় কত। খেটেখুটে যদি লোকেশনটা বের করতে পার, তো সময়মত তোমার ঘাড়ে পা দেয়া যাবে।

'তাই নিয়েছ। তুমি জান না আমরা, বিশেষ করে আমি, কোন কাজে হাত দিয়ে জীবনে কখনও ব্যর্থ হইনি। হারতে আমি অভ্যস্ত নই। দেখো, এ ক্ষেত্রেও শেষ পর্যন্ত তাই ঘটল। তোমাদের নিয়তি তোমরা নিজেরাই ঠিক করেছ। এ জন্যে আমি দায়ী নই, দায়ী তোমার একগুঁয়েমি, মিস্টার রানা। বিগ ডেভেলের সাথে লাগতে এসে তোমার চেয়ে অনেক, অনেক বেশি ক্ষমতাশালীরাও ধ্বংস হয়ে গেছে, তুমি তো কোন্ ছার!'

একটু বিরতি দিল শের খান। রানা ও সিলভিকে পালা করে দেখল। 'আমরা জঙ্গলের নীতি, "হয় মারো নয় মরো" নীতিতে বিশ্বাসী। এতদিন তোমার মার সহ্য করেছি, এবার আমাদের পালা। সমস্ত দেনা-পাওনা আজ কড়ায়-গণ্ডায় মিটিয়ে যাব, শেষ করে রেখে যাব তোমাদের দু'জনকে। যত গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টই তুমি দেখাও, এখন তার এক পয়সাও দাম নেই আমার কাছে।'

'তাহলে আর দেরি করছ কেন?' আগের মতই কর্কশ গলায় বলল রানা। 'অনর্থক বক বক না করে কাজ সেরে চলে গেলেই তো পারো।' বিপদ থেকে বাঁচার উপায় খুঁজতে মরিয়া হয়ে উঠেছে ও, অত্যন্ত গতিতে চিন্তা চলছে মাথায়। সহজ ছিল না কাজটা, এতক্ষণ অনেক প্ল্যানই এঁটেছে; কিন্তু মন একটাকেও গ্রহণ করেনি। কারণ ওর সবই ছিল আত্মহত্যার নামান্তর।

'ওপারে যেতে খুব ব্যস্ত মনে হচ্ছে!' হাসল খান। 'কিন্তু আমরা অত ব্যস্ত নই। আমার বন্ধুর,' ইঙ্গিতে হাবিব বে-কে দেখাল, 'কিছু পাওনা আছে মিস কার্টারের কাছে। দাউদ আর তার সঙ্গী অপেক্ষা করছে পাওনা আদায় করবে, তারপর বাকি কাজ।'

চোখ কুঁচকে উঠল রানার। লোকটার সাথে নিজের ব্যবধান অনুমান করে নিল। চেষ্টা করলে আচমকা দুই লাফে পৌঁছে যেতে পারবে ও খানের কাছে, কিন্তু তাতে বিশেষ কাজ হবে না। [illegible] তাকে খুন করার আগেই [illegible] যাবে [illegible]। 'কিসের পাগল?'

'ইসমাইলিয়ার ওর কাজে [illegible] যে ক্ষতি হয়েছে, তার কথা বলছি।' [illegible] হবেও না কোনোদিন। তাই হাবিব ঠিক করেছে ওর লোক দু'জন পালা করে ওকে ছেঁটেপুটে যদ্দুর আদায় করতে পারে করবে।'

থাবড়ে গেল সিলভি, রানার বাহু আঁকড়ে ধরল শক্ত করে। তাই দেখে হা-হা করে হেসে উঠল খান। 'ভয় পেলে নাকি মিস কার্টার? তা ওরা যে প্রকৃতির, তাতে ভয় পাওয়ারই কথা। কিন্তু কি আর করা! হাবিব মেয়ে-বিদ্বেষী, কাজেই ওকে দিয়ে কাজটা হবে না। আর আমাকে দিয়েও এত লোকের চোখের সামনে ওসব হবে-টবে না: লজ্জা করে। কিন্তু এদের দু'জনের ওসব নেই, মেয়ে হলেই হলো। হাউস অভ অ্যাঞ্জেলসে যত মেয়ে আসে, এরাই প্রথমে তাদের সাইজ করে লাইনে নিয়ে আসে, বুঝলে? কাজটায় আনন্দ পায় এরা।'

দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল রানা। মরতেই যদি হয়, তাহলে অপমানিত হয়ে মরার চেয়ে লড়ে মরাই ভাল। আরেকবার নিজের ও শের খানের ব্যবধান মেপে নিল–চলবে। দুই লাফে কাছে গিয়ে চোখের পলকে হারামজাদার ঘাড় মটকে দেবে ও। তারপর কি হবে না হবে, সে পরে দেখা যাবে।

'তবে একটা ব্যাপারে সতর্ক থেকো, মিস কার্টার,' তর্জনী তুলে শাসানোর ভঙ্গিতে বলল খান। 'ব্যাপারটা উপভোগ্য না হলেও মুখ বুজে থাকতে হবে কিন্তু। মুখ খুললেই তোমাকে নরক দেখিয়ে আনবে ওরা। এ ব্যাপারে আপত্তি বা কোনরকম বাধা এলে ব্রেক আনোয়ারে বনে যায় দাউদ। দাউদ!'

হুঙ্কার ছাড়ল লোকটা। চেহারা বদলে গেছে সেকেণ্ডের মধ্যে। ক্রুদ্ধ, প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠেছে। 'নিয়ে এসো মেয়েটাকে।'

সিলভির উদ্দেশে চাপা গলায় খুব দ্রুত কিছু বলল রানা, প্রস্তুত হলো লাফ দেয়ার জন্যে। পিস্তল কোমরে গুঁজে এগিয়ে এল দাউদ, চেহারা নির্বিকার। একই সময় পিঠে আরেকটা পিস্তলের খোঁচা খেল রানা। দাউদের সঙ্গী ওটা। 'বোসো!' ওকে নির্দেশ দিল সে। 'বসে পড়ো!'

পরক্ষণে চোখের পলকে এক সঙ্গে অনেক কিছু ঘটে গেল। হঠাৎ সিলভির নখের হ্যাঁচকা আঁচড় খেয়ে রানা বুঝল দাউদ টেনে নিয়ে গেছে ওকে। কিন্তু তাকাল না, সময় নেই। পিছনের দ্বিতীয় গার্ডের নির্দেশ পালনের ভান করে ঝুঁকে তার পা দুটো কোথায় কোথায় আছে দেখে নিয়ে আরেকটু ঝুঁকল, তারপর মুঠো করা বাঁ হাত সটান সোজা রেখে ধাঁই করে মেরে বসল পিছন দিকে, মোক্ষম জায়গায় আঘাত পড়তে লাথি খাওয়া কুকুরের মত 'কেঁউ!' করে উঠল লোকটা, দু'হাতে জায়গাটা চেপে ধরে কুঁকড়ে প্রায় গোল হয়ে গেল।

সেদিকেও তাকাল না ও, মুহূর্তে স্প্রিঙের মত সোজা হয়ে ঝাঁপ দিল শের খানকে লক্ষ্য করে। তখনই গুলি হলো–পরপর দুটো। একটা পিস্তলের, অন্যটা

রাইফেলের। প্রথম গুলিটা করেছে দাউদ, [illegible] রানার ডান কান মিস করেছে ওটা। কিন্তু পরেরটা তা হয়নি, পিছন থেকে ওর জ্যাকেটের [illegible] পড়ে। [illegible] সবগুলোই সোজা ওর [illegible] বুলেট।

ধপ করে মাটিতে [illegible] নিজেকে মুক্ত করে দৌড় দিল সিলভি। ওকে ধাওয়া করতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে থমকে গেল লোকটা, সেকেণ্ডের ব্যবধানে আবার একসঙ্গে দুটো রাইফেলের হুঙ্কার শুনে বসে পড়ল।

চেঁচিয়ে সিলভিকে শুয়ে পড়তে বলল রানা, বুঝে ফেলেছে কারা ব্যবহার করছে রাইফেল। হারি পৌঁছে গেছে। অর্থাৎ আর ভয় নেই। চোখ তুলে শের খানের দিকে তাকাল ও, নেই লোকটা। তীরবেগে ছুটছে প্লেনের দিকে। তবে হাবিব বে আছে, এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে আহাম্মকের মত। বুঝে উঠতে পারছে না গুলি কোনদিক থেকে আসছে। হাতে পিস্তল, কিন্তু নল মাটির দিকে।

দাউদ ও তার সঙ্গীর অবস্থাও মোটামুটি তারই মত দেখতে পেয়ে সময় নষ্ট করল না রানা, এক দীর্ঘ লাফে পৌঁছে গেল বে-র দু'হাতের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে গুলি করল লোকটা, কিন্তু হুড়োহুড়ি করতে গিয়ে ওর মাথার অনেক ওপর দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে বুলেট। সেকেণ্ডের দশ ভাগের এক ভাগ সময়ের জন্যে বে-র চোখে নগ্ন আতঙ্ক দেখতে পেল রানা, পিছিয়ে যাওয়ার জন্যে পা তুলেছে।

হ্যাটার ভেলভেলে, সুন্দর নাকটা সই করে প্রচণ্ড এক হেভিওয়েট চালাল ও। থেঁতলে পাকা ফলের মত ভর্তা হয়ে গেল ওটা, রক্তে তার নাক-মুখসহ রানার হাত পর্যন্ত মাখামাখি হয়ে গেল। গুঙিয়ে উঠল হাবিব বে, উড়ে গেল। একই মুহূর্তে রাইফেলের আওয়াজ ও একটা অপার্থিব চিৎকার শুনে ঘুরে তাকাল রানা। ওটা দাউদ, দু'হাত শূন্যে তুলে বসা থেকে একটা পাক খেয়ে আছড়ে পড়ল সে। মুখ দিয়ে গলগল করে রক্ত বের হচ্ছে। দ্বিতীয় গার্ডকে কোথাও দেখতে পেল না ও–বোধহয় শের খানের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে। সিলভিরও পাত্তা নেই।

ওদিকে রাইফেলের সংখ্যা বেড়ে গেছে, এখন কম করেও চারটা থেকে গুলি ছোঁড়া হচ্ছে। কিন্তু এদিকে আর আসছে না গুলি। তার মানে প্লেনটাকে লক্ষ্য করে ছোঁড়া হচ্ছে, অনুমান করল রানা। সামনে তাকাল, দেখল টলতে টলতে উঠে দাঁড়াচ্ছে বে। পড়ে যাওয়া পিস্তল ধরার জন্যে হাত বাড়িয়েছে। অন্ধ আক্রোশে দু'পা এগোল ও, খপ করে বাড়ানো হাতের কবজি ও চুলের মুঠি ধরে তুলে দাঁড় করাল তাকে। কোন দয়া-মায়া দেখানোর কথা ভুলেও মাথায় ঠাঁই দিল না রানা, এরা সেসবের যোগ্য নয়।

হাতটা গায়ের জোরে মুচড়ে পিছনে নিয়ে এল ও, বে-র চিৎকারে কান না দিয়ে এক টানে তুলে ফেলল ওপরদিকে। মট করে শব্দ উঠল কাঁধের কাছে, হাড়ের জোড়া খুলে গেছে। গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল হাবিব বে, কিন্তু রানার কানে গেল না। এখন যত অসহায়ই মনে হোক, কয়েক মিনিট আগে এরাই ওদের দু'জনকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করতে যাচ্ছিল। মরিস কার্টারের খুনীদের একজন এই লোক, সুযোগ পেলে আরও অনেকের মৃত্যুর কারণ হবে, কাজেই একে ছেড়ে

পেয়ার কথা একবারও ভাবল না ও। মাথায়ই এল না সে চিন্তা।

হাত্তা হাত ছেড়ে দাঁড়িয়ে নেমে লোকটাকে দূরে সরিয়ে দিল ও, মাটি থেকে [illegible] তুলে [illegible]। [illegible] আর [illegible] বিশ্রামকক্ষ কুটিরে ছিল [illegible] চেহারা, [illegible] হয়ে গেল। খুলে পড়ল [illegible]।

[illegible]

শান্ত, নিরাসক্ত গলায় বলল ও। 'কেমন লাগছে এখন?'

'তু-তুমি—তুমি…'

'হ্যাঁ, খুন করতে যাচ্ছি আমি তোমাকে, এখনই। কারণ আমিও মাফেমধ্যে তোমাদের মত জঙ্গলের নীতিতে চলি। নইলে বহু আগেই মরে ভূত হয়ে যেতাম।'

আহত পশুর মত গোঁ গোঁ আওয়াজ বেরোচ্ছে লোকটার গলা দিয়ে, মুখের সামনে তার হাতটা তুলে রেখে এক পা এক পা পিছিয়ে যাচ্ছে। তীব্র আতঙ্কে নীল হয়ে উঠেছে চেহারা। 'না! প্লি-প্লীজ—না…'

গুলি করল রানা, ঠিক লোকটার দুই চোখের মাঝখানে। ঝাঁকি খেয়ে তার হাতটা শূন্যে উঠে গেল, পরমুহূর্তে হুড়মুড় করে চিত হয়ে পড়ে গেল হাবিব বে। সেকটা স্থির হয়ে যেতে প্লেনের দিকে তাকাল রানা। পৌঁছে গেছে শের খান। দ্বিতীয় গার্ড রয়েছে তার সামান্য পিছনে। ও ব্যাটা কখন পালাল, কোনদিক দিয়ে, টেরই পায়নি রানা। শেষ কয়েক পা অতিক্রম করে খোলা দরজা দিয়ে লাফিয়ে উঠে গেল ওরা, সঙ্গে সঙ্গে নড়ে উঠল প্লেন। বিপদ টের পেয়ে আগেই স্টার্ট দিয়ে রেখেছিল পাইলট।

এক্সেকটা পাইকোলের বিরতিহীন ছন্দার অগ্রাহ্য করে দৌড় শুরু করল ওটা। দূর থেকে ট্রাইপডে ওটার এখানে-সেখানে বেশ কিছু বুলেট বিঁধতে দেখল রানা, কিন্তু কাজ হলো না। সংক্ষিপ্ত দৌড় শেষ করে খুব দ্রুত আকাশে উঠে পড়ল প্লেন, পাড়িমানি করে ছুটল।

এবার সাহায্যকারীদের দেখতে পেল রানা, ঝোপ, গাছের ডিপি ইত্যাদির আড়াল থেকে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল মানুষগুলো। হারিকে দেখা গেল ছুটে আসছে। সঙ্গে ওদের আরব এসকর্ট। তাদের ক্যাপ্টেন সবুর নবী, তবু ওদের কয়েকজন প্লেনের পিছন পিছন ছুটল। সমানে চাঁচাচ্ছে আর গুলি করছে। কিন্তু ব্যাটাদের টিপ সম্পর্কে জানা হয়ে গেছে রানার, তাই তা দেখার অপেক্ষায় না থেকে সিলভিকে খুঁজতে এগোল। গাড়ির ওপাশে মাটি কামড়ে পড়ে ছিল ও, রানাকে দেখে তড়াক করে উঠে দাঁড়াল। হাসছে, অশ্রু চোখে পানি। দৌড়ে এসে ওর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে।

এক মিনিট পর মুখোমুখি হলো রানা ও হ্যারি। অনেকটা ওয়াটার দু যুদ্ধের পর ওয়েলিংটন ও ব্লুচারের যোগাযোগের মত হলো ওদের সাক্ষাৎ। দু'জন পরস্পরের হাত ঝাঁকাচ্ছে তো ঝাঁকাচ্ছেই, থামাথামির লক্ষণ নেই। একটু পর হাঁপাতে হাঁপাতে নীচে এসে হাজির হলো ক্লারিসা। প্রথমে রানাকে আলিঙ্গন করে আনন্দ প্রকাশ করল মেয়েটি, তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল স্বামীর ওপর।

আনন্দ উত্তেজনার ধাক্কা কমে আসতে রানার প্রশ্নের জবাব দিতে বসল

হ্যারি। জানাল, ওদের খুঁজে বের করতে শের খানই সাহায্য করেছে তাকে। আগের দিন বিকেলে রানা-[illegible] নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছায়নি দেখে ওদের খুঁজতে বেরিয়েছিল স্বামী-স্ত্রী, কিন্তু [illegible] নিজেরাই পথ হারিয়ে ফেলে অন্ধকারে। ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে অবশেষে রাতে একটা গ্রামের দিকে [illegible] খোঁজ পায় ওরা, [illegible]।

[illegible] ও [illegible] থেকে [illegible]। হ্যারি ক্লারিসা ছিল মাঝের গাড়িতে। বাকি তারাই এসকর্ট। মাঝেরটার দু'পাশে আধ মাইল দূর দূর অবস্থান নেয় এসকর্টদের গাড়ি, তারপর একযোগে গোটা এলাকায় গোল হয়ে সুইপ সার্চ শুরু করে ওরা।

শের খান পৌঁছার মাত্র আধঘণ্টা আগে হ্যারির হাইট উইং অফের জন্যে মিস করেছে ওদের। দূর থেকে শের খানের প্লেন দেখতে পেয়ে সতর্ক হয়েছিল হ্যারি, ওটার গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হয়েছে ওর। কয়েক চক্কর দিয়ে ওটাকে নেমে পড়তে দেখে সন্দেহ আরও বাড়ে, কাজেই সবকটা গাড়িকে জড় করে তখনই এগিয়ে আসে সে। দূর থেকে রানা ও সিলভি বিপদে পড়েছে দেখে বিনাদ্বিধায় হামলা চালায়।

'প্রথম গুলিটা ছুঁড়েছিল কে?' হেসে প্রশ্ন করল রানা।

'আমি,' হ্যারি বলল চোখ পিট পিট করে। 'কেন?'

নীরবে আস্তিনের ফুটোটা দেখাল ও। লজ্জা পেল যুবক, মিনমিন করে বলল, 'তুমি যে তখনই অমন একখানা লাফ দিয়ে বসবে বুঝতে পারিনি। সরি, রানা। শেষবারে শেষ মুহূর্তে অবশ্য তোমাকে লাফ দিতে দেখেছি, নল সরাতে চেষ্টাও করেছি, কিন্তু ঠিক…'

'স্টার্ট অল রাইট, ম্যান,' তার পিঠ চাপড়ে দিল ও। 'এতে তোমার লজ্জিত হবার কিছু নেই। বরং সময়মত আমাদেরকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছ বলে আমরা চিরকৃতজ্ঞ তোমাদের কাছে।'

'কিন্তু শের খান হারামজাদাকে মারতে পারলাম না বলে দুঃখ হচ্ছে আমার।'

'সে সুযোগ আরও একবার পাব আমরা।'

'কিভাবে?' চোখ কুঁচকে উঠল হ্যারির।

মৃদু হাসি ফুটল রানার মুখে। 'সহজে হাল ছাড়ার পাত্র নয় শের খান। মানুষ চিনতে যদি আমার ভুল না হয়ে থাকে, তাহলে আবার আসবে সে, কোন ভুল নেই তাতে। কাজেই তৈরি থাকতে হবে আমাদের। কারণ এবার শেষ কামড় দেয়ার জন্যে তৈরি হয়েই আসবে লোকটা।'

নিজেদের দুঃখের কাহিনী রাতের জন্যে মুলতুবি রেখে একটু পর কাজে হাত লাগাল রানা। অবশ্য সাফল্যের খবর জানাতে ভুলল না। অবশ্য জিনিসগুলো শের খান নিয়ে গেছে শুনে আফসোসের অন্ত থাকল না কারও।

হাবিব বে ও গার্ডদের দাফন সেরে গাড়িটাকে সোজা করার ব্যবস্থা করল রানা, তারপর সন্ধে পর্যন্ত খোঁজাখুঁজি চালিয়ে গেল এখানে-ওখানে। কিন্তু লাভ হলো না, আর কিছুই পাওয়া গেল না। রাতটা ওখানেই কাটাবার সিদ্ধান্ত নিল ও হ্যারির সাথে আলোচনা করে। যে সময়সীমা হাতে নিয়ে এসেছে ওরা, তা শেষ

হাতে আর মাত্র দু'দিন বাকি। এ সময় শুধু ছেড়ে ক্যাম্পে আসা-যাওয়ার পিছনে সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না। তাই করিমের নেতৃত্বে প্রয়োজন বাছাই করা আরবদের ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেয়া হলো, [illegible] ফিরে আসবে লোকগুলো।

[illegible] দুটিতেই সঙ্গীদের নিয়ে কাজে লেগে পড়ল রানা, [illegible] দিনের তত্ত্বাবধান করল ক্লারিসা। ওটার পীঠের তলায় কাবার্ড ধরনের একটা চেম্বার আবিষ্কার করে বসল ও। রানা বা সিলভি, দু'জনেরই চোখ এড়িয়ে গেছে ওটা। চেম্বার থেকে বের হলো বড়সড় একটা হাতির দাঁতের বাক্স। ওপরে সূক্ষ্ম কারুকাজ করা, খুব ভারী।

ওটার ভেতরের জিনিসগুলোর ওপর চোখ পড়তে বিস্ময়ের বিচিত্র সব ধ্বনি বেরিয়ে এল ওদের মুখ দিয়ে। অজস্র সোনার ব্রেসলেট, আংটি, গলার হার ও নানা বহুমূল্য পাথরে ঠাসা ভেতরটা। তার মধ্যে পাতলা কাগজের মত সোনার টাকা, বড় একজোড়া খাঁটি সোনার কাপও আছে। সবগুলোর দাম কত হতে পারে, সে ব্যাপারে মোটামুটি একটা খসড়া হিসেব করল ওরা—দু'লাখ পাউন্ড, কম করেও।

নেশায় পেয়ে বসল দলটাকে। বিকেল পর্যন্ত খুঁজে পেতে আরও কিছু জিনিস বের করল ওরা, অবশ্য সেসবের মধ্যে চারটে সোনার বার ছাড়া অন্য সব তেমন দামী নয়। বারগুলোর প্রতিটার ওজন দশ আউন্স করে।

মাসুদ রানা বিকেলটা অন্য কাজে লাগাল। পরদিন খোঁড়ার জন্যে ঘুরে ঘুরে দুটো সন্দেহজনক জায়গা বের করে চিহ্ন দিয়ে রাখল।

রাতের খাওয়া সেরে শের খানের সম্ভাব্য হামলা ঠেকাতে কি কি করতে হবে, সে ব্যাপারে আলোচনা করতে বিশেষ বৈঠকে বসল ওরা চারজন। প্রায় দু'ঘণ্টা চলল বৈঠক। তারপর ওই রাতেই অস্ত্রপাতি চেক করতে বসল রানা। ওর মন বলছে, শের খান বেশি সময় নেবে না। দু'তিন দিনের মধ্যেই আসবে।

সবশেষে সেদিনের উদ্ধার করা জিনিসগুলোর নিরাপত্তার ব্যাপারে ভাবতে বসল। যদিও ওর দৃঢ় বিশ্বাস ওগুলো যেন-তেনভাবে রাখলেও ক্ষতি নেই। এসকর্টদের প্রত্যেকে করিমের বাছাই করা বিশ্বস্ত লোক, ভুলেও ছুঁয়ে দেখবে না কিছু। তবু, অভাবী মানুষের চোখের সামনে রাখে বিপথে যেতে সাহায্য করে এমন কিছু ফেলে রাখতে চায় না ও। তেমন কিছু ঘটে গেলে নৈতিকতা হিসেবে দায়টা ওর ঘাড়েই পড়বে।

ভেবেচিন্তে সব চার ভাগ করল রানা, এক ভাগ নিজে রেখে হ্যারি, ক্লারিসা ও সিলভিকে দিল বাকি তিন ভাগ। যার যার সঙ্গে রাখল ওরা জিনিসগুলো। কিছু রাখল পকেটে, কিছু [illegible] মধ্যে।

ভোরে সূর্য ওঠার আগে চার এসকর্টকে বড় ট্রেঞ্চ খোঁড়ার কাজে লাগিয়ে দিল রানা, শের খান এলে ওটা কাজে লাগবে। এসকর্টদের পাঠাল রিজের ওপর বসে চারদিকে কড়া নজর রাখতে। সন্দেহজনক কিছু দেখলে সঙ্কেত দেবে সে। ওদিকে দশটার দিকে মালপত্রসহ ফিরে এল করিম, নতুন ক্যাম্প গাড়া করার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

যেখানে সোনা-রুপোর পাওয়া গেছে, এক দিকে দুই সারি মানুষের জন্যে সেখানে ট্রেঞ্চ খুঁড়তে নির্দেশ দিয়েছিল রানা। কাছেপিঠে আরও কিছু যদি থাকে, এই সুযোগে [illegible]। ট্রেঞ্চটা বড় করে খোঁড়া হলো, তারপর এটার দু'দিকে তৈরি করা হলো দুই [illegible] মত দুটো কানেক্টিং ট্রেঞ্চ।

[illegible] দুপুরের দিকে বেশ জটিল হয়ে উঠল [illegible] বশেষ এগোচ্ছে না কাজ। ভেবেচিন্তে সঙ্গের জিনিসপত্রের প্যাকিং বাক্সের কাঠ দিয়ে ট্রেঞ্চের কিনারার মাটি ঠেকানোর ব্যবস্থা করল রানা, এর ফলে কিছুটা দূর হলো সমস্যা। মোটামুটি ভালই এগোতে লাগল কাজ।

প্রায়ই এটা-ওটা বেরিয়ে আসতে থাকল। দলের দুই মেয়েকে এখানকার দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়ে রানা ও হ্যারি গেল আগেরদিন রানা যে দুটো সন্দেহজনক জায়গা বেছে রেখে এসেছিল, সেখানে। দুপুর নাগাদ সব মিলিয়ে দিনের প্রাপ্তি দাঁড়াল কার্থেজিয়দের নাম না জানা এক অফিসারের সোনা-রুপোর কাজ করা অস্বাভাবিক বড় আকারের এক বর্ম ও হেলমেট। ওগুলো দেখেই বোঝা যায় মানুষটার আকৃতি ছিল দানবীয়।

তার সঙ্গে বেশ কিছু স্পিয়ার হেড ও জ্যাভলিন, আরও তিনটে হেলমেট, ব্রোঞ্জের শিল্ড, বেশ কয়েকটা মিশরীয় দেব-দেবীর খাঁটি সোনার মূর্তি, একটা আংটি, বহুমূল্য পাথর বসানো একটা হেভি ব্রেসলেট সেট ও আরও চারটে দশ আউন্সের সোনার বারও ছিল।

দুপুর দেড়টায় চেঁচিয়ে ওদের সতর্ক করল ওয়াচম্যান। রিজের ওপর থেকে হাত তুলে দক্ষিণ দিকটা দেখাচ্ছে ঘনঘন। উত্তেজিত।

রানার অনুমান সত্যি হয়েছে, চব্বিশ ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যেই ফিরে এসেছে শের খান।

এগারো

ট্রেঞ্চের একটু দূরে বিশ্রামের জন্যে তৈরি তাঁবুর শেডে লাঞ্চ খাচ্ছিল রানা, হ্যারি, সিলভি ও ক্লারিসা। চিৎকারটা কানে আসামাত্র ধড়মড় করে উঠে পড়ল ওরা এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্লেনটাকে দেখতে পেল। বেশ বড়, টুইন এঞ্জিনের দানব একটা। উল্টোদিকে আরেক রিজ টপকে এসে পড়েছে প্রায়।

কাজে ঢিলেমির জন্যে মনে মনে অলস ওয়াচম্যানের পিণ্ডি চটকাতে লাগল রানা, আরও অন্তত এক মিনিট আগে ওটাকে দেখতে পাওয়া উচিত ছিল ব্যাটার। কিন্তু এখন তা নিয়ে চিন্তা করার সময় নেই, ক্যাম্পের সবাইকে চেঁচিয়ে সতর্ক করে সিলভির হাত ধরে ট্রেঞ্চের দিকে ছুটল ও। হ্যারি-ক্লারিসাসহ যে দু'একজন [illegible] সঙ্গে ছিল, পিছন পিছন তারাও।

আর সবাই রয়েছে তিনশো গজ দূরের মূল ক্যাম্পে। ওয়াচম্যান, এবং তারপরই রানার হাঁক কানে যেতে খাওয়া ফেলে উঠে পড়ল লোকগুলো, যে যার

মাথা তুলে নিয়ে মুখ নাড়তে নাড়তেই ছেড়ে দৌড় লাগাল নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। ততক্ষণে অনেক কাছে এসে পড়েছে প্লেন, ফাইট শুরু করেছে। [illegible]

হঠাৎ সবাইকে চমকে দিয়ে [illegible] শুরু হলো এটা থেকে। [illegible] মেশিনগান! মেশিনগান নিয়ে এসেছে [illegible]

থমথমে রানা। ওদিকে প্রথম রিজ থেকে প্রায় উঠে নেমে আসছিল ওয়াচম্যান, কিন্তু মুখে ওঠার আগেই সারির গোড়া ছুঁয়ে ফেলল তাকে। ওপর থেকে মাথায়, কাঁধে পেরেকের মত তিন-চারটে বুলেট বিঁধতে হঠাৎ দৌড়ের গতি থেমে গেল, হুমড়ি খেয়ে আছড়ে পড়ল লোকটা। কয়েক গড়ান দিয়ে স্থির হয়ে গেল। আতঙ্কে চোখমুখ বিকৃত হয়ে উঠল রানার, মুচড়ে উঠল বুকের মধ্যে।

ট্রেঞ্চে নিরাপদেই পৌঁছল ওরা। ওদিকে ক্যাম্পের ভেতর দৌড়-ঝাঁপ চলছে। করিমকে দেখতে পেল রানা, ধমক দিয়ে [illegible] তলায় ঢোকাচ্ছে সশস্ত্র সঙ্গীদের। ফাঁকে ফাঁকে মৃত ওয়াচম্যানের দিকে তাকাচ্ছে। ছেলেটা ওর [illegible], রানা জানে। তার মৃত্যুতে লোকটার কত কষ্ট হচ্ছে অনুভব করার চেষ্টা করল ও।

এরমধ্যে অনেক নিচে নেমে এসেছে প্লেন, বড়জোর দুশো ফুট ওপর থেকে এক চক্কর মাটির দিকে ডাইভ করে ঘুরল এটা, মাটিতে নিজের বিশাল ছায়া ফেলে ছুটে আসতে লাগল। [illegible] তুলনায় অনেক বড় এটা, মানুষ ধারণক্ষমতা কম করেও এক কুড়ি হবে।

রাইফেল তুলে প্রস্তুত হলো রানা ও হ্যারি, কিন্তু এত দ্রুত এসে পড়ল ওটা যে কেউ একটার বেশি গুলি ছোঁড়ার সুযোগই পেল না। কয়েক সেকেন্ডের জন্যে পূর্ণ আড়াল করে [illegible] এক উড়ন্ত দানবের মত চলে গেল। মেশিনগানের [illegible] শব্দে কেঁপে উঠল গোটা উপত্যকা। আওয়াজ শুনে রানার সন্দেহ হলো একটা নয়, কয়েকটা মেশিনগান থেকে গুলি ছোঁড়া হচ্ছে।

মুহূর্তের মধ্যে উল্টোদিকের রিজের আড়ালে চলে গেল প্লেন, একটু পরই দেখা দিল আবার, [illegible] উঠে যাচ্ছে। এই সুযোগে করিমকে লোকজন নিয়ে ট্রেঞ্চে চলে আসতে নির্দেশ দিল রানা। প্লেনটাকে ঘায়েল করতে হলে সমন্বিত আক্রমণ ছাড়া উপায় নেই, কাজেই সবাই একসঙ্গে থাকলে সুবিধে। সময়মত যদি নির্দেশটা পালিত হত, কোন সমস্যা হত না। কিন্তু হলো না তা।

করিম আর মুসা সঙ্গে সঙ্গে দৌড় শুরু করল, ওদের দেখাদেখি আরও দু'জন এল। কিন্তু বাকি সাতজন দ্বিধায় পড়ে মূল্যবান কয়েকটা মুহূর্ত নষ্ট করে ফেলল। ততক্ষণে মোড় শেষ করেছে প্লেন, গর্জন তুলে [illegible] তেড়ে আসছে। প্রথম দলের চারজন হাঁপাতে হাঁপাতে পৌঁছে গেল ট্রেঞ্চে, অন্যরা তখন সবে অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়েছে। বিপদ টের পেয়ে মনে মনে হায় হায় করে উঠল রানা, উঠে দাঁড়িয়ে গলার সবটুকু শক্তি এক করে চেঁচিয়ে [illegible] মানুষগুলোর উদ্দেশ্যে—ফিরে যেতে বলছে আগের জায়গায়। হ্যারি, করিম ও মুসাও চেঁচাচ্ছে ওর সাথে, কিন্তু কিছুতে কিছু হলো না। [illegible] আসন্ন বিপদ দেখল না কেউ।

জন্য হলো মর্মান্তিক। ট্রেঞ্চের মাত্র ত্রিশ গজ দূরে মেশিনগানের গুলি বৃষ্টির মধ্যে পড়ল গোটা মানুষগুলো। পরের দশ সেকেন্ড ধরে চলল তাদের [illegible]

এদের মধ্যে তৌফিক নামে এক যুবক অলৌকিকভাবে বেঁচে গেল, একটা গুলিও লাগেনি। বাকি সব [illegible] ট্রেঞ্চের মধ্যে গড়িয়ে পড়ল সে। আতঙ্কে চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসার অবস্থা। ঘামে জবজব করছে সারামুখ। ওদিকে খোলা জায়গায় আহতরা গোঙাচ্ছে, কাতরাচ্ছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ট্রেঞ্চে নিয়ে আসা দরকার হতভাগ্য মানুষগুলোকে।

প্লেন আবার ঘুরতে শুরু করেছে, [illegible] একলাফে উঠে পড়ল রানা। হ্যারিও ওকে অনুসরণ করতে যাচ্ছে দেখে বাধা দিল। 'না! মেয়েদের কাছে থাকা দরকার তোমার। আমি একাই যাব।'

আর কাউকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ছুটল ও। কিন্তু লোকগুলোর কাছে পৌঁছে দ্বিধায় পড়ে গেল কার সাহায্য সবচেয়ে বেশি জরুরী বুঝতে না পেরে। দু'জন নিথর হয়ে পড়ে আছে এরই মধ্যে। আরও তিনজন প্রায় শেষ, কোন সাহায্যই কাজে আসবে না ওদের। বাকি আছে একজন, গুলিতে এক পায়ের [illegible] গুঁড়ো হয়ে গেছে তার।

[illegible] চিৎকারে ঘুরে তাকাল রানা, প্লেনের ব্যাপারে সতর্ক করছে ওকে। [illegible] মৃতদেহগুলোর দিকে [illegible] ওটা। একটাই মাত্র গুলি লেগেছে ওর, [illegible] কাছে নিয়ে এল রানা, [illegible] 'এটা ধরে থাকো, খবরদার, ছেড়ো না।'

পরমুহূর্তে তীরবেগে ট্রেঞ্চের দিকে ছুটল। এসে পড়েছে প্লেন, [illegible] আওয়াজ বাড়ছে। [illegible] তাকাল রানা, [illegible] পাইলটের পাশে [illegible] লোকটাকে স্পষ্ট দেখতে পেল। [illegible] দাঁত বের করে হাসছে।

গর্জে উঠল মেশিনগান, তার ঠিক এক সেকেন্ড আগে ট্রেঞ্চ লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিয়েছে রানা। ফায়ার লাইন ট্রেঞ্চ পর্যন্ত পৌঁছাবার আগেই ভেতরে আছড়ে পড়ল, [illegible] গুলি করতে [illegible] হ্যারিসহ অন্য সবাই। লাগল কি না বোঝা গেল না, তবে এত কাছ দিয়ে গেছে প্লেন, দু'চারটা না লাগাই বরং অস্বাভাবিক। ওদিকে [illegible] কনটেইনার, প্লেট গ্লাস, সব টুকরো টুকরো হয়ে বাতাসে উড়তে লাগল মেশিনগানের তোড়ে।

একটু পর আবার ফিরে এল প্লেন—আবার, আবার। এখন আর বেশি দূর পর্যন্ত যাচ্ছে না, শত্রু কোথায় জানে ওরা, তাই অল্প জায়গায় চক্কর দিচ্ছে। এদিকে ট্রেঞ্চ থেকে সাত-আটটা রাইফেল গর্জন করে চলেছে, কিন্তু কাজ যে তেমন হচ্ছে না, দেখেই বোঝা যায়। ক্রমে সাহস বাড়ছে ওদের, প্রতি চক্করে একটু

একটু করে কাছিয়ে আসছে।

ওটার সশস্ত্র হামলায় খোলা জায়গায় অলৌকিকভাবে বেঁচে যাওয়া লোকটা [illegible]

অসহায় বোধ করছে ও। মনে হচ্ছে শেষ থাকের হাতে সবার মৃত্যু কেবল সময়ের ব্যাপার। এখন একমাত্র রাতের অন্ধকার ওদের বাঁচাতে পারে, কিন্তু তার এখনও অনেক দেরি। ট্রেঞ্চের ভেতর অসহ্য গরম, তার সাথে ঘাম ও রক্তের গন্ধ মিশে অদ্ভুত এক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। এতকিছুর সাথে রয়েছে সার্বক্ষণিক আতঙ্ক। দিশেহারা অবস্থা সবার।

বায়োক্রেম চক্করের সময় ঘাড়ে গুলি খেল করিম। ক্ষত থেকে রক্ত পড়া বন্ধের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো ওদের, কিছুতেই থামানো গেল না। পাঁচ মিনিট পর রানার কোলে মাথা রেখে মারা গেল মানুষটা। তার মৃত্যু বড় ধরনের এক ঝাঁকি দিয়ে গেল ওকে। দেশের বাইরে এমন স্নেহশীল, সাহসী আর সাহায্যকারী সুহৃদ জীবনে খুব কমই জুটেছে ওর। গত কয়েকদিনের ঝড়-ঝঞ্ঝার মুখে যে ভাবে সব ব্যাপারে ওকে সাহায্য করেছে করিম, তার কোন তুলনা হয় না। তার মৃত্যুর জন্যে নিজেকে দায়ী করল রানা। লোকটাকে ও-ই টেনে নিয়ে এসেছে এরমধ্যে।

আস্তে করে তার মাথা নামিয়ে রাখল ও। সিলভিকে দেখল, ভয়ে চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে আছে ওর। ক্লারিসার অবস্থাও এক, শুকনো মুখে হ্যারির পাশে বসা। আরবদের আর মাত্র ছয়জন জীবিত আছে। তার মধ্যে করিম ও মুসার সঙ্গে আসা প্রথম দু'জন—ড্রাইভার হামিদ এবং পোর্টার সাদ্দিক, মুসা ও এক পা অকেজো হয়ে যাওয়া আরেক পোর্টার, জাকরি—যাকে আবদুল্লাহর মৃতদেহ দিয়ে ঢেকে রেখেছিল রানা। পরের সুযোগে হ্যারি আর করিম মিলে তাকে নিয়ে এসেছে। অন্য দু'জন প্রথম থেকেই ওদের সাথে ছিল। পোর্টার মাহমুদ ও আবু খাত্তাব।

মুসা আর হামিদ তখনও সুযোগ পেলেই গুলি ছুঁড়ে চলেছে প্লেনের দিকে। অন্যরা কুঁকড়ে আছে। ভয়ে কাঁপছে। ওদের দিয়ে কিছু হবে না, বুঝল রানা। বাঁ হাত অকেজো বলে হ্যারিকেও হিসেবের বাইরে রাখতে হচ্ছে। আর তাহলে থাকে তিনজন, রানাসহ। আপনমনে মাথা দোলাল রানা, আশা খুবই কম।

করিম মারা যাওয়ার পর দু'বার ঘুরে গেছে প্লেন। এ মুহূর্তে রিজের আড়াল থেকে গুলির আওয়াজ আসছে কেবল, দেখা নেই। কি চলছে ওপাশে? সেকেন্ডের জন্যে মনে দুরাশা জাগল, হয়তো মুসা-হামিদের গুলিতে এতক্ষণে কাজ হয়েছে। নেমে পড়তে বাধ্য হয়েছে ওটা।

কিন্তু না, কিছুই হয়নি। একটু পরই দেখা গেল ল্যান্ড করেছে ওটা, দৌড়ে ওদের ক্যাম্পের আড়ালে গিয়ে থেমে পড়েছে। এমনভাবে দাঁড়িয়েছে যে শুধু লেজ আর নাক দেখা যাচ্ছে, আর কিছু না। কি হচ্ছে ওখানে? চোখ কুঁচকে উঠল রানার, ওদের ক্যাম্পে কি কাজ হারামজাদাদের? তাকিয়ে থাকল ও, কিন্তু অনেকক্ষণ পেরিয়ে গেলেও কাউকে দেখতে পেল না।

অনেকক্ষণ পর হঠাৎ কিছু একটা সন্দেহ হতে ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকাল রানা, এবং সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেল লোকগুলোকে। দু'জন ওরা। একটু আগে যে [illegible]

কিন্তু দুর্ভাগ্য ওদের, হলো না। রানা আচমকা ঘুরে তাকাতে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল দুজনেই, পরমুহূর্তে কোনাকুনি ঝোপের দিকে ছুটল। বাঁ থেকে ডানে। কোন সিঙ্গল শট অস্ত্রের সাহায্যে ওরকম টার্গেট ভেদ করা দুঃসাধ্য। কিন্তু রানার জন্যে সেটা বড় সমস্যা নয়। মুসা ও হামিদকে সতর্ক করেই রাইফেল তুলল ও, স্টক কাঁধে ঠেকিয়েই গুলি করল প্রথমজনের এক ইঞ্চি ডানদিক লক্ষ্য করে। নির্ভুল নিশানা, হিসেব করা।

সোজা লোকটাকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়েনি ও; তাতে মিস হওয়ার চান্স ছিল টার্গেট চলমান বলে, ছুটন্ত এক সেকেন্ড পর সে যেখানে পৌঁছবে, সেখানে। ঠিক বুকের মাঝখানে গুলি খেয়ে আধপাক ঘুরে প্রথমে বসে পড়ল মানুষটা, তারপর শুয়ে পড়ল আস্তে করে। কিন্তু অতকিছু দেখার সময় ছিল না রানার, প্রথম গুলি বেরিয়ে যাওয়ামাত্র বোল্ট টেনে তৈরি হলো ও। তবে দরকার হলো না, কানের পাশে টাশশ্! টাশশ্! করে গর্জে উঠল মুসা ও হামিদের রাইফেল—প্রায় একযোগে।

চিৎকার করে পড়ে গেল দ্বিতীয়জনও, বাঁ উরুর হাড় চুরমার হয়ে গেছে তার। অস্ত্র ফেলে ক্ষতস্থান চেপে ধরে গড়াগড়ি খেতে লাগল লোকটা, চেঁচাচ্ছে ষাঁড়ের মত। তৃতীয় গুলিতে তার জীবনলীলা সাঙ্গ করে দিল রানা। বিস্মিত দৃষ্টিতে লাশ দুটো দেখল কয়েক সেকেন্ড। এমন মারাত্মক বিপদ এত সহজে কেটে গেল, যেন বিশ্বাস হচ্ছে না। ভাবটা কেটে যেতে এতক্ষণে একটা কাজের কাজ করা গেছে ভেবে কিছুটা স্বস্তি ফিরে এল ওর মধ্যে।

মুসা-হামিদকে পিছনদিকে নজর রাখতে বলে ক্যাম্পের দিকে ফিরল। কোন সাড়া নেই ওদিকে। প্লেন জায়গায় অনড়, কারও সাড়াশব্দ নেই। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে চোখ ফিরিয়ে নিতে যাচ্ছিল ও, চোখের কোণে একটা নড়াচড়া ধরা পড়তে থেমে গেল, আবার তাকাল। কেউ একজন উঁকি দিয়ে তাকিয়ে আছে হ্যারি-ক্লারিসার তাঁবুর পিছন থেকে। ঠিক দেখেছে তো ও? কয়েক সেকেন্ড পর বুঝল ঠিকই দেখেছে।

কেউ একজন বসে আছে ওখানটায়, খানিক পর পর গলা বাড়িয়ে এদিকটা দেখে নিয়ে মুখ পিছিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বোধহয় গুলির ফলাফল বোঝার চেষ্টা করছে। পিলে চমকানো কাঠের একটুকরো হাসি ফুটল রানার মুখে, রাইফেল কাঁধে ঠেকিয়ে জায়গাটা নিশানা করে অপেক্ষায় থাকল। আবার দেখা দিলেই—ওর ভাবনা শেষ হওয়ার আগেই উঁকি দিল মুখটা। পরক্ষণে গর্জে উঠল রানার রাইফেল, মুখের মালিক ও নিজের মাঝখানে তাঁবুটা নেই ভেবে আন্দাজে গুলি করেছে।

ইঁদুর আপত্তি জেন ধরে জায়গামতই লাগল গুলিটা, আর্তনাদ করে এক বাকে মাথাল [illegible] বেরিয়ে এল কেউ একজন। ঠিক বোঝা গেল না, বুলেটের ধাক্কায় [illegible] ছিটকে পড়ে গেল। আর নড়ল না। [illegible] দিকে, কোন নড়াচড়া নেই। [illegible]

'আপনার কিং' হ্যারি বলল পাশ থেকে। 'এত নীরব কেন?'

[illegible]

'অন্যরা ভেগে গেছে মনে হয়,' ক্রাবিসা বলল।

'আমার মনে হয় আমরা আর কি কি পেয়েছি, তা চেক করতে ওপাশ থেকে ইঁদুরগুলো সার্চ করতে দিয়েছিল শের খান,' বলল রানা। 'তাই আমাদের ব্যস্ত রাখতে পিছন থেকে দুজনকে পাঠিয়েছিল, যাতে আমরা ক্যাম্পের দিকে নজর দিতে না পারি।' হাসল ও। 'তাই যদি হয়, তাহলে শত্রু এক খোঁচা খেয়েছে শের খান। কারণ সে সব ওদের সঙ্গেই আছে, ক্যাম্পে কিছু নেই। 'কেবল খাবার...' সিলভিকে আতংকে উঠতে শুনে থেমে গেল ও। 'রানা! ক্যাম্প... আগুন...'

একযোগে ঘুরে তাকাল সবাই, দেখল আগুন ধরে গেছে ক্যাম্পে। দেখতে দেখতেই সবগুলো তাঁবু দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। 'যাহ্!' অস্ফুটে বলল ক্রাবিসা।

'এর কোন অর্থ হয় না,' হ্যারি মন্তব্য করল। 'এখানে আর ক'দিন থাকলে ওদেরকেও তো ক্যাম্প করতে হবে। জ্বালিয়ে না দিয়ে, আমাদের ক্যাম্প দখল করে নিলেই তো শের খানের কষ্ট কম হত।' একটু বিরক্তি নিল সে। 'ব্যাটা আহাম্মক!'

মাথা দোলাল রানা। 'ওর আসল উদ্দেশ্য তুমি বুঝতে পারোনি, বন্ধু। এই মিনুর শুধু আমরা বেঁচে আছি, উল্টো আমাদের হাতে ওর [illegible]। এই প্রাণে কাজটি করেছে শের খান। যাতে আমরা না খেয়ে মরি, আর ও দুই দিন পর ফিরে এসে নিশ্চিন্তে কাজ সারতে পারে।'

'মনে হচ্ছে ঠিকই বলেছ তুমি। ব্যাটা বুঝতে পেরেছে শুধু মেশিনগানিং করে মুহূর্তে তা অর্জন করা যাবে না।'

'ঠিক।' আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল রানা, কিন্তু আকাশের অস্বাভাবিক চেহারা দেখে থমকে গেল। 'কি ব্যাপার!'

ধোঁয়ার মত প্রতিবিম্বিত পাক খেয়ে খাড়া বিশাল মেঘের পাহাড় ধেয়ে আসছে উত্তর দক্ষিণ কোণ থেকে, ঠিক মাথার ওপর জমা হচ্ছে। কয়েক মিনিটের মধ্যে বাতাস সম্পূর্ণ থেমে গেল। গুমোট হয়ে উঠল পরিবেশ। আকাশ কালো হয়ে উঠল। অদ্ভুত নিস্তব্ধতা। একটু পর আবার শুরু হলো বাতাস, তবে অন্যরকম শক্তি নিয়ে। ধুলোয় প্রায় আঁধার হয়ে উঠল সবদিক।

'ঝড়!' সিলভি বলল ভয়ার্তস্বরে। 'সিমুম আসছে!'

যদিও বলার দরকার ছিল না, সবাই বুঝতে পারছে কি আসছে। গোঙাতে শুরু করেছে বাতাস। ক্রমে গোঙানি তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর, কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বেড়ে ভয়ংকর রুদ্র গর্জনে পরিণত হলো তা, বাতাসের তোড়ে দাঁড়িয়ে থাকাই সমস্যা হয়ে উঠল। বসে পড়ল সবাই, তাতেও সুবিধে হচ্ছে না দেখে শুয়ে পড়ল মাটিতে মুখ গুঁজে।

বাতাসের গর্জন বাড়ছে। দানবীয়, তীক্ষ্ণ বাঁশির মত আওয়াজ। ট্রাক থেকে ওদের টিন মেরে উড়িয়ে নিয়ে গেছে [illegible] দম আটকে মরার অবস্থা হলো ওদের।

কয়েক মিনিট এই বেগে চললে মৃত্যু নিশ্চিত, বুঝতে দেরি হলো না মাসুদ রানার। তাই মরিয়া হয়ে বিপজ্জনক এক সিদ্ধান্ত নিল ও—এর মধ্যেই শের খানের ট্রেনে পৌঁছতে হবে যেভাবে হোক। বসে থেকে মরার চেয়ে একটা কিছু করে মরা ভাল। চিৎকার করে প্রস্তাবটা বোঝাতে মূল্যবান একটা মিনিট নষ্ট হয়ে গেল। তবে পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে পেরে এ পরিকল্পনায় তেমন আপত্তি জানাল না কেউ। কাপড় দিয়ে নাক-মুখ বেঁধে প্রস্তুত হয়ে নিল সবাই।

আহত আফরিদির পক্ষে হাঁটা অসম্ভব, তাই ওকে রেখেই যেতে হবে। লোকটাকে শুয়ে থাকতে বলল রানা, তারপর আর সবাই পরস্পরের হাত আঁকড়ে ধরে সাবধানে উঠে পড়ল ট্রেঞ্চ ছেড়ে। পরক্ষণে [illegible] হারাতে বসল সবাইকে, খোলা বাতাসে শোলার মত উড়ে গেল ওরা। নাকেমুখে গরম বাতাসের ঝাপটা লাগছে, অনবরত থাপ্পড় মারছে যেন বাতাস।

কোনদিকে যেতে হবে জানা আছে রানার, তবু কিছুক্ষণের জন্য বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল। চারদিকের অবস্থা দেখে বুক কেঁপে উঠল, মনে হলো ভুল হয়ে গেছে। এসময়ে ট্রেঞ্চ ছেড়ে ওঠা ঠিক হয়নি। কিন্তু সিদ্ধান্ত পাল্টাল না ও। শের খানের হাত থেকে বাঁচার, এবং প্রতিশোধ নেয়ার এমন সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করতে চায় না। সফল হলে তার সাথে মোকাবিলাও [illegible] আসবে, কাজেই ঝুঁকি তো নিতেই হবে কিছু।

যতদূর সম্ভব নিচু হয়ে পা চালাল [illegible] রানা, হ্যারি, হামিদ, মুসা, করিম, নাদির, মাহমুদ ও আবু আহমদ। প্রত্যেকে সশস্ত্র। সিলভি ও ক্রাবিসার কাছে শুধু পিস্তল। [illegible] বাতাস, সূক্ষ্ম বালিকণার আঘাতে মুখ-হাতের উন্মুক্ত অংশ জ্বালা করছে, প্রতিমুহূর্তে বাতাসে উড়ে যাওয়ার ভয়, তবু মনের এক প্রতিজ্ঞা এগিয়ে নিয়ে চলেছে রানাকে। অন্যরা এগোচ্ছে ওর প্রতি অগাধ আস্থার টানে।

কতক্ষণ বা কতদূর এল মনে নেই, তবে একসময় রানার মনে হলো জায়গামত এসে পড়েছে ওরা। কিন্তু চোখে পড়ছে না কিছুই। ক্যাম্প কোথায়? ট্রেনটা কতদূরে? বালির মোটা পর্দা ভেদ করে কিছুই দেখার উপায় নেই। তবে ওগুলো যে কাছেই রয়েছে, তাতেও কোন সন্দেহ রইল না।

সবাইকে চারদিকে সতর্ক নজর রাখতে বলল রানা। ওর দৃঢ় বিশ্বাস, শের খান ও তার দলের জন্যে সিমুম একেবারেই অপ্রত্যাশিত ছিল। সে যখন ক্যাম্পে আগুন ধরাতে ব্যস্ত, ঝড় তখনই শুরু হয়। কাজেই অপ্রত্যাশিত, নিঃসন্দেহে বেকায়দা অবস্থায় পড়তে হয়েছে তাকে। যদি তাই হয়, তাহলে শের খানের পক্ষে

হয়তো একদমও প্লেনে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। খোলা জায়গাতেই আছে ঘাটি। কিন্তু কোথায়?

পায়ের নিচে মাটি প্রায় উঁচু হয়ে ওঠা সত্ত্বেও দাঁড়িয়ে পড়ল রানা, ল্যাম্প এখানেই কোথাও। কোনাকুনি, জানে না কীভাবে এদিক-ওদিক সরতে লাগল ওরা। তারপরেই তখন যেন সমতল হয়ে এল মাটি, ঘুরে পড়ে এলোমেলো [illegible]

'এদিকে এসো, বোকার দল! এদিকে!'

'কে?' প্রশ্ন করল রানা। ওর ধারণাই সত্যি হয়েছে তাহলে।

'আমি, মুস্তাফা। প্লেন এদিকে। খান কোথায়?'

বুকের ভেতর চাপা উল্লাস অনুভব করল ও। 'কি জানি, দেখতে পাইনি,' বলতে বলতে দ্রুত এগোল মুস্তাফার দিকে। লোকটার তিন হাতের মধ্যে পৌঁছতে বিদ্যুৎ খেলে গেল ওর ডান হাতে, সজোরে পিস্তল চালাল তার চোয়াল লক্ষ্য করে। আন্দাজে মারলেও জায়গামতই ল্যাপল মারল, কারবাইন ফেলে চেঁচাবার চেষ্টা করল মুস্তাফা, কিন্তু আওয়াজ বের হলো না। ভেঙেচুরে আছড়ে পড়ল। মাথার পাশে আরেক আঘাতে ঘণ্টাখানেকের জন্যে তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিল রানা।

পিস্তল কোমরে গুঁজে লোকটার কারবাইন তুলে নিল, টান দিল গিলটির হাত ধরে। 'এসো!'

মুস্তাফা যেদিক থেকে উদয় হয়েছে, সেদিকে কয়েক পা এগোতেই আবছা আভায় প্লেনটার বিশাল কাঠামো দেখা দিল। ওটার খাটো ল্যাডারের গোড়ায় আরও একটা মানুষের কাঠামো দেখতে পেল রানা। এক হাতে টমিগান, আরেক হাতে বাতি ঠেকাতে চোখের সামনে তুলে রেখেছে। এদিকেই তাকিয়ে আছে সে অনিশ্চিত ভঙ্গিতে।

লোকটাকে প্রশ্ন করার বা কিছু বলার সুযোগই দিল না ও, এক লাফে তার ঘাড়ে চড়ে বসল। ল্যাং মেরে ফেলে দিয়ে কারবাইনের এক বাড়িতে নাকমুখ সমান করে দিল লোকটার। পরক্ষণে কুঁচকিতে বুটের কড়া লাথি খেয়ে কুঁকড়ে গেল সে, ওই অবস্থাতেই জ্ঞান হারাল। দেহ দুটো টেনে কয়েক গজ দূরে ল্যাডারের পিছনে রেখে দিল ওরা যাতে সহজে কারও চোখে না পড়ে। পরেরজনের কারবাইনটাও। আরও কেউ আছে কি না খুঁজে দেখল। নেই। এবার নিশ্চিন্তে শেষ খানের অপেক্ষা করা যায়, ভাবল রানা।

প্লেনের দরজা আবছা দেখা যায়। ওটার গ্লাস প্যানেল থেকে হয়তো বাইরে নজর রাখা হচ্ছে, তাই সবাইকে মাথা নিচু করে রাখতে বলে ওয়ালথার হাতে আগে আগে এগোল ও। দু'তিন পা যেতে না যেতে সম্ভাবনাটা সত্যি হলো, দরজা সামান্য ফাঁক করে বেরিয়ে এল আরেক টমিগানধারী। 'কারা?'

জবাবটা দিল রানার ওয়ালথার। বুকে গুলি খেয়ে পিছিয়ে গেল গার্ড টমিগান ফেলে, পরমুহূর্তে হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকে পড়ল ও। তারপর মুসা ও হামিদ। অন্যরাও ঢুকল এক এক করে। ককপিটের দরজার দিকে তাকাল রানা—বন্ধ। কেউ নেই এদিকে। পিছনদিকে নজর বোলাতে ঘুরতে শুরু করেছিল ও, এই সময় পিছনের একটা নিচু, আর্মচেয়ার সীট থেকে আচমকা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল

মোটাসোটা একটা দেহ, হাতে অটোম্যাটিক। দরজা থেকে বড়জোর পনেরো গজ পিছনে রয়েছে সে, অস্ত্রটা সরাসরি রানার দিকে তাক করা।

'গ্রেনী মুস্তা' নির্দেশ দিল সে। 'বাঁচতে চাইলে নড়বে না কেউ!'

'হ্যালো, গ্রিজেল!' হাসি ফুটল রানার মুখে। 'এরমধ্যে তুমিও অন্য লোক বলে মনে হচ্ছে। আমার ধারণা ছিল তুমি তোমার প্যালেসে বসে রাজত্ব [illegible]

খুনোখুনির মধ্যে তোমার মত অভিজাত, তা-ও এক মেয়ে,' ঠোঁট উল্টে মাথা নাড়ল ও। 'উঁহু, একদম মানায় না। সত্যি বলছি, তোমাকে দেখছি ঠিকই, কিন্তু বিশ্বাস করতে পারছি না,' বলতে বলতে মেয়েটির দিকে দু'পা এগোল।

চোখ জ্বলে উঠল শায়লার, অটোম্যাটিক সামান্য উঁচু করে রানার কপাল বরাবর তাক করল। সুন্দর মুখটায় ভ্যানপোর ছিটেফোঁটাও নেই। 'বেশি স্মার্টনেস দেখিয়ো না!' চাপা ধমক লাগাল সে। 'তোমার চেয়ে অনেক বেশি স্মার্ট লোক দেখেছি আমি, তাদের কেউই আজ বেঁচে নেই। থাকলে এক-আধটা নমুনা দেখাতে পারতাম। যদি ওদের মত ইতিহাস হতে না চাও, আর এক পা-ও নড়বে না। খান কোথায়?'

'আমিও তো ওর খোঁজেই এসেছিলাম। প্লেনে নেই?'

স্থির দৃষ্টিতে রানার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকল গ্রিজেল। 'কোথায় সে?'

ওর চাউনি সতর্ক হতে বলল রানাকে। শ্রাগ করল। 'আমি জানি না। গিলটিকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো।'

'মেরে ফেলেছ তুমি?'

'কী মুশকিল! হাতের কাছে পেলে তবে না মারব!'

কিছুটা স্বস্তি ফুটল শায়লার চেহারায়। 'ঠিক আছে। যার যার অস্ত্র মেঝেতে রাখো তোমরা, খুব সাবধানে। আগে তুমি, রানা।'

'যদি না রাখি?' বলল ও।

গুলি করল গ্রিজেল। রানার বাঁ কান ঘেঁষে বেরিয়ে গেল বুলেট গরম ছ্যাঁকা দিয়ে। আটকা জায়গায় বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দে চমকে উঠল প্রত্যেকে, গিলটি বা জাকিসার আঁতকে ওঠার শব্দ শোনা গেল।

মেয়েটার হাতের টিপ অবাক করল রানাকে। শুধু রূপের জৌলুস আর ভরা যৌবনই নয়, গুণও আছে।

'এর পরের গুলি এক ইঞ্চি বাঁদিক ঘেঁষে যাবে,' নিরাসক্ত গলায় বলল শায়লা। 'ভাল চাও তো ফেলে দাও অস্ত্র।'

'আমরা দশজন, শায়লা,' শান্ত গলায় বলল ও। 'সবাই সশস্ত্র। তোমার এক পিস্তলে ক'টা গুলি? একটা খরচ হয়ে গেছে, আর ক'টা...'

বাঁ হাতে সীটের আড়াল থেকে বের করে আনল গ্রিজেল, সে হাতে আরেকটা অটোম্যাটিক দেখা গেল। 'এটাও ফুল লোডেড। এরপরও ঝুঁকি নিতে চাইলে নিতে পারো, আমি তৈরি আছি।'

দ্বিধায় পড়ে গেল ও। মেয়েটা এখনও যথেষ্ট দূরে, তাছাড়া ওয়ালথারের যে অব্যর্থ টিপ, তাতে কোনরকম কায়দা করতে যাওয়া বোকামি হবে। আবার নির্দেশ

না যাওয়াই নিরাপদ। চেহারা দেখে বোঝা যায় যেমন মরিয়া, তেমনি আতঙ্কিত হয়ে আছে লোকটা, এ অবস্থায় ওকে বেশি খোঁচাতে যাওয়াও একেবারেই উচিত হবে না।

'ঠিক আছে,' শ্বাস ফেলল ও। 'তুমিই জিতলে।' [illegible] এই সময় প্রিন্সেসকে তীক্ষ্ণ গলায় 'খবরদার!' বলে চেঁচিয়ে উঠতে শুনল রানা, পরমুহূর্তে গুলির শব্দে কেঁপে উঠল প্লেন। [illegible]

কি ঘটেছে দেখতে গিয়ে সময় নষ্ট করল না রানা, গুলি করতে গিয়ে মুহূর্তের জন্যে ওর ওপর থেকে চোখ সরিয়েছিল শায়লা, সুযোগটা ষোলো আনা কাজে লাগাল। ঝুঁকে থাকা অবস্থাতেই কব্জি ঘুরিয়ে ওপরমুখো গুলি করল ও। বুক সই করে ছুঁড়েছিল, কিন্তু সামান্য এদিক-ওদিক হয়ে যাওয়ায় শায়লার গলায় বিঁধল বুলেট। ছোটখাট দেহটা ছিটকে গিয়ে সীটের ব্যাকে আছড়ে পড়ল, উড়ে গেল দুই অটোমেটিক। দুই হাতে গলা খামচে ধরে হাঁসফাঁস করতে লাগল প্রিন্সেস, বিস্ফারিত চোখ জোড়া ঠেলে বেরিয়ে আসার জোগাড়। দম আটকে যাওয়ায় বিকট ঘড়ঘড় শব্দ বের হচ্ছে গলা দিয়ে। রক্তে দুই কনুই হাত, গলা-বুক ভেসে যাচ্ছে।

পিছনে তাকিয়ে মুসাকে পড়াপড়ি খেতে দেখল রানা। হামিদ ও সিলভি ঝুঁকে আছে তার ওপর। রক্তে ভাসছে ফ্লোর।

'কি করেছিল ও?' প্রশ্ন করল রানা।

সিলভি মুখ তুলল। 'আমার পিস্তল নিয়ে ওকে গুলি করতে গিয়েছিল।'

'অবস্থা কিরকম?'

'বাঁচবে। উরুতে লেগেছে।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়েনি দেখে আশ্বস্ত। প্রিন্সেসের দিকে তাকাল। স্থির হয়ে গেছে সে। বিস্ফারিত নেত্রে ওকেই দেখছে। কনুই পর্যন্ত রক্তে ভেজা দু'হাত কোলের ওপর নেতিয়ে পড়ে আছে।

'কে যেন আসছে!' চাপা গলায় সতর্ক করল মাহমুদ।

শায়লার পরিণতির কথা ভেবে দীর্ঘশ্বাস ছাড়তে যাচ্ছিল রানা, মাঝপথে আটকে গেল সেটা।

বারো

'আড়াল নাও তোমরা!' চাপা কণ্ঠে নির্দেশ দিল রানা। 'হারি আপ!'

বলতে না বলতে সবকটা মুখ অদৃশ্য হয়ে গেল প্লেনের সামনের দিকে, সীটের ফাঁকে ঢুকে বাল্কহেডে পিঠ ঠেকিয়ে বসে পড়েছে। রানাও তাই করল, তবে গেটের অনেক কাছে। কেউ ভেতরে ঢুকে দু'পা এগোলেই তাকে দেখতে পাবে ও।

বাইরে কথা বলে উঠল কেউ। বাতাসতাড়িত, এলোমেলো কথা, কিছুই বোঝা গেল না। তবে গলাটা যে শের খানের, তা বুঝতে একটুও অসুবিধে হলো না রানার। খানিক পর কথা শেষ হলো, ল্যাডারে পায়ের আওয়াজ উঠল। দম বন্ধ

করে বসে থাকল সবাই।

এক মুহূর্ত পর খোলা দরজায় এসে দাঁড়াল শের খান। [illegible] এদিক-ওদিক তাকিয়ে [illegible] বলে [illegible]

[illegible]

প্লেন ঢেকে রাখা বালিতে গাল ঠেকিয়ে সামনের সীটের তলা দিয়ে লোকটার ওপর নজর রেখেছে রানা, হাতে ওয়ালথার তৈরি। মনে মনে চাইছে আরেকটু এগিয়ে আসুক ব্যাটা, যাতে বিপদ দেখলেও সরে পড়তে না পারে।

কি খেয়াল হতে দ্রুত প্লেনের পিছনদিকে তাকাল শের খান, গলা চড়িয়ে ডাকল, 'প্রিন্সেস! প্রিন্সেস!'

জবাব নেই।

'প্রিন্সেস! কোথায় তুমি?' বলতে বলতে এগোতে শুরু করল সে। তাকে আসতে দেখে ঝট করে বাল্কহেডের দিকে সরে গেল রানা, সামনের সীটের ব্যাকে মিশে নেই হয়ে যেতে চাইল। কিন্তু তার দরকার ছিল না, বাঘের ঘরে ঘোগ এসে বসে থাকতে পারে, তেমন আশঙ্কা লোকটার মাথাতেই আসেনি। রানার সামনে দিয়ে হন হন করে হেঁটে চলে গেল।

কয়েক পা যেতেই সীটের ওপর দিয়ে প্রিন্সেসের মাথা চোখে পড়ল তার। 'আরে! তুমি এখানে বসে আছ, আর আমি ওদিকে ডেকে ডেকে...' আতঙ্কিত এক বিস্ময় ধ্বনির সাথে স্তব্ধ হয়ে গেল শের খান, ব্রেক কষল জায়গায়। হাঁ করে কয়েক মুহূর্ত লাশটা দেখল, তারপর কি খেয়াল হতে পাঁই করে ঘুরে দাঁড়াল।

পাঁচ হাত দূরে পিস্তল হাতে রানাকে দেখতে পেয়ে [illegible] ভ্যাবাচ্যাকা হয়ে যাওয়ার জোগাড় হলো লোকটার। ফাঁদে পড়া ইঁদুরের মত চেহারা দেখে মুচকে হাসল ও। 'হ্যালো, শের খান!' অমায়িক হেসে হাসির সাথে মাথা দোলাল। 'তোমাকে এভাবে চমকে দেয়ার জন্যে দুঃখিত। কিন্তু কিছু করার ছিল না।'

ধীরে ধীরে চোয়াল ঝুলে পড়ল লোকটার, চশমার পিছন থেকে হাবার মত চেয়ে আছে, চোখের মণি নড়ছে ঘন ঘন।

'তোমার খেলা শেষ, খান,' একঘেয়ে কণ্ঠে বলল রানা। 'এতদিন অন্যের মৃত্যু তুমি যে ভাবে চেয়েছ, সেভাবেই হয়েছে। আজ তোমার পালা। বলো কিভাবে মরতে চাও। সিলভি! এবার উঠে আসতে পারো তোমরা।'

আড়াল থেকে এক এক করে উঠে পড়ল সবাই, পায়ে পায়ে এদিকে আসতে লাগল। পালা করে সবার মুখের দিকে তাকাতে লাগল শের খান।

'কি হলো, কথা বলছ না যে?' ওয়ালথার দোলাল রানা। 'বলো, বলো! শুধু তোমাকে নিয়ে পড়ে থাকলে চলবে না, আরও কাজ আছে আমাদের।'

আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল ও, কিন্তু সুযোগ হলো না। পিছন থেকে গম্ভীর গলায় 'হ্যান্ডস আপ!' শুনে জমে গেল। 'একচুলও যদি নড়েছ ম্যাসাকার ঘটিয়ে দেব।'

গলাটা চিনতে পারল রানা। ফিলিপ দ্যয়মেয়র। কেও যে ভালো আছে, এই প্রথম জানল রানা। পিছনে তাকাল ও, দরজার কাছে দাঁড়ানো দেখতে পেল ফুলককে। হাতে [illegible] দে। 'ফেলে দাও ওটা।'

এক পলকে পরিস্থিতি বোঝা হয়ে গেল রানার। ফিলিপের মুখ [illegible]

[illegible] যাওয়া হবে চরম নির্বুদ্ধিতা; দরজাটা...তারল ও, দরজাটা বন্ধ করে দেয়া উচিত ছিল। সময়মত চিন্তাটা মাথায় আসেনি বলে নিজেকে অভিসম্পাত করল রানা। ফিলিপের চোখে চোখ রেখে মুঠো আলগা করে দিল, ঠক করে মেঝেতে পড়ল ওটা।

ফোঁস করে চেপে রাখা দম ছাড়ল শের খান। কপালে জমে ওঠা ঘাম মুছে কৃতজ্ঞ চোখে ফিলিপের দিকে তাকাল। 'ধন্যবাদ! ঠিক সময়মতই এসেছ তুমি। আরেকটু দেরি হলে...' রানার দিকে তাকাল। মুখে 'বেঁচে গেলাম' ধরনের হাসি। 'পিস্তলটা পা দিয়ে এদিকে ঠেলে দাও, রানা,' বলে হাসল। 'তুমি বেশি বুদ্ধিমান, তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু অতি চালাকের গলায় দড়ি বলে যে একটা কথা আছে, তা জানো না বুঝি?'

এগিয়ে এসে ওর ঠেলে দেয়া ওয়ালথার তুলে নিল লোকটা। 'এখন বুঝলাম গার্ডদের কেউ নেই কেন। বাইরের অবস্থা কি, ফিলিপ?'

'ঝড়ের গতি কমে আসছে। মনে হচ্ছে থেমে যাবে কিছুক্ষণের মধ্যে।'

'গুড! আরেকটু কমলে বাইরে নিয়ে এদের ব্যবস্থা করতে হবে। কি যেন বলছিলে তখন, রানা? আমি কিভাবে মরতে চাই, কেমন? প্রশ্নটা এবার আমি করছি তোমাকে। বলো, কি ভাবে মৃত্যু চাও। অনেক ভুগিয়েছ তুমি, আর না।' আচমকা রুদ্রমূর্তি ধারণ সে। 'আহ! যার যার রাইফেল-পিস্তল মেঝেতে রাখো তোমরা। হারি আপ! ফিলিপ, খেয়াল রাখো।'

হ্যারির সাথে চোখাচোখি হলো রানার। ফিলিপের অজান্তে চোখ টিপে দিল ও, কিন্তু হ্যারি তা দেখেছে বলে মনে হলো না। কাঁধ থেকে আলতো করে রাইফেল নামাল সে, বুকে জোরে রাখল। পরমুহূর্তে পিস্তলের গুলির শব্দে কেঁপে উঠল প্লেন, ছিটকে গিয়ে বাল্কহেডের গায়ে আছড়ে পড়ল ফিলিপ। তারপর নড়ল মেঝেতে।

নির্ভুল করেছে গুলিটা। রাইফেল রেখে দেয়ার ভাঁজে বুদ্ধি করে দেহের আড়ালে থাকা বাঁ হাতে কোমরে গোঁজা অটোমেটিকটা আলগোছে বের করে ফেলেছিল ও, ফিলিপ টের পায়নি। গুলিও বাঁ হাতেই করেছে নিখুঁত।

এসবের কিছুই দেখতে পায়নি রানা, দেখার জন্যে অপেক্ষাও করল না, শের খানের বিস্ময়ের ঘোর কাটার আগেই ঝাঁপ দিল। থতমত খেয়ে ওয়ালথার তুলতে যাচ্ছিল লোকটা, এমন সময় তার ওপর লাফিয়ে পড়ল ও। হুড়মুড় করে মেঝেতে আছড়ে পড়ল দু'জনে। ওরই ফাঁকে রানার মাথা লক্ষ্য করে ওয়ালথার চালিয়েছিল শের খান, কিন্তু ও সময়মত মাথা সরিয়ে নেয়ায় আঘাতটা লাগল না। পরমুহূর্তে এক ঘুসিতে লোকটার অভিজাত চেহারার বারোটা বাজিয়ে দিল ও, মসৃণ, ঈগলের ঠোঁটের মত বাঁকা নাকটা সমান করে দিল, জোর ঝাঁকিতে হাতলবিহীন চশমাটা

আছড়ে পড়ে চুরমার হয়ে গেল।

[illegible]

কিন্তু পারল না। পায়ের পিছনে এক পা বাধিয়ে অন্য পায়ে কষে লাথি কষাল খান, পড়ে গেল রানা। এই ফাঁকে তড়াক করে উঠে পড়ল লোকটা, তারপর কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই তীরবেগে ছুটল দরজার দিকে। হ্যারি আর মাহমুদ তাকে বাধা দিতে এগিয়ে এসেছিল, কিন্তু ব্যাপার বুঝে উঠতে মুহূর্তখানেক দেরি হয়ে যাওয়ায় তার নাগাল পেল না ওরা, এক লাফে বেরিয়ে গেল শের খান।

সামলে নিয়ে রানাও ওয়ালথার হাতে পিছন পিছন ছুটল। ওটার ওপরই আছাড় খেয়ে পড়েছিল। এক লাফে বাইরে পড়েই গড়ান দিয়ে ল্যাডারের আড়ালে চলে এল ও, এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল লোকটার খোঁজে।

ঝড়ের তেজ কমেছে ঠিকই, তবে বেশি নয়। আঁধার হয়ে আছে চারদিক, কিছু দেখার উপায় নেই। আকাশ এখনও ভীতিকর রকম লাগছে হয়ে আছে, বাতাসের গোঁ গোঁ গর্জনে বুক কেঁপে ওঠে।

কিছুক্ষণ পর প্লেনের নোজ হুইলের দিকে অস্পষ্ট নড়াচড়া চোখে পড়তে চট করে শুয়ে পড়ল ও, চোখ কুঁচকে ঠিক দেখেছে কি না, বোঝার চেষ্টা করল। হ্যাঁ, ভুল দেখেনি, সত্যিই কিছু নড়ছে ওখানটায়। ভাবতে না ভাবতেই কান ঘেঁষে যাবে দেখতে পেল রানা, ওর মাথার ওপরে কোথাও 'ঠং' আওয়াজ উঠল। গুলির আওয়াজ শুনতেই পায়নি।

দ্রুত ল্যাডারের অন্য পাশে চলে এল রানা, আরও গুলির অপেক্ষায় ওয়ালথার বাগিয়ে প্রস্তুত হয়ে থাকল। কয়েক সেকেন্ড পর আবার গুলি হলো, সঙ্গে সঙ্গে মাযল ফ্লাশ লক্ষ্য করে ট্রিগার টেনে দিল রানা, পরপর তিনবার। ও তরফের তৃতীয় ফ্লাশ ঝাঁকি খেতে দেখে বোঝা গেল কাজ হয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে জায়গা ছেড়ে সরে যেতে শুরু করল অস্পষ্ট ছায়াটা। পিছন দিকে সরে যাচ্ছে শের খান। এমন সময় হঠাৎ করে বাতাসের বেগ কমে আসতে শুরু করল, সেই সাথে গর্জনও। দেখতে দেখতে থেমে গেল পিলবি, যেমন আচমকা শুরু হয়েছিল, ঠিক তেমনি করে। খানিক পর সূর্যের আলোয় হেসে উঠল চারদিক।

চোখ পিট পিট করে ওর দিকে তাকাল শের খান, বোকা বোকা চেহারা। এমনভাবে ওকে দেখছে, যেন চুরি করতে এসে হাতেনাতে ধরা পড়ে গেছে। ডান হাতে পিস্তল, রক্ত ঝরছে আঙুল বেয়ে। গুলি লেগেছে, কিন্তু কোথায়, বোঝা গেল না। বিড়বিড় করে কি সব বলতে বলতে পিস্তল তুলতে শুরু করল সে।

'থামো, শের খান!' লোকটাকে সতর্ক করল ও। 'নইলে গুলি করব আমি। যদি বাঁচতে চাও, ফেলে দাও পিস্তল।'

শুনল না সে, হাত উঠতেই। তাকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মত বদল করার সুযোগ দিল রানা, তারপর গুলি করল হৃৎপিণ্ড লক্ষ্য করে। একই মুহূর্তে খানও গুলি করল,

হবে পেরোয়ার নয়, আগুনের টানে আপনাআপনি বেরিয়ে গেল সেটা। রানার মাথার অনেক ওপর দিয়ে চলে গেল। পরমুহূর্তে হাত-পা ছড়িয়ে আছড়ে পড়ল লোকটা। স্থির হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থাকল ও, তারপর সশব্দে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ঘুরে দাঁড়াল।

[illegible] কোথাও। প্রকৃতির চেহারা দেখে বোঝার উপায়ই নেই এতক্ষণ কী ভয়াবহ তাণ্ডব চলেছে এখানে।

ল্যাম্পের দিকে তাকাল ও। ওটারও কোন চিহ্ন নেই। আগুনে পুড়ে আগেই প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল, বাকিটুকু গেছে বিস্ফোরণের মুখে পড়ে। তাও ভাল প্লেনটা অক্ষত আছে, ভাবল রানা। কথাবার্তার আওয়াজ শুনে মুখ তুলে তাকাল, দেখল ওরা সবাই নেমে আসছে ওটার ফ্লোর থেকে। হ্যারি বেনজামিন রয়েছে সবার আগে।

শের খানের মৃতদেহের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে প্রশ্ন করল সে। 'তোমার কোথাও লাগেনি তো, রানা?'

মাথা নাড়ল ও।

'বাঁচলাম!'

সিলভি পায়ে পায়ে এগিয়ে এল ওর দিকে। মুখে স্বস্তির ও নির্ভরতার হাসি।

***

মৃত্যুর হাতছানি

প্রথম প্রকাশ: ২০০১

এক

হাত-পা ছড়িয়ে গা এলিয়ে দিয়ে বসে আধবোজা চোখে বাইরের দিকে তাকিয়ে [illegible] মেঘের শতসহস্রকর শোভা দেখছে। ধূসর, কালো, সাদা, তামাটে, কমলা, হলদেটে, বেগুনী, ফিরোজা, লাল, সিঁদুরে লাল, আগুনের মত লাল, আরও কত যে তার রং, গুনে শেষ করা যায় না।

চারদিক থেকে হিমালয়ের মত ঘিরে রেখেছে ওরা ইজিপ্ট এয়ারের বোয়িং বিমানটাকে। ঘন ধোঁয়ার মত পাক খাচ্ছে, মোচড় খাচ্ছে, ভয়ঙ্কর জলোচ্ছ্বাসের মত ফণা তুলে তেড়ে আসছে, নিঃশব্দে ভেঙে পড়ছে পুরু কাচের জানালার ওপর। অন্যমনস্ক চোখে দেখছে তো দেখছেই ও, চোখ ফেরাতে পারছে না।

লম্বা ছুটিতে আছে রানা। লন্ডন থেকে আসছে, গন্তব্য উগান্ডা। উদ্দেশ্য লেক ভিক্টোরিয়ায় মাছ ধরা এবং নৌকা ভ্রমণ। কেনিয়া, তানজানিয়া ও উগান্ডার সীমান্তে ওটা, বিশাল লেক। আফ্রিকার সবচেয়ে আকর্ষণীয় জায়গাগুলোর মধ্যে অন্যতম। প্রতিবছর হাজার হাজার দর্শনার্থী আসে ভিক্টোরিয়া লেক দেখতে।

নড়েচড়ে বসতে যাচ্ছিল ও, পাশের খালি সীটে কারও উপস্থিতি টের পেয়ে ঘুরে তাকাল। সেই ছেলেটা। সাত-আট বছরের এক আফ্রিকান, কিন্তু চেহারাটা ভারি মিষ্টি। খাড়া নাক, ঠোঁটজোড়ার গঠনও চমৎকার। বড় বড়, মায়া ভরা চোখ। কফি রঙের খনি। হাসলে টোল পড়ে দু'গালে। সুগঠিত, ঝকঝকে সাদা দাঁত। ওপরের পাটির ডানদিকের স্বদাঁত নেই, নতুন গজাচ্ছে। ওটার কারণে হাসলে বরং আরও বেশি সুন্দর দেখায় ওকে। কোঁকড়া চুল। দামি পোশাক।

পাশের সীটে ফিরে বসল ও সর্বক্ষণের সঙ্গী খেলনাটা কোলের ওপর রেখে। প্রায় ওরই মত মিষ্টি চেহারার তুলতুলে, বড়সড় এক প্যান্ডা ওটা। এতক্ষণে এক মুহূর্তের জন্যেও ওকে জিনিসটা হাতছাড়া করতে দেখেনি রানা, হয় ডান হাতে, নয়তো বাঁ হাতে সারাক্ষণ বুকের সাথে জড়িয়ে ধরেই আছে। চোখাচোখি হতে মনকাড়া এক টুকরো হাসি ফুটল শিশুটির মুখে। জবাবে রানাও হাসল, আদর করে ওর চুল নেড়ে দিল। ঠিক তখনই মাইক্রোফোনে ক্যাপ্টেনের গলা শোনা গেল।

'সম্মানিত যাত্রীবৃন্দের অবগতির জন্য জানাচ্ছি, আর কিছুক্ষণের মধ্যে মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্রের আকাশে প্রবেশ করবে আমাদের বিমান। এই মুহূর্তে চল্লিশ হাজার ফুট উঁচু দিয়ে উড়ে চলেছি আমরা। আমাদের ডানদিকে...'

আরেকবার ওর চুল নেড়ে দিল রানা। মন খারাপ লাগছে। লন্ডন থেকে একসঙ্গে এসেছে ওরা; ব্রিটিশ এয়ারওয়েজে কায়রো এসে ওখান থেকে উঠেছে ইজিপ্ট এয়ারের এই বোয়িংএ। এত দীর্ঘ যাত্রায় অল্প সময় ঘুমিয়েছে ছেলেটা, বেশিরভাগ সময় কোন এয়ার হোস্টেস বা স্টুয়ার্ডের হাত ধরে ঘুরে বেড়িয়েছে প্লেনের সর্বত্র, নয়তো রানার পাশে বসে গল্প করেছে।

এক যাত্রীর মারা গেল এসে ওকেই পছন্দ হয়েছে ছেলেটার, তাই বারবার ঘুরেফিরে এসেছে, এটা-সেটা নিয়ে গল্প করেছে। তারচেয়ে বেশি করেছে প্রশ্ন। [illegible] বিদেশের অনেক [illegible]

মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্রের সম্রাট মাকাসার একমাত্র সন্তান মেশাক। লন্ডনের ওয়েস্ট এন্ডের নামকরা এক স্কুলে পড়ে। বাৎসরিক লম্বা ছুটি ছেলে দেশে কাটাবে বলে মা গিয়েছিলেন ওকে নিয়ে আসতে। মাকাসা ও সম্রাজ্ঞী, ওঁরাও ইংল্যান্ডেই লেখাপড়া করেছেন।

হিথ্রো এয়ারপোর্টে যখন জানা গেল এর ফ্লাইটের যাত্রীদের মধ্যে নকোলো ও তাঁর ছেলে অন্যতম, রানা ভেবেছিল সঙ্গে না জানি কত শত দাসী-বাঁদী আছে। ওরকম ভাবাটাই স্বাভাবিক, কারণ দেশের আকার ফুটবল মাঠের সমান হলেও 'সম্রাট' বলে কথা, তাদের পরিবারবর্গের ঠাট-বাটই অন্যরকম। দেশের বাইরে তো আরও, লোক দেখানোর জন্যে হলেও 'প্রতিনিধি দলের সদস্য' বলে বিশাল বহর নিয়ে চলাফেরায় অভ্যস্ত তারা। খরচের পরোয়া নেই। বিশেষ করে আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের ছোট ছোট দেশের সরকার প্রধানদের বেলায় এই প্রবণতা বেশি দেখা যায়। এশিয়ানরাও কম যায় না।

কিন্তু রানার ভুল ভাঙতে দেরি হলো না। প্লেনে উঠে দেখল চারজন বডিগার্ড ও দুই পরিচারিকা ছাড়া আর কেউ নেই নকোলোর সাথে। খুব বেশি হলে পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়স হবে সম্রাজ্ঞীর। পাঁচ ফুট ছয়ের মত লম্বা, খুবই সুন্দরী। খাস আফ্রিকানদের মধ্যে এমন রূপ কমই দেখা যায়। স্লিম। হালকা গোলাপী গাউনে চমৎকার মানিয়েছে। সম্রাজ্ঞী বলে কোন অহমিকা নেই নকোলোর। বরং উল্টোটা দেখেছে রানা।

যাত্রী অল্প বলে দু'ধারেই ওর পাশের সীটটা খালি ছিল। মেশাক বারবার ওটায় এসে বসছে, ওকে একের পর এক প্রশ্ন করছে দেখে সম্রাজ্ঞী ধরেই নিয়েছিলেন ও বিরক্ত হচ্ছে। দুই পরিচারিকা ও বডিগার্ডরা একে একে ব্যর্থ হতে এক সময় নিজেই উঠে এসেছিলেন তিনি, বিনয়ের সাথে ক্ষমা চেয়ে ছেলেকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু রানা দেয়নি।

'থাকুক না,' জবাব দিয়েছে ও। 'আমার ভাল লাগছে ওর সাথে গল্প করতে।'

ছেলের মতই টোল পড়া মিষ্টি হাসিতে ভরে উঠল মায়ের মুখ। 'বলেন কি! ওর এত বকবকানি ভাল লাগছে আপনার? আমার তো মাথা ধরে যায়।'

মেশাকের চুল এলোমেলো করে দিয়ে মাথা নেড়েছে ও। 'আমার ধরছে না, কারণ আপনার ছেলে যথেষ্ট বুদ্ধিমান। ওর জন্যে বরং সময়টা ভালই কাটল আমার।'

সুদানী আকাশসীমা পেরিয়ে প্রজাতন্ত্রের আকাশে এসে পড়ল বোয়িং, সঙ্গে সঙ্গে সে দেশের জাতীয় সঙ্গীত বেজে উঠল। রাজধানী বাঙ্গুই আর এক ঘণ্টার পথ, দেখতে দেখতে তা-ও ফুরিয়ে গেল। ল্যান্ড করল বোয়িং, লম্বা দৌড় শেষে

টার্মিনাল ভবনের কাছে এসে দাঁড়াল। জায়গাটা ছোট, নিচু। দেখেই বোঝা যায় এখানে আধুনিক সুযোগ-সুবিধে আশা করা বৃথা। বেশিরভাগ আফ্রিকান দেশের মত এ দেশও সবদিক থেকে অনেক পিছিয়ে আছে।

মোটামুটি ২৫ হাজার বর্গমাইলের দেশ মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র। জনসংখ্যা সেই তুলনায় অনেক কম, [illegible] রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে অতীত বহু অবনতি হয়েছে দেশটার। বিভিন্ন উপজাতীয়দের মধ্যে কোন্দল কিছুদিন আগে পর্যন্ত লেগেই থাকত বারো মাস।

বর্তমান সম্রাট ক্ষমতায় আসার পর অনেক কমেছে তা। বেশ কিছু সংস্কারমূলক প্রকল্প হাতে নিয়েছেন মাকাসা, ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে উন্নতির আভাস পাওয়া যাচ্ছে। বহু বছর ধরে জগাখিচুড়ি মার্কা শাসন ব্যবস্থা চলে আসছে এ দেশে—অর্ধেক রাজতান্ত্রিক, অর্ধেক প্রজাতান্ত্রিক। মাকাসা সেটাকেও ভেঙে সাজাতে চাইছেন, পুরোপুরি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু করতে চাইছেন দেশে।

বোয়িং পুরোপুরি থেমে দাঁড়াতে উঠল রানা, বাঁ বগলে সুন্দর করে প্যাক করা বড় এক সুইস ক্যান্ডির প্যাকেট নিয়ে মাঝের আইলে এসে দাঁড়াল। মেশাককে প্রেজেন্ট করবে বলে কায়রো এয়ারপোর্টের ডিউটি ফ্রী শপ থেকে কিনেছিল ওটা।

চীফ স্টুয়ার্ড দরজা খুলে ফেলেছে, বাঙ্গুইর যাত্রীরা নামার জন্যে প্রস্তুত, মাইক্রোফোনের মাধ্যমে ক্যাপ্টেন তাদেরকে বিদায় জানানো সবে শেষ করেছে, ঠিক তখনই অস্বাভাবিক কিছু একটা দেখতে পেয়ে চোখ কোঁচকাল রানা। বাইরে জলপাই রঙের ড্রেস পরা একদল সৈন্য দাঁড়িয়ে আছে, সবার হাতে উদ্যত কারবাইন। তাদের পিছনে একটা খোলা ট্রাক, ওটার সামনে এইমাত্র এসে দাঁড়াল একটা টয়োটা ল্যান্ড ক্রুজার। হুড খোলা। আর্মি! কেন?

দশাসই ফিগারের এক অফিসার নামল ওটা থেকে, তার ভারে কাত হয়েই আবার সোজা হলো জীপ। যাত্রীদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হয়ে গেছে ততক্ষণে, ব্যাপার বুঝতে না পেরে একে অন্যের মুখের দিকে তাকাচ্ছে। চীফ স্টুয়ার্ডকে ঝট করে দু'হাত মাথার ওপর তুলতে দেখল রানা, পিছিয়ে আসছে সে জায়গা ছেড়ে। আতঙ্কে চোখ কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসার জোগাড়।

তার পাশে দাঁড়ানো এয়ার হোস্টেস আঁতকে উঠল, পরমুহূর্তে খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল একটা ছায়া। তারপর আরও একজোড়া। [illegible] দেখা দিল লোকগুলো। প্রথমজন সেই অফিসার, এক ক্যাপ্টেন। সঙ্গে দুই সার্জেন্ট। অফিসারের হাতে পিস্তল, অন্যদের কারবাইন। সামনে থেকে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল আতঙ্কিত হোস্টেস, কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। এক পা বাড়াবার আগেই খপ করে তার ঘাড় চেপে ধরল অফিসার, এক ধাক্কায় সরিয়ে দিল সামনে থেকে। হুমড়ি খেয়ে পড়েই যাচ্ছিল মেয়েটা, সীট ধরে অনেক কষ্টে সামলাল। ব্যাপার বুঝতে না পেরে যাত্রীদের অনেকে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। জমে গেল যে যার জায়গায়।

পরক্ষণে সম্রাজ্ঞীর বডিগার্ডদের লক্ষ্য করে পিস্তল তুলল অফিসার। হুঙ্কার

হাঁকল, 'অস্ত্র সমর্পণ করো একনই। কেউ নায়ক হওয়ার চেষ্টা কোরো না দয়া করে। প্লেন ছিনিয়ে নিয়েছি আমরা। দ্রুত, দ্রুত!'

নেমে পড়ার প্রস্তুতি নিয়ে [illegible] ছিল লোকগুলো, কারও হাতেই কিছু না কিছু [illegible], কাজেই [illegible] ছিল না কারও। তাদের অসহায় দেখে খুশি হলো [illegible]

'ভয় পাওয়ার কিছু নেই, ধীরেসুস্থে যার যার অস্ত্র বের করে মেঝেতে রাখো, তারপর পা দিয়ে ঠেলে দাও এদিকে। হ্যাঁ, সাবধানে।'

নির্দেশটা অক্ষরে অক্ষরে পালিত হলো দেখে আবার হাসল। 'বসে পড়ো এবার, দু'হাত মাথার ওপরে। গুড, দ্যাট'স গুড। যার হাত একচুল নামবে, সঙ্গে সঙ্গে গুলি খেতে হবে তাকে।'

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে প্লেন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এল ক্যাপ্টেন, দুই সার্জেন্টের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকিয়ে সম্রাজ্ঞীর দিকে এগোল দৃঢ় পায়ে। দরজা থেকে পাঁচ সারি পিছনে বসেছেন নকোলে, লোকটাকে আসতে দেখে এক হাতে মেশাককে আঁকড়ে ধরে ভয়ে ভয়ে উঠে দাঁড়ালেন। চেহারা ফ্যাকাসে।

'বসে পড়ুন, হার হাইনেস,' রূঢ় গলায় নির্দেশ দিল ক্যাপ্টেন।

'আ-আস্পর্ধা তো! কি হচ্ছে এসব?' কোনমতে বললেন সম্রাজ্ঞী।

জবাবে পিস্তল দিয়ে তাঁর বুকে গুঁতো মারল অফিসার। 'বসতে বলেছি না?'

কাতরে উঠে সীটের ওপর পড়ে গেলেন নকোলে। ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল মেশাক, প্যাডা ফেলে মাকে ধরার জন্যে এগোল, কিন্তু পৌঁছতে পারল না। ওর ছোট্ট গালে ঠাস করে প্রচণ্ড এক চড় মেরে থামিয়ে দিল ক্যাপ্টেন, ঘাড় ধরে উঁচু করে ছুঁড়ে মারল কয়েক হাত তফাতে। উড়ে গিয়ে বাল্কহেডের ওপর আছড়ে পড়ল মেশাক।

সম্রাজ্ঞী ও তাঁর দুই পরিচারিকা আতঙ্কে চিৎকার করে কেঁদে উঠল। পরিচারিকাদের একজন পিস্তলটার দিকে এগোবার চেষ্টা করতে বাঁ হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে তার নাকমুখ সই করে গায়ের জোরে মারল অফিসার, হুড়মুড় করে পড়ে গেল মেয়েটা, স্কার্ট উঠে উরুর অনেকখানি বেরিয়ে পড়ল। ব্যস্ত হয়ে তাকে শরীর ঢাকতে দেখে হেসে উঠল ক্যাপ্টেন।

'বেশি দরদ দেখাতে এলে পরেরবার আরও বেইজ্জত হতে হবে, মনে রেখো।'

মেশাকের দিকে তাকাল লোকটা। ঘটনার আকস্মিকতা ও ব্যথার রেশ এখনও কাটেনি ওর, ফুঁপিয়ে কাঁদছে। চোখ ভরা পানি নিয়ে তাকিয়ে আছে। শব্দ করে কাঁদতে সাহস পাচ্ছে না। কয়েক মুহূর্ত পর নড়ে উঠল ওর দৃষ্টি, মায়ের ওপর দিয়ে ঘুরে এসে স্থির হলো রানার ওপর।

আর সবার মত রানাও বসে আছে জায়গায়। মেশাকের ঠোঁটের কোণে রক্ত দেখে বুকের মধ্যে অসহ্য রাগ ফেনিয়ে উঠতে শুরু করেছে। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে রেখেছে ও।

ওদিকে প্লেন দখলের বাকি কাজ সেরে ফেলেছে দুই সার্জেন্ট। চীফ স্টুয়ার্ড ও ঘাড় ধাক্কা খাওয়া হোস্টেসকে ককপিটে ঢুকিয়ে দিয়ে দরজা আগলে দাঁড়িয়ে

আছে একজন, পাইলট, কো-পাইলট, সবাইকে আটকে রেখেছে ভেতরে। অন্যজন যাত্রীদের দিকে অস্ত্র ধরে আছে, পিছনদিকের দুয়ারটা পাহারায় রয়েছে সে।

সব দিকটায় আবার চোখ বুলিয়ে সন্তুষ্ট হলো অফিসার, যাত্রীদের দিকে মনোযোগ দিল। সব মিলিয়ে ষাট-পঁয়ষট্টিজন হবে যাত্রী, তার পনেরো-ষোলোজনই এ শ্রেণী। এরা সবাই দাঁড়িয়ে আছে এ মুহূর্তে।

[illegible] বলল সে। 'বাকুইতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমি ক্যাপ্টেন ওগালো ওয়াফু। তবে অভ্যর্থনাটা একটু অস্বাভাবিক ভাবে ঘটল বলে আমার সরকারের তরফ থেকে আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করছি আমি।'

'কোন সরকারের কথা বলছেন আপনি, জানতে পারি?' বলে উঠল রানা। যদিও দরকার ছিল না, যা বোঝার ততক্ষণে বুঝে ফেলেছে। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে লোকটার দিকে। উচ্চতায় ছয় ফুটের সামান্য বেশিই হবে সে। ব্যায়ামপুষ্ট, পেশীবহুল শরীর। মুখটা প্রায় চাঁদের মত গোল। ঠোঁটজোড়া বিশ্রীরকম ফোলা, নিচেরটা ভাঁজ খেয়ে ঝুলে আছে বাইরের দিকে। ভেতরের গোলাপী অংশ দেখলে গা ঘিন ঘিন করে। ওটা ঘনঘন চাটার বদ অভ্যাস আছে লোকটার। 'আমার জানামতে বর্তমানে এ দেশের সরকার প্রধান সম্রাট মাকাসা, আপনি...' ক্যাপ্টেনকে নিঃশব্দে দাঁত বের করতে দেখে থেমে গেল ও।

'আপনার জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি, স্যার,' ব্যঙ্গাত্মক কণ্ঠে বলল লোকটা, 'মাকাসা এখন পাস্ট টেন্স। কয়েক ঘণ্টা আগে [illegible] থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে তাকে। এ মুহূর্তে দেশের ক্ষমতা আমাদের হাতে। কর্নেল ওবাসো বর্তমান সরকারের প্রধান।'

নানারকম বিস্ময়ধ্বনি উঠল যাত্রীদের মধ্যে। রানার চোখ কুঁচকে উঠল। সম্রাজ্ঞীর মুখের ওপর দিয়ে ঘুরে এল দৃষ্টি। এক ফোঁটা রক্তও নেই তাঁর মুখে, ঠোঁট কাঁপছে থরথর করে।

'ক্যু?' প্রশ্ন করল ও। ক্যাপ্টেনকে গর্বিত ভঙ্গিতে মাথা দোলাতে দেখে বলল, 'সম্রাট...?'

'বন্দী। নানা অপকর্মের জন্য খুব শীঘ্রি সামরিক আদালতে বিচার শুরু হবে তার।'

অস্ফুটে ফুঁপিয়ে উঠে সীটের ওপর ঢলে পড়লেন নকোলে, জ্ঞান হারিয়েছেন। সেদিকে এক নজর তাকিয়ে হতাশ ভঙ্গিতে শ্রাগ করল ক্যাপ্টেন। 'মেয়েমানুষ!'

'ওহ, শিট!' মৃদু গলায় বলল এক আমেরিকান। 'দ্য গ্রেট হুইল...'

ঝট করে ঘুরে তাকাল ক্যাপ্টেন, ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে মন্তব্যকারীকে খুঁজছে। 'কে বললেন কথাটা? দ্য গ্রেট হুইল হোয়াইট, স্যার?'

সাড়া নেই। কেউ নড়ছে না। খানিক অপেক্ষা করে মাথা দোলাল লোকটা। 'সাধারণ যাত্রীদের ব্যাপারে আমরা আগ্রহী নই, তাদের সাথে কোন শত্রুতাও নেই আমাদের। আমরা চাই আপনারা নিরাপদে যার যার গন্তব্যে পৌঁছান। কাজেই দয়া করে কেউ এমন কিছু করবেন না বা বলবেন না যাতে অন্যরকম পদক্ষেপ নিতে হয় আমাকে। রূঢ় আচরণ করতে হয়।'

'ঊর্মিলাকেই যথেষ্ট ভয় আতঙ্কিত করেছেন আপনি এমনিতেই,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'অহেতুক বাচ্চাটাকে নির্দয়ের মত মেরেছেন। কাজটা না করলেও পারতেন।'

শাসমনার ভঙ্গিতে সামনে [illegible] বলল। 'আমি [illegible] কি আচরণ করব, তা সম্পূর্ণ আমার নিজস্ব ব্যাপার। [illegible] অনাকাঙ্ক্ষিত চেষ্টাও শুরু করুন না।'

টেটি হাটন লোকটা, যাত্রীদের সবার দিকে তাকাল একে একে, তার বক্তব্য প্রত্যেকে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে কি না বোঝার চেষ্টা করল। পেরেছে মনে হতে সন্তুষ্ট হয়ে আবার ওর ওপর নজর দিল। 'আপনি কোন্‌দেশী?'

'বাংলাদেশী।'

'কি করেন, পেশা কি?'

'সাংবাদিকতা, লন্ডন ক্রনিক্যালের ফরেন করেসপনডেন্ট,' বলল ও। যদিও ধাপ্পা, কিন্তু ধরার উপায় নেই। বরং যদি কেউ সত্যতা যাচাই করতে যায়, রানার দাবিই প্রতিষ্ঠিত হবে।

পথে বের হলে সঙ্গে একগাদা পরিচয়পত্র রাখে রানা, সমস্যা দেখলে যখন যেটায় সুবিধে, সেটার ওপর ভর করে। ওগুলোর প্রায় সবই ভুয়া, কিন্তু তা প্রমাণ করতে পারবে না কেউ। কারণ প্রতিটা পরিচয়ের ভিজিটিং কার্ড আলাদা হলেও ওগুলোর ফোন নাম্বার একই, লন্ডন রানা এজেন্সির। কেউ যদি ওর পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হতে ফোন করে, মিনিটের মধ্যে 'সঠিক' জবাব পেয়ে যাবে।

কার্ডগুলোর কয়েকটা যদি একসাথে কারও হাতে পড়ে এবং সে যদি ফোন নাম্বারগুলো খুঁটিয়ে দেখে, তাহলেই কেবল জারিজুরি ফাঁস হওয়ার আশঙ্কা আছে, নইলে নয়। এই জন্যে মাসুদ রানা ব্রীফকেসের গোপন চেম্বারে রাখে ওগুলো, একটা একটা করে বের করে।

'আই সী!' অন্যমনস্ক চেহারায় বলল অফিসার। আবার টেটি হাটন। 'তা এদিকে কেন এসেছেন? যাবেন কোথায়?'

'এবার কিন্তু নসিহত ভুলে আপনিই অনধিকার চর্চা শুরু করেছেন,' একই রকম শান্ত গলায় বলল রানা। 'ওটা সম্পূর্ণ আমার নিজস্ব ব্যাপার।'

টানা তিরিশ সেকেন্ড একভাবে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল লোকটা, চেহারা দেখে মনের অবস্থা বোঝার উপায় নেই। প্রত্যুত্তরে কিছু বলার জন্যে মুখ খুলতে যাচ্ছিল, তখনই জ্ঞান ফিরল সম্রাজ্ঞীর। সোজা হয়ে বসলেন তিনি, অফিসারের রক্তচক্ষুর তোয়াক্কা না করে উঠে গিয়ে ছেলেকে কোলে তুলে নিলেন। বাধা দিতে যাচ্ছিল লোকটা, কিন্তু শেষ মুহূর্তে মত পাল্টাল। 'বসে পড়ুন সীটে।'

পাত্তা দিলেন না নাকোলে, রুমাল বের করে মেশার্কের ঠোঁটের রক্ত মুছতে লাগলেন। তাঁর ধীরস্থির ভঙ্গি দেখে মেজাজ চড়ে গেল ক্যাপ্টেনের, কড়া মিলিটারি মার্কা ধমক মেরে বলল, 'বসুন বলছি!'

চমকে উঠে মাকে আঁকড়ে ধরল মেশার্ক, ফ্যালফ্যাল করে পাহাড় সদৃশ লোকটার দিকে তাকিয়ে থাকল। ভয়ে সিঁটিয়ে আছে। ওর অবস্থা দেখে মাথায়

মধ্যে আগুন জ্বলছে রানার, কিন্তু এ মুহূর্তে ও নিজেই অসহায়, কিছু করার নেই। বসলেন না নাকোলে, প্রাথমিক ধাক্কা সামলে নিয়ে রুখে দাঁড়ালেন।

'ভদ্রভাবে কথা বলুন,' পাল্টা ধমকে উঠলেন তিনি। 'আমি আপনার জুনিয়র অফিসার নই।'

[illegible]

ভাঙতে উঠে যাচ্ছে দেখে আড়াআড়ি সীট থেকে লাফ দিল রানা, একদম সময়মত পৌঁছে গেল দু'জনের মাঝখানে। বাঁ হাতে ঠেকিয়ে দিল চড়টা।

রাগে অন্ধ হয়ে গেল ওমারু, অন্য হাতে ভয়ঙ্কর এক ঘুসি ছুঁড়ল ওর মুখ লক্ষ্য করে। লাগলে নিঃসন্দেহে নাকমুখ সমান হয়ে যেত রানার, কিন্তু লাগল না। ঝট করে মুখ সরিয়ে ঘুসিটাকে চোয়াল ঘেঁষে এগিয়ে যেতে দিল ও, পরক্ষণে বজ্র মুঠোয় চেপে ধরল তার চওড়া কব্জি।

'ভুল করছেন, অফিসার,' ওই অবস্থায়ই বলল। 'বিদেশীদের চোখের সামনে আপনার এমন আচরণ ঠিক হচ্ছে না। এতে কেবল সম্রাজ্ঞীর নয়, আপনারও সম্মান নষ্ট হচ্ছে। দেশেরও সম্মান নষ্ট হচ্ছে।'

'ঠিকই বলেছেন উনি,' এক বয়স্ক যাত্রী এগিয়ে এসে বলল। ছাপদাড়িওয়ালা ছোটখাট মানুষ, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। মুখে পাইপ। 'আপনার সংযত আচরণ করা উচিত, অফিসার। ভাই না ওয়ে, আমার জানামতে দেশে এমন কোন সংকট ছিল না যাতে সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা দখল করার মত পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে। সম্রাট মাতাসারে সরকার ভালই কাজ করছিল, তবু কেন...'

ক্যাপ্টেনের ক্ষিপ্ত চাউনি দেখে থেমে গেল প্রফেসর। তার দিকে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত পিষে বলল সে, 'আগেই বলেছি কেউ এমন কিছু করবেন না বলবেন না যাতে আমাকে অন্যরকম পদক্ষেপ নিতে হয়। মনে হচ্ছে তা কানে যায়নি। ঠিক আছে, আরেকবার বলছি, শুনুন।'

'দরকার নেই,' বাধা দিল পাইপধারী। 'খুব মনে আছে কি বলেছেন আপনি। কিন্তু এটাই বা কেমন কথা যে আপনি সবার সাথে দুর্ব্যবহার করবেন, অথচ কেউ কিছু বলতে পারবে না?'

হতাশ ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল ক্যাপ্টেন। 'আপনি কে?'

'ইনেরি মকিনি। বাম্বুই ভার্সিটির রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রফেসর।'

'সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে অনাস্থা জ্ঞাপনের অভিযোগে গ্রেফতার করা হলো আপনাকে। সার্জেন্ট, একে বাইরে নিয়ে যাও।'

'এক মিনিট, ক্যাপ্টেন,' প্রফেসরের পিছন থেকে এক যুবক বলে উঠল। চোখে পুরু কাঁচের চশমা তার, প্রতিভাবানের মত চেহারা। 'আমি এঁর ছাত্র, এঁকে অ্যারেস্ট করলে আমাকেও করতে হবে। কারণ আমারও সামরিক সরকারের ওপর আস্থা নেই।'

'আমারও নেই,' দীর্ঘদেহী, হ্যাংলামত আরেক যুবক হাত তুলে ক্যাপ্টেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। 'আমরা বুঝতে পারছি কেন অভ্যুত্থান ঘটানো হয়েছে। সম্রাট দেশকে পুরোপুরি প্রজাতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নিয়ে যেতে চাইছেন, কিন্তু সেনাবাহিনীর

তা পছন্দ নয়। সিভিল সরকারের অধীনে কাজ করতে রাজি নয় তারা। সেজন্যেই এই নাটক শুরু হয়েছে। মাকাদা দুর্নীতিগ্রস্ত মন, আমরা খুব ভাল জানি তা।'

'ঠিকই বলেছেন আপনি,' চড়া গলায় সমর্থন জানাল এক যুবতী। 'আমাদের মত গরীব দেশের জন্যে যা উপযুক্ত, মাকাদা তাই করছিলেন। নিজেদের [illegible] করতে এরা তাঁকে সরিয়ে দিয়েছে ক্ষমতা থেকে। [illegible] প্রধান হিসেবে? তিনি কোথায়?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ!' একযোগে আরও তিন-চারজন বলে উঠল। সবাই উত্তেজিত। 'কোথায় জেনারেল ইনউরী? কোন কর্নেলের নেতৃত্ব আমরা মানি না। আপনাকেও মানি না।'

'সম্রাজ্ঞীর সাথে আপনার দুর্ব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি আমরা,' বলল প্রফেসর। 'তাঁর বাচ্চার গায়ে হাত তোলারও অন্যায় করেছেন আপনি। এদের সাথে চরম অশোভন আচরণ করে বিদেশী যাত্রীদের সামনে দেশের মুখ হাসিয়েছেন।'

টানা বোমাবর্ষণের মত এমন আক্রমণের জন্যে একেবারেই প্রস্তুত ছিল না ক্যাপ্টেন। প্রথমে কয়েক মুহূর্ত অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে বিদ্রোহীদের দেখল সে, তারপর রাগে কেঁপে উঠতে লাগল। দেখতে দেখতে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল গোল মুখটা, ঘন ঘন ঠোঁট চাটছে। ব্যাটার মনের অবস্থা টের পেয়ে মনে মনে প্রমাদ গুনল রানা। ভয়ও পেল। কোণঠাসা আহত পশুর মত হিংস্র হয়ে উঠেছে ওমারু, যা-তা কাণ্ড ঘটিয়ে বসতে পারে।

ভাবতে না ভাবতেই ওর আশঙ্কা সত্যি হলো। দরজার দিকে ঘুরে বাইরে অপেক্ষমাণ সৈনিকদের উদ্দেশে হাঁক ছাড়ল ক্যাপ্টেন, পরক্ষণে অসংখ্য বুটজুতোর আওয়াজ উঠল টারম্যাকে। হুড়মুড় করে ছুটে আসছে কয়েকজন সৈন্য। 'বিদেশী যাত্রীরা পিছনে সরে যান!' চড়া গলায় নির্দেশ দিল সে। 'বিদেশীরা পিছিয়ে যান, প্লীজ!'

ঝড়ের গতিতে ভেতরে ঢুকে পড়ল সেনারা, তৎক্ষণাৎ আতঙ্কিত চিৎকার শুরু হয়ে গেছে যাত্রীদের মধ্যে। কম করেও চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশজন যাত্রী নানান ভাষায় চিৎকার করছে, নিরাপত্তার খোঁজে ছোটাছুটি করছে ইঁদুরের মত। মেয়েদের কান্নায় ভারী হয়ে উঠল কেবিনের পরিবেশ। রানা নড়ল না, সম্রাজ্ঞীর পাশে দাঁড়িয়ে থাকল। ব্যাপারটা খেয়াল করল ওমারু, কিন্তু কিছু বলল না। তার নির্দেশে কারবাইন কাঁধে ঝোলাল সৈন্যরা, কোমরের বেল্টে ঝোলানো দেড় ফুট লম্বা ব্যাটন তুলে নিল হাতে। চক চক করছে ওগুলো।

'কাজটা ঠিক হচ্ছে না, ক্যাপ্টেন,' পাশ থেকে মৃদু গলায় বলল রানা। 'ইন্টারন্যাশনাল স্ক্যান্ডাল...'

চড়টা আসতে ঠিকই দেখল ও, কিন্তু এত দ্রুত এল যে ঠেকাবার সময় পেল না। বিদ্যুৎ গতিতে বাঁ হাত চালাল ওমারু, ওর গালে তার ঠোঁটের কোনায় পড়ল চড়টা, এত জোরে আওয়াজ হলো যে চমকে উঠল সবাই। মাথা চক্কর খেয়ে উঠল রানার, তাল হারিয়ে এক পা পিছিয়ে এল। হয়তো পড়েই যেত, শেষ মুহূর্তে

সামলে নিল একটা সীট আঁকড়ে ধরে। ঠোঁট চাটতে গিয়ে জিভে রক্তের স্বাদ পেল।

সব রাগ রানার ওপর গিয়ে পড়ল ক্যাপ্টেনের, কারণ বিদ্রোহের সূত্রপাত [illegible] এক পা এগিয়েও এসেছিল, কিন্তু কি ভেবে থেমে গেল শেষ পর্যন্ত। 'সাবধান!' [illegible] 'তোমার হিসেব একটু পরে মেটাচ্ছি।'

[illegible] 'প্যাসেঞ্জারস' লিস্টটা নিয়ে এসো।'

মুহূর্তের মধ্যে দু'হাত হয়ে তার হাতে পৌঁছল এক শীট কাগজ, ওটা পড়ে এদেশী যাত্রীদের নামের পাশে টিক চিহ্ন দিল সে। তারপর মুখ তুলল। বিদেশী যাত্রীদের হুড়োহুড়ি থেমে গেছে তখন, সবাই প্লেনের লেজের কাছে গিয়ে ভয়ে ভয়ে এদিকে তাকিয়ে কি ঘটে দেখার অপেক্ষায় আছে।

'বেনাবো সীভ!' বলল ক্যাপ্টেন। 'কে, হাত তুলুন।'

এক যুবক হাত তুলল। একটু আগে অন্যদের সাথে তাল মিলিয়ে ওমারুর আচরণের বিরুদ্ধে একেও মৃদু প্রতিবাদ জানাতে দেখেছে রানা। এ মুহূর্তে মুখ শুকনো। অবস্থা দেখে ভয় পেয়ে গেছে।

'সামনে এসো, ওখানে দাঁড়াও।'

নীরবে নির্দেশ পালন করল সে। কয়েক পা এগিয়ে দুই সারি সীটের মধ্যে ঢুকে দাঁড়িয়ে থাকল।

'কাউই জিগান!

'মাগাইকা ভান!

'ওতালা রেক!

'আগাতি মোসি! ...'

একে একে নয় জনের নাম ঘোষণা করল ক্যাপ্টেন। তার মধ্যে পাঁচ যুবক ও এক যুবতী আছে। অন্যদের বয়স পঁয়তাল্লিশ থেকে ষাটের মধ্যে। প্রফেসর মকিনি বয়সে সবার বড়। সম্রাজ্ঞীর চার বডিগার্ডকেও ভিড়িয়ে দেয়া হলো তাদের সাথে। দলটার সামনে-পিছনে অবস্থান নিতে বলা হলো ব্যাটনধারী সৈন্যদের। প্লেনের মাঝামাঝি অংশ থেকে সামনেরটুকু আলাদা করে ফেলল ওরা।

এরমধ্যে বেশ খানিকটা সময় পেরিয়ে যাওয়ায় মেজাজ খানিকটা শান্ত হয়েছে ওমারুর। তালিকা ফিরিয়ে দিয়ে ইউনিফর্মের আস্তিনে কপালের ঘাম মুছে ঠোঁট চাটল সে। 'তারপর, প্রফেসর সাহেব। একটু আগে সামরিক সরকারের ব্যাপারে যে মনোভাব আপনার ছিল, এতক্ষণে তা নিশ্চয়ই উবে গেছে?'

'একদম না,' জবাব নয়, যেন ঠাস করে চড় মেরে বসল প্রফেসর। 'বরং আরও দৃঢ় হয়েছে।'

তার সঙ্গে অন্যরাও মাথা দুলিয়ে সায় দিচ্ছে দেখে আক্কেল হয়ে গেল রানা। ভাবতে লাগল, বুকের পাটা কত মজবুত হলে এরকম অবস্থায়ও মানুষ ভয়-ডর গিলে খেয়ে ফেলতে পারে। কিন্তু ভাবনাটা শেষ হলো না, গলার পুরো শক্তি এক করে চিৎকার করে উঠল ওমারু, 'বুবেকো! চার্জ!'

আলো লেগে চক চক করে উঠল অসংখ্য ব্যাটন, শুরু হয়ে গেল নির্দয় মার।

বৃষ্টির মত পটাপট বাড়ি, সঙ্গে কিল-চড়, ঘুসি বুটের লাথি সমানে চলতে লাগল দর্শনীয় [illegible], নতুন করে আর্তচিৎকার ও কান্নার আওয়াজে আবার ভারী হয়ে উঠল [illegible] ঘুরে দাঁড়িয়ে থাবা চালাল মেশাককে ধরার জন্যে। এক হাতে ধরে হ্যাঁচকা টানে মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে আনল ওকে। ভয়ে চিৎকার করে কেঁদে উঠল ছেলেটা। [illegible]

দু'হাত বাড়িয়ে উন্মাদিনীর মত ক্যাপ্টেনের দিকে ছুটে গেলেন সম্রাজ্ঞী, কিন্তু তিন পা ফেলার আগেই তার লাথি খেয়ে পিছিয়ে আসতে হলো। 'ধরো হারামজাদীকে!'

প্রথম দুই সার্জেন্টের একজনকে বলল ক্যাপ্টেন, কিন্তু রানা আগেই ধরে ফেলল বেসামাল লোকটাকে, নিজের পিছনে, দুই সারি সীটের মাঝে দেয়াল ঘেঁষে বসিয়ে দিল। একই মুহূর্তে ওমারুর হাত থেকে ছোঁ মেরে মেশাককেও তুলে নিল। মহাতাজ্জব হয়ে ঘুরে তাকাল ওমারু। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে অসহ্য রাগে অনেকটা অধিক শোকে পাথরের মত হয়ে গেল, কি করবে ভেবে পেল না কয়েক মুহূর্ত।

এই সুযোগে ছেলেটাকে মায়ের কোলে তুলে দিল রানা। ভেতরে ঢোকার পথ আগলে ঘুরে দাঁড়িয়ে ক্যাপ্টেনের মুখোমুখি হলো। স্থির, অবিচল। যে কোন পরিস্থিতির জন্যে প্রস্তুত। 'সরি, অফিসার,' শান্ত গলায় বলল। 'ওদেরকে পেতে হলে আপনাকে আমার লাশের ওপর দিয়ে যেতে হবে।'

খাপ্পা করে কোমরে গোঁজা পিস্তল বের করল ওমারু, এক পা এগিয়ে দাঁতে দাঁত পিষে বলল, 'কুত্তার বাচ্চা!'

'কিছু করার আগে ভাল করে ভেবে দেখুন,' রানা নির্বিকার। 'তাতে নিজেরই উপকার করা হবে। প্লেনে প্রচুর বিদেশী যাত্রী আছে, লাঠি-গুলির ভয় দেখিয়ে দেশী যাত্রীদের হয়তো দমন করতে পারবেন আপনি, কিন্তু অন্যদের? এই প্লেন কাম্পালা পৌঁছলে কি ঘটবে ভেবে দেখেছেন? আপনাদের সামরিক সরকার এমনিতেই কারও সমর্থন পাবে বলে মনে হয় না, তারওপর এই ঘটনা প্রেস জানলে কর্নেল ওবাম্বো আপনার ওপর অসন্তুষ্ট হতে পারেন...'

মেয়েকণ্ঠের চিৎকারে ঘুরে তাকাল রানা। বিদ্রোহীদের দলের একমাত্র মেয়েটাকে জোরে ফেলে বেদম পেটাচ্ছে এক সৈনিক, আরেকজন টেনে-হিঁচড়ে তার ব্লাউজ ছিঁড়ে ফেলেছে কয়েক জায়গায়, দেহের যত্রতত্র হাত বোলাচ্ছে পৈশাচিক উল্লাসে।

'এসব বন্ধ করুন, ক্যাপ্টেন। প্লীজ!'

ওর আবেদনে কান দিল না ওমারু। 'সরে এসো!' দাঁত মুখ খিঁচাল সে। 'জান চাও তো সরে এসো, আমাকে আমার কাজ করতে দাও।'

দৃঢ় ভঙ্গিতে মাথা দোলাল ও। 'না।'

'সরো!'

'না।'

চেহারা দ্রুত বদলে যেতে লাগল ক্যাপ্টেনের, কালো মুখ রাগে তামাটে রং

ধারণ করল। ঠোঁট চাটল ঘন ঘন। 'শেষবারের মত বলছি,' অস্বাভাবিক গলায় বলল সে। 'বাঁচতে চাও তো সরে যাও সামনে থেকে।'

[illegible] হাত নাড়ল রানা ধীরে।

পিস্তল কোমরে গুঁজে [illegible] এক ঘুসো হাঁক ছাড়ল ওমারু, তারপর ক্ষ্যাপা [illegible] মত ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর। বাধা দিল না রানা, কারণ এখন [illegible] পড়ে যাবে ক্যাপ্টেনের, কিন্তু হলো না তা। মেরেই চলল লোকটা।

দাঁতে দাঁত চেপে কোনমতে মিনিট চারেক সহ্য করল ও, তারপর জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল। ততক্ষণে চেহারা-সুরত পাল্টে অন্যরকম হয়ে গেছে। রক্তে সারামুখ ও বুকের কাছে শার্ট ভিজে একাকার।

দুই

ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে এল রানার। অস্ফুটে ককিয়ে উঠল, চোখের পাতা ও গাল কুঁচকে উঠল। এক হাত আপনাআপনি মাথার দিকে এগোল, কিন্তু পৌঁছতে পারল না, মাঝপথে পড়ে গেল। আরেকবার ককিয়ে উঠে চোখ মেলল ও, কিন্তু প্রথমে কয়েক মুহূর্ত অন্ধকার ছাড়া কিছু দেখতে পেল না।

কথা বলছে কারা যেন, গোঙাচ্ছে কেউ কেউ। অন্ধকার কেটে যেতে চিত হওয়ার চেষ্টা করল ও, অমনি বিদ্যুৎ প্রবাহের মত তীব্র ব্যথার ঢেউ খেলে গেল সারাদেহে। আবারও একটা কাতর ধ্বনি বেরিয়ে এল বুক ঠেলে।

প্রচণ্ড যন্ত্রণায় মাথা ছিঁড়ে পড়ার দশা। প্রায় একই অবস্থা ঘাড়ের, আড়ষ্ট হয়ে আছে। দপ্ দপ্ করছে। হঠাৎ করে চোখের সামনে থেকে অন্ধকার দূর হয়ে যেতে বুঝল, আগেরবার আসলে কল্পনায় চোখ মেলেছিল ও, বাস্তবে নয়। প্রথমেই চোখ পড়ল মেশাকের ওপর। মেঝেতে মায়ের কোলে বসে বড় বড় চোখ মেলে ওর দিকেই তাকিয়ে আছে, দু'হাতে বুকের সাথে ধরা প্যান্ডা।

রানাকে চোখ মেলতে দেখে মুখ তুলে মার দিকে তাকিয়ে হাসল ছেলেটা। কিন্তু সেই প্রাণখোলা ভাবটা নেই আগের, আড়ষ্ট। দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে ছিলেন সম্রাজ্ঞী, তাঁর চোখেও স্বস্তি ফুটতে দেখল রানা।

'গড, ম্যান! আমরা ভয় পাচ্ছিলাম আপনার ঘুম কোনদিন হয়তো ভাঙবে না ভেবে।'

পায়ের দিকে তাকাতে প্রফেসর মফিনিকে দেখতে পেল ও। চোখাচোখি হতে ঝুঁকিয়ে ঝুঁকিয়ে এগিয়ে এল লোকটা, ওর মুখের ওপর ঝুঁকে দাঁড়াল। 'কেমন বোধ করছেন এখন?'

মাথা নেড়ে 'ভাল' বলতে যাচ্ছিল রানা, সঙ্গে সঙ্গে খচ্ করে লাগল ঘাড়ে। দাঁতে দাঁত পিষে সহ্য করে নিল কোনরকমে। ঝাপসা চোখে দেখল আরও কয়েকজন এসে দাঁড়িয়েছে প্রফেসরের পাশে। মুখগুলো চিনতে পারল ও, যদিও কারও চেহারাই এখন আর দর্শনযোগ্য নেই।

এখানে-ওখানে রক্ত জমে আছে, কারও নাকমুখ ফুলে বিকৃত হয়ে আছে, কারও বা এক চোখ খোলা, আবার কারও ঠোঁট কেটে দু'ভাগ, মোটকথা সব মিলিয়ে করুণ অবস্থা।

'এটা কোন জায়গা?' বলতে চাইল রানা, কিন্তু গলা দিয়ে কি বেরোল নিজেই বুঝল না।

[illegible]

আরেকবার মুখ খোলার ব্যর্থ চেষ্টা করল ও। উঠে বসার চেষ্টা করল, কিন্তু ঘাড়ে টান পড়াতে আবার শুয়ে পড়তে বাধ্য হলো।

'উঠবেন না,' সম্রাজ্ঞী বললেন। 'আরেকটু শুয়ে থাকুন।'

'সেই ভাল,' প্রফেসর সায় দিল। 'যে রকম পিটিয়েছে হারামজাদা, তাতে আপনি বলে এখনও দম নিচ্ছেন। অন্য কেউ হলে কি হত ঈশ্বর জানেন!'

কারও নিষেধে কান না দিয়ে ধস্তাধস্তি করে উঠে বসল ও। ধীরে ধীরে মাথা ডানে-বাঁয়ে, ওপর-নিচ করল কয়েকবার, তারপর দ্রুত। কাজ হলো, ঘাড়ের আড়ষ্ট ভাবটা কেটে যেতে লাগল, টনটনে ব্যথাটাও একটু যেন কমল। ওটা সেরে হাত-পা নেড়েচেড়ে দেখল রানা—প্রচণ্ড ব্যথা। তবে এদিকের কথা হাড়গোড় সব আস্তই আছে এখনও। ভাঙেনি।

কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে চারদিকে নজর বুলিয়ে নিল। আয়তাকার, অনুমান বিশ বাই ত্রিশ ফুট এক রুমে আছে ওরা, প্রফেসরসহ সেই নয়জন। আর আছেন সম্রাজ্ঞী নাকোলে, মেশাক এবং ওদের দুই পরিচারিকা। কিন্তু গার্ডিয়ানরা নেই। হয়তো ধরে নিয়ে গেছে ওমাক। এতক্ষণে হয়তো মেরেও ফেলেছে। রুমটা দেখলে স্টোররুম ধরনের কিছু মনে হয়। ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু কোন জানালা নেই। দুটো দরজা, দুটোই বন্ধ। কেমন এক বোটকা গন্ধ ভাসছে বাতাসে। গুমোট পরিবেশ। ওদের মালপত্র এক কোনায় স্তূপ করা আছে দেখল রানা।

ওকে উঠে বসতে দেখে মেশাক মুখ তুলে মায়ের দিকে তাকাল, কেঁদে কি যেন বলল। মাথা নাড়লেন নাকোলে, একভাবে রানার দিকে তাকিয়ে আছেন। চাউনিতে নীরব কৃতজ্ঞতা।

অন্যদের দেখল রানা, সবাই মেঝেতে শুয়ে-বসে আছে। কারণ একটা টেবিল বা চেয়ারও নেই রুমে। মেঝে অপরিচ্ছন্ন, ধুলো জমে আছে পুরু হয়ে। চোখাচোখি হতে সম্রাজ্ঞীর মুখে স্বস্তি ফুটতে দেখল ও, মেশাক এক টুকরো আড়ষ্ট হাসি দিল। রানাও হাসল।

'কোথায় আছি আমরা?' ভোলা ব্যাঙের মত কর্কশ গলায় প্রশ্ন করল ও। 'এটা কোন জায়গা?'

'টার্মিনাস ভবনেই,' প্রফেসর বলল। করুণ অবস্থা বুড়োর। কপাল কেটে গেছে, ডান চোখের নিচেও একটা ক্ষত। ফুলে আছে ওটা, পাতা প্রায় বন্ধ। ঠোঁট নিচেরটা মাঝখান থেকে দু'ফাঁক হয়ে আছে। এখানে-ওখানে রক্ত জমাট বেঁধে এমন অবস্থা, চেহারা চেনার তেমন উপায়ই নেই। তারওপর ডান পায়েও বেশ লেগেছে, ঠিকমত হাঁটতে পারছে না। প্রতি পদক্ষেপে মুখ দিয়ে গোঙানি বেরিয়ে

আসছে। 'কোন স্টোররুম হবে বোধহয়।'

হাতঘড়িতে চোখ বুলিয়ে দীর্ঘশ্বাস চাপল রানা। গেছে ওটা। ওর পক্ষ [illegible] আফসোস হলো রানার। 'কটা বাজে? রাত হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ,' চেহারা বিকৃত করে বলল [illegible]।'

[illegible]

'ওমাক কোথায়?'

'আমি? সন্ধের পর শহরে ফিরে গেছে। রাতে আবার আসবে বলে গেছে ওমাক।' দাঁতে দাঁত চাপল বৃদ্ধ। 'কুত্তার বাচ্চা!'

মার কোল থেকে উঠে পড়ল মেশাক, এক হাতে সর্বক্ষণের সঙ্গী পুতুলটাকে বগলদাবা করে পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে ওর কাছে দাঁড়াল। ফুলে নীল হয়ে আছে ওর বাঁ চোয়াল [illegible]।

'আঙ্কেল!' একটু ইতস্তত করে ডাকল ও। 'ব্যথা হচ্ছে?'

'হ্যালো, ফ্রেন্ড!' মৃদু হেসে মাথা নাড়ল রানা, ওর চোয়ালের কাটায় আঙুল বোলাল। 'অনেক লেগেছে?'

'তখন খুব লেগেছিল। এখনও একটু একটু ব্যথা আছে।' সামান্য বিরতি দিল মেশাক। 'ওই লোকটা খুব খারাপ, শুধু শুধু তোমাকে মেরেছে। অনেক মেরেছে।'

ওর চুল নেড়ে দিল রানা। 'তোমাদেরকেও মেরেছে?'

মাথা নাড়ল মেশাক। 'তুমি অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার পর...' থেমে চোখ তুলে মাকে দেখল।

'ছোট্ট শিশু!' পাশ থেকে সহানুভূতির গলায় প্রফেসর বলল। 'আজকের ঘটনা গভীর দাগ ফেলেছে ওর মনে।'

'কি ঘটেছে আমি অজ্ঞান হওয়ার পর?'

ওর গা ঘেঁষে বসল ছেলেটা। 'খুব বাজে বাজে গাল দিয়েছে তোমাকে।'

'আর?'

'মাকে চুল ধরে...'

'মেশাক!' বাধা দিলেন নাকোলে।

তাঁর চোখে পানি দেখল রানা। দেখল তাঁর চুল এলোমেলো, উষ্কখুষ্ক। নিশ্চয়ই ক্যাপ্টেনের কাজ। প্রচুর চুল হারাতে হয়েছে সম্রাজ্ঞীকে। কাঁধে, গোলাপী গাউনে তার অনেক নমুনা ছড়িয়ে আছে।

'বলতে দিন। ওর মনের কষ্ট কমবে তাতে। তারপর কি, আঙ্কেল?'

'মার চুল ধরে টানাটানি করেছে, লাথি মেরেছে। অনেক নোংরা নোংরা গালিও দিয়েছে মাকে আর বাবাকে। ওদেরকেও খুব মেরেছে,' হাত তুলে মার পাশে বসা দুই পরিচারিকাকে দেখাল।

ওদের দেখল রানা। একজনের অবস্থা সুবিধের মনে হলো না। মুখ ফুলে বেলুন হয়ে আছে, এক চোখ বন্ধ। কালশিটে পড়েছে ওটাকে ঘিরে। সম্রাজ্ঞীর সমবয়সী অথবা দুই-এক বছরের ছোট হবে মেয়েটি। মেশাককে ধরতে গিয়ে এই মেয়েই ওমাকের চড় খেয়েছিল। অন্যজনের বয়স পঁয়ত্রিশের মত, ভারী দেহ।

'আমার ব্রেককেও লাশি মেরেছে ও।'

বিস্মিত হলো রানা। 'ব্রেক!'

'হ্যাঁ,' পাকুলটা তুলে দেখাল মেশাক। 'ছড়ো [illegible] এই যে, এইক...'

'ওহহো, দুঃখিত। ভুলে গিয়েছিলাম,' ওর দেবাদোষ নিয়েও পুরুষটার মাথায় হাত বোলাল একটু। 'ওকেও মেরেছে? খুব খারাপ কথা। আচ্ছা, আমার দেখা হলে এ [illegible]'

'না, হুজুর!' চোখ বড় বড় করে তাকাল মেশাক। 'লোকটার কাছে বন্দুক আছে। একা দিলে আবার যদি প্রাণ করে!'

'সে তখন দেখা যাবে,' রানা বলল। 'এখন তুমি মার কাছে যাও, আমি এই আংকেলের সাথে কথা বলব, কেমন?'

মাথা দুলিয়ে উঠে পড়ল ও, প্যাণ্ডার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে চলে গেল। কি যেন বলছে বিড়বিড় করে, ওটাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে হয়তো। এদিকে হঠাৎ কি মনে হতে একটু ব্যস্ত হয়ে উঠল রানা, বাবেক দফা কসরৎ করে উঠে দাঁড়াল।

'কি হলো?' বলল মর্কিনি। 'উঠছেন কেন?'

'আমার ব্রীফকেস আছে ওর মধ্যে?' খুতনি উঁচু করে স্তূপটা দেখাল।

'হ্যাঁ, কেন?'

'বসুন। আসছি আমি,' খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সেদিকে এগোল ও। আঠারো জোড়া চোখ সেঁটে থাকল ওর ওপর। কাঁই করতে হলো না। ওপরের দিকেই ছিল ব্রীফকেসটা। মেঝেতে রেখে ওটার ডালা খুলল রানা, তারপর নিচের ফলস তেঁথে খুলে কটপট্ পাসপোর্ট ও আইডি কার্ড অদল-বদল করে নিল। সাধারণটা রেখে সাংবাদিক পরিচয়েরটা বের করে নিল। দুটো এক্সট্রা ক্লিপ সহ ওর প্রিয় অস্ত্র ওয়ালথারটাও ওখানেই আছে।

ইচ্ছে থাকলেও বের করল না রানা। থাকুক আপাতত, দরকার নেই বের করার। তাতে সমস্যা হবে। ওমাক ওকে সার্চ করেনি বলে মনে মনে ধন্যবাদ জানাল লোকটাকে। করলে ওর সাংবাদিক পরিচয় মিথ্যে প্রমাণ হত, কপালে দুঃখের অন্ত থাকত না তাহলে। এখন করলে সমস্যা নেই, ওর মুখের কথা আর কাগজপত্রে কোন ফাঁক খুঁজে পাবে না ব্যাটা।

কাজ সেরে জায়গায় ফিরে এসে বসল। জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে থাকা প্রফেসরের দিকে ফিরে বলল, 'ব্যাপার কি বলুন তো? বিস্তারিত জানতে পেরেছেন?'

দীর্ঘশ্বাস মোচন করল বৃদ্ধ। মৃদু, অন্যমনস্ক গলায় বলল, 'এখন সে দুঃখের কথা বলে কি হবে! আমাদের দেশ গরীব, অশিক্ষিতের হার অনেক বেশি, তবু এই অঞ্চলের অন্যসব দেশের মত এখানে ক্ষমতা নিয়ে এরকম কামড়াকামড়ি ছিল না বলে খুব গর্ব করে বেড়াতাম। আজ সব শেষ হয়ে গেল।'

'কিন্তু আমি যতদূর জানি এ দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা সব সময়েই লেগে আছে,' রানা বলল।

'ছিল। সে অস্থিরতা এক উপজাতির সঙ্গে অন্য উপজাতির লড়াইকে কেন্দ্র করে। কিন্তু তাই বলে সামরিক অভ্যুত্থান? আমার দেশে ব্যাপারটা এই প্রথম।

কিন্তু এর কোন উপযুক্ত রাজনৈতিক কারণ দেখতে পাচ্ছি না আমি।'

'আপনি শিওর?'

করুণ হাসি ফুটল বৃদ্ধের মুখে। 'আপনি আমার পরিচয় জানেন...মিস্টার...?'

'মাসুদ রানা।'

'মিস্টার মাসুদ রানা, আমি কাম্পুরী ভার্সিটিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়াই। [illegible] [illegible] দেশগুলোয় এই কাণ্ড হরদমই ঘটে, আজ অমুক দেশে, কাল তমুক দেশে। কিন্তু...' থেমে পাইপ ধরাতে লেগে পড়ল সে।

ধরানো হলে ঘনঘন কয়েকটা টান দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে নিল বাটিতে সবখানে। 'তাও বুঝতাম যদি সেনাবাহিনী প্রধান এর হোতা হতেন। সামান্য এক কর্নেল...'

'এর সম্পর্কে কি জানেন আপনি?' প্রশ্ন করল ও।

'প্রায় কিছুই না। তবে যদ্দুর মনে পড়ে ফোর্ট ক্যাম্পেলের জিওসি ছিল লোকটা।'

'ফোর্ট ক্যাম্পেল? কি সেটা?'

'রাজধানীর পঁচাত্তর মাইল উত্তরের ছোট এক শহর, ফরাসীদের তৈরি করা এক সেনানিবাসকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। সে অনেক বছর আগে। ওখানকার জেনারেল কমান্ডিং অফিসার সে। ওটার...' থেমে গেল প্রফেসর, হঠাৎ কি খেয়াল হতে শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল তার। 'দাঁড়ান, দাঁড়ান!' কয়েক মুহূর্ত দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থেকে কি যেন ভাবল। 'মনে পড়েছে।'

'কি?'

'মিস্টার রানা, আপনি আমাদের সরকার পদ্ধতি সম্পর্কে জানেন?'

'মোটামুটি,' মাথা দোলাল ও। 'অর্ধেক রাজতান্ত্রিক, অর্ধেক...'

'হ্যাঁ,' ওকে থামিয়ে দিল সে। 'অনেকটা জগাখিচুড়ি ধরনের সিস্টেম। সম্রাট মাকলা এই সিস্টেম বাতিল করে পুরো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু করার কাজ হাতে নিয়েছিলেন। খুব সম্ভব এই নিয়েই কোন সমস্যা ঘটেছে।'

'তাতে সমস্যা ঘটবে কেন?'

'ঘটবে এই জন্যে যে তখন সেনাবাহিনীকে সরকারের সম্পূর্ণ অধীনে থাকতে হবে, প্রতিটা কাজের জন্যে তাদেরকে কৈফিয়ত দিতে হবে, সেই জন্যে। কিন্তু তাতে ওরা অভ্যস্ত নয়। প্রক্রিয়া অনুযায়ী হুকুম করতে অভ্যস্ত আমাদের সেনাবাহিনী, তামিল করতে নয়। আমাদের সেনাবাহিনীর অফিসারদের কারও কারও হয়তো তাতে আপত্তি আছে।'

পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বের করল রানা। একটা বের করে ধরাল। 'তাই বা নিশ্চিত হয়ে বলছেন কি করে?'

'সন্দেহের ওপর ভিত্তি করে বলছি আসলে। তবে "কারও কারও" আপত্তি থাকার ব্যাপারে আমি নিশ্চিত, নইলে বাহিনীর প্রধানই তা করতেন। কোন কর্নেল নয়। এর মধ্যে আরও আছে। দু'মাস আগে একদল ব্রিটিশ জিওলজিস্ট কোর্ট

অ্যাসপেলে সোনা আর তামার বেশ বড় এক খনির খোঁজ পেয়েছে। প্রচুর সোনা-তামা, সুষ্ঠুভাবে বিক্রি করা গেলে আমাদের হতভাগ্য দেশের চেহারাই পাল্টে যেত। [illegible] এই খনিটাই।'

'কেমন?'

অন্যমনস্ক [illegible] পাইপে ঘন ঘন টান দিয়ে [illegible] প্রফেসর। চোখ কুঁচকে [illegible] দাবিদ আমিনকে দেয়া হয়েছিল। বোধহয় মাসখানেক আগে হবে, পত্রিকায় ছাপা হলো খনি থেকে নাকি পর্তুগাল হয়ে সোনা পাচার হয়। ব্রিটিশরা যে ফ্রেইট শ্যাফট খুঁড়েছিল, সেখান দিয়ে।'

'হ্যাঁ, দেশের সবাই জানে সে খবর,' এক মাঝবয়সী লোক সমর্থন জানাল বক্তাকে। খাটো, গাঁট্টাগোট্টা মানুষ। চেইন, হাতঘড়ি এবং প্রায় সব আঙুলে একটা করে মোটা সোনার আংটি দেখে বোঝা যায় পয়সাওয়ালা। অবশ্য এ মুহূর্তে চেহারা করুণ। বাঁ চোখের ওপরে ইঞ্চি দেড়েক লম্বা একটা কাটা, রক্ত জমাট বেঁধে আছে ওখানটায়। বাঁ চোয়ালটা ফুলে আছে।

সাদা শার্ট বুকের কাছে ছেঁড়া। একটা হাতা ওপর থেকে ছিঁড়ে ঝুলে আছে কবজির কাছে, বেরিয়ে আছে পুরো হাত। 'এই কর্নেল ওবাঙ্গেই চুরি করেছে সোনা। আরও কিছু পত্রিকায় খবরটা ছাপা হতে সম্রাট ঘটনা তদন্ত করে দেখার দায়িত্ব দিয়েছিলেন সেনাবাহিনী প্রধানকে। এ নিশ্চয়ই তার জের।'

মাথা দোলাল মর্গিনি। 'আপনি দেখছি আমার চেয়ে বেশি জানেন। আমি অবশ্য ঘটনার শুরুর দিকে লন্ডন চলে যাই, বিস্তারিত জানার সুযোগ পাইনি।'

'আমাকে রাখতে হয়,' বলল লোকটা। 'কারণ আমি বলতে গেলে এই লাইনেই ব্যবসা করি। মেটালের।'

'কিসের ব্যবসা?'

'কপার প্রসেসিং ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের।'

চোখ কুঁচকে উঠল প্রফেসরের। 'আমাদের দেশে এই কারখানা একটাই আছে জানি। আপনি কি...?'

মাথা ঝাঁকাল ব্যবসায়ী। 'আমিই ওটার মালিক। ওতারা মেক।'

বিস্মিত হয়ে কয়েক মুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে থাকল মর্গি, তারপর আপনমনে মাথা নাড়ল। 'দেশের সেরা ধনীদের একজন উনি।'

আরও এক মধ্যবয়স্ক যোগ দিল আলোচনায়। নাম চার্লিনো মেটা। উকিল। মধ্যেই নামডাক আছে। এরপর একে একে আরও কয়েকজন। বেশিরভাগই ছাত্র, একজন পড়ে লন্ডনে, অন্যদের কেউ পড়াশোনা করে কায়রোয়, কেউ বাহুই ভার্সিটিতে। একজন ছাত্রীও আছে ওর মধ্যে, মারাইকা রাস। ডাক্তারী পড়ছে। যথেষ্ট মার খেয়েছে মেয়েটি, তার সাথে মেয়ে হওয়ার বোনাস হিসেবে অনেক লাঞ্ছনাও সহ্য করতে হয়েছে। ওর সঙ্গীও ডাক্তারী পড়ছে।

পরিবেশ বদলাতে বিশেষ কিছু অবশিষ্ট ছিল না ওর, পরে সম্রাজ্ঞী একটা [illegible] দিয়েছেন। তাই পরে রুমের এক কোণে হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে আছে বেচারী, লজ্জায় মুখ তুলতে পারছে না। আফ্রিকান হিসেবে একটু খাটোই ও, চেহারা

মোটামুটি। তবে চুলের ওপর ছোট একটা ক্লিপ আছে। প্রেম ফিশার। সহপাঠী [illegible] ফিশার অনেকক্ষণ থেকে পাশে বসে সান্ত্বনা দিচ্ছে, এটা-ওটা বলে ওকে সহজ করে তোলার চেষ্টা করছে, কিন্তু কাজ হচ্ছে না। মুখই তুলছে না মেয়েটা। ওদের অনিশ্চিত আচরণ দেখে রানা নিশ্চিত হলো ওরা পরস্পরের মনের মানুষ।

এক সময় [illegible] এগিয়ে গিয়ে মারাইকার মুখোমুখি বসল। 'মারাইকা' ডাকল মৃদু স্বরে।

মুখ তুলল মেয়েটা। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল।

'হায়েনাকে দল বেঁধে ধাওয়া করে হরিণ ধরতে দেখেছ কখনও? অথবা বুনো কুকুরকে?'

জবাব নেই।

'দেখোনি?' আপন মনে বলল ও। 'আমি দেখেছি। সৈন্যরা তোমার সাথে যে আচরণ করেছে, ধরতে পারলে ওরাও হরিণের সাথে সেই একই আচরণ করে। ওই অবস্থায় হরিণ যদি পালাতে পারে, তো সেটাই হয় তার বড় পাওয়া। দেহের কোথায় কোথায় জখম হলো তা খুঁজতে যায় না তখন হরিণ। তাতে শুধু কষ্টই বাড়ে। সে কষ্ট চাপা দেয়ার মত প্রলেপ একটাই আছে, তা হলো সময়।

'প্রকৃতির নিয়মে সময় সব ক্ষত মুছে দেয়। লজ্জা পেয়ে বা দুঃখ করে তার কোন প্রতিকার হয় না। আর তুমি যে জন্যে বেশি লজ্জা পাচ্ছ, তাও অর্থহীন। ওই সময় তোমার দিকে কারও তাকিয়ে থাকার সুযোগ ছিল না, সবাই নিজের প্রাণ নিয়ে ব্যস্ত ছিল। কাজেই এসব ভেবে শুধু শুধু কষ্ট পাচ্ছ তুমি, আমাদেরকেও কষ্ট দিচ্ছ।'

ওর চোখ কুঁচকে উঠতে দেখে মৃদু হাসল রানা। 'বুঝলে না?' মাথা নাড়ল।

দেখাদেখি প্রায় সম্মোহিতের মত মারাইকাও প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে মাথা নাড়ল। কারও চোখেও প্রশ্ন।

'আমাদের সবারই কম-বেশি চোট লেগেছে,' রানা বলল। 'অথচ এখানে তোমরা দু'দু'জন হবু ডাক্তার থাকার পরও এতক্ষণে ফার্স্ট এইডটাও কাউকে পাওনি। এ কেমন কথা? অনেক হয়েছে, এবার ওঠো। হাতের কিছু কাজ দেখাও। দেখি কেমন ডাক্তারী শিখছ তোমরা।'

কাজ হলো। মনের মেঘ দ্রুত কেটে যেতে লাগল মেয়েটার। খানিক ইতস্তত করে উঠে পড়ল, ঠিক তখনই বাইরে কয়েক জোড়া ভারী বুটজুতোর আওয়াজ উঠল। দ্রুত এগিয়ে আসছে। চোখের পলকে ভেতরের পরিবেশ পাল্টে গেল। মনের কুঁকড়ে থাকা ভাবটা বেশ কেটে গিয়েছিল সবার, আবার ফিরে এল। সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগল।

বন্ধ দরজার ওপাশে এসে থামল বুটের আওয়াজ, কেউ কিছু বলল কর্কশ গলায়, বোঝা গেল না। পরমুহূর্তে দড়াম করে খুলে গেল এক পাল্লার দরজাটা। ক্যাপ্টেন ওবাঙ্গো ওমারুসহ জনতিনেক সৈন্যকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল ওখানে। এক হাতে চকচকে একটা ছড়ি ওমারুর, অন্য হাত কোমরে। তার বাঁ দিকের সৈনিকের কাঁধে একটা ভিডিও ক্যামেরা দেখে অজানা আশঙ্কায় বুক কেঁপে উঠল রানার। ওই জিনিস কেন নিয়ে এসেছে ব্যাটা?

'খাড়া!' জোরে এক পলক নজর বুলিয়ে বলে উঠল ক্যাপ্টেন। 'সবাই দেখছি সুস্থ-সবল হয়ে উঠেছে!' বলতে বলতে রানার ওপর নজর স্থির হলো। ছুরি [illegible] [illegible] না গেলে মুশকিল। কিন্তু এজন্যে আপনিই দায়ী। বাগড়া দিয়ে আমার সময় নষ্ট করেছেন [illegible] সত্যি বলতে কি, আপনাকে ছেড়ে দেয়া ঠিক হবে না, [illegible]

'আমি বাধা দিইনি,' শান্ত গলায় বলল ও। 'চেয়েছিলাম আপনাকে কিছু বুদ্ধি ধার দিতে।'

হো হো করে হেসে উঠল ক্যাপ্টেন। 'তাই নাকি? কিন্তু কর্নেল ওবায়েদ খুব মাইন্ড করেছেন কথাটা শুনে। চাইছিলেন আজ রাতেই ফায়ারিং স্কোয়াডে আপনার ঝামেলা মিটিয়ে ফেলতে। অনেক করে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শান্ত করেছি আমি, বুঝলেন? বলতে পারেন আপনার প্রাণ বাঁচিয়েছি আমি।'

রানা কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই মুখ খুলল প্রফেসর। প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের সুরে বলে উঠল, 'অসীম দয়া আপনার। শিশু, নারী আর বুড়োদের ঠেঙিয়ে নিজেকে বাহাদুর প্রমাণ করার এমন মহৎ কাজের রেকর্ড পৃথিবীতে এটাই হবে সর্বপ্রথম।'

রানা ভাবছিল এখনই বুঝি আরেক দফা শুরু হয়ে যাবে। কিন্তু না, উল্টে আবার হেসে উঠল ক্যাপ্টেন। 'আর সবার মত আপনারও যে ডিসিপ্লিন মেনে চলা উচিত, তা নিশ্চয়ই স্বীকার করেন আপনি?'

মাথা দোলাল বৃদ্ধ। 'তা বটে।'

এবারও তার টিটকিরি গায়ে মাখল না লোকটা, বরং পাল্টা ব্যঙ্গ করল। 'এই তো বুঝেছেন। আসল কথা হচ্ছে বাঁদিকে উঠো না বেলে [illegible] সোজা হয় না। সে যা হোক, এবার আপনারা সবাই রুমের ওই কোণায় সরে যান, বসে পড়ুন মেঝেতে। আমাদের কাজ করতে দিন।'

'কি কাজ বাকি রয়ে গেল আবার?'

জবাব দিল না ক্যাপ্টেন, হাত ইশারায় পিছনে দাঁড়ানো সৈন্যদের কিছু নির্দেশ দিল।

অস্ত্র উঁচিয়ে এগিয়ে এল লোকগুলো, পুরুষদের প্রত্যেককে টেনে-হিঁচড়ে রুমের যে কোণায় মালপত্র রাখা আছে, সেখানে নিয়ে এল। এরপর মেয়েদের পালা। অসম্মানজনক কিছু ঘটার আগেই উঠে পড়লেন সম্রাজ্ঞী, এক সৈনিকের ইঙ্গিতে পুরুষদের জটলার দিকে এগোলেন। এক হাতে মেশাককে ধরে রেখেছেন। কিন্তু তিন পা যাওয়ার আগেই ওকে ছিনিয়ে নিল ওমর, সশব্দে আঁতকে উঠলেন নকোলো।

'আপনি যান,' গম্ভীর গলায় বলল লোকটা। 'ও থাকবে।'

'কেন?' রুখে দাঁড়ালেন তিনি।

'যান বলছি!' ধমকে উঠল সে।

'ব্যাপার কি, ক্যাপ্টেন?' রানা জানতে চাইল। 'ওকে দিয়ে...উঁহু!'

জটলা থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে এক পা এগিয়েছিল ও, সৈনিকদের

একজন সঙ্গে সঙ্গে রাইফেলের বাঁট ঘুরিয়ে কিডনির ওপর বাড়ি মেরে বসল। যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গেল ও, কিছুক্ষণ লেগে গেল শান্ত হতে।

[illegible] একে আমাদের দেখার সুযোগ দিয়ে বলল ওমর। 'যার যার জায়গায় বসে থাকুন। এরপর যে বাড়াবাড়ি দেখাবে তাকে, [illegible] বেঁচে না থাকে।'

[illegible]

কাজেই, ওর মাথায় সত্যিই খুন চেপে আছে এ মুহূর্তে। যা বলছে দরকার হলে তা করবেও। কোনরকম ভুলের সেই ঝুঁকির দায়ী নিতে খুব একটা রাজি নয় ও। এই [illegible] [illegible] ও।

একটু চুপ থেকে আবার মুখ খুলল লোকটা। বাচ্চা মেশাককে এক হাত ধরে শূন্যে তুলে দোলাল। 'বিশেষ অবস্থায় এর ছবি তোলা হবে এখন। সম্রাটকে দেখানোর জন্যে।' রানার দিকে তাকাল সে। 'আপনি তখন ঠিকই অনুমান করেছিলেন। আমরাও জানতাম কেবল সমর্থন পাবে না আমাদের সামরিক সরকার, তাই প্রথম থেকেই চেয়েছিলাম সম্রাট লিখিত দিন যে তিনি সরকার চালাতে ব্যর্থ হয়ে আমাদের হাতে দেশের ভার তুলে দিয়েছেন। এই জন্যেই এখনও অভ্যুত্থানের খবর প্রচার করিনি আমরা, ভেবেছি তাঁর স্বীকারোক্তি পেলে করব। একটু গুছিয়ে আর কি!

'কিন্তু উনি পণ করেছেন মরে গেলেও লিখে দেবেন না। বউ-ছেলের অমঙ্গলের ভয় দেখিয়েও কাজ হয়নি। তবে কর্নেল ওবায়েদও হাল ছাড়তে রাজি না। তিনি জানেন কানে শোনা আর চোখে দেখার মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে অনেক পার্থক্য আছে। সম্রাটকে জানানো হয়েছে এদের বন্দী করেছি আমরা, তিনি আমাদের কথামত কাজ না করলে মেরে ফেলা হবে। ফল হয়নি, তাই ছেলেকে দিয়ে নতুনভাবে চেষ্টা করতে বলেছেন কর্নেল। তাতেও যদি কাজ না হয়' অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে সম্রাজ্ঞীর দিকে তাকাল সে। 'অন্যভাবে চেষ্টা করার ব্যবস্থাও হাতে আছে।'

ঠোঁট চেটে পা ঝিনঝিন করানো হাসি হাসল লোকটা। 'দ্বিতীয় প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে আমি বরং খুশিই হব। কারণ তাতে তৃতীয় প্রচেষ্টায় সক্রিয় অংশ নেয়ার একটা চান্স জুটবে আমার।'

'খাড়া!' হঠাৎ কেন মুখ খুলল এবার। 'আমাদের সেনাবাহিনীকে তাহলে এই ডিসিপ্লিন শেখানো হয়? আর এদের জন্যেই আমরা বছর বছর ট্যাক্স দিই?'

চেহারা লাল, সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে উঠল ক্যাপ্টেন। 'কথাটা মনে থাকবে আমার,' বলে মেশাককে টেনে হিঁচড়ে রুমের অন্য মাথার দিকে নিয়ে চলল। ভয়ে চিৎকার জুড়ে দিল ছেলেটা, প্রাণপণে নিজেকে লোকটার বজ্রমুষ্টি থেকে ছাড়ানোর জন্যে ধস্তাধস্তি শুরু করে দিল। কোন লাভ হলো না।

সন্তানের দুরবস্থা দেখে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন সম্রাজ্ঞী, বয়স্ক পরিচারিকা জড়িয়ে ধরে রাখল তাঁকে। হাত-পা অস্ত্রহীন বুক দরাবর তাক করা আছে দেখে নড়তে সাহস পাচ্ছে না পুরুষদের কেউ, ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে আছে ক্যাপ্টেনের দিকে। ও মাথায় পৌঁছে দুই সৈনিকের হাতে

মেশাককে তুলে নিল সে।

লোক দুটো দ্রুত হাতে ওর খ্রী কোয়ার্টার জিনস ও টি-শার্ট খুলে ফেলল, জোরে উপুড় করে শুইয়ে দিয়ে হাতল শক্ত করে। [illegible] ক্যাপ্টেন, [illegible] হাত [illegible] ওর মসৃণ বুকে। 'আমেরা!'

সামনে এগিয়ে গেল ক্যামেরাধারী সৈনিক, [illegible] চোখ রেখে দু'পা পিছাল, [illegible] ওমারুণ, সপাং করে নামছে চাবুক মেশাকের পিঠে। বিদ্যুৎ স্পৃষ্টের মত কাত খাকি খেল অসহায় শিশু, অসহ্য যন্ত্রণায় আপনাআপনি পিঠ বাঁকা হয়ে গেল ওর। এক মুহূর্ত পর গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল ও। এদিকে সম্রাজ্ঞীও। দ্বিতীয় বাড়ি পড়তেই পায়খানা করে দিল ছেলেটা।

মেয়েরা সবাই কাঁদছে, অন্যদিকে পুরুষরা নির্বাক। গাল কুঁচকে সম্মোহিতের মত তাকিয়ে আছে দৃশ্যটার দিকে। ওমারুর ছড়ির সাথে ওঠানামা করছে সবার চোখ। আট-দশটা বাড়ি পর্যন্ত সহ্য করল রানা, তারপর চোখ নামিয়ে নিল। অন্যরাও অন্যদিকে তাকাতে বাধ্য হলো।

প্র্যাকটিস করা ছন্দে চটাশ চটাশ পিটিয়ে চলল ওমারু যতক্ষণ না মেশাকের সারাপিঠ ও নিতম্ব অজস্র রক্তাক্ত গুণ চিহ্নে ভরে উঠল। যখন ছাড়া পেল মেশাক, তখন গলা ভেঙে বুজে এসেছে, কাঁদার শক্তি নেই। ওকে ওর পেশাব-পায়খানার ওপর ফেলে রেখে উঠল ক্যাপ্টেন। 'কেউ যাও, ডাক্তারকে নিয়ে এসো। সঙ্গে একজন জেনিটরও।'

একটু পর এল ডাক্তার। লোকটা বয়স্ক। মেশাককে দেখে আতঙ্কে উঠলেও মুখে কিছু বলল না সে। জেনিটর মেঝে সাফ করে বেরিয়ে যেতে ছেলের কাছে যাওয়ার অনুমতি পেলেন নকোলে। এগোলেন তিনি, তবে খুব বেশি সময় হাতে দেখা গেল না। নিজের ঠোঁট কামড়ে ওর পাশে গিয়ে বসলেন হাঁটু ভেঙে, তাকিয়ে থাকলেন বোবা চোখে।

কয়েকবার তাঁর সাহায্য চেয়ে ব্যর্থ হলো ডাক্তার, নড়া তো দূরের কথা, চোখের পাতা পর্যন্ত কাঁপছে না নকোলের। হাল ছেড়ে অসহায়ের দৃষ্টিতে ক্যাপ্টেনের দিকে তাকাল ডাক্তার। 'আমার সাহায্য দরকার। ছেলেটাকে স্পঞ্জ করতে হবে।'

'আমি করছি,' সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল রানা। ওমারুর অনুমতির তোয়াক্কা না করে বেরিয়ে এল জটলা থেকে। ওর কণ্ঠে, শীতল চেহারায় তার পা ফেলার ভঙ্গিতে এমন অপ্রত্যাশিত কিছু ছিল, যা দেখে বাধা দেবে কি দেবে না ভাবতে দু'এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করে ফেলল সৈনিকরা। এরমধ্যে [illegible] থেকে বেরিয়ে এল ও, দৃঢ়পায়ে মেশাকের দিকে এগোল। ওমারু ওর দিকে কৌতূহলী চোখে চেয়ে আছে দেখেও না দেখার ভান করল।

নির্বিকার চেহারায় বসাতে থাকা শিশুটাকে দেখল ও, তারপর হাত ইশারায় বয়স্ক পরিচারিকাকে ডাকল। যেন মুখিয়েই ছিল মহিলা, সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এল। এক সৈনিক বাধা দিতে যাচ্ছিল, ক্যাপ্টেনকে মাথা নাড়তে দেখে থেমে গেল। রানার ওপর থেকে চোখ সরছে না ওমারুর। এ মুহূর্তে রানার ভাবভঙ্গি দেখে তার

মনে হচ্ছে এখানে ও-ই কর্তা, সবাই ওর হুকুমেই চলে।

মহিলার সাহায্যে ভেজা, নরম কাপড়ে মেশাককে যতদূর সম্ভব আলতো করে [illegible] রানা। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে দুই বগলের নিচে হাত দিয়ে তুলে নিল ছেলেটাকে। বুকের সাথে বুক ঠেকিয়ে ঝুলিয়ে রাখল ডাক্তারের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত। [illegible] [illegible] মলম এগিয়ে দিল [illegible]

ঠিক কান্না নয়, [illegible] গলার কাতরানো বলে ওটাকে। মূর্তির মত অনড় দাঁড়িয়ে শুনে গেল রানা, পুরোটা সময় বুক দিয়ে ওর হৃৎপিণ্ডের দুর্বল স্পন্দন অনুভব করল। সেই সাথে ঠোঁট না নেড়ে বিড়বিড় করে অনবরত প্রতিজ্ঞা করে চলল, 'কেঁদো না, মেশাক। আমরা এর চরম প্রতিশোধ নেব। কেঁদো না...'

তিন

রাত বাড়ছে। বন্দীশালার কারও মুখে কথা নেই। সবাই বিষণ্ণ। মেশাককে ঘিরে বসে আছে। মেঝেতে চাদর বিছিয়ে তার ওপর ওকে উপুড় করে শুইয়ে রাখা হয়েছে। ছেলেটা অনড়, জ্ঞান আছে কি নেই বোঝা যায় না। মলমের পুরু প্রলেপ সারা শরীরে। তার সাথে দুটো পেইন কিলারও অনেক কষ্টে গেলানো হয়েছে। কাজ হয়নি তাতে। জ্বর উঠে গেছে এরই মধ্যে।

পরিস্থিতি বেশি খারাপের দিকে গেলে কি করতে হবে, বাট্টি ও মারাইকাকে সে ব্যাপারে বলে গেছে ডাক্তার। মলম-ওষুধপত্রও রেখে গেছে। মারাইকা একটু পর পর জ্বর মাপছে ওর। নকোলে বসে আছেন মাথার কাছে, দু'চোখ খটখটে শুকনো। দেখে মনে হয় বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে তাঁর। ঘণ্টাখানেক হলো শহরে ফিরে গেছে ক্যাপ্টেন, তখন থেকে এ পর্যন্ত তাঁকে একটা কি দুটো শব্দের বেশি উচ্চারণ করতে শোনা যায়নি।

উদাস চোখে ছেলেকে দেখছেন কো দেখছেনই। মনটা যেন আর কোথাও হারিয়ে গেছে। লক্ষণটা সুবিধের মনে হচ্ছে না রানার, ভয় হচ্ছে শেষ পর্যন্ত উন্মাদ না হয়ে যান সম্রাজ্ঞী। হলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। একদিকে স্বামীর অবস্থা অনিশ্চিত, তারওপর চোখের সামনে একমাত্র সন্তানের ওপর এই নির্যাতন দেখতে হয়েছে, কাজটা হবিতে কাজ না হলে আবার আসবে বলে হুমকি দিয়ে গেছে ওমারু।

যদি আসতেই হয়, তাহলে পরেরবার কি ঘটবে, সে ব্যাপারেও স্পষ্ট করে জানিয়ে গেছে। এতসব মানসিক চাপের মুখে মানুষ পাগল হতেই পারে। কাজেই দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল ও। সে সম্পর্কে অবশ্য অনেক আগেই ভেবে রেখেছিল। এবার তা নিয়ে সবার সাথে খোলাখুলি আলোচনা করবে ঠিক করল।

'কটা বাজে?' বলল ও।

ঘড়ি দেখল উকিল চ্যাসিমো। 'প্রায় দেড়টা।'

'এখান থেকে আয়েশের সেকেন্ড বর্ডার পোস্ট কতদূরে?'

চোখে বিস্ময় নিয়ে ঘুরে তাকাল সবাই। এত এমন নিখুঁত প্রস্তুতি [illegible] জেরা করছে। 'রোগ না, ছিল চাইনিজ মত,' বলল প্রফেসর। 'কেন?'

[illegible]

[illegible] চোখ তুলল। 'কই, বলেননি না?'

'পথের অবস্থা?' বলে বোকার মত এক-এক মুখের দিকে তাকাতে লাগল প্রফেসর। 'আমি তো ঠিক...'

গুস্তাভো শেষ করল, 'বর্ডার এলাকার পথ, মোটামুটি চলনসই অবশ্য। কিন্তু...'

'পৌঁছতে কত সময় লাগবে? সাত, দেড়-দুই ঘণ্টা?' এবারও উত্তর এড়িয়ে গেল ও।

'হ্যাঁ। ওই রকমই লাগবে।'

'হঠাৎ এমন প্রশ্ন কেন?' প্রফেসর বলল। 'কি করতে চান?'

ডালা বন্ধ করল ও। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল সবাই ওর হাতে সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল দেখে। নানান বিস্ময়ধ্বনি কানে এল রানার। সবাইকে সামলে নেয়ার জন্যে কয়েক মুহূর্ত সময় দিল ও, তারপর আসল কথা পাড়ল। 'আমি ঠিক করেছি পালাব এখান থেকে।'

'কী? কি!'

'কি বলছেন এসব?'

'পাগল হলেন নাকি, সাহেব?'

বিস্ময়ে প্রফেসরের পাইপ আরেকটু হলে পড়েই যাচ্ছিল মুখ থেকে। 'কি যা-তা বকছেন!'

মাথা নাড়ল রানা। গম্ভীর গলায় বলল, 'যা-তা বকছি না, যা করব, ঠিক করেছি। আপনারা কেউ যদি যেতে চান, চলে আসতে পারেন। সেটাই ভাল হবে আপনাদের জন্যে। কারণ কর্নেল গুয়াস্কোর খাতায় নাম উঠে গেছে আপনাদের সবার। মার্কা মারা হয়ে গেছেন প্রত্যেকে। কার ভাগ্যে কি পরিণতি লেখা আছে কপালে সে কে জানে? সেটা যাই হোক, অন্তত ভাল যে হবে না, তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই। একটুকু নিষ্পাপ শিশুকে যে এইভাবে পেটানোর নির্দেশ দিতে পারে, তাকে আমি আর যা-ই হোক, মানুষ বলে মনে করি না।'

নড়ে উঠলেন নকোলে। এতক্ষণে যেন প্রাণ এল। অনেকটা [illegible] ভঙ্গিতে ছেলের মুখের কাছে মুখ নিয়ে নীরবে, বুকফাটা কান্নায় ভেঙে পড়লেন। তাই দেখে অনেকের চোখেই বাষ্প জমল। মেয়েরা তো বটেই, ছেলেদের মধ্যেও অনেকেই চোখ মুছতে লাগল ঘন ঘন।

'আমি ঠিক করেছি পালিয়ে যাব এ দেশ ছেড়ে,' আবার বলতে শুরু করল ও। 'তাছাড়া এই চিকিৎসায় মেশাকের কাজ হবে না, আরও আধুনিক চিকিৎসা দরকার ওর। আর্মির গলো বাহুইতে বা আশেপাশের কোথাও তা সম্ভব হবে না,

খুঁজে বের করে ফেলবেই ওরা। তার মধ্যে কি ঘটে জানা কথা। কাজেই দেশ ছাড়তেই হবে।

[illegible]

[illegible] প্রস্তুত আছে হয়ত।'

'অবশ্যই আছে,' জোর দিয়ে বলল প্রফেসর। 'সাধারণ মানুষ, ব্যবসায়ী, ছাত্র, কৃষক, সবার আস্থা আছে তাঁর ওপর। সম্রাট ব্যক্তিগতভাবে সৎ মানুষ, প্রচুর পরিশ্রম করেন। দেশের জন্যে চিন্তা করেন। এইসব কারণে অর্থনৈতিক যে কোন সম্রাটের তুলনায় অনেক বেশি জনপ্রিয় তিনি।' গুস্তাভো, ছ্যানিকোসহ অন্যেরাও মাথা দুলিয়ে সমর্থন জানাল তাকে।

মুচকি হাসল ও। 'তেমন আপনাদের সবাইকে একযোগে বিদ্রোহ করতে দেখেই তা বুঝেছি আমি। এখন সম্রাটের এই জনপ্রিয়তাকে তাঁর পক্ষে কাজে লাগাতে চাই সাইরো বলে। তাই হয়ত হাইলেনকেও আমার সাথে যেতে হবে।'

কান্না ভুলে হাঁ করে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন সম্রাজ্ঞী। নিষ্পলক দৃষ্টি। আর সবার অবস্থাও এক। কারও মুখে কথা নেই। গুস্তাভো [illegible] মুখ খুলল সবার আগে। 'কি করতে চাইছেন?' বলল সে।

'প্রথম হলো, মেশাকের ভাল চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। দ্বিতীয়, যদি হাইলেনকে দিয়ে এ দেশের সাধারণ মানুষকে সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধে নামার আবেদন জানানোর ব্যবস্থা করা। যদিও আমার মনে হয় না গোটা বাহিনীর বিরুদ্ধেই লড়তে হবে তাদের। ওয়াসেনার এই ক্ষমতালোভী সম্প্রদায় নিশ্চই অন্যান্য সিনিয়র অফিসাররা বেশ আছে তার পক্ষে। কিন্তু পরিস্থিতির কারণে কিছু করতে পারছে না, সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না কি করবে। হাইলেনের আবেদনে তারা সাড়া দেবে বলেই মনে হয় আমার। এই দুই শক্তি এক হয়ে দু দিনেই ঝেঁটিয়ে বিদেয় করা যাবে ওয়াসেনাকে।'

অন্যমনস্কের মত মাথা দোলাল মর্জিনি। রুদ্ধশ্বাসে বলল, 'ঠিক, এ কথা তো একবারও মাথায় আসেনি! কিন্তু সম্রাজ্ঞীর আবেদন কিভাবে প্রচার করবেন? ওরা এ কাজে সহায়তা করবে বলে তো মনে হয় না।'

'সাহায্যকারীর অভাব হবে না,' রানা বলল। 'সেসব আমি দেখব।'

অনেকক্ষণ আর কোন কথা নেই কারও মুখে। সবাই ভাবছে, একজন দেখছে আরেকজনের দিকে, পরস্পরের চিন্তা পড়ার চেষ্টা করছে।

'তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নিন কি করবেন,' বলল ও। 'সময় নষ্ট করা ঠিক হচ্ছে না, আরও কাজ পড়ে আছে।'

'কিন্তু এখান থেকে বের হচ্ছি কি করে আমরা?' প্রশ্ন করল আদ্রি মোসি নামে এক ছাত্র। উজ্জ্বল মাথায়, [illegible] চৌকো মুখ। [illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে মাস্টার্স করছে। 'বাইরে দুই গার্ড...'

'ওদের ব্যবস্থাও হবে,' নিশ্চিত ভরসা দিল ও। 'আগে আপনারা ঠিক করুন

কি করবেন। কেউ যদি সেলেই লুকিয়ে থাকতে চান, তো থেকে যেতে পারেন। অথবা...'

'ওদের বাদ কেন?' [illegible] করে উঠল [illegible] তাকে [illegible]। 'আমরাও তো [illegible] কোপ দিতে পারি। [illegible] না?'

'[illegible] পারবেন না, [illegible] পারবেন।'

[illegible]

'সে ব্যবস্থাও উনি করবেন,' বাড়িই কিশোর বলল ওর চোখে চোখ রেখে। 'তাই তো?'

তার বলার ভঙ্গি দেখে হাসি চেপে রাখা কঠিন হয়ে উঠল রানার পক্ষে। 'হ্যাঁ, অন্তত চেষ্টা করব।'

'আপনার কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে জায়েরেতে যথেষ্ট প্রভাব আছে আপনার,' উর্মিলা বলল সন্দিগ্ধ গলায়, 'সত্যি নাকি?'

ও চুপ করে আছে দেখে প্রফেসর বলল, 'আপনি আসলে কে, মিস্টার রানা? সত্যিই পেশাদার সাংবাদিক?'

'নিশ্চই!' এবারও বাড়িই জবাব দিল। 'আমি যেমন পেশাদার রাজনীতিবিদ, উনিও তেমনি সাংবাদিক। পেশার বাইরে আমি যেমন সঙ্গে রাখি স্টেথস্কোপ, তেমনি উনি রাখেন পিস্তল।'

এবার না হেসে পারল না ও। সঙ্গে হাসল মেয়েরা আরও কয়েকজন, 'আমার সম্পর্কে কৌতূহল আপাতত চেপে রাখুন। এখন বলুন, কে কে আমার সঙ্গে যেতে রাজি আছেন।'

ফলাফল সম্পর্কে রানা যা ভেবেছিল, শেষ পর্যন্ত তাই হলো—প্রত্যেকে রাজি। সন্তুষ্ট হয়ে মাথা ঝাঁকাল ও। 'কিন্তু আগে একটা ব্যাপার ভাল করে বুঝে নিন সবাই। কাজে নেমে আমি যাকে যখন যে নির্দেশ দেব, তাকে তা পালন করতে হবে। কোন আপত্তি বা অবাধ্যতা সহ্য করা হবে না।'

কেউ জবাব দিল না। চেয়ে আছে একদৃষ্টে। হঠাৎ উর্মিলা বলে উঠল, 'মহারাজ্ঞী এখনও "হ্যাঁ" বা "না" কিছুই বলেননি। এসবে ওঁর মত আছে কি না জেনে নিলে হত না?'

সকলেই মুখ ঘুরে গেল তাঁর দিকে। নতুন করে আবেগে দমন করা পানির বিস্ফোরণ ঘটল মহারাণীর ওপর দুই চোখে। কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকালেন। তারপর অন্যদের দিকে। কয়েকবারই কিছু বলার চেষ্টা করলেন তিনি, কিন্তু আওয়াজ বের হলো না।

'অনুমতি মনে হয় পেয়ে গিয়েছি আমরা,' রানা বলল মৃদু গলায়। 'কটা বাজল?'

'দুটো,' বলতে বলতে নিজের মূল্যবান ফিলিপ প্যাটেক খুলে ওর দিকে বাড়িয়ে ধরল ওকাকো বেক। 'এটা পরে নিন। আমার দরকার নেই।'

'ধন্যবাদ।' ওয়াচখানা কোমরে গুঁজে উঠে দাঁড়াল রানা। 'এবার, মারাইকা আর লামা,' মহারাজ্ঞীর কমবয়সী পরিচারিকাকে ইশারায় দেখাল, 'তোমরা দু'জন এসো। তোমাদের দিয়েই শুরু করা যাক।'

উঠে পড়ল মারাইকা গুস ও লামা তেরোনিক। নিচু গলায় ওদের কাজ বুঝিয়ে দিল রানা।

বন্ধ দরজায় দুটো টোকা দিল মারাইকা। 'কে?' সাড়া দিল বাইরের দুই সশস্ত্র সৈনিকের একজন।

'আমি।'

'কি দরকার?'

'বাথরুমে যাব।'

জবাবে তাদের একজন চাপা গলায় কিছু বলতে অন্যজন খিক খিক করে হেসে উঠল। দরজায় কান প্রায় লাগিয়ে অপেক্ষা করছিল মারাইকা, তাই প্রথমজনের নোংরা মন্তব্যটা পরিষ্কার শুনতে পেল। লজ্জায় কান-গাল গরম হয়ে উঠল। চকিতে পিস্তলটা দেখে নিল ও। না, পুরুষদের কেউ নেই ধারেকাছে। তাহলে...!

খুলে গেল দরজা। একেবারে চোখের সামনেই দুই কারবাইনের নল দেখে ঢোক গিলল দুই যুবতী।

'দু'জন কেন?' ভুরু নাচাল সৈনিকদের একজন।

'ওরও যাওয়া দরকার,' লামাকে দেখিয়ে বলল মারাইকা। 'ভাবলাম একসঙ্গেই যাই, তাতে আপনাদের কষ্ট কম হবে।'

মুখ খারাপ করে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল দ্বিতীয়জন, কিন্তু সঙ্গীর প্রশ্ন শুনে চুপ মেরে গেল। ওদের কাঁধের ওপর দিয়ে ভেতরে এক পলক নজর বুলিয়েই ভোঁ কুঁচকে উঠল প্রথম সৈনিকের। 'কি ব্যাপার? সবাই মিলে ছেলেটাকে ঘিরে রেখেছে কেন?'

চেহারায় বিষণ্ণতা ফোটাল মারাইকা। 'ওর অবস্থা ভাল নয়। মিনিটে মিনিটে আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে।'

'ও।' একটু পর বলল, 'ঠিক আছে, যাও তোমরা,' সঙ্গীর উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল সে। 'তুমি যাও সাথে।' স্বস্তির চাপা নিঃশ্বাস ছেড়ে পা বাড়াল দুই মেয়ে।

নিয়ম করে দেয়া আছে, বন্দীদের বাথরুমে যাওয়ার প্রয়োজন ছাড়া দরজা খোলা যাবে না। একবারে একজনের বেশি যেতে পারবে না বাথরুমে, যে-ই যাক, একজন তাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাবে-আসবে এবং অন্যজন প্রার্থীকে বের করে সঙ্গে সঙ্গে দরজা লাগিয়ে দেবে।

কিন্তু এই প্রথমবারের মত সে নিয়ম ভঙ্গ হলো। মেয়ে বলে একসাথে দু'জনকে যেতে না দেয়ার ব্যাপারটাকে আমল দিল না গার্ড। তারচেয়েও গুরুতর অপরাধ, সময়মত দরজা বন্ধ করতে তৎপর হলো না প্রথম সৈনিক। ভেতরের জটলার দিকে তাকিয়ে থাকল সব ভুলে। জটলাটাকে বেশ অস্থির মনে হচ্ছে, এক মেয়ে কণ্ঠে কান্নার শব্দ আসছে ওর মধ্যে থেকে।

মরে যাচ্ছে নাকি ছেলেটা? ভাবল সে। ঠিক তখনই জটলার মধ্যে থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল রানা, চেহারায় সকল উদ্বেগ ফুটিয়ে দরজার দিকে এগোল দ্রুত। 'ডাক্তার, ডাক্তার! জলদি ডাক্তারকে একটা ফোন করুন!' হন্তদন্ত করে

বলল ও। 'মেয়েটির অবস্থা খুব খারাপ, যদি কিছু…'

'এক হাতে ট্রাউজার খোলার—' আর কিছু বলার সুযোগ হলো না রেডলীর। [illegible]

[illegible]

হাঁটুর জোড়া খুলে গেছে, ডানজুর আলখেল ছিঁড়ে পিছন দিয়ে হাড় বেরিয়ে গেছে। পড়ে যাচ্ছে লোকটা, চিৎকার করার জন্যে হাঁ করেছে, এই সময় থাবা দিয়ে ওর শিথিল মুঠো থেকে কারবাইন ছিনিয়ে নিল রানা, নিজেই বাঁট দিয়ে দড়াম করে মারল তার মুখের ওপর। মা থেকে চিৎকার তো বটেই, কয়েকটা দাঁতও বেরিয়ে গেল পেটের মধ্যে।

এবার ফাইনাল মার মারল ও। ডান হাতের কিনারা দিয়ে মাথাটির প্রচণ্ড এক জুডো চপ ছেড়ে দিল লোকটার ঘাড়ের ওপর। বিনা প্রতিবাদে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল দেহটা।

'বাহাই, কুইক!' পিছন ফিরে অবরোধিনী মেয়েটাকে ডেকে বলল ও। 'সময় লাগিয়ে এর ইউনিফর্ম খুলে পরে নাও। আমি আসছি।' পরক্ষণে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। মনে মনে হাসছে ভেতরের সবার চেহারা কল্পনা করে। এতবড় হাঁ করে এতক্ষণ দেখছিল সবাই, যার মধ্যে একটা করে আস্ত ডিম ভরে দিলেও কেউ টের পেত কি না সন্দেহ। নিশ্চিত মনে, নিঃশব্দে এগোল ও। মাহাইলা ও [illegible] বুঝিয়ে দিয়েছে কম করেও দশ মিনিট আটকে রাখতে হবে গার্ডকে। এরই মধ্যে তার মাত্র তিন মিনিট গেছে, হাতে এখনও প্রচুর সময়।

এরমধ্যে বাইরে কোথায় কি আছে দেখার জন্যে [illegible] নিজেকে একবার বেরিয়েছিল, কাজেই ল্যাবরেটরি খোঁজার দরকার হলো না। শেষ সময়ে পা টিপে এগোল নির্জন করিডর ধরে। কয়েক গজ সামনে একটা বাঁক, বাঁক নিলে বাঁয়ে পড়ে ওটা। [illegible] পড়ে ডানে।

বাঁকের কাছে এসে থেমে দাঁড়াল রানা, নিঃশ্বাস বন্ধ করে মুখ বাড়াল। চট করে ভেতরটা এক নজর দেখেই পিছিয়ে আনল আবার। চার-পাঁচ হাত দূরে এক দিকে পাশ ফিরে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা এক পায়ে। আয়েশে ঝুলিয়ে সিগারেট টানছে। তার দু'হাত ওপাশে মেডিক্যাল ল্যাবরেটরির হ্যাচ ডোর।

পনেরো সেকেন্ড সময় নিল রানা, তারপর কারবাইনের বাঁটকে [illegible] এক আওয়াজ ছেড়ে। চোখের কোণে নড়াচড়া ধরা পড়ায় ঘুরে তাকাল লোকটা, পরক্ষণে সশব্দে ঝাঁকুনি খেয়ে উঠে সোজা হলো। মরার মত ফ্যাকাসে হয়ে উঠল চেহারা। সিগারেট পড়ে গেল হাত থেকে। 'উ-উ…'

'এটা কি, জানো?' কারবাইন নাড়িয়ে ওকাটি গলায় প্রশ্ন করল রানা।

পিটপিট করে দ্রুত কয়েকবার পলক ফেলল লোকটা, মাথা ঝাঁকাল।

'এর মাথার সঙ্গে এই জিনিসটার কি কাজ, জানো?' সাইলেন্সার ইঙ্গিত করল ও।

'হু-হ্যাঁ।'

চোখ কোঁচকাল ও। 'সবাই প্রশংসা তোমার চেনা জানা। আমাদের…'

আবার মাথা ঝাঁকাল সে। 'না…না…'

'আংশিকভাবে ভাই? এবার না বলি, চুপচাপ করে যাও। নইলে তোমাকে কথা [illegible]। বোঝা গেছে?'

মাথা ওপর-নিচ করল সৈনিক।

[illegible]

'বেরিয়ে এসো তোমরা। [illegible]'

রুদ্ধশ্বাসে হয়ে গেল গার্ড। 'ভর!'

'চোপ!' দাঁত খিঁচাল ও। 'বলেছি না কোন কথা নয়?'

দু'মিনিট পর ভীত-সন্ত্রস্ত গার্ডকে নিয়ে বন্দীশালায় ঢুকল রানা। ভেতরে পা রেখেই সঙ্গীর করুণ দশা দেখে থমকে দাঁড়াল লোকটা। খালি গা, শুধু একটা হাফপ্যান্ট ছাড়া কিছু নেই তার পরনে। বাঁ পায়ের হাঁটুর নিচের হাড় বিশ্রীভাবে ঠেলে বেরিয়ে আছে পিছন দিকে। রক্তের স্রোতে শুয়ে আছে ওখানটায়। [illegible] পরে আছে তার ইউনিফর্ম।

লোকটার সাথে চোখাচোখি হতে দাঁত বের করে হাসল যুবক। 'তোমারটা কষ্ট করে তোমাকেই খুলতে হবে, ভায়া। আমরা খুলতে গেলে অন্যরকম কিছু ঘটে যেতে পারে।'

'কি খুলব?' বুঝেও না বোঝার ভান করল গার্ড।

'দেখো ন্যাকা শালার অবস্থা! দেব নাকি এক চড়ে কানের পর্দা ফাটিয়ে শালা?' বলতে বলতে এগিয়ে এল সেই যুবক, একটু আগে যে প্রতিরোধ যুদ্ধে যোগ দিতে চেয়েছিল। নাম গুস্টাভ নগোরো, [illegible] লম্বা-চওড়া সে, তেমনি শরীরের বাঁধন। মুখভর্তি দাড়ি আছে, [illegible] এর মত করে ছাঁটা।

'ইউনিফর্ম, শালা! ইউনিফর্ম খোল, আমি পরব ওটা।'

ভয়ে ভয়ে বেল্টের বাকলে হাত রাখল সৈনিক, অভ্যস্ত হাতের এক টানে খুলে ফেলল। ঠিক সেই মুহূর্তে চাপা কিন্তু কিন্তু আওয়াজ উঠল কোথাও।

চোখ কুঁচকে উঠল রানার। 'ফোন?' মাথা ঝাঁকাল গার্ডটির উদ্দেশে।

'হ্যাঁ।' নিজের ইউনিফর্ম শার্টের বাঁ পকেট দেখাল সে। 'এখানে।'

'কথা বলো, কিন্তু সাবধানে,' বলতে বলতে ওয়ালথার ঠুকল ও লোকটার কপালে সই করে। 'উল্টোপাল্টা কিছু বললে খতম হয়ে যাবে।'

পকেট থেকে হাতের তালু সাইজের একটা নোকিয়া মোবাইল ফোন বের করে কানে লাগাল লোকটা। 'হ্যালো!…স্যার!…স্যার!…স্যার, [illegible]…জ্বি, জ্বি! …ও আমার সাথেই আছে, গার্ড দিচ্ছে,' অজ্ঞান সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে বলল সে। 'জ্বি!' পলকের জন্যে বিষাদ বিস্ময় ফুটল তার চেহারায়, আবার শেষ মুহূর্তে গোপন করার চেষ্টা করেছিল সে, কিন্তু সফল হলো না। আরও কয়েকবার 'আচ্ছা', 'আচ্ছা' করে লাইন কেটে দিল।

'কে?' গম্ভীর চেহারায় প্রশ্ন করল রানা।

'ক্যাপ্টেন।'

'ওমারের?'
'হ্যাঁ।'
'কি ব্যাপার?'
'সব ঠিকঠাক আছে কি না জানতে চাইল।'
[illegible] 'আর কি?'
[illegible] কথাও জিজ্ঞেস করল,' [illegible]।
'আর কি?' একঘেয়ে কণ্ঠে বলল ও। আরো কিছু একটা যে গোপন করছে, সে ব্যাপারে নিশ্চিত।
'নাই, আর তেমন কিছু তো...'
বিদ্যুৎ খেলে গেল ওর দেহে, গার্ড সতর্ক হওয়ার কথা ভাবার সময়টাও পেল না, তার আগেই ওয়ালথারের বাঁট দিয়ে সজোরে আঘাত করে বসল লোকটার চোয়ালে। ককিয়ে উঠল সে, ঝাঁকি খেয়ে চোয়াল চেপে ধরে পিছিয়ে গেল দু'পা। চোখে পানি এসে গেছে। চাউনিতে নগ্ন আতঙ্ক।
রানা নির্বিকার। এক পা এগোল তার দিকে। 'বলো!'
'সত্যি বলছি। খোদার কসম, আর কিছু...'
গুলি করল রানা। 'দুপ' করে আওয়াজ উঠল, গার্ডের বাঁ কানের লতি ছুঁয়ে পিছনের দেয়ালে গিয়ে বিঁধল তপ্ত বুলেট। আতঙ্কে হাউমাউ করে উঠল গার্ড।
'পরেরটা তোমার বাঁ চোখ দিয়ে বেরিয়ে যাবে সত্যি কথাটা না বললে।' আগের মতই নির্বিকার গলায় বলল ও। 'বলো, কি বলেছে ক্যাপ্টেন।'
'ব-বলেছে সে...সে আসছে।'
বিস্মিত হলো রানা। 'কখন?'
'অল্পক্ষণের মধ্যে।'
'কেন?'
'আরও নাকি কি-কাজ বাকি আছে, সেই জন্যে।'
মুহূর্তে বুঝে গেল ও কাজটা কি। নিশ্চয়ই মেশারককে বেত মারার ছবি দেখিয়ে সন্তুষ্টিকে কাবু করতে পারেনি ওরা, তাই পরের কাজটা সারতে আসছে ক্যাপ্টেন ওমার। কিন্তু কথা ছিল প্রয়োজনে কাল আসবে সে, আজই কেন? 'কতক্ষণ লাগবে তার পৌঁছতে?'
'বিশ-পঁচিশ মিনিট।'
'কোত্থেকে রওনা করবে, [illegible]?' বাউই প্রশ্ন করল।
'সিটি হল থেকে, কর্নেল ওবাঙ্গোর হেড অফিস ওটা।'
রানার দিকে ফিরল যুবক। 'তাহলে খুব বেশি হলে পনেরো মিনিট। এর মধ্যেই এসে পড়বে।'
'তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নাও সবাই,' চাপা গলায় নির্দেশ দিল ও। 'এখনই বেরিয়ে পড়তে হবে। জিনিসপত্র যা একান্তই না নিলে নয়, তার বেশি কেউ কিছু নেবে না দয়া করে। হারি আপ, হারি আপ!'
দ্বিতীয় গার্ডের ইউনিফর্ম পরে নিল এন্টোস, হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখা হলো

তাকে। বাকি কাজ চটপট সারল সবাই। আসল সমস্যা দেখা দিল মেশারককে নিয়ে—তাকে বয়ে নেয়ার মত কিছু নেই। [illegible]
[illegible] ওকে।
এরপর দ্বিতীয় গার্ডের মোবাইল ফোনটা এক আছাড়ে চুরমার করে দিল রানা। ওদের দু'জনকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে রাখল এক কোণে।
'তোমাদের ক্যাপ্টেন ওমারকে বোলো,' দ্বিতীয় গার্ডের উদ্দেশে বলল ও। 'খুব শিগগিরি তার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসব আমি।'
কাজ সেরে পাঁচ মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে পড়ল দলটা। নির্জন করিডর ধরে এগোল। চারজন বয়ে নিয়ে চলেছে মেশারকের স্ট্রেচার। কারবাইনধারী দুই 'গার্ড' বাউই ও এন্টোস রয়েছে আগে-পিছে।

চার

যে ভবনে ছিল ওরা, সেটা আসলে মূল টার্মিনাল ভবন নয়, তার এক্সটেনশন। মূল ভবনে জায়গায় কুলোচ্ছে না বলে অল্পদিন আগে তৈরি করা হয়েছে ওটা। দুটো অংশ এর, একদিকে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন উইং, অন্যদিকে রেস্টুরেন্ট, বুক স্টল ইত্যাদি। অ্যাডমিনিস্ট্রেশন উইংয়ের এক অতিরিক্ত রুমে রাখা হয়েছিল ওদেরকে। লোকজন দিনেই তেমন আসে না এদিকে, এরকম সময় তো প্রশ্নই আসে না।
দীর্ঘ করিডর পেরিয়ে এল ওরা নিশ্চিন্তে, কারও ছায়াও চোখে পড়ল না। অবশ্য দূর থেকে মাঝেমধ্যে এক আধটা গলার আওয়াজ বা হাসি ভেসে আসতে শোনা গেল। 'এক্সিট' লেখা বন্ধ এক দরজা খুলে বড় একটা খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল সবাই। নুড়ি বাঁধানো কারপার্ক, ওপরে টিনের ছাউনি। ছাউনির খুঁটির গায়ে একটা সাইনবোর্ড ঝুলছে। ওটায় স্থানীয়, ফরাসী ও ইংরেজিতে লেখা: কার পার্ক, স্টাফ ওনলি।
পার্কের ও মাথায় একটা বড় বাস ও একটা মিনি বাস দেখে [illegible] এন্টোস। 'কপাল আর কাকে বলে! কোনটা ছেড়ে কোনটা নিই?'
'আগে দেখে এসো সচল না অচল,' রানা বলল। 'তারপর ঠিক করা যাবে।'
দূরের হাইওয়ের দিকে নজর রেখেছে ও, উৎকণ্ঠায় আছে এই বুঝি ক্যাপ্টেন ওমারের গাড়ির বহর দেখা দেয়। যদিও তা অমূলক, বাউইর বেঁধে দেয়া সময় শেষ হতে এখনও মিনিট ছয়েক বাকি।
'দুটোই সচল,' একটু পর বলল অ্যাগি মেসি। বাউইকে সাথে নিয়ে গাড়ি দুটোর অবস্থা দেখতে গিয়েছিল সে। 'ফুয়েল ট্যাঙ্কও অর্ধেক। ছোটটার ট্যাঙ্ক প্রায় ফুল।'

'ঠিক আছে, ওটাই দিচ্ছি আমরা,' রানা বলল।
'যন্ত্র চালু নেই, স্টার্ট দেবেন কি করে?' বড়ুই বলল।
'অপেক্ষা করো, দেখতেই পাবে,' আরেকবার হাইওয়ের দিকে তাকাল ও। [illegible]
[illegible]
পৌঁছে যেতে পারবে ওরা।
অবশ্য ওখানে কি ঘটবে বলার উপায় নেই। এ দেশের সেনাবাহিনী যত্রতত্র কতখানি আনাড়ি কে জানে! এমনি সময় যেমন-তেমন, সামরিক আইন জারী হলে সবার আগে বর্ডারে কড়াকড়ি আরোপ করা হয়, জানা কথা। সে যে দেশেই হোক। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তেমন কিছু ঘটেছে বলে মনে হচ্ছে না ওর।
বর্ডারের মত এয়ারপোর্টেও আর্মির কড়া গার্ডের ব্যবস্থা করার নিয়ম এ সময়, অথচ এখানে তার কোন লক্ষণই নেই। আর্মি দূরের কথা, পুলিস গার্ড আছে বলেও মনে হলো না।
মরোইগার দিকে ফিরল রানা। 'মেশাকের জ্বর কেমন?'
'একশো দুই এখন। শেষ হওয়ার আগে ওষুধ খাইয়েছি বলে এক ডিগ্রী কমেছে।'
স্ট্রেচারের দিকে এগিয়ে গেল রানা। দম থেমে পড়েছে বলে বহনকারীরা নামিয়ে রেখেছে ওটা। ঝুঁকে আলতো করে ছেলেটার কপালে হাত রাখল ও। ঘুমাচ্ছে মেশাক, কিন্তু গভীর হতে পারছে না ঘুম। একটু পর পর চোখের পাতা নড়ে উঠছে, যন্ত্রণায় ক্লান্তমুখ কুঁচকে উঠছে।
গাড়ি পার্কের ও মাথায় একটা বাল্ব জ্বলছে, তার আলোয় বড় করুণ দেখাচ্ছে ওর শুকনো মুখটা। মাথায় আলতো মৃদু পরশ বুলিয়ে সোজা হলো রানা। চোখাচোখি হলো বাউইর সাথে। অধৈর্য হয়ে উঠেছে সে।
'কই, চলুন!'
মাথা ঝাঁকাল ও, আরেকবার হাইওয়ের দিকে তাকাল। আর সবাই কেমন এক অদ্ভুত, ভোর লাগা চোখে ওকেই দেখছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে মৌখিক প্রতিবাদের বাইরেও যে আরও কিছু থাকতে পারে, পশুর মত নরক যন্ত্রণা সহ্য করে বসে না থেকে সে-বাধা ভেঙে বেরিয়েও যে আসা যায়, এক অচেনা, সিংহহৃদয় যুবক তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে ওদেরকে। তাই ওকে দেখার নেশায় পেয়ে বসেছে যেন সবাইকে, চোখের আশ মিটছে না কারও।
'চলুন সবাই,' মৃদু গলায় বলল ও।
এক সময় ফরাসী উপনিবেশ ছিল মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র, তাই এখনও ওদের সিস্টেমই চলে এখানে। পথের ডানদিক দিয়ে চলে এরা, কাজেই গাড়িগুলো সব লেফট-হ্যান্ড-ড্রাইভ। ডান দরজা দিয়ে 'স্ট্রেচার' ঢোকানোর উপায় নেই, তাই আগেই অন্য উপায় ভেবে রেখেছিল রানা। ওর নির্দেশে ফিনল্যান্ডের দিকে সিটগুলোসহ শোয়া অবস্থাতেই মেশাককে সাবধানে তুলে নেয়া হলো, এই কাঁকে কাত করে ভেতরে ঢোকানো হলো 'স্ট্রেচার'।

বাঁদিক যাতে কম লাগে, সে জন্যে মাঝামাঝি জায়গায় ভাইয়েদের দু'দিকের দুই সীটের ফাঁকে আড়াআড়ি ধরে রেখে দেয়া হলো। তারপর শোয়ানো হলো এক। [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] পৌঁছেছে।
উঁচু-নিচু পাহাড়ী পথ ধরে মিনিট তিনেক এগিয়ে পথের পাশের ঘন গাছপালার আড়াল পেয়ে থামল ও। 'কিছুক্ষণ অপেক্ষা করব এখানে,' সঙ্গীদের অনুচ্চারিত প্রশ্নের জবাবে বলল। 'একটা জরুরী কাজ বাকি রয়ে গেছে।'
'কি কাজ?' আন্তি মোসি জানতে চাইল।
জবাব দিল না রানা। দিতে পারেনি, থামলে বলে গেছে তার আগেই। দু'মিনিট যেতে না যেতে সামনের উঁচু গাছপালার মাথা আলো হয়ে উঠতে দেখা গেল। আসছে ওরা! একটু পর এঞ্জিনের গম্ভীর আওয়াজ কানে এল। এখনও যথেষ্ট দূরে আছে অবশ্য।
উঠে পড়ল ও, হেড লাইটের আলোয় ফুটে ওঠা ভেতরের মাথাগুলো দেখল। 'একটু অপেক্ষা করতে হবে,' অনির্দিষ্ট লক্ষ্যের উদ্দেশে বলল ও। 'আমি একটা কাজ সেরে আসছি।'
'কি কাজ, কোথায়...'
কাঁধে চাপড় দিয়ে বাউইকে থামিয়ে দিল ও। 'সোলজার, হাইয়ার অফিসারকে কখনও প্রশ্ন করতে নেই।'
'রাইট, জেনারেল!' অ্যাটেনশন হয়ে গেল হবু ডাক্তার। 'সেই জন্যেই সাংবাদিকের হাতে কলমের বদলে পিস্তল দেখেও কিছু জানতে চাইনি তখন। কিন্তু এবার সামলাতে পারলাম না। অন্তত অফ দা রেকর্ড...।'
হেসে ফেলল রানা। 'ওদের গাড়িগুলোর ব্যবস্থা করতে যাব।'
'গাড়িগুলোর ব্যবস্থা মানে?' বিমূঢ় চেহারা হলো যুবকের।
'ওগুলোর টায়ারের আর কি।'
'বুঝেছি, যাতে আমাদের তাড়া করতে না পারে, এই তো।'
'ঠিক।'
'কিন্তু এতবড় ঝুঁকি নেয়া কি ঠিক হবে?' প্রফেসর মকিনি বলল। 'ওরা কতজন কে জানে? যদি দেখে ফেলে?'
'দেখবে না। আমি ওদের আগেই পৌঁছে যাব জায়গামত,' বলতে বলতে নেমে পড়ল ও, তারপর চোখের পলকে নেই হয়ে গেল।
বারো মিনিটের মাথায় ফিরল রানা। চেহারা নির্বিকার, কাঁধে একটা কারবাইন। নীরবে ড্রাইভিং সীটে বসে স্টার্ট দিল, হাইওয়েতে তুলে দ্রুত ছোটাল বাস।

নিরাপদে বর্ডার পোস্ট বসোবাঙ্গোর দু'মাইলের মধ্যে পৌঁছে গেল ওরা, ওখান থেকে লেবেরি সামান্য পথ। এর মধ্যে কোথাও ওবাঙ্গো বাহিনীর কোন রকম তৎপরতা চোখে পড়া দূরে থাক, একজন উর্দিধারীকেও দেখেনি ওরা কেউ।

একদম শান্তিকালীন স্বাভাবিক অবস্থা।
[illegible] রানা, [illegible] পাড়ি [illegible] পড়বে। বাকি পথ কষ্ট হলেও হেঁটে যাবে [illegible] দিয়ে। কারণ এ পাহাড়ের ওধারে [illegible] মুখোমুখি [illegible] সেই রাস্তায়। ও নিশ্চিত জানে এতক্ষণে ওদের [illegible]
কোন সন্দেহ নেই ওখানে ওদের ধরার জন্যে ওৎ পেতে আছে শাহ বাহিনী।
ঠিক হয়েছে, বাস ছেড়ে স্থানীয় কারও সাহায্যে পাহাড়ী পথ ধরে বর্ডার ক্রস করবে ওরা। ওপারে পৌঁছে সম্রাজ্ঞী সংক্ষেপে জায়েরের কাছে রাজনৈতিক আশ্রয় চাইবেন, তারপর বাকি কাজ করবে রানা। ও দেশের সেনাবাহিনীতে এক ব্রিগেডিয়ার আছে, এর কাছে ঋণী সে। তার কাছে প্রয়োজনীয় সাহায্য চাইবে ও।
অন্ধকার হয়ে উঠতে শুরু করেছে, আর একটু গিয়েই সুবিধেমত কোথাও গাড়িটা লুকিয়ে রাখবে রানা। কিন্তু হলো না। হঠাৎ করে অবাধ্য হয়ে উঠল গিয়ার স্টিক, বিকট পোঁ পোঁ আওয়াজ করতে লাগল এঞ্জিন। স্টিক টানাটানি করতে গিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যে ঘেমে উঠল রানা। চেহারার স্বস্তি উবে গেছে।
এই সমস্যা প্রথম থেকেই ছিল, খুব একটা আমল দেয়নি ও। ভেবেছে, সামান্য পথ, বড় কোন সমস্যা ঘটবে না। কিন্তু ওটা যে শেষ পর্যন্ত সত্যিই ভোগাবে, গিয়ার বক্স ফেঁসে গেছে দেখেও বিশ্বাস করতে চাইল না মন।
'কি হলো?' মারাইকা জানতে চাইল। রানার পিছনের সীটে বসা সে ও রাউই।
'গাড়ির আশা ছাড়তে হচ্ছে। হেঁটে যেতে হবে বাকিপথ।' প্রতিটা মাইল স্টোন দেখতে দেখতে এসেছে ও। শেষেরটায় ছিল বর্ডার ২ কিলোমিটার। অর্থাৎ প্রায় দেড় মাইল।
'কেন?'
'চলবে না। গিয়ার বক্স গেছে।' উঠে পড়ল ও। 'খোলা জায়গায় বেশিক্ষণ বসে থাকা ঠিক হবে না আমাদের, তাড়াতাড়ি গাইডের ব্যবস্থা করতে হবে।'
লোকালয়ের খোঁজে যাওয়ার জন্যে দু'জনকে বাছাই করল রানা—একজন অ্যান্ডি ও অন্যজন প্রফেসর মর্কিনার সেই চশমাওয়ালা ছাত্র, জেলিমো আহ্ওয়ার। উচ্চতায় রানার প্রায় সমান সে, অসময়ে চুলে পাক ধরেছে। বেশ কিছু চুল সাদা। তবে দেহখানা দেখার মত, ঠিক যেন কড়া পাকে দেয়া নারকেলের রশি। দু'হাত প্রায় হাঁটু পর্যন্ত দীর্ঘ। একেবারে নিরীহদর্শন চেহারা। করণীয় সম্পর্কে ভাল করে ওদের বুঝিয়ে দিল রানা। রাস্তার ঢাল বেয়ে নেমে গাছপালার আড়ালে চলে গেল ওরা। সামনে একটা উপত্যকা, সেদিকে চলেছে।
মেশাকের কাছে এসে দাঁড়াল রানা। চোখ বুজে পড়ে আছে ও, ঘুমে কিনা বোঝা যায় না। ওর মাথা শরীরের পিছনের সীটে বসে আছেন সম্রাজ্ঞী, মামা তাঁর পাশে। ফ্যালফ্যাল করে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন সম্রাজ্ঞী। বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত চেহারা। এক রাতে বয়স যেন দশ বছর বেড়ে গেছে।
ছেলেটার কপালে হাত দিয়ে জ্বর অনুভব করল রানা, মনে হলো কিছুটা কমেছে। ধুলোর হাত থেকে বাঁচাতে পাতলা কাপড়ে ঢেকে বাঁধা হয়েছিল ওকে, আস্তে করে তুলল ওটা। গাল কুঁচকে উঠল ভেতরে তাকাতে—ফুলে, ফেটে

একাকার সারাদেহ। কাটা জায়গাগুলো লাল হয়ে আছে, বাকিটা প্রায় কালো। মৃদু করে কাপড়গুলো ঢেকে দিল ও। তখনই চোখ মেলল মেশাক।
'হ্যালো, প্রিন্স, গুড মর্নিং।'
'মর্নিং' নড়তে গিয়ে চোখমুখ কোঁচকাল ছেলেটা।
'নড়ো না, ব্যথা পাবে।'
'বুক ব্যথা করছে। আমার উপুড় হয়ে শুয়ে থাকতে থাকতে,' জড়ানো কণ্ঠে নালিশ জানাল যেন মেশাক। ঘুমের ওষুধের ক্রিয়া কাটেনি এখনও। 'পিঠে...' গলা বুজে এল, চোখে পানি দেখা দিয়েছে। অসহায় অভিমানে নাকি যন্ত্রণায়, ঠিক বোঝা গেল না।
ঝুঁকে ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে গেল রানা। বিড়বিড় করে বলতে লাগল, 'আমি জানি তোমার খুব যন্ত্রণা হচ্ছে, প্রিন্স। খুব কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু তুমিও আফ্রিকান সিংহ, এই কষ্ট তোমার কাছে কিছু নয়। আর দুটো দিন ধৈর্য ধরে থাকো, তারপর দেখবে সব সেরে গেছে। আফ্রিকান সিংহ এত তুচ্ছ কারণে কাঁদে না। তোমাকে তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠতে হবে, প্রিন্স, প্রতিশোধ নিতে হবে অন্যায়ের।'
কান্না ভুলে বিস্ফারিত চোখে তাকাল শিশুটি। 'প্রতিশোধ!'
'হ্যাঁ,' অজান্তেই কঠোর হয়ে উঠল ওর গলা। 'প্রতিশোধ। অন্যায় করা হয়েছে তোমার মা আর তোমার প্রতি, এখানকার সবার প্রতি। তোমার বাবার প্রতি, তোমার দেশের প্রতি। যারা করেছে, তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই প্রতিশোধ নিতে হবে।'
প্রবোধে কিছুটা হলেও কাজ হলো, ব্যথা-যন্ত্রণা কিছু সময়ের জন্যে ভুলে গেল মেশাক। ডাগর চোখে ওর খোলা, কালশিটে পড়া মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। 'কিন্তু আমি তো ছোট। আমি কি করে প্রতিশোধ নেব?'
'তোমাকে নিতে হবে না। তোমার ভাগ আমিই করে দেব তোমার হয়ে। আমরা সবাই মিলে করব। উচিত শিক্ষা দেব ওদেরকে।'
'কি করে? ওদের কাছে তো অনেক বন্দুক।'
মৃদু হাসি ফুটল রানার মুখে। 'আমরা কামান নিয়ে ফিরে আসব, তারপর দেখো, আমাদের সাথে পারবে না, পালানোর পথ পাবে না ব্যাটারা।'
চোখে অবিশ্বাস নিয়ে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল ছেলেটা। তারপর চেহারা বদলে যেতে শুরু করল, যেন নির্দোষ ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে, এমন ভঙ্গিতে বলল, 'সত্যি?'
'সত্যি।'
'ওই পাজী লোকটাকে মারবে তুমি?'
'শুধু ওকেই নয়, ওকে যে পাঠিয়েছে আর ওর সঙ্গে যারা ছিল, তাদের প্রত্যেককে। কিন্তু একটু সময় লাগবে। এরমধ্যে সেরে উঠতে হবে তোমাকে। তারপর ওদের মজা দেখাব। কেমন?'
মাথাটা আস্তে কাত করে সায় দিল মেশাক। 'আচ্ছা।'
'গুড বয়!' ওর চুল নেড়ে দিল রানা। 'এবার চুপটি করে শুয়ে থাকো, এই ফাঁকে কিছু জরুরী কাজ সেরে নিই আমি।'

আবার মাথা ঝাঁকাল ও। 'আমার জেড কোথায়?'
সম্রাজীর পাশে কাত হয়ে পড়ে ছিল পুতুলটা, তাড়াতাড়ি ওটা এগিয়ে দিলেন তিনি। 'এই যে, সোনা!'
পুতুল হাতে পেয়ে কথামতো যা সবকিছু ভুলে গেল ও, এমনকি আমার উপস্থিতির কথাও। আপনমনে বিড়বিড় করে কী যেন বলছে ওটার সাথে।
[illegible]
ভরে অনেক হালকা হয়ে গেছে। বুকের বল বেড়েছে। পুরুষরা জটলা করছে বাইরে, তাদের উদ্দেশে বলল, 'এরকম খোলামেলা জায়গায় বসে থাকা ঠিক হচ্ছে না। ভোর হয়ে আসছে, অনেক দূর থেকে দেখা যাবে আমাদেরকে।'
'এখানে কে দেখতে আসছে আমাদেরকে?' প্রফেসর বলল বিস্মিত কণ্ঠে।
'আর কেউ না হোক, ক্যাপ্টেন মোকের আসার চান্স আছে।'
ভুরু কুঁচকে দ্রুত এক পা এগোল শুভাদা রেক। 'বুঝলাম না।'
'সোজা কথা, শিকার হাতছাড়া হয়ে গেছে, এ জন্যে তাকে ওবায়দের কাছে জবাবদিহি করতে হবে, অযোগ্যতার কারণে তাকে উল্টে শাস্তিও ভোগ করতে হতে পারে, কাজেই তার আসার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না। হয়তো—'
'কিন্তু আসবে কি করে?' প্রফেসর বলল। 'আপনি না ওদের সব গাড়ির টায়ার পাংচার করে দিয়েছেন?'
'সে তো অল্প সময়ের জন্যে আটকে রাখতে, যাতে তখনই আমাদের পিছু নিতে না পারে। এখনও ওরা এয়ারপোর্টেই বসে আছে ভাবছেন? অবশ্যই না। কোন না কোনভাবে ঠিকই গাড়ি জোগাড় করে বেরিয়ে পড়েছে।'
'তা যদি হয়েও থাকে, তাহলেও সে এদিকেই আসবে কেন ভাবছেন?' বাউই বলল। 'সে জানবে কি করে আমরা কোনদিকে যাচ্ছি?'
'এদিকে আসবেই, এমন কথা বলছি না। বলছি, আসতে পারে। বাকুই থেকে বর্ডার ক্রস করে পালানোর এটাই সংক্ষিপ্ত পথ, কাজেই সে যদি ভাবে আমরা এদিকে এসেছি, তাহলে কেন আসবে না? বিশেষ করে আমাদের সাথে যখন ওবাক্কোর দুই মূল ভরসা রয়েছে, তখন ওরা ভাবতেই পারে, দেশের ভেতরে আত্মগোপনের মত বোকামি না করে যে দেশ ছেড়ে পালানোই—'
'বুঝতে পেরেছি,' চিন্তিত গলায় বলল শুভাদা রেক। 'এখন তাহলে কি করতে চাইছেন?'
'অন্তত এই জায়গা ছেড়ে সরে পড়তে চাইছি,' বলল ও। 'দূর থেকে উঁচুতে দাঁড়িয়ে থাকা বাসটাকে নিশ্চয়ই স্পষ্ট দেখা যাবে একটু পর। ওরা যদি গাড়িতে আসে, তাহলে আমরাও ওদেরকে দেখতে পাব সময়মত হয়তো সরে পড়ার সময়ও পাওয়া যাবে তাহলে, কিন্তু যদি অন্য কিছুতে আসে? ধরুন, কপ্টারে চড়ে?'
'সর্বনাশ!' আঁতকে উঠল বাউই। 'মরে গেছি! তাহলে আর রক্ষা নেই!'
অস্থির, চঞ্চল হয়ে উঠল জটলাটা। উদ্বেগ ফুটল সবার চেহারায়। বোঝা যাচ্ছে, এতক্ষণ সবাই বিপদ কেটে গেছে ভেবে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত ছিল। কেউ ভাবেনি এসব নিয়ে।
'বাসটা গড়িয়ে ফেলে দেয়া যায় না?' নিজের উপত্যকা দেখাল প্রফেসর।

'ওখান থেকে কোনমতে ঠেলেঠুলে বনের মধ্যে—' রানাকে মাথা নাড়তে দেখে থেমে পড়ল।
'অসম্ভব,' বলল ও। 'নিচের দিকের সম্পূর্ণ [illegible] হয়ে গেছে, এখন মাটি থেকে তুলে সরানো ছাড়া একচুল নড়ানো যাবে না ওটাকে।'
'তাহলে?'
[illegible]
'তাই চলুন,' ব্যস্ত গলায় বলল যুবক। মুখ ঘুরিয়ে উপত্যকা দেখাল। 'বনের মধ্যে ঢুকে অপেক্ষা করি। ওরা গাইড নিয়ে এলে সঙ্গে সঙ্গে কাটি মারব।'
মাথা নাড়ল ও। 'ওদিকে নয়, ওদিকে কোথাও আড়ালে অপেক্ষা করব,' ফেলে আসা পথের দিকে ইঙ্গিত করল।
'ওদিকে কেন, এদিকে গেলে অসুবিধে কি?' শুভাদা বলল। 'কিছুটা পথ এগিয়ে থাকা যেত।'
'ওমারু যদি আসে, পরিত্যক্ত গাড়ি দেখে প্রথমে ওদিকেই খুঁজবে আমাদেরকে। আপনি যেমন ভাবছেন, তেমনি সে-ও ভাববে আমরা ওদিকেই গিয়েছি। উল্টোটা ভাববে না। সে ক্ষেত্রে আমাদের ধরা পড়তে বেশি সময়ও লাগবে না।'
'অর্থাৎ আপনি চাইছেন, ও ব্যাটা যখন আমাদের খুঁজে না পেয়ে ভাববে আমরা বর্ডার ক্রস করে ওর নাগালের বাইরে চলে গিয়েছি,' বাউই বলল, 'তখন আমরা আসলে এপারেই থাকব, এই তো? ওরা হতাশ হয়ে ফিরে গেলে তারপর ক্রস করব বর্ডার?'
মাথা দোলাল রানা। 'এই তো বুঝেছ। নাউ মুভ, হারি আপ!'
চোখ বড় করে ওকে দেখছিল বাউই, হঠাৎ খটাশ করে একটা স্যালুট ঠুকে বলল। 'ইয়েস, জেনারেল।' বাসের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'একেই বলে সাংবাদিকের বুদ্ধি।'
কাঁধে কারও হাতের চাপ অনুভব করে ঘুরে তাকাল রানা—প্রফেসর মকিমি। হাসি মুখে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। পাশে শুভাদা, তার চোখেও কৌতূহল।
'সত্যি, মিস্টার রানা,' প্রফেসর বলল। 'এ পর্যন্ত আপনি যা কিছু দেখালেন, তার কোনটাই সাংবাদিকের কাজ নয়। আসলে কে আপনি? পেশা কি আপনার?'
'সময় হোক, জানাব। এখন চলুন।'
'আরেকটা কথা,' বাসের দরজার কাছে পৌঁছে বাউই বলল। 'ওরা দু'জন গাইড জোগাড় করে ফিরে এসে যখন দেখবে আমরা নেই, তখন কি হবে? খোলা জায়গায় এসে যদি ধরা পড়ে যায়?'
'পরিস্থিতি ভাল করে না বুঝে খোলা জায়গায় বের হবে না ওরা,' রানা বলল। 'বলে দিয়েছি আমি।'
'অ!' অদ্ভুত দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত ওকে দেখল যুবক, তারপর নড়ে উঠল। 'এসো তোমরা। স্ট্রেচার তুলতে হবে।'
বাস ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল সবাই, নীরবে পা চালাল রানার নির্দেশিত পথে। তিন-চারশো গজ পিছনে ছোট একটা পাহাড়, ওটার গোড়ায় আপাতত গা ঢাকা

দিয়ে থাকবে ঠিক করেছে ও। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

মোটামুটি ফরসা হয়ে উঠেছে চারদিক। সামনে থেকে স্ট্রেচার ধরে আছে বাউই ও এন্টাস, পিছনে রানা ও [illegible] মানুষ সে, ইংল্যান্ডে পড়াশুনা করে। বড়লোক বাবার একমাত্র সন্তান। ওদের পিছনে রয়েছেন সম্রাজ্ঞী নকোলে, মারাকিনা ও দুই পরিচারিকা, সবার শেষে [illegible] টানতে হচ্ছে। জোর কদমে চলেছে সবাই।

অর্ধেকের বেশি দূরত্ব পেরিয়ে এসেছে, এমনসময় হঠাৎ করেই আওয়াজটা শুনতে পেল রানা। অনেকগুলো ভ্রমর গুঞ্জন করছে যেন দূরে কোথাও, এদিকে আসছে। হৃৎপিণ্ডটা মুহূর্তের জন্যে থেমেই পরক্ষণে দ্বিগুণ গতিতে চালু হলো আবার।

কপ্টারের আওয়াজ।

মুখ তুলে দ্রুত চারদিকে নজর বোলাল ও, প্রথমে কিছু দেখতে পেল না। পেল একটু পর—উত্তর থেকে কুচকুচে কালো রঙের বড় সাইজের ঘাস ফড়িঙের মত উড়ে আসছে একটা কপ্টার। এখনও বেশ দূরে আছে অবশ্য, কিন্তু এসে পড়ল বলে।

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়া সঙ্গীদের উদ্দেশে কড়া ধমক লাগাল ও। 'দৌড় দাও! দৌড়, দৌড়, দৌড়!'

স্ট্রেচারের ঘন ঘন ঝাঁকিতে ব্যথা পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল মেশাক। তবুও শুনল না ওরা, তার আর্তচিৎকার উপেক্ষা করে ছুটতেই থাকল। কিন্তু কাজ হলো না। শেষ মুহূর্তে শত্রুর চোখে ধরা পড়ে গেল দলটা।

পাঁচ

পিছনে কপ্টারের গর্জন ক্রমে বাড়ছে, মাঝের ব্যবধান কমে আসছে খুব দ্রুত। দৌড়ের ফাঁকে খানিক পর পর ঘুরে তাকাচ্ছে রানা—এখন আর ঘাস ফড়িঙের মত লাগছে না ওটাকে, লাগছে যমদূতের মত। ওটাকে চিনল রানা, পুরানো মডেলের ইউএইচ-ওয়ান। নিজে তাকাচ্ছে ও, কিন্তু আর কাউকে তাকাতে দিচ্ছে না সেদিকে। কড়া গলায় ধমকের পর ধমক মেরে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে জোয়ান-বুড়ো সবাইকে। মেশাকের চিৎকার কানে তুলছে না।

অবশেষে দুই যুগের মত দীর্ঘ দু মিনিট পর জায়গামত পৌঁছল সবাই, হাঁপাতে হাঁপাতে ঢুকে পড়ল পাহাড়টার পায়ের কাছের বনে। মোটা গুঁড়ির একটা গাছ দেখে স্ট্রেচারটা তার আড়ালে রেখে অন্যদেরও গাছের আশ্রয় নিতে বলল রানা।

ওর কথা শেষ হলো না, তার আগেই ভোরের শান্ত, নির্মল পরিবেশ ভেঙে খান খান হয়ে গেল মেশিনগানের টানা হুঙ্কারে, মাটি কেঁপে উঠল ভূমিকম্পের মত। বনের খানিকটা দূর দিয়ে আড়াআড়িভাবে একসারি বুলেট ছুটে যেতে দেখল রানা। বুঝল ওদের লক্ষ্য করে ছোঁড়া হয়নি গুলি, হয়েছে ভয় দেখানোর জন্যে।

গুলিতে সম্রাজ্ঞী এবং তার ছেলের মৃত্যু হলে অভিযান যে ব্যর্থ হবে, তা ওরা বেশ ভালই বুঝেছে [illegible], নইলে অনেক আগেই খেলা খতম করে দিয়ে যেত। [illegible] ক্রোয়াটস কাল হয়ে উঠত ওরা। ব্যাটা কি আছে এটার [illegible]।

ঘুরে তাকাতে সম্রাজ্ঞীর সাথে চোখাচোখি হলো। এক দিকেই তাকিয়ে আছেন [illegible] রন। ভয়ে নীল হয়ে আছে প্রত্যেকের চেহারা, চোট কাগজের মত সাদা।

'ঘাবড়াবেন না,' বলল ও। 'ওরা আমাদের ভয় দেখাবার জন্যে গুলি ছুঁড়ছে। আর কিছু নয়। আড়াল ছেড়ে বের হবেন না কেউ।'

হাঁটু গেড়ে বসল ও, সঙ্গের কারবাইন তাক করে ঘন পাতার ফাঁক দিয়ে কপ্টার খুঁজতে লাগল। দেখা যাচ্ছে না ওটাকে, তবে কাছেই কোথাও আছে, তাতেও সন্দেহ নেই। আবার গর্জে উঠল ওটার মেশিনগান, পাতার আড়ালে আগুন ঝলসাতে দেখল রানা, [illegible] কাটি মাটিতে খসে পড়তে দেখল। পিছনে কোথাও ক্রমাগত ঠক্ ঠক্ আওয়াজ করে গাছের গায়ে বিঁধছে গুলি।

'ওহ, মাই গড!' থর থর করে কাঁপতে লাগলেন নকোলে, উপুড় হয়ে ছেলেকে বুক দিয়ে আগলে রাখার চেষ্টা করছেন। 'ওহ, মাই গড! কি হবে এখন? কি হবে?'

পাতার আন্দোলন দেখে আন্দাজে পর পর কয়েকটা গুলি করল রানা। মনে হলো কিছুটা হলেও কাজ হয়েছে, কেননা ও গুলি ছোঁড়ার সাথে সাথে জায়গা ছেড়ে বেশ খানিকটা সরে গেল ইউএইচ-ওয়ান। উৎসাহ পেয়ে আরও কয়েকটা গুলি ছুঁড়ল ও, এবার জবাব দিল মর্টার। ওর গজ দশেক পিছনের একটা গাছের মাথা ছিটকে শূন্যে উঠে গেল, আশপাশের অসংখ্য ছোট ডাল ভেঙে নিয়ে হুড়মুড় করে পড়ল মাটিতে। পরমুহূর্তে ফের জায়গা বদল করল ওটা। পাইলট ব্যাটা ভয় পেয়েছে বুঝতে পেরে খুশি হয়ে উঠল রানা।

ডানে তাকিয়ে বাউই ও এন্টাসকে দেখতে পেল, একটা গাছের আড়ালে গুটিসুটি মেরে বসে আছে। নজর এদিকে। বাউইর সামনে পড়ে আছে ওর কারবাইনটা। জেনামো রয়েছে তার ওপাশের এক গাছের আড়ালে। বয়স্ক তিনজনও আলাদা আলাদা আশ্রয় খুঁজে নিয়েছে। আতঙ্কে জড় পদার্থ বনে গেছে সবাই।

'ভয় পাওয়ার কিছু নেই,' চেঁচিয়ে বলল ও। 'আমাদের মারবে না ওরা, ভয় দেখাতে চাইছে শুধু।' বলল বটে, কিন্তু নিজের কানেই তা অবিশ্বাস্যরকম হাস্যকর শোনাল। কেননা মুবাকের চাই শুধু সম্রাজ্ঞী ও তার ছেলেকে, ওদের কাউকে না হলে কিছু আসবে-যাবে না তার। কাজেই মেরে সাফ করে যদি ঝামেলা কমানো যায়, তাহলে তা সে করবে না কেন?

আট-দশজন সাধারণ নাগরিক এবং তার সাথে একজন বিদেশী সাংবাদিককে মেরে যদি উদ্দেশ্য সাধন হয়, তাহলে কেন তা করবে না? সমস্যা হতে বিদেশী সাংবাদিককে নিয়ে কিছু হতে পারে, কিন্তু রানা জানে, অন্তত ওর ক্ষেত্রে তেমন কিছু ঘটবে না। কারণ ওর ব্রীফকেসে ওরকম ভুয়া পরিচয়পত্র কম করেও এক হালি আছে, সেগুলো নিশ্চয়ই চিরকাল গোপন থাকবে না, ঘাঁটাঘাঁটির ফলে

সেদিকে পড়বেই। তখন নিশ্চিন্তে একে রাস্তবেলী শত্রু হিসেবে চিনে ফেলবে ওরা। সে ক্ষেত্রে কেউ অভিযোগ তুলতে আসবে না।

মৃত্যুতো আসবে, অন্যভাবে। বিস্ফোরণে কিছু অপঘাতের আসবে, ওখানে আর ওখানকার লাশ চিরকুটতে শকুনেরা খাবারের পরিবেশ করে রেখে থাকে। কিন্তু তাকে মৃত মানুষ বলা তো আর সেঁচে উঠবে না?

[illegible]

[illegible] মনোয়েলকে ধরে যার পথে চলে যেতে দেয়া উচিত ছিল। আজ যদি এখানে কারও মৃত্যু হয়, তার দায়িত্ব ওর ঘাড়েই বর্তাবে।

মেশিনগানের বিকট শব্দে চিন্তার সুতো ছিঁড়ে গেল, সচকিত হয়ে ওপরে তাকাল রানা। ওটা থামতেই অন্যরকম একটা আওয়াজ উঠল, টারবাইনের গোঁ গোঁ আওয়াজ, একই সঙ্গে ধাতব দরজার বাড়ি খাওয়ারও। ছাঁৎ করে উঠল বুকের ভেতরটা, মিসেস আন্দ্রাজ বুঝে ফেলেছে ও মুহূর্তে।

ড্রাইভিং ডোর খুলে গেছে কপ্টারের, তার মানে প্যারাট্রুপার নামাতে যাচ্ছে ওটা। খবরটা ফাঁস করলে আতঙ্কিত হয়ে ছোটাছুটি শুরু করে দেবে সবাই, তাই চেপে গেল রানা। আন্দাজে আরও কিছু বুলেট খরচ করল রোটরের শব্দ লক্ষ্য করে। তারপর চেঁচিয়ে বলল, 'এখানে থাকা যাবে না, বনের আরও ভেতরে যেতে হবে আমাদেরকে। একজন একজন করে বুকে হেঁটে...'

কথাটা পুরো শেষ করতে পারেনি, তার আগেই রেনালোকে তড়াক করে উঠে পড়ে উদ্‌ভ্রান্তের মত এদিক-ওদিক তাকাতে দেখে আঁতকে উঠল রানা। 'আই, শোনো! বসে পড়ো!'

কানেই গেল না তার, হিস্টিরিয়ার রুগীর মত চেঁচাতে লাগল, 'কোথায় যাব? কোনদিকে?'

বিপদ টের পেয়ে উঠে দাঁড়াল ও, চারদিকে দ্রুত এক পলক নজর বুলিয়ে নিয়ে গাছের আড়ালে আড়ালে ছুটল তার দিকে। 'দাঁড়াও, আমি আসছি। আমি দেখিয়ে দেব কোনদিকে যেতে হবে।'

থেমে পড়েছিল রেনালো, কিন্তু কপ্টার থেকে আরেক দফা গুলিবর্ষণ হতেই মাথা পুরো বিগড়ে গেল ওর। কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা দৌড় লাগাল পিছন দিকে। বেকুব বনে গেল রানা, শেষ চেষ্টা হিসেবে অন্ধকারের ওপর পড়তে বলল ওকে, বুকে হেঁটে এগোতে বলল, কিন্তু সব বৃথা। দিশেহারার মত খোলা ছুটতে থাকা ছেলেটা, একদম খাড়া হয়ে। আড়াল নেবার কোন চেষ্টাই নেই। আতঙ্কিত চোখে তাকিয়ে থাকল রানা।

সবার আশঙ্কা আরেকটু যেতে পারলেই মিথ্যে প্রমাণ করতে পারত রেনালো, বড়জোর আর দশ গজ যেতে পারলেই মোটাসোটা এক গাছের আড়ালে চলে যেতে পারত। কিন্তু হলো না তা। রানার বাঁদিকের কোথাও থেকে পরপর দুটো গুলি হলো, প্রথমটা ছুটন্ত রেনালোর মাথার এক ইঞ্চি ওপরের এক গাছের ডালে লেগে চলটা তুলে নিয়ে গেল, দ্বিতীয়টা সোজা মাথায়।

দূর থেকে যুবকের মাথাটাকে আছড়ে পড়া পাকা তরমুজের মত বিস্ফোরিত

হতে দেখে গলা বুজে উঠল রানার। গুলির আঘাতে ছিটকে গেল যুবক, পরমুহূর্তে মাটিতে পড়ল হুমড়ি খেয়ে। হাঁ করে সেদিকে তাকিয়ে থাকল সবাই। হঠাৎ মেয়েদের মধ্যে কেউ ডুকরে উঠল, তারপর কেঁদেকেটে পরিবেশ ভারী করে দিল সেটা।

[illegible]

[illegible] আবার। কিন্তু পরে দেখা গেল বাইরে। সে-ও দেখেছে ব্যাপারটা। রেনালোর পরিণতি দেখে ওরা, উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়েছে, তবে আড়াল ছাড়েনি। দরদর করে ঘামছে, ভীরু আতঙ্কমাখা চোখে তাকিয়ে আছে এর দিকে। ঠোঁটে তর্জনী রেখে তাকে চুপ থাকতে বলে ক্যারাবাইন তুলল রানা, তীক্ষ্ণ চোখে গাছটার দিকে তাকিয়ে থাকল। আঙুলের ডগা ট্রিগারে।

একটু পর আবার দেখা দিল জলপাই রং, এবার গাছের এদিকে—ভারী বুট পরা ভাঁজ করা একটি পা। বসে আছে লোকটা, হাতে কারবাইন রেডি। খানিকপর আরেকটু এগোল সে, তারপর আরেকটু। দম বন্ধ করে অপেক্ষায় থাকল রানা। লোকটার নজর ঘুরছে, রানার অবস্থানের অনেকটা পিছনে। শত্রু তাকেই থাকতে পারে, তেমন আশঙ্কা করছে না হয়তো।

তাকে আড়াল থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে আসার সময় দিল ও, তারপর কেশে উঠল 'খুক' করে। না দেখেও ভূত দেখার মত চমকে উঠল লোকটা, মহূর্তেই ঘুরে অস্ত্রের নল ঘোরাতে চাইল শব্দের উৎপত্তির দিকে। কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে। একেবারে শেষ মুহূর্তে লোকটার সাথে চোখাচোখি হলো রানার, ওই অবস্থাতেই গুলি করল ও।

কপালের কোথায় লাগল বোঝা গেল না, তবে খুলির পিছনের বড় একটা অংশ উড়ে যেতে দেখা গেল স্পষ্ট। চেপে রাখা দম ছাড়ল রানা, কপ্টারের আওয়াজ বদলে যাচ্ছে শুনে বুঝল ওটা নামছে। সঙ্গে সঙ্গে একটা মরিয়া সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ও—যে করে হোক কপ্টারটা দখল করতে হবে। আর কতজন ট্রুপার নেমেছে জানে না, তবে অনুমান করছে খুব বেশি হলে পাঁচজন। তিনজনও হতে পারে।

শেষেরটা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। কারণ একদল সিভিলিয়ানকে পাকড়াও করতে চারজন সুশিক্ষিত সৈনিকই যথেষ্ট, এ সবাই বোঝে। তাছাড়া ইউএইচ-ওয়ান খুব বড় কিছু নয়। ট্রুপারসহ এতজন বন্দীর জায়গায় কুলাবে না ভেবে নিশ্চয়ই অল্প লোক এসেছে। কাজেই সংখ্যায় বেশি হবে না ওরা।

চারদিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখে ইশারায় বাউইকে ক্রল করে নিজের কাছে ডাকল রানা, কারবাইন ফেলে ওটা নিয়ে আসতে বলল। বেশ কিছু সময় দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগার পর আশ্রয় ছেড়ে এগোল সে, প্রচুর সময় লাগিয়ে পৌঁছল রানার কাছে। পিস্তলটার অনেক বুলেট খরচ হয়ে গেছে বলে তাগিদ দিল রানা। 'এখানেই থাকো তুমি। আমি একটু...' চোখের কোণে অস্পষ্ট নড়াচড়ার আভাস পেয়ে ঝট করে ঘুরে তাকাল।

আরেক ট্রুপার-আস্ত। প্রথমটা যেখানে মরেছে, তার গজ দশেক পিছনের এক ঝোপের আড়াল থেকে উঁকি মেরেই জমে গেছে ব্যাটা সঙ্গীদের একজনের

মৃতদেহ দেখে। কয়েক মুহূর্ত সেদিকে হাঁ করে তাকিয়ে থেকে পিছনে তাকাল সে, নিচু গলায় কি যেন বলল। প্রায় পরক্ষণে আরেক ট্রুপার দেখা দিল।

[illegible] এক পশলা [illegible] গুলি করল রানা, [illegible] ঘোরাল অন্যটাকে লক্ষ্য করে। কিন্তু হলো না, চোখের পলকে এক লাফে [illegible] গেল ব্যাটা। আড়াল থেকে [illegible] মত ডাক ছাড়ছে—অন্যান্য সঙ্গীদের [illegible]।

সবাইকে সরিয়ে নেয়ার আশা বাদ দিল রানা, অবস্থান যতক্ষণ গোপন ছিল, ততক্ষণ সম্ভব ছিল ব্যাপারটা, এখন নেই। এ মুহূর্তে কাউকে জায়গা ছেড়ে নড়তে বলার অর্থ হবে স্রেফ মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া। তারওপর চোখের সামনে দলের একজনের মৃত্যু দেখে ভয়ে আধমরা হয়ে আছে সবাই, এই অবস্থায় সে ধরনের ঝুঁকি না নিয়ে বরং একাই জায়গা ছেড়ে সরে পড়া উচিত, ভাবল রানা।

সরে গিয়ে ট্রুপারদেরকে দিকভ্রান্ত করবে ও, একটা একটা করে খতম করবে। সিদ্ধান্তটা সংক্ষেপে ধাউইংকে জানাল রানা, খুব অল্প সময়ে কারবাইন থেকে গুলি ছোঁড়ার কায়দা শিখিয়ে দিল তাকে। ফায়ারিং পজিশন নিজে সেট করে ওটা তুলে দিল হাতে। 'সাবধান! নিতান্ত জরুরী না দেখলে গুলি করবে না। ট্রিগার টানার আগে দেখে নেবে কাকে গুলি করছ।'

মাথা দুলিয়ে ঢোক গিলল যুবক, দূরে বসা মারাইকার দিকে অসহায় দৃষ্টিতে তাকাল। 'আপনার ফিরতে দেরি হবে?'

'না। হলেও দুশ্চিন্তা কোরো না, তোমাদের আশেপাশেই থাকব আমি। ওরা খুব সম্ভব আর মাত্র দু'জন আছে, ব্যাটাদের ব্যবস্থা করেই...' যুবক ওর মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে দেখে থেমে গেল রানা। 'কি হলো?'

'না, কিছু না।'

'যা বলেছি মনে থাকে যেন। নজর রাখো।' অস্ত্রের জন্যে হেঁচে যাওয়া সৈনিকের অবস্থানের দিকে তাকাল রানা। সাড়া নেই, ঘাপটি মেরে আছে নিশ্চয়।

ওর ধারণাই ঠিক, ঘাপটি মেরেই আছে ব্যাটারা। ওদের সংখ্যা সম্পর্কেও রানার ধারণা নির্ভুল। চারজন ছিল, দু'জন কমেছে তার মধ্যে। কিন্তু দলের কমান্ডার, তরুণ এক সাব-লেফটেন্যান্ট ভুলেও আশঙ্কা করেনি এমনটা ঘটতে পারে। ক্যাপ্টেন ওমাররা ক্যাম্প থেকে দশ-বারোজন সিভিলিয়ানের একটা দল পালিয়ে গেছে জানে সে। তিনটে কারবাইন ছিনতাই করেছে তারা, সে কথাও শুনেছে।

কিন্তু ওগুলো যে সত্যি সত্যি তাদেরই বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হবে, সে তা মনেই আসেনি। বরং ভেবেছে কিছু মেশিন গানের গুলি আর দুই একটা মর্টার ছুঁড়লেই অস্ত্র ফেলে বাপ বাপ করে লাইনে এসে যাবে সবাই। পাহাড়ী বকরির মত তাদেরকে খেদিয়ে কনটেইনে তুলে ফেলা যাবে। কিন্তু এখন বুঝতে পারছে মারাত্মক ভুল করে ফেলেছে সে হিসেবে, কখনও-সখনও সিভিলিয়ানদের মধ্যেও যে কেউ কেউ বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে, তা এই প্রথম বুঝল অনভিজ্ঞ, তরুণ জেসিও।

গুলি কে ছুঁড়ছে সে কথাও জানা হয়ে গেছে তার অবশিষ্ট ট্রুপারের হাঁক-

ডাকে। এ সেই বিদেশী সাংবাদিক, যার ব্যাপারে তাকে সতর্ক থাকতে বলেছিল ওমররা। ও ছাড়াও কেউ নয় এক গাছের গুঁড়ির সাথে হেলান দিয়ে ভাবছে পরিস্থিতি, আশঙ্কায় ঘামছে দরদর করে।

কে জানে [illegible] কারবাইন চালানো শিখল [illegible]

ওদিকে ধাউইংকে আরও কিছু নির্দেশ দিয়ে বাতাসের দিক লক্ষ করে এগোল রানা, বুঝতে পারল এ মুহূর্তে ওদের পিছন দিক থেকে বইছে বাতাস। শেষ সৈনিককে একটু আগে যেখানে দেখেছে, সেদিকে যাচ্ছে। অর্থাৎ ব্যাটারা যদি একটু সচেতন হয়, তাহলে এদিকের ঘাম, তামাক, মলম ইত্যাদির মিশ্র গন্ধ সহজেই ওদের নাকে যাবে।

মনে মনে হাসল রানা, সুযোগটা নেয়া যাবে না ব্যাটাদের। তার আগে ও-ই সেটার সদ্ব্যবহার করবে। কোমরের ওপরের অংশ যতদূর সম্ভব সামনে ঝুঁকিয়ে অনেকটা জায়গা নিয়ে বিরাট এক বৃত্ত তৈরি করে এগোল ও চিতার মত ক্ষিপ্র, এবং বিড়ালের মত নিঃশব্দ পায়ে।

পুব আকাশে সূর্য উঁকি ঝুঁকি করছে তখন, বাতাসে তেজ উঠতে শুরু করেছে। দূরে পাখি ডাকছে, গোলাগুলির শব্দে ভয় পেয়ে এ তল্লাট ছেড়ে পালিয়েছে ওরা। দুয়েকটা পাহাড়ী ছাগলের ডাকও কানে এল। আড়াই সাত মিনিট পর গন্ধটা পেল রানা—মোজার পা ডলানো দুর্গন্ধ, তার সাথে ঘাম ও তামাকেরও আছে, তবে প্রথমটা বেশিরকম কড়া। দ্বিগুণ সতর্ক হয়ে উঠল ও, পা টিপে টিপে দুর্গন্ধের সূত্রের খোঁজে এগোল। শুকনো পাতা বা মরা ডালে যাতে পা না পড়ে, সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর।

অবশেষে একটার দেখা পাওয়া গেল, এদিকে পিছন ফিরে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। তার সবুজ খাকি ড্রেসের কাঁধে অফিসারের ব্যাজ। মাথার বেরেট ডান হাতে, তাই দিয়ে থেকে থেকে বাতাস দিচ্ছে নাকে-মুখে, দরদর করে ঘামছে। ওটা গরমের ঘাম নয়, দেখেই বুঝল রানা, ওভাবে ঘামার মত গরম এখনও পড়েনি। ভয়ে ঘামছে লোকটা, একটু পর পর সামনের ঝোপের ডাল-পাতা সরিয়ে উঁকি দিচ্ছে।

চারদিকে দ্রুত নজর বুলিয়ে নিয়ে পা চালাল রানা, ভূতের মত নিঃশব্দে এসে তার খুলির ওপর ঠেসে ধরল কারবাইনের ব্যারেল। ব্যাটার ঝাঁকুনি দিয়ে ওঠা দেখে তৃপ্তির হাসি ফুটল মুখে, আরেকটু হলে কাপড় ভিজিয়েই ফেলত বোধহয়। 'সরি,' বলল ও। 'অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি নিশ্চই?'

প্রচুর সময় লাগল তার মুখ খুলতে। অবশ্য কথা বের হলো না, দুর্বোধ্য গোঙানি বের হলো। 'কোন ভাষায় কথা বলছ?' বিরক্তি লাগল ও। 'তোমার সঙ্গীদের ডাকো, ক'জন আছে?'

'অ্যা-অ্যা-অ্যা...' ঢোক গিলল জেসিও।

'একজন?'

'হাঁ...অ্যা-অ্যা...'

'আস্তে! আর বলতে হবে না, আমি বুঝেছি,' কারেল দিয়ে ঠেলা লাগাল তার আস্তে। 'ডাকো তাকে। শালা, সবাইকে ধরে ফেলেছ তুমি।'

[illegible] দিকে তাকাল। পরক্ষণে [illegible] রানার হাতের কারবাইনের [illegible] পিছলে গেল। দুটি মন দন রানা ও [illegible] [illegible]

পারছে না। তারওপর তার অস্ত্র ধরার এবং দাঁড়ানোর ভঙ্গি—নাহ্, মিলছে না।

'ডাকো!' চাপা ধমক লাগাল ও।

'সেলি…' কথা আটকে গেল তার, ঢোক গিলে ডাকটা সম্পূর্ণ করল, 'সোলজার! ফিরে এসো।'

কয়েক মুহূর্ত সাড়া নেই, তারপর শুকনো পাতার মুড়মুড় আওয়াজ উঠল। এগিয়ে আসছে মৃদু মৃদু পায়ের আওয়াজ। নিজের মনে বকবক করছে ট্রুপার। তার পায়ের শব্দ অনুসরণ করে তাকাল রানা, বড় বড় ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে লোকটার জলপাই ড্রেসের আভাস দেখা যাচ্ছে। এক মিনিট পর আড়াল থেকে বেরিয়ে এল লোকটা, এদিক-ওদিক দেখতে দেখতে আসছে।

আচমকা ব্রেক কষল সৈনিক, সামনের দৃশ্য দেখে 'চারো চাক্কা জাম' হয়ে গেছে। চার হাত-পায়ে উজবুকের মত বসে থাকা অফিসার ও তার মাথায় গুহাকার ঠেসে ধরে থাকা রানাকে এমনভাবে দেখছে, যেন দুনিয়ার অষ্টম আশ্চর্য তার চোখের সামনে হাজির।

'ওটা ফেলে দাও,' তার হাতের কারবাইন ইঙ্গিত করে বলল রানা।

এমন ক্ষিপ্রতার সাথে নির্দেশ পালন করল সে, মনে হলো যেন ওটার ভারমুক্ত হওয়ার এরকম মোক্ষম সুযোগই খুঁজছিল।

'মাথার ওপর দু'হাত তুলে এগিয়ে এসো। সাবধানে, ধীরে ধীরে।'

সেটাও অক্ষরে অক্ষরে পালিত হলো। 'ওদিকে ঘুরে বোসো অফিসারের পাশে।'

এবার দ্বিধা ফুটল সৈনিকের চেহারায়, ঘর্মাক্ত মুখটা ক্রমে বিকৃত হয়ে উঠতে লাগল। হয়তো ভাবছে এবার নির্ঘাত মরতে হবে। ঘুরে বসলেই মাথার পিছনে গুলি খেতে হবে।

'ভয় নেই,' বুঝতে পেরে মাথা নাড়ল রানা। 'অনর্থক খুনোখুনি পছন্দ করি না আমি। যা করছি, কেবল নিজেদের রক্ষার জন্যেই করছি। কাজেন। আমার দেনা-পাওনা যা হয়েছে, হয়েছে ক্যাপ্টেন ওমারের সাথে। পরেরবার দেখা হলে তার সাথেই সেসব মিটমাট করে নেব। বোসো।'

এবার আর দ্বিধা করল না লোকটা, অফিসারের পাশে বসে পড়ল উল্টোদিকে ঘুরে। অফিসারকে আগে সার্চ করল রানা। একটা নাইন এমএম ল্যুগার ও একটা কমান্ডো ছুরি পাওয়া গেল তার কাছে, ট্রুপারের কাছে শুধু ছুরি। পিস্তলের ম্যাগাজিন খুলে ফেলল রানা, তারপর দুটো দু'দিকে ছুঁড়ে মারল। ছুরি দুটো অনুসরণ করল ওগুলোকে।

গলা চড়িয়ে বাউই ও এন্টিসকে ডাকল রানা। 'বেরিয়ে এসো তোমরা! আর ভয় নেই।'

মিনিট তিনেক পর দেখা দিল বাউই, এন্টোনিও মার্কিনি রয়েছে তার সঙ্গে। দুর থেকে দৃশ্যটার দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা। সত্যি দেখছে না স্বপ্ন দেখছে, বুঝে উঠতে [illegible] মিনিট [illegible] বেরিয়ে এল দোলা, [illegible]।

'সবাইকে ডেকে নিয়ে এসো,' নির্দেশ দিল রানা। 'আমি এর কপ্টারে যাব আমরা।'

[illegible]

'কপ্টারে…!'

মাথা ওপর-নিচ করল ও। 'হ্যাঁ। তাহলেই হলো, তাড়াতাড়ি যাওয়া যাবে।'

'কিন্তু…বর্ডার গার্ড যদি গুলি করে?'

'এপারের গার্ডরা করবে না, কারণ নিজেদের কপ্টার দেখলেই চিনতে পারবে ওরা। ওপারের গার্ড যদি তেমন হুমকি দেয়, ভালমানুষের মত নেমে পড়ব।'

দশ মিনিট পর।

সীটে বসে ঘুমে ঢুলছিল ইউএইচ-ওয়ানের অল্পবয়সী পাইলট, নাকে শক্ত কিছুর গুঁতো খেয়ে চোখ কুঁচকে তাকাল, সঙ্গে সঙ্গে অন্তরাত্মা উড়ে গেল। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল তার খোলা দরজার কাছে অপরিচিতদের ভিড় দেখে।

'নেমে পড়ো, বাছা,' ওয়ালথার দোলাল রানা। 'তোমার ছুটি। বাড়ি গিয়ে আরাম করে ঘুমিয়ো।'

হাবার মত বসে থাকল লোকটা, নির্দেশ ঠিকই শুনেছে, কিন্তু অর্থ বোঝেনি।

'নামো!' হুঙ্কার ছাড়ল।

এবার কাজ হলো। অবশ্য কষ্ট করে নামতে হলো না তাকে, ভয়ের চোটে দেহটা আপনাআপনিই পিছলে বেরিয়ে এল কেবিন থেকে। হাসি চেপে জেনিংসের দিকে ফিরল রানা। 'এদের নিয়ে বাঙ্কই ফিরে যাও, অফিসার। জিসমিন।'

'কিন্তু ট্রান্সপোর্ট না পেলে…' মিনমিন করতে লাগল যুবক। 'এত পথ যাই কি করে?'

'তোমরা যার যার ট্রান্সপোর্টের ওপরই দাঁড়িয়ে রয়েছ,' ইঙ্গিতে তার পা দেখাল রানা। 'গাউ মুড!'

পাশ থেকে ওর আস্তিন খামচে ধরল মারাইকা। বলল, 'পাইলটকে ছাড়লেন কেন? ও গেলে এটা চালাবে কে?'

মুচকে হাসল রানা। 'অপেক্ষা করো, দেখতে পাবে সময় হলে।'

প্রাইভিং ডোর খোলাই ছিল, নিজের তদারকীতে ওই পথে স্ট্রেচার তোলাল রানা, তারপর অন্যান্যেরা উঠিয়ে লক করে দিল দরজা। নিজে পাইলটের সীটে উঠে বসে স্টার্ট দিল কপ্টার, ওর পাশের সীট ফাঁকা দেখে বাউই এগিয়ে এল। 'আমি বসতে পারি এটায়?'

'বোসো,' ঘুরে মেশারের দিকে তাকাল ও। চোখাচোখি হতে হাসল।

'হ্যালো, ফ্রিজ। এবার অনেক তাড়াতাড়ি আর আরামে যেতে পারব আমরা। একটুও কষ্ট হবে না তোমার।'

হাসি ফুটল পিতটার শুকনো মুখে। রানার মুখের দিকে একভাবে তাকিয়ে

থাকল কয়েক মুহূর্ত। 'থ্যাংকস!' নুবীর গম্ভীর বলল।

'মোস্ট ওয়েলকাম!' মাথা ঝাঁকিয়ে আরপিএর দেহ তারল এ। বাইরে তাকাল। কোটিরের জোড়া বাইরে থেকে একটু দূরে সরে গেছে লোকগুলো। [illegible] মত [illegible] আছে এর দিকে। মৃদু হেসে তাদের টাঁ-টাঁ করল হাত।

[illegible] সবার বিস্মিত চোখের সামনে [illegible] চেক করল, সন্তুষ্ট হয়ে শিস [illegible] ধরে [illegible] শুরু করল। কিছু সময় তাই উড়ে ঘুরল ইউএইচ-ওয়ান, তারপর উঠে পড়ল। খানিক পর [illegible] হাইওয়ের ওপাশের উপত্যকায় ল্যান্ড করাল রানা, আধঘণ্টা পর অ্যান্ডি ও ফ্রেনিমোকে তুলে নিল। ততক্ষণে স্থানীয় প্রায় আধা ন্যাংটা নারী-পুরুষের ভিড় জমে গেছে ওদেরকে ঘিরে। সবার চোখেমুখে রাজ্যের কৌতূহল।

বড়জোর একজন গাইড নিয়ে এসেছিল ওরা, কিন্তু প্রয়োজন নেই বলে এক মুঠো টাকা আর অসংখ্য ধন্যবাদের সাথে তাকে বিদায় করে দিয়েছে ওয়ালা রেক।

আবার উড়াল দিল কপ্টার, প্রত্যেকের বিস্মিত চোখের সামনে দিয়ে খোলাকুমি জায়েরের দিকে উড়ে চলল।

ছয়

মহাশোরগোল পড়ে গেছে জায়েরের লেবেকি সীমান্ত ঘাঁটিতে, অফিসার জওয়ান সবাই ব্যস্ত। কেননা এরকম কিছু এবারই প্রথম ঘটল এখানে। শুধু এখানে কেন, সারাদেশের ইতিহাসে এমন নজির দ্বিতীয়টি নেই।

মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্রের একটা সামরিক কপ্টার ল্যান্ড করতে চাইছে তাদের এখানে, তারওপর ওটার পাইলট দাবি করছে তাদের সম্রাজ্ঞী স্বয়ং ওটায় আছেন। তাঁর একমাত্র ছেলেও। অদ্ভুত কথা! ওদেশের সম্রাজ্ঞী সামরিক কপ্টারে কেন? ছেলেসহ লেবেকিতে কেন তিনি বলা নেই কওয়া নেই?

ঘাঁটির প্যারেড গ্রাউন্ডের এক প্রান্তে ছোট্ট এক হেলিপ্যাড, ক্যাম্প কমান্ড্যান্টের অনুমতি মিলতে ওখানে ল্যান্ড করল ইউএইচ-ওয়ান। সঙ্গে সঙ্গে সশস্ত্র গার্ড বাহিনী ঘেরাও করে ফেলল ওটাকে। প্রেটির-মত্রো গতি কমতে সেদিকে এগোল কমান্ড্যান্ট। পার্সপেক্স ডোমের ওপাশ থেকে পাইলটের নাক-নকশার বেগতিক হাল দেখে চোখ কুঁচকে উঠল তার। পাশের লোকটার অবস্থাও কমবেশি একইরকম।

ব্যাপার কি! ভাবল সে বিস্মিত হয়ে। ইঙ্গিতে নেমে পড়তে বলল ওদের। রানা নামল প্রথমে, কাছে এসে হাত বাড়িয়ে দিল তার দিকে। নিজের পরিচয় দিয়ে প্রথমেই একটা স্ট্রেচারের ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানাল।

'স্ট্রেচার কেন?' প্রশ্ন করল ঘাঁটি প্রধান, ক্যাপ্টেন মাইক যগ। রানার সমবয়সী হবে লোকটা, দৈর্ঘ্যে অন্তত আধ হাত বেশি। চোখ দুটো কুতকুতে।

'সম্রাজ্ঞীর ছেলের অবস্থা ভাল না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওর জন্যে স্পেশাল ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা করতে হবে।'

'আপনি কে?'

'সম্রাজ্ঞীর চীফ সিকিউরিটি অফিসার,' রানা বলল।

[illegible] নেই [illegible], [illegible] এর [illegible] শুধুই মাথা নেড়ে। আরও কিছু [illegible] চাইছে। 'কি হয়েছে—'

[illegible] দিল না রানা। [illegible] 'দয়া করে ব্রিগেডিয়ার [illegible]

ক্যাপ্টেনের মিলিটারিসুলভ কাঠিন্য উবে গেল হঠাৎ, খানিকটা শ্রদ্ধা ফুটল সেখানে। 'ব্রিগেডিয়ার ব্রানাথ! তাঁকে কিভাবে চেনেন আপনি?'

জবাব দেয়ার আগে সঙ্গীদের ওপর চোখ বুলিয়ে নিল ও। সম্রাজ্ঞী ছাড়া আর সবাই বেরিয়ে এসেছে কপ্টার থেকে, কয়েক হাত দূর থেকে আমাদের সাথে ওদের আলাপন শুনছে। 'জাতিসংঘের অ্যান্টি-টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশনের চীফ ছিলাম আমি অনেক টার্ম। তখনকার এক টার্মে একসাথে কাজ করেছি আমি আর ব্রানাথ।'

ভুরু জোড়া চুলের সীমানায় উঠে গেল ক্যাপ্টেনের। 'আপনি! ইউনাইটেড ন্যাশন্স এর চীফ ছিলেন? এই না বললেন আপনি সম্রাজ্ঞীর চীফ সিকিউরিটি অফিসার?'

'হ্যাঁ, তাতে কি?'

'না—মানে, বলছিলাম এত বড় এক পদ থেকে এই সামান্য...'

'মাঝেমধ্যে প্রমোশনের বদলে অনেকের ডিমোশন হয় না? আমারও সেরকম কিছু হয়েছে। এবার দয়া করে স্ট্রেচার আনতে বলুন, আর ব্রানাথকে খবর দিন। ও হ্যাঁ, আমাদের চেহারা-সুরত তো দেখতেই পাচ্ছেন। যদি আমাদেরও আর্মি এইডের ব্যবস্থা করেন, খুবই কৃতজ্ঞ হব। আর পেটে দেয়ার মত কিছুর ব্যবস্থা করুন, প্লীজ। প্রায় আটাশ ঘণ্টা না খেয়ে আছি আমরা।'

'অবশ্যই, অবশ্যই!' ব্যস্ত হয়ে ঘুরে দাঁড়াল ঘাঁটি প্রধান, নিজের স্টাফ অফিসারের উদ্দেশে হাঁক ছাড়ল।

মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্রে সামরিক আইন জাতীয় কিছু জারী হয়েছে, সে খবর আগের দিনই প্রচার করেছে কাম্পালা। ইজিপ্ট এয়ারের সেই ফ্লাইটের ক্যাপ্টেনসহ অনেকজন যাত্রীর সাক্ষাৎকার প্রচারও করেছে, কিন্তু বাঙুই রেডিও মুখ খুলছে না দেখে কেউই ব্যাপারটা মেনে নিতে পারছিল না।

কিন্তু সেদিন দুপুরের পর সমস্ত জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটল। কর্নেল ওবায়েদের গোপন ফর্মুলা ফাঁস হয়ে যেতে মুখ খুলতে বাধ্য হলো বাঙুই রেডিও। সেই পুরানো অভিযোগ-সীমাহীন দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগে সম্রাট ও সেনাবাহিনী প্রধানসহ উঁচু পদের বেশ কিছু সামরিক অফিসারকে আটক করা হয়েছে। সপ্তাহ দিনের মধ্যে সামরিক আদালতে তাদের বিচার শুরু হবে, তারপর গণভোটের মাধ্যমে ইত্যাদি ইত্যাদি।

সামরিক সরকার প্রধান কর্নেল ওবায়েদের তরফ থেকে একই ঘোষণা বারবার দেয়া হতে থাকল।

ওদিকে একই খবরে তৎপর হয়ে উঠল কিনশাসার সরকারী মহল। উঁচু

পদের একজন কর্মকর্তা প্রত্যাশা অনুযায়ী সম্রাজ্ঞীর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসার প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছিল, কিন্তু যখন জানা গেল তাঁর 'ব্যক্তিগত নিরাপত্তা প্রতিপক্ষ' শুধু ব্রিগেডিয়ার জন ব্রুশস্টের সাথে দেখা করতে চেয়েছেন, তখন সবার উৎসাহে ভাটা পড়ল। আবারও সব ধরনের অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি বাদ দেয়া হলো।

অন্যদিকে [illegible] কয়েকটা আঘাত খারাপ দিকে মোড় নিতে যাচ্ছিল, সেগুলোই এ জন্যে দায়ী।

সম্রাজ্ঞী বসে আছেন ছেলের মাথার কাছে। রানা ও ক্যাপ্টেন মাইক কেবিনের এক মাথায় দাঁড়িয়ে কথা বলছে নিচু গলায়। অন্যদিকে সিটির ডাক্তার মেশাককে পরীক্ষা করতে ব্যস্ত। বাউই ও মারাইকা বেডের পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে তার কাজ দেখছে। দলের অন্যরা ডাক্তারের সহকারীর কাছ থেকে ফার্স্ট এইড নিচ্ছে অল্প অল্প। যদিও এত দেরি হয়ে গেছে যে এখন তা নেয়া না নেয়া, দুই-ই সমান। শুধু সম্ভাব্য জটিলতা এড়াতে নেয়া প্রয়োজন বলে নিতে হচ্ছে।

ডাক্তার লোকটা মাঝবয়সী, বেঁটে আর মোটা। পুরো মাথাজোড়া চকচকে টাক। চোখে চশমা। কাচ এত পুরু যে তার মধ্যে চোখ দুটোকে দ্বিগুণ বড় দেখায়। আপনভোলা টাইপের মানুষ। অনেকক্ষণ ধরে মেশাককে পরীক্ষা করল সে, তারপর ওর মুখের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে মাথা দোলাতে লাগল।

'ও ব্যাটা মানসিক রোগী না হয়েই পারে না,' দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বিড়বিড় করে বলল সে। 'এটুকু দুধের শিশুকে যে এইভাবে মারতে পারে, সে বদ্ধ উন্মাদ ছাড়া কিছু হতেই পারে না। হারামজাদার কোর্ট মার্শাল হওয়া উচিত। নাহ্, আজই ব্যাটার বিরুদ্ধে রিপোর্ট লিখব আমি, ওকে সার্ভিস থেকে না তাড়ালে...'

'কার বিরুদ্ধে কোথায় রিপোর্ট করবেন আপনি?' [illegible] প্রথমে বলল শান্ত গলায়। 'লোকটা আমাদের সার্ভিসের কেউ না। প্রতিবেশী...'

দ্বিগুণ আকারের চোখ তুলে কটমট করে তাকাল সে। 'ওঁ্যা! তাই নাকি?'

'ওর অবস্থা কেমন দেখলেন?'

'ভাল না।'

'কতখানি খারাপ?'

'বাচ্চা তো, এদের চামড়া-মাংস হয় তুলোর মত। কয়েকটা মার এমনভাবে বসে গেছে, আরেকটু জোরে লাগলে বোধহয় হাড়েই পৌঁছে যেত চাবুক।'

'বেত,' সংশোধন করে দিল বাউই। 'বেত দিয়ে...'

'ওই হলো আর কি। কয়েকটা আঘাত মনে হচ্ছে ভোগাবে। তবে চিন্তা নেই, আমার হাতে যখন পড়েছে, তিনদিনেই সুস্থ হয়ে উঠতে হবে ওকে। এ ধরনের ক্ষতের চিকিৎসায় বিদেশী ওষুধের চেয়ে আমাদের দেশী গাছ-গাছড়ার ওপর বেশি আস্থাশীল আমি।' উঠে পড়ল সে। 'যাই দেখি, জোগাড় করে নিয়ে আসি সে সব।'

রানা আঁতকে উঠল মনে মনে। চাপা গলায় ক্যাপ্টেনের উদ্দেশে বলল, 'কতক্ষণ লাগবে ওর ফিরতে?'

'বেশিক্ষণ না,' জবাব দিল সে। 'বলতে গেলে ওষুধ-মলম তৈরির কাজে মহাওস্তাদ এই লোক। তিনদিন বলেছে না? দেখবেন, ঠিক তিন দিনেই উঠে দাঁড়াবে ও।'

প্রায় আধঘণ্টা পর ফিরল ডাক্তার হাতে অ্যালুমিনিয়ামের এক বাটি [illegible] নিয়ে। গাঢ় সবুজ রঙের কাদার মত [illegible] হয়ে আছে। 'এই যে, এনেছি। এবার ওকে সুস্থ হতেই হবে। [illegible] একটু বেশি করে দিয়েছি যাতে তাড়াতাড়ি কাজ হয়।'

[illegible] দৌড়ঝাঁপ করছে, দেখবেন। কিন্তু এখন আপনারা আসুন, এখানে বসে থাকার কোন দরকার নেই। সন্ধের আগে ঘুম ভাঙবে না ওর।'

সম্রাজ্ঞীর দিকে এগোল রানা। 'চলুন, হার হাইনেস। খেয়ে কিছুক্ষণ রেস্ট নিয়ে নিন। পরে আবার আসা যাবে।'

চোখ তুলে কিছু সময় ওকে দেখলেন নকোলো। মৃদু গলায় বললেন, 'আমাদের সবার সবকিছুতে খেয়াল আপনার, খেয়াল নেই কেবল নিজের দিকে। এখনও ফার্স্ট এইডটাও নেননি।'

মৃদু হাসল ও। 'এসবে আমার অভ্যেস আছে, হার হাইনেস। আসুন। কিনশাসা থেকে এ দেশের গুরুত্বপূর্ণ একজন এসে পড়বেন যে কোন মুহূর্তে, সে জন্যে তৈরি থাকা দরকার আপনার। ব্যাপারটা এখন আর ঘরোয়া নেই, আন্তর্জাতিক হয়ে পড়েছে।'

উঠলেন নকোলো, ছেলের মাথায় পরম স্নেহে হাত বুলিয়ে ওর পাশাপাশি দরজার দিকে এগোলেন। 'কে ভদ্রলোক?'

'একদিকে আর্মির বড় অফিসার, ব্রিগেডিয়ার। অন্যদিকে প্রেসিডেন্টের ভাইপো। বেশ প্রভাবশালী।'

'আপনার বন্ধু?' [illegible] এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন নকোলো, পূর্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালেন।

মাথা দোলাল রানা। 'অনেকটা সেরকমই। এক সময় লেবাননে একসাথে কাজ করেছি আমরা, সেই থেকে পরিচয়।'

'তারপর? উনি এলে আপনি নিশ্চয়ই চলে যাবেন?'

গম্ভীর হয়ে উঠল রানা। 'তেমন কোন কথা নেই, আমার যাওয়া জরুরী নয়। ছুটিতে আছি আমি, হাতে লম্বা সময়। তাছাড়া...'

'তার মানে সত্যিই মানুষ আপনি? কাজ করে খেতে হয়?'

হেসে উঠল ও। 'আপনি অন্য কিছু ভেবেছিলেন নাকি?'

এবার সম্রাজ্ঞী গম্ভীর হলেন। ওপর-নিচে মাথা দুলিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ। ভেবেছি আপনি বোধহয় কোন দেবদূত, আমার বিপদ দেখে স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন মানুষের রূপ নিয়ে।'

'আচ্ছা!' এবার শব্দ করে হেসে উঠতে যাচ্ছিল ও, কিন্তু নকোলোর মুখের দিকে তাকিয়ে থেমে গেল।

'হাসবেন না, আমি হাসির কিছু বলিনি। বিয়ের দশ বছর পুরো হয়েছে আমার, এর মধ্যে ক'টা দিন স্বামীকে কাছে পেয়েছি, চেষ্টা করলে হয়তো গুনে

অপরাধে পড়বে। বউ-বাচ্চাকে দেয়ার মত সময় আমার স্বামীর নেই, কেননা তাকে জনসাধারণের ভাল করার চিন্তায় পিছনে সব রাখতে হবেন। সম্রাট হওয়ার আগে তবু মাঝেমধ্যে কাছে পেতাম ওঁকে, এখন সেটাও পাই না। কিন্তু সে কষ্ট আমাকে কোন কষ্ট নয়, বরং এক নারীর জন্য একটা বড় আনন্দের, বড় সুখের আর গর্বের কিছু হতে পারে বলে আমার মনে হয় না। উনি নিজেকে সময় দিতে পারেন না বলে, একেক সময় খুব কষ্ট হয়, দুঃখ হয়। [illegible] করে ভেঙে দিয়েছি। কিন্তু খুঁজতে গিয়ে দেখেছি স্টাডিতে মগ্ন মানুষটা। হয় পড়ছেন, নয়তো কিছু লিখছেন। সব রাগ পানি হয়ে গেছে। জেনেছি রক্ত মাংসের নকোলো তাঁকে না পাক, দেশের বিশ লক্ষ মানুষ তো পাচ্ছে। তাতেই সন্তুষ্ট থাকি না কেন? এমন এক ভালমানুষ স্বামীর অমঙ্গলের খবর যখন তার স্ত্রীকে শুনতে হয়, চোখের সামনে একমাত্র শিশু সন্তানের অসহায়ের মত মার খাওয়া দেখতে হয়, তখন তার মনের কী অবস্থা হয়, মানুষ কি বুঝবে? এমন সময় কেউ তার দিকে সাহায্যের হাত বাড়ালে তাকে দেবদূত ছাড়া আর কি ভাবতে পারে সে?'

ওকে আড়াল করে নকোলো চোখ মুছছেন দেখে অসহায় বোধ করল রানা। 'দুঃখিত, হার হাইনেস। আমি এতকিছু ভেবে দেখিনি।'

কিছুক্ষণ অন্যমনস্কের মত হাতের স্ট্র্যাপ পরীক্ষা করলেন। 'আপনার কি ধারণা? ওরা...ওরা সম্রাটকে...?'

দৃঢ় ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। 'না। এখন আর তা সম্ভব নয়। নব্বই দিনের মধ্যে ওরা সম্রাটের বিচার করবে বলে ঘোষণা দিয়েছে, কাজেই এখন নিজেদের স্বার্থেই তাঁকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে ওদেরকে। সম্রাট "দুর্নীতিবাজ" ইত্যাদি বলে যে সমস্ত অভিযোগ ওরা তুলেছে, সেগুলো "প্রমাণ" হওয়ার আগেই যদি তাঁর খারাপ কিছু ঘটে, ক্ষমতা দখলের সাধ মিটে যাবে ওদের। সম্রাটের জনপ্রিয়তা সম্পর্কে যা শুনেছি, তার অর্ধেকও যদি সত্যি হয়, দেশে আগুন জ্বলে উঠবে। অবশ্য আপনি ওআইসিকে উৎখাতের আবেদন জানালে সে কাজ আগেও ঘটতে পারে।'

'কিন্তু ওরা বোধহয় সে সুযোগ দেবে না। সীমান্ত নিয়ে ওদের সঙ্গে আমাদের পুরনো কিছু সমস্যা আছে।'

'তা নিয়ে ভাববেন না, একটা না একটা ব্যবস্থা হবেই। ব্রিগেডিয়ার আসুক, ওর সঙ্গে কথা বলে দেখি। অফিশিয়ালি যদি সম্ভব না-ও হয়, আন-অফিশিয়ালি সাহায্য ওর কাছ থেকে পাবই আমি।'

ভুরু কুঁচকে উঠল সম্রাজ্ঞীর। 'কি সাহায্য?'

'পরে শুনবেন। এখন চলুন, খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে।'

ব্রিগেডিয়ারের পৌঁছতে বিকেল হয়ে গেল।

বয়সের দিক থেকে রানার দু'এক বছরের বড় হতে পারে সে, তার বেশি নয়। এই বয়সে আর্মিতে ব্রিগেডিয়ার পদ অর্জন করা বিশ্বের আর সব অঞ্চলে অসম্ভব হলেও আফ্রিকার এই অঞ্চলে খুবই সম্ভব। তারওপর লোকটা স্বয়ং প্রেসিডেন্টের ভাইপো, সেদিক থেকে ভাবলে তো দ্বিগুণ সম্ভব।

ছয় ফুট দুই ইঞ্চি দীর্ঘ ব্রুনাস, বুকের ছাতি একচল্লিশ। বুনো ষাঁড়ের মত স্বাস্থ্য। লম্বাটে মুখ। চোখের মণি নীলচে, গায়ের রং প্রায় দেবতাদের মতই। [illegible]

সন্ন্যাসীদের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষের এক পর্যায়ে না বুঝে তাদের অ্যামবুশে পড়ে যায় সে। বাঁচার কোন পথ ছিল না। সে সময় রানা নিজের উদ্যোগে প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়ে একাই উদ্ধার করে তাকে। ব্রুনাস অক্ষত অবস্থায় বেঁচে গেলেও ও মারাত্মকভাবে জখম হয় সন্ন্যাসীদের গুলিতে। পরে বৈরুতের আমেরিকান হসপিটালে ওকে নিয়ে যমে-মানুষে টানাটানি চলেছিল টানা তিনদিন পর্যন্ত।

সবার সংশয় ছিল ব্রিগেডিয়ার তাদের পাত্তা দেবে কি না ভেবে, কিন্তু তাকে বহনকারী কপ্টার অবতরণ করার দু'মিনিটের মধ্যে কর্পূরের মত উবে গেল তা। মাটিতে পা রেখেই হুঙ্কার ছাড়ল সে, 'কোথায় মাসুদ রানা!' কাউকে বলে দিতে হলো না, অপেক্ষমাণ জটলার ভেতর থেকে নিজেই ওকে খুঁজে বের করল সে। কানে কানে হাসি দু'কানে গিয়ে ঠেকল, দু'হাত বাড়িয়ে লম্বা পায়ে এগিয়ে এল। সামরিক কেতা ভুলে বুকে জড়িয়ে প্রায় তুলেই ফেলল ওকে।

'হোয়াট আ প্রেজেন্ট সারপ্রাইজ, টিঙ্ক! ওয়েলকাম টু জায়েরে, ওয়েলকাম!'

প্রথম দফা আলিঙ্গন সেরে দু'বাহু ধরে ঝাঁকা মেরে পিছনে সরিয়ে ওর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল, তারপর হ্যাঁচকা টানে বুকের ওপর আছড়ে ফেলে আরেক দফা আলিঙ্গন। সেই সাথে সমানে মুখ চালাচ্ছে। 'কী অদ্ভুত কাণ্ড, দেখো মাত্র কালই তোমার কথা ভাবছিলাম। কতদিন দেখা-সাক্ষাৎ নেই, ভাবছিলাম যেভাবে হোক কোন ভাবে খোঁজ নেব তোমার। কী আশ্চর্য! ভাবতে না ভাবতেই সাক্ষাৎ, তাও এইভাবে! ব্যাপার কি, তুমি কিছু বলছ না যে?'

'তোমার রেকর্ডার বন্ধ না হলে বলি কি করে?' রানা বলল।

হো হো করে হেসে উঠল ব্রিগেডিয়ার। 'করছি। আগে বলো কেমন আছ তুমি?'

'মন্দ নয়, তার্ক। তুমি?'

দ্রুত মাথা দোলাল ব্রিগেডিয়ার। 'ভাল আছি। শুনলাম তুমি নাকি সব ছেড়ে ছুড়ে এখন সম্রাজ্ঞী নকোলোর সিকিউরিটি অফিসার হয়েছ? তা-ও আমার বাড়ির পাশের...'

'সব কথা এখানে দাঁড়িয়েই শুনবে, না ভেতরে যাবে? সম্রাজ্ঞী তোমার অপেক্ষায় আছেন।'

'সরি, ভাল কথা মনে করেছ। চলো, চলো।'

এতক্ষণে ঘাঁটি প্রধানের দিকে নজর দেয়ার সময় হলো তার। লোকটার স্যালুটের জবাব দিয়ে কুশল বিনিময় করল সংক্ষেপে। 'ওপারে কোনরকম বাড়তি তৎপরতা দেখা যাচ্ছে?'

'না, স্যার। সব স্বাভাবিক,' বলল ক্যাপ্টেন।

'হলেই ভাল,' চিন্তিত গলায় বলল ব্রিগেডিয়ার। 'প্রেসিডেন্ট আশঙ্কা করছেন

ওরা হয়তো আচমকা হামলা চালিয়ে সম্রাজ্ঞীকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারে।'

'মিস্টার রানা সকালেই সে সম্পর্কে আভাস দিয়েছেন, স্যার। তখনই [illegible] আরও [illegible] এক কোম্পানি সৈন্য পাঠাতে অনুরোধ জানিয়েছিলাম। কিন্তু...'

'ওরা আসছে। [illegible] এসে পড়বে।'

দু'ঘণ্টা পরের কথা।

ব্যারাকের অফিসার্স মেসে মুখোমুখি বসে আছে রানা ও ব্রানাখ। গোপন আলোচনায় মগ্ন দু'বন্ধু।

দূরের এক টেবিলে বসে তাস খেলছে প্রফেসর মর্কিনি, ওতাকা বেক, মাসাইকা ও বাউই। আসলে খেলছে না, কেননা খেলায় মন দেয়ার মত অবস্থা কারও নেই। রানা ব্রানাখের আলোচনার দিকে মন পড়ে আছে সবার, বৈঠকের ফল জানার জন্যে অধীর আগ্রহের সাথে অপেক্ষা করছে।

দলের অন্যরাও একই প্রতীক্ষায় আছে। অ্যান্ডি মেসি, গরিলা সদৃশ ফ্রেলিমো অ্যাংকোর, উকিল ও ফ্রেটার আরেক টেবিল ঘিরে বসা। দেশের আইনকানুন সম্পর্কে জ্ঞান দিচ্ছে উকিল। ফ্রেলিমোর মন নেই সেদিকে, গম্ভীর সে। মন ভাল নেই। রেনাতো ছিল তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, ওর কথা কিছুতেই ভুলতে পারছে না। তার ধারণা রানার ভুলের কারণে মৃত্যু হয়েছে রেনাতোর।

দেশ ছাড়ার সময় শেষ মুহূর্তে কপ্টারে উঠে ঘটনাটা শুনেছে সে। সেই থেকে গম্ভীর। রানার সাথে একটা কথাও বলেনি এ পর্যন্ত। প্রফেসর, বাউই, ওতাকা, মাসাইকা, সবাই মিলে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছে রেনাতোর মৃত্যু দুর্ভাগ্যজনক এক দুর্ঘটনা ছাড়া কিছু নয়- মাসুদ রানার নির্দেশ বুঝতে ভুল করেছিল সে, অসময়ে আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিল। ওর ধারণা ভুল।

কে শোনে তা! মনে মনে ফুঁসছে যুবক। ওকে লাইনে আনার চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছে সবাই, এখন বলতে গেলে নিঃসঙ্গ সে। সবার মাঝে থেকেও বিচ্ছিন্ন, একা।

এদিকে রানা ও ব্রানাখের গোপন আলোচনা শেষ হওয়ার নাম নেই। এক সময় প্রফেসর ইনেরি মর্কিনিকে ডেকে নিল রানা। ওবাসো সম্রাট মাকাসাকে কোথায় বন্দী করে রেখেছে, সে সম্পর্কে একটা ধারণা দিয়েছিল লোকটা, তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবার সময় হয়েছে। ব্রানাখ ঘাঁটি প্রধানকে দিয়ে মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্রের বড়সড় এক ম্যাপ আনিয়ে নিল। তিনজনে মিলে হুমড়ি খেয়ে পড়ল তার ওপর।

'এই সেই দুর্গ,' বাঙুইয়ের ত্রিশ মাইল উত্তর-পশ্চিমের একটা জায়গার ওপর টোকা দিল প্রফেসর। 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ফরাসী ও ইংরেজরা মিলে তৈরি করেছিল এটা। ফোর্ট ডি পোসেল। পিছনে একটা শীর্ণ নদী। এই যে, এটা। অতীতের সরকারগুলো দেশের সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীকে এখানে আটকে রাখত। স্বয়ংসম্পূর্ণ এক দুর্গ শহর বলা যায় পোসেলকে। এক কথায় দুর্ভেদ্য। আমার ধারণা সম্রাটকে এখানেই রাখা হয়েছে।'

'দুর্ভেদ্য বলছেন?' প্রশ্ন করল রানা। নজর সেঁটে আছে নদীটার ওপর।

'একটা পাহাড়ের ওপর এটা। চারদিক দশ ফুট উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা, তার ওপর কাঁটাতারের বেড়া।'

'ইলেকট্রিফাইড?'

'জানি না,' মাথা দোলাল প্রফেসর। 'কখনও শুনিনি।'

'এটা কেন তৈরি করেছিল ওরা?'

[illegible] 'হয়তো [illegible] যা-ই হোক, কাজে আসেনি। জার্মানরা হল্যান্ড-বেলজিয়াম দখল করে নিলে এই এলাকা থেকে মিত্রবাহিনী সরে যায়, তখন জার্মানরা কিছুকাল ব্যবহার করে এটা। শুনেছি, কমিউনিস্ট আর সমকামীদের কনসেনট্রেশন ক্যাম্প হিসেবে ব্যবহার করা হত এটাকে।'

মাথা দোলাল প্রফেসর। 'আমিও সেরকমই শুনেছি। যুদ্ধের পর ফরাসীরাও কিছুদিন ব্যবহার করে এটা ব্যারাক হিসেবে।'

'হুম!' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল রানা। 'ভেতরে যাওয়া-আসার পথ?'

'শুনেছি দুটো এন্ট্রান্স–একটা মেইন, অন্যটা সার্ভিস। পরেরটা পিছনদিকে কোথাও, দুর্গের যাবতীয় সাপ্লাই...'

'বুঝেছি।' চোখ কুঁচকে ম্যাপের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। 'পাহাড়টা কত উঁচু?'

'আট-নয়শো ফুটের মত,' দাড়ি চুলকাল প্রফেসর। নতুন করে পাইপ ধরাল সময় নিয়ে।

'ঠিক!' মৃদু গলায় ডাকল ব্রিগেডিয়ার। 'তুমি বরং ব্যাপারটা নিয়ে আরও চিন্তা করো, সময় নাও। অস্ত্র-গোলাবারুদ যা দরকার আমি ব্যবস্থা করে দেব, তাতে সমস্যা নেই। কিন্তু একদল আনাড়ি নিয়ে কোন দুর্গ থেকে কাউকে ছিনিয়ে আনা সহজ কথা নয়। সমস্যা ঘটে গেলে কি হবে ভেবে দেখো। যদি ধরা পড়ো, সোজা ফায়ারিং স্কোয়াড।

'ওদের সাথে সীমান্ত নিয়ে অনেকদিন থেকে ঝগড়া-ফ্যাসাদ চলছে আমাদের, দু'দেশের সম্পর্ক বেশ শীতল। তারপরও স্বীকার করছি, সম্রাট মাকাসা সত্যিই ভালমানুষ। সৎ, কর্মঠ এবং নির্লোভ। ওদেশে এত ভালমানুষ সরকার-প্রধান আগে কখনও ছিল না, ভবিষ্যতে আসবে বলেও মনে হয় না। কিন্তু তারপরও, যদি তোমার জায়গায় আমি হতাম, এমন সর্বনেশে চিন্তা মাথায় ঠাঁই দিতাম না। সম্রাজ্ঞী, তাঁর ছেলে, এরা, সবার জন্যে তুমি যা করেছ, তার কোন তুলনা হয় না, ঠিক। আমার মনে হয় এরপর আর তোমার এগোনো ঠিক হবে না।'

মুখ খোলার আগে কিছু ভাবল রানা। 'জর্জ, সেদিন যখন তুমি বৈরুতে টেররিস্টদের অ্যামবুশে পড়ে মরতে বসেছিলে, আর আমি তোমাকে ওর মধ্যে থেকে বের করে আনব বলে তৈরি হচ্ছি, তখনও কিন্তু কোয়াডের সমস্ত সদস্য দু'হাত তুলে নিষেধ করেছিল আমাকে। সবার এক কথা, গেলে বিপদ হবে, আমিও মরব। কিন্তু মরিনি।'

মাথা দোলাল ব্রিগেডিয়ার। 'ঠিক। কিন্তু প্রতিবারই তুমি সফল হবে, এমনও তো কোন কথা নেই।'

'নেই। কিন্তু মৃত্যু জীবনের এমনই এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা মানুষ চাইলেই এড়িয়ে যেতে পারে না। ওটা যখন যেখানে ঘটার, তখন সেখানেই ঘটবে। যদিও এরকম দু'একটা উদাহরণ দেখা যেতে পারে। কিন্তু সেটা চাই না আমি। সম্রাটকে উদ্ধার করতে গিয়ে আমার মৃত্যু হবে, এ কথা যদি আমার নিয়তি লিখে থাকে, তাহলে তাই হবে। তুমি এভাবে পারবে না?'

[illegible]

'অসম্ভব! ব্যর্থতার গ্লানি থেকে নিজেকে বাঁচাতে যেতে হবে আমাকে।'

ভুরু কোঁচকাল ব্রানাফ। 'ব্যর্থতা? কিসের?'

'ওমারুর নির্দয় মারের হাত থেকে দেশবাসীকে রক্ষা করতে না পারার।'

'কারণ, চাঁদা ওখানে প্রচুর অস্ত্রধারী সৈন্য তোমাদের ঘিরে রেখেছিল। ওর মধ্যে থেকে...'

'কারণ যা-ই হোক, এর জন্যে কিছু করতে পারিনি, তাকে এক ধরনের ব্যর্থতাই বলব আমি। যদি সাধারণ হতাম, কিছু করার যোগ্যতা না থাকত, তাহলে এ নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাতাম না আমি। নিজের পথে চলে যেতাম। কিন্তু...'

'বুঝতে পেরেছি। কিন্তু তুমি সাধারণ বা অযোগ্য, কোনটাই নও, এই তো বলতে চাইছ?'

মাথা দোলাল ও। 'হ্যাঁ। এবং তোমার মত উপযুক্ত বন্ধুর সংখ্যাও কম নয় আমার। তাহলে কেন অন্যায়ভাবে মার খেয়ে হজম করে নেব আমি?'

চেহারা বিকৃত করে বাঁ চোয়ালের হাড়ের ওপরটা চুলকাল ব্রিগেডিয়ার। 'তোমার প্ল্যান তাহলে পাকা?'

'একদম।'

'এসো তাহলে। এবার আমাদের মিশন নিয়ে বিস্তারিত...'

'এক মিনিট,' বাধা দিল রানা। '"আমাদের" মানে?'

'"আমাদের" মানে আমাদের,' দৃঢ় গলায় বলল ব্রিগেডিয়ার। 'মানে আমিও যাচ্ছি তোমার সঙ্গে।'

ফোর্ট ডি পোসেন। কয়েক ঘণ্টা আগের কথা।

বেশ কয়েক বছর পর নতুন করে আবার সক্রিয়তার প্রাণের সাড়া পড়েছে এখানে। অতীতে যে উদ্দেশ্যে এটা ব্যবহার হত, সম্রাট মাকামা ক্ষমতায় আসার পর সে কাজ দেশ থেকে উঠে গিয়েছিল। কোন রাজনৈতিক বন্দী ছিল না দেশে। ফলে ফোর্ট ডি পোসেনের বিভীষিকাময় ইতিহাস মানুষ প্রায় ভুলেই যেতে বসেছিল।

আটজনের একটা গার্ড দল থাকত এখানে সব সময়, রোজ তিন শিফটে চারজন করে গার্ড দিত দুর্গ। তাদের জন্যে সপ্তাহে দু'দিন সাপ্লাই আসত গাড়িতে, মাল নামিয়ে দিয়ে ফিরে যেত। পোসেন গ্রামের লোকজন এই দু'দিন ফোর্টের ভারী লোহার গেট খোলা ও বন্ধ হওয়ার ঘড়ঘড় আওয়াজ শুনত। বাস, তারপর আবার চুপচাপ।

ঘন ঘন আর্মিদের আসা-যাওয়া, মারপিট, চিৎকার, কান্নাকাটির আওয়াজ

কিছু ছিল না। এতেই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল মানুষ।

কিন্তু হঠাৎ আবার বদলে গেছে দুর্গের পরিবেশ। আর্মির গাড়ি ঘন ঘন আসা যাওয়া করছে ওখানে। [illegible]

[illegible] যাওয়া করে হরদম। তখনই গ্রামের গাড়ির ঘন ঘন দুর্গে আনা-যাওয়া দেখে আবার নতুন করে ফিসফাস শুরু হয়ে গেছে তাদের মধ্যে। এক কান, দু'কান হয়ে বিদ্যুৎগতিতে ছড়িয়ে পড়েছে আর্মিদের তৎপরতার খবর। ভয়ে ভয়ে ছিল সাধারণ মানুষ। অনেকদিন পর আজ আবার সন্ধে না নামতেই ফাঁকা হয়ে গেছে বাজার।

ওদিকে প্রকাণ্ড দুর্গের চেহারাও বদলে গেছে আজ। যেন দীর্ঘ ঘুমের পর হঠাৎ করে জেগে উঠেছে ওটা। গার্ড সংখ্যা আট থেকে 'বেড়ে' এক লাফে চল্লিশে পৌঁছেছে। এক লেফটেন্যান্টকে দুর্গ প্রধান হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। সহকারী প্রধান এক সাব-লেফটেন্যান্ট। দু'জনেই তরুণ।

ক্ষমতা হাতে পেয়ে কারণে-অকারণে হম্বিতম্বি করছে লোক দুটো, ভয়ে তটস্থ হয়ে আছে অধীনস্থরা। তারা নিজেরাও বুঝতে পারছে ব্যাপারটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। এত না করলেও চলে, কিন্তু ক্ষমতার মোহই আলাদা। তাই নিজেদেরকে সংযত করতে পারছে না ওরা।

রাত বারোটার পর দুর্গের কর্মচাঞ্চল্য কমে আসতে লাগল একটু একটু করে। শুতে যাওয়ার সময় হয়েছে দেখে নিজের অফিস থেকে বেরিয়ে এল দুর্গ প্রধান, জিমো। দীর্ঘদেহী মানুষ সে, হালকা-পাতলা গড়ন। প্রায় ছিপছিপেই বলা চলে। লম্বাটে মুখ। নিচের ঠোঁটের রং গোলাপী। মেঝেতে পা টিপে টিপে হাঁটে।

চওড়া সিঁড়ি বেয়ে ধোঁয়াটে দোতলায় উঠে এল সে, করিডর ধরে দুর্গের পিছনদিকে চলল। এটাও বেশ চওড়া, দু'দিকে অসংখ্য সেল। এগুলো সাধারণ বন্দীদের জন্যে। অসাধারণদের ব্লক পিছনদিকে। ওখানে একেকজন বন্দীর জন্যে আলাদা আলাদা স্যুইট মত আছে। তার একটার সামনে এসে দাঁড়াল জিমো, মোটা গরাদের ফাঁক দিয়ে তাকাল ভেতরে।

প্রথমটা সিটিং রুম, ফাঁকা। পুরু কার্পেট আছে মেঝেতে, আছে এক সেট সোফা, টিভি ইত্যাদি। শেষের জিনিসটা ছিল না, থাকার কথাও নয়। তবু ঘণ্টা দুয়েক আগে ক্যাপ্টেন ওমারুর নির্দেশে ওটা পৌঁছে দিয়ে গেছে এক কর্পোরাল। সাথে একটা ভিসিআরও। কেন ওসব আনানো হয়েছে জানে না সে। হতে পারে সম্রাটকে বিশেষ খাতির করার জন্যে।

সেলের তালা খুলে ভেতরে ঢুকল জিমো। পায়ে পায়ে এগোল পরের রুমটার দিকে। ওটা বেডরুম। একটা বড় সিঙ্গল খাট, কাঠের চেস্ট অভ ড্রয়ার, পড়ার টেবিল চেয়ার ও ইজি চেয়ার আছে এ ঘরে। শেষেরটায় সম্রাটকে ঝিম মেরে বসে থাকতে দেখল ক্যাপ্টেন। হাতলের ওপর অলস ভঙ্গিতে রেখেছে দু'হাত।

মাঝারি উচ্চতার মানুষ সম্রাট মাকামা; চল্লিশ-বিয়াল্লিশের মত বয়স। মাথায় কালোর তুলনায় সাদা চুল বেশি। বড় বড়, বুদ্ধিদীপ্ত চোখ। অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। এ

মুহূর্তে সাওলেন ট্রাউজার ও বুশ শার্ট পরে আছেন তিনি, পায়ে স্লিপার। কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থাকল ডিক্সো, চোখ বোজা দেখে ঘুমিয়ে পড়েছেন ভেবে ঘুরে দাঁড়াতে যাচ্ছিল, হঠাৎই নড়ে উঠলেন সম্রাট। চোখ খুলে ওকে দেখতে পেয়ে [illegible] বুকে বাঁধলেন।
'কর্নেল ওবাঙ্গোর নতুন কোনো নির্দেশ জানাতে এসেছেন, ক্যাপ্টেন?' মৃদু [illegible]
'জি? না, হিজ হাইনেস।'
'তাহলে?'
'শুতে যাচ্ছিলাম। ভাবলাম, তার আগে একবার শুনে যাই আপনার কিছু প্রয়োজন আছে কি না।'
মাথা নাড়লেন সম্রাট। 'ধন্যবাদ। কিছু দরকার নেই। যান আপনি।'
বেরিয়ে এল ডিক্সো, গেটে তালা লাগাবার সময় শুনতে পেল নিচ থেকে টেলিফোনের শব্দ আসছে। পড়িমরি করে ছুটল সে, প্রায় উড়ে করিডর পেরিয়ে এসে কয়েক লাফে সিঁড়ি অতিক্রম করল। নিচতলায় যখন পৌঁছল, তখন সপ্তমবারের মত রিং হচ্ছে।
'হ্যালো?'
'এত দেরি হলো কেন, আহাম্মক কোথাকার! ছিলে কোন জাহান্নামে?'
ওবাঙ্গো ওমারের গলা চিনতে ভুল হলো না ডিক্সোর। কোনমতে ঢোক গিলে বলল, 'স্যার' আমি...'
'আরেকবার এরকম ঘটলে তোমাকে কোর্ট মার্শাল করব আমি, হারামজাদা!'
শক্ত হয়ে গেল লেফটেন্যান্ট। 'ইয়েস, স্যার!'
কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল ওমার। 'সম্রাট কি করছে?'
'শুয়ে আছেন, স্যার। এইমাত্র দেখে এসেছি আমি।'
'হুঁম! কেমন দেখলে, ভেঙে পড়ার কোন লক্ষণ...?'
'না, স্যার। একদম নর্মাল।'
'শোনো, আমি আসছি কিছুক্ষণের মধ্যে। কর্নেল ওবাঙ্গোও আসবেন। [illegible], সতর্ক থেকো। তোমাদের কারণে আমাকে যেন কোনরকম জবাবদিহি করতে না হয়।'
গেছে ঘুম গোল্লায়, ভাবল ডিক্সো। 'রাইট, স্যার। অবশ্যই সতর্ক থাকব, স্যার।'
লাইন কেটে গেছে দেখে ধীরে ধীরে রিসিভার রেখে দিল ডিক্সো। চোখ কুঁচকে আছে। এত রাতে ক্যাপ্টেন কেন আসছে ভেবে পাচ্ছে না। সঙ্গে আবার কর্নেলও? সম্রাটের কপালে না জানি আজ কি আছে!
কিছুক্ষণের মধ্যে নয়, প্রায় দু'ঘণ্টা পর এল তারা। প্রথমে গাড়ি থেকে নামল কর্নেল ওবাঙ্গো। মোটাসোটা মানুষ সে-পাঁচ ফুট হবে দৈর্ঘ্যে। হাত দুটো দেহের তুলনায় খাটো। নাকটা একদম চ্যাপ্টা, কেবল দুটো ফুটো জেগে আছে। মাথা ছোট, কান বড়। দু'চোখ ছটফট করে সারাক্ষণ, একদণ্ডও স্থির থাকে না। সব মিলিয়ে বিদঘুটে লাগে দেখতে।
ওমারকে পাশে নিয়ে হাতের ছড়ি দোলাতে দোলাতে দোতলায় উঠল সে,

সম্রাটের স্যুইটের সামনে পৌঁছে ডিক্সোর গেট খোলার সুবিধের জন্যে একটু সরে দাঁড়াল। একটু পর ভেতরে ঢুকল দলটা। ডিক্সোর সহকারী সার্জেন্ট, [illegible]
আগের মতই ইজি চেয়ারে বসে ছিলেন সম্রাট, লোকজনের সাড়া পেয়ে [illegible]
[illegible] কর্নেল। চেহারা দেখে যদিও উল্টোটাই মনে হলো। 'কিছু না করে পারা গেল না। খুব জরুরী প্রয়োজন, তাই আসতেই হলো।'
'কোনও স্টেটমেন্টে সই করিয়ে নিতে চাও?' সম্রাট বললেন। 'দুঃখিত। আমি সই করব না।'
খিকখিক হাসি ফুটল কর্নেলের মুখে। 'করবেন কি করবেন না সে সিদ্ধান্ত না হয় একটু পরেই নেবেন, হিজ হাইনেস। আগে ছবিটা তো দেখুন!'
'কিসের ছবি?' চোখ আরও কুঁচকে উঠল তাঁর।
খিক খিক করে হেসে উঠল কর্নেল। চোখ নাচিয়ে পাশে দাঁড়ানো ক্যাপ্টেন ওমারকে দেখিয়ে বলল, 'একটু আগে এয়ারপোর্ট থেকে তুলে এনেছে মেজর। খুবই ইন্টারেস্টিং ছবি, হিজ হাইনেস। বাজি ধরে বলতে পারি আপনি পছন্দ না করে পারবেন না। অনেক যত্ন নিয়ে তোলা হয়েছে।'
চেহারার দৃঢ়তা অনেকখানি উবে গেল, উদ্বেগের আভাস ফুটল মাকাসীর চেহারায়। জিজ্ঞাসু চোখে ওমারের দিকে তাকালেন। 'তোমাকে আমি চিনি, ওবাঙ্গো। স্বার্থের জন্যে তুমি করতে পারো না, এমন কোন জঘন্য কাজ পৃথিবীতে আছে বলে মনে হয় না। এয়ারপোর্ট থেকে একে দিয়ে কিসের ছবি তুলে আনিয়েছ তুমি, তা বোধহয় আন্দাজ করতে পারছি আমি। আমার স্ত্রীকে [illegible]? না তাকে মেরে ফেলার? অথবা আমার ছেলেকে?'
মাথা নাড়লেন সম্রাট। 'যা-ই হোক, আমি মত পাল্টাচ্ছি না। সকালে যা বলেছি, এখনও তাই বলছি। তোমার মত এক জারজ, শয়তানের চাপের মুখে মাকাসা ভাঙবে না। যা খুশি করতে পারো তুমি।'
অধীনস্থদের সামনে এত জঘন্য গালি খেয়ে মুখ লাল হয়ে উঠল কর্নেলের। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্যে। সামলে নিয়ে আবারও হাসল সে, তবে এবারের হাসিতে প্রাণ নেই। 'আপনাকে নিয়ে এই হচ্ছে বড় এক সমস্যা, হিজ হাইনেস,' একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল। 'যা নয়, তাই ভেবে বসে থাকেন। ওদেরকে কোন দুঃখে মারতে যাব আমি? এ সময় যে ওদের বাঁচিয়ে রাখা কত জরুরী, তা আমি বুঝি না ভেবেছেন?'
'তাহলে কিসের ছবি?'
'হিজ হাইনেস!' প্রতিবাদের সুরে ওমার বলে উঠল। 'সব যদি মুখেই শুনতে চান, তাহলে যে আমার এত কষ্ট মাঠে মারা যায়! দয়া করে সিটিং রুমে আসুন। ছবি দেখার ব্যবস্থা করা হয়েছে ওখানে।'
লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন সম্রাট। বুঝতে পারছেন তিনি যেতে না চাইলেও এরা তাঁকে ছাড়বে না। জোর করে নিয়ে যাবে, দেখিয়েই ছাড়বে।

মাঝখান থেকে অর্পনই হতে হবে অবেলুক। 'ঠিক আছে,' ঘাঁসোমুছে উঠলেন তিনি। 'চলো।'

সামনের রুমে এসে উঁচু সেন্টার মুখোমুখি একটা টিভির সোফায় বসলেন। কর্নেল বসলেন তাঁর পাশেরটায়। ওমার ইশারায় কর্নেল সুখনকে বের করে দিল রুম থেকে। এখানের সাক্ষী কাউকে চান না অ্যামেরাই। সোজা সুইচ খুঁজিয়ে আবে [illegible]

সুইচ অন করে দিল। টেপ বাটন টিপে দিল। শুরু হয়ে গেল ছবি।

দশ মিনিট পর।

কবরের মত নীরব হয়ে আছে রুমটা। দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে আছেন সম্রাট মাকাসা, পাশ ফিরে তাঁর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছে কর্নেল ওবাসো ও ক্যাপ্টেন ওমার।

একটু একটু কাঁপছেন মাকাসা, হাতের আড়াল থেকে মৃদু ফোঁপানির মত শব্দ আসছে। কাঁদছেন কি-না বোঝা যায় না। একটু পর পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে কর্নেল ও ক্যাপ্টেন। হাসছে মিটিমিটি। অনেকক্ষণ পর আওয়াজটা বন্ধ হলো, মুখ তুললেন সম্রাট।

আরেকদিকে তাকিয়ে বললেন, 'মেশাক—এখনও বেঁচে আছে?'

'অবশ্যই, ইয়োর হাইনেস,' তাড়াতাড়ি বলে উঠল ওমার। 'ওর চিকিৎসার জন্যে ডাক্তারের ব্যবস্থাও করা হয়েছে রীতিমত।'

'এসবের কিছুই ঘটত না,' কর্নেল বলল। 'যদি আপনি আমার দাবি মেনে আগেই...'

'চুপ করো, ওবাসো,' চট করে উঠে পড়লেন সম্রাট। দৃঢ় পায়ে বেডরুমের দিকে এগোবার ফাঁকে বললেন, 'পাপ হয়ে নিজের একমাত্র ছেলের ওপর যে পৈশাচিক নির্যাতনের দৃশ্য দেখাতে হলো, তাতে বুক ভেঙে গেছে আমার। এত কষ্ট পেয়েছি, যার গভীরতা বোঝার সাধ্য তোমাদের মত নরপশুদের নেই। এরপর হয়তো আরও কঠিন শাস্তি দেয়া হবে ওদেরকে।'

দরজায় পৌঁছে থামলেন, ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখলেন লোক দুটোকে। চেহারায় অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে আছে তারা। 'তবু তোমার ইচ্ছে পূরণ হবে না। আমি...'

করিডরে একজোড়া বুটের দ্রুত এগিয়ে আসার শব্দে থেমে গেলেন তিনি। ঘুরে তাকালেন। কর্নেল ও ক্যাপ্টেনও তাকাল। একই মুহূর্তে বন্ধ দরজার ওপাশে দেখা দিল ডিপো। মুখ শুকনো তার।

'মেজর! আপনার ফোন এসেছে, স্যার। জরুরী।'

'এখন না, আহাম্মক কোথাকার!' খেঁকিয়ে উঠল ওমার।

'স্যার, এয়ারপোর্ট থেকে...'

'এয়ারপোর্ট?'

'জ্বি। বলছে খুব জরুরী,' ঢোক গিলল ডিপো।

কর্নেলের দিকে তাকাল ওমার, তার নীরব অনুমতি পেয়ে ঘুরে দাঁড়াল। আট মিনিট পর নিচ থেকে ফিরল সে, তখন তার চেহারা অন্যরকম। হতাশা ও অজানা শঙ্কায় কাহিল অবস্থা। লোকটাকে দেখেই কিছু একটা অনুমান করে নিল ওবাসো।

'এনিথিং রং?'

'না, স্যার,' হাসার চেষ্টা করল সে। 'তেমন কিছু না। তবে আমাকে একটু বেরোতে হবে এখনই।'

'কেন?'

দুই হাতের মাঝের দরজায় দাঁড়িয়ে এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছেন দেখে কর্নেলকে [illegible]

উঠল ওবাসো। 'সে কি পালিয়ে গেছে মানে? গার্ড ছিল না?'

'ছিল, কর্নেল। কিন্তু ওই বিদেশী লোকটা...'

'কোন বিদেশী লোকটা!' দুই কোমরে হাত রেখে প্রায় রুখে দাঁড়াল কর্নেল। চেহারা মারমুখী।

অসহায়ের মত শ্রাগ করল ওমার। আড়চোখে সম্রাটকে দেখে নিয়ে আরও নিচু গলায় বলল, 'সেই সাংবাদিক, কর্নেল। কিন্তু এখন তা নিয়ে কথা বলার সময় নেই। আমার এক্ষুণি যাওয়া দরকার। ওরা যদি বর্ডারের দিকে রওনা করে থাকে, তাহলে...!' আর কি বলবে খুঁজে না পেয়ে থেমে গেল।

ত্রিশ সেকেন্ড কথা জোগাল না কর্নেলের মুখে। প্রকাশ-সাধ্যান ভাবল সে, তারপর মাথা ঝাঁকাল। 'চলো তাহলে, আমিও ফিরে যাই। তোমার ক্যাসেট ওষুধে তো কাজ হলো না।'

'অন্য ব্যবস্থা করব আমি, স্যার,' দাঁতে দাঁত চেপে বলল সে। 'কাজ হতেই হবে। চলুন।'

ডিপোকে সেল থেকে টিভি-ভিসিআর 'দূর করার' নির্দেশ দিয়ে দু'মিনিটের মধ্যে দুর্গ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল তারা। এর মধ্যেও ভিডিও টেপটা নিয়ে যাওয়ার কথা ভোলেনি ওমার।

সাত

হেলান দিয়ে বসে চোখ কুঁচকে ক্যাপ্টেনের দিকে তাকাল রবার্ট ব্রুনার। 'বর্ডারের ওপারের কি খবর?'

'একদম নর্মাল, স্যার। কোন মুভমেন্টই নেই।'

'গুড, বোসো। জরুরী কিছু কথা আছে।' লোকটা বসা পর্যন্ত অপেক্ষা করল সে। ইঙ্গিতে রানাকে দেখিয়ে বলল, 'আমার বন্ধু মাসাঙ্কা এক প্ল্যান এঁটেছে, একদল আনাড়ি নিয়ে মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্রের বন্দী সম্রাটকে ওদের এক দুর্ভেদ্য দুর্গ থেকে মুক্ত করে আনবে। ফোর্ট ডি পোলেন্তের নাম শুনেছ? ওখান থেকে।'

চোখ বড় করে রানাকে দেখল ক্যাপ্টেন, তারপর ব্রিগেডিয়ারের দিকে ফিরল। 'সে কি! এতবড় ঝুঁকি...'

'আর বোলো না। আমি অনেক বুঝিয়েছি, কাজ হয়নি। ওর এক কথা, যাবেই। কমান্ডো হামলা চালিয়ে সম্রাটকে মুক্ত করবে।'

'কাদের নিয়ে, স্যার?' প্রশ্ন করল সে ব্রিগেডিয়ারকে, কিন্তু চোখ রানার ওপর।

'এদের নিয়ে,' প্রফেসরকে দেখাল ব্রুনাথ, দূরে বসা বাকি আফ্রিকানদেরও।

'মাই গড!' আঁতকে উঠল ক্যাপ্টেন। 'এরা অস্ত্র চালাতে জানে?'

মাথা দোলাল ব্রিগেডিয়ার। '[illegible] না।'

'তাহলে?' আতঙ্কের মত চেহারা হলো মাইক বসওয়েলের। 'অস্ত্র যারা চালাতেই জানে না, তাদের নিয়ে কমান্ডো হামলা? সে তো স্রেফ আত্মহত্যা হবে, স্যার!'

'[illegible] হবে।'

'কি রকম?' ঝুঁকে বসল ক্যাপ্টেন।

'কাল খুব ভোরে তোমার লেফ্টেন্যান্টের হাতে ঘাঁটির দায়িত্ব ছেড়ে দেবে তুমি, আনসঙ্কিশিয়ালী অফকোর্স। এদের নিয়ে দূরে কোথাও চলে যাবে। নিরিবিলি জায়গা দেখে সবাইকে স্টেনগান, পিস্তল আর গ্রেনেড চালানোর কুইক স্টক দেবে। মাসুদ রানাও সাহায্য করবে তোমাকে। যদি সম্ভব হয়, ইন্সট্রাক্টর হিসেবে বিশ্বস্ত দেখে আরও দু'একজনকে নিতে পারো। তাড়াতাড়ি কাজ হবে।

'আমি সকালে কিনশাসা যাচ্ছি। ওখানে প্রেসিডেন্টকে এই "মিশন" সম্পর্কে জানিয়ে তাঁর অনুমতি নিয়ে ফিরব। তবে কালই হয়তো পারব না।' ক্যাপ্টেনের চেহারায় অসহায়ত্ব ফুটতে দেখে মৃদু হাসি ফুটল ব্রিগেডিয়ারের মুখে। 'আমি শুনেছি তোমার প্রমোশনের ফাইল অনেকদিন থেকে অনড় হয়ে আছে। প্রেসিডেন্টকে বলে ওটারও একটা ব্যবস্থা করে আসব আমি।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার!' চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল মাইকেলের। 'থ্যাঙ্ক ইউ!'

'আরও একটা কাজ করবে তুমি,' বলে চলল ব্রিগেডিয়ার। 'বর্ডার ক্রস করার নিরাপদ একটা রুট প্রয়োজন আমাদের। সে সম্পর্কে নিশ্চয়ই কিছু না কিছু জানা আছে তোমার?'

'আছে, স্যার। রুট তো অনেকগুলোই।'

'গুড। ওর মধ্যে যেটা সবচেয়ে নিরাপদ, শর্টকাট, সেটার রুটম্যাপ চাই আমার। ওটাও তৈরি রেখো।'

'জ্বি।'

'সময় মাত্র দু'দিন পাচ্ছ তুমি। এর মধ্যে সব সারতে হবে।'

'কিন্তু, স্যার, আর্মস সম্পর্কে যাদের ধারণাই নেই, তাদের দু'দিনের মধ্যে ট্রেনিং দিয়ে লড়াইয়ের জন্যে প্রস্তুত করা সম্ভব হবে বলে তো মনে হয় না।'

'তুমি শুধু অস্ত্র চালানো, গ্রেনেড ছোঁড়া, এইসব যতটা সম্ভব শেখাও, বাকিটা আমরা সামলে নেব।'

' "আমরা"?'

'আমিও যাচ্ছি ওদের সাথে।'

ভোখ কপালে উঠল ক্যাপ্টেনের। 'আপনি! কি বলছেন, স্যার! যদি ওদের যদি ধরা পড়ে যান?'

এতক্ষণে মুখ খুলল রানা। 'জর্জ, আমিও তোমাকে সেই কথাটাই বোঝাতে চেষ্টা করছি। আমি বা ওদের কেউ ধরা পড়লে কিছু আসবে-যাবে না, কিন্তু তুমি ধরা পড়লে কঠিন সমস্যা দেখা দেবে। দুই দেশের সম্পর্ক...'

'যেমন আছে, তেমনই থাকবে,' মাথা দিল ব্রিগেডিয়ার। 'কারণ অফিসিয়ালি সাধারণের মতই যাচ্ছি। আমার গায়ে জায়েরে সরকারের কোন ছাপ থাকবে না।'

'তা না থাকুক, তবু—'

'কোন কিন্তু-টিন্তু নেই,' [illegible] বলল ব্রুনাথ। '[illegible] নয়তো কেউ যাবে না। তোমাকে একা একতরফা ঝুঁকি নিতে দেব না আমি। তুমি [illegible] জানো না, [illegible] থাকার জন্যে সেটেই হবে আমাকে, কাজেই এ [illegible]।'

বিহ্বল দৃষ্টিতে ঘুরে তাকাল ক্যাপ্টেন, মধ্য আফ্রিকানদের সবার ওপর দিয়ে ঘুরে এল তার দৃষ্টি। 'এরা প্রত্যেকে লড়াই করতে রাজি?' আনমনে যেন নিজেকেই প্রশ্ন করল সে। প্রফেসরের দিকে তাকাল। 'আপনিও?'

মুখ থেকে পাইপ বের করে হাসল ছোটখাট বৃদ্ধ। 'হ্যাঁ।'

'গড! এরা সবক'জন পাগল হয়ে গেছে!' বিড়বিড় করে বলল সে।

এতকিছুর মধ্যেও ঢাকার সাথে যোগাযোগ করার কথা ভোলেনি রানা। ওর এখান থেকে হঠাৎই কাম্পালা পৌঁছেছে, সে খবর অনেক আগেই চলে গেছে ঢাকায়। ওর কি অবস্থা, তাও। অতএব ওখানে নিশ্চয়ই তোলপাড় চলছে বিষয়টা নিয়ে।

গতকাল উপায় ছিল না বলে কিছু করতে পারেনি রানা। আজ করতে হবে। ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে কাগজ-কলম চেয়ে নিয়ে মেজর জেনারেল (অব:) রাহাত খানের উদ্দেশে একটা বড়সড় মেসেজ লিখল ও। কাজ শেষ হলে মুখ তুলে তাকাল। 'এটা আজই ঢাকায় পাঠাতে হবে, জর্জ। আমার বস দুশ্চিন্তায় আছেন।'

'অফকোর্স,' মাথা দোলাল সে। 'কিভাবে পাঠাতে চাও?'

'আমাদের কিনশাসা দূতাবাসের মাধ্যমে হলে ভাল হয়।'

উঠে পড়ল সে। 'এসো তাহলে। আমাদের হেডকোয়ার্টার্সের মাধ্যমে ওটা দূতাবাসে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করে আসি।'

ক্যাপ্টেন জর্জকে নিয়ে ঘাঁটির কমিউনিকেশনস রুমের দিকে এগোল রানা ও ব্রুনাথ।

পরদিন প্রচণ্ড ব্যস্ততার মধ্যে কাটল সবার। খুব ভোরে ট্রাকে চড়ে দলবল নিয়ে ঘাঁটি ছাড়ল রানা ও ক্যাপ্টেন জর্জ। তিন মাইল দূরের এক জনবসতিহীন উপত্যকায় একটানা তিন ঘণ্টা চলল 'ট্রেনিং'। তারপর চা পানের জন্যে পনেরো মিনিট বিরতি দিয়ে আবার।

বিরতি পর্যন্ত খুব একটা ভরসা করতে পারছিল না রানা, কেউই যেন তেমন মন দিচ্ছিল না কাজে। বিশেষ করে ফ্রেলিমো আর এন্টাস, এই দু'জনের মধ্যে তেমন গরজ দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু লাঞ্চের আগে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হলো, র‍্যাপ শুটিং ও ক্রল, দুটোতেই যথেষ্ট ভাল করল সবাই।

দুই মেয়ে, মারাইকা ও লামাকে শুধু পিস্তল ছোঁড়ার ট্রেনিং দেয়া হলো। দিনের শেষে ওদের কাজ দেখে রানা ও জর্জ, দু'জনেই সন্তুষ্ট হলো। এদের মধ্যে লামার থাকার কথা ছিল না, তবু শেষ মুহূর্তে ওকে অন্তর্ভুক্ত করেছে রানা।

যুক্ত নয়, মেয়েদের নিয়ে অন্য কিছু করানোর ইচ্ছে আছে ওর।

চুড়ান্ত মনোবল অনুযায়ী সবচেয়ে ভাল শেখ সবার পোমেকুসুখো ভেলিমো। পাঁচ পার্সেন্ট পিছনে থাকল গ্রাটাস ও অ্যানি। ওদের দু পার্সেন্ট পিছনে আছে য্যামন্ড রোজা, চেসিনো ও মার্কিন।

এজেন্দের ট্রেনিং আগের চেয়ে ভাল বলা যায় না, তবু ক্যাপ্টেন খুশি নয়। 'এই নারী নিয়ে আপনি [illegible] পারছি না।

মৃদু হাসি ফুটল রানার মুখে। 'ডোন্ট উওরি। প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে এদের অ্যাকশনই হবে সারপ্রাইজিং।'

'কি করে নিশ্চিত হচ্ছেন আপনি?'

'কারণ এই ধরনের আনাড়ীদের নিয়ে একইরকম মিশনে আগেও অংশ নিয়েছি আমি।'

'রেজাল্ট?'

'ওই যে বললাম, সারপ্রাইজিং! প্রায় একশো ভাগ সফল।'

মাথা নাড়ল ক্যাপ্টেন। 'কান্ট বিলিভ ইট, বিরেলি।'

'বাট দ্যাট'স ট্রু।' সিগারেট বের করে ক্যাপ্টেনকে অফার করল ও, নিজে ধরাল। একগাল ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'অবশ্য এবারেরটা একটু কঠিন হবে, তাও ঠিক। কেন না পোলোনেল ফেরেমের সিকিউরিটি সম্পর্কে কিছুই জানি না।'

'আমিও তো সে কথাই বলছি, স্যার। ওটা না জানা পর্যন্ত স্ট্র্যাটেজি ফিক্স করতে পারছেন না, তার মানে অন্ধের মত এগোতে হবে আপনাকে।'

'তা না-ও তো হতে পারে।'

ওর মুখের দিকে তাকাল মাইক বস, রানা মিটিমিটি হাসছে দেখে বলল, 'বুঝলাম না।'

'আমাকে যাতে অন্ধের মত এগোতে না হয়, সে জন্যেই মারাইকা আর সামা থাকছে দলে। ওরা আলো দেখাবে আমাকে।'

এক ভুরু উপরে তুলল লোকটা। 'অর্থাৎ?'

'ওদের কেউ একজন,' বলল রানা, 'অথবা দু'জনই আগে দুর্গে ঢুকবে। ভেতরের সমস্ত প্রয়োজনীয় তথ্য জেনে এসে আমাদের জানাবে।'

'তা কি করে সম্ভব! কি ভাবে ঢুকবে ওরা? গার্ডরা ঢুকতে দেবেই বা কেন সিভিলিয়ান...'

'ওরা শুধু সিভিলিয়ানই নয়, ক্যাপ্টেন। মেয়েও। যুবতী, এবং সুন্দরী।'

চুপ করে তাকিয়ে থাকল ক্যাপ্টেন, ইঙ্গিতটা ধরতে পারেনি।

সিগারেটের পোড়া মাটিতে ফেলে হিলের চাপে পিষে দিল ও। ভেতরের সবকিছু এখনই ফাঁস করার ইচ্ছে নেই ওর, তাই ব্যাপারটা দেখেও দেখল না। 'এবার ফেরা উচিত আমাদের।'

কৌতূহল অদম্য হলেও সেটাকে গলা টিপে মারল বস। 'হ্যাঁ, চলুন।'

ফিরে চলল ট্রাক। ক্যাপ্টেন আর সবার সাথে পিছনের ক্যারিয়ারে উঠতে চাইলেও রানা দিল না, তাকে সামনে উঠিয়ে নিজে নিজে বসল পিছনে। মনস্তাত্ত্বিক

কারণে এখন ওর প্রতিমুহূর্ত সঙ্গীদের সাথে থাকা প্রয়োজন, জানে রানা। কোন রকম দূরত্ব সৃষ্টি হলে ক্ষতি হতে পারে। সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্স দেখা দিতে পারে অনাদের মধ্যে।

[illegible]

ভুল বোঝাবুঝির অবসান না করে মিশন নিয়ে যাত্রা করা ঠিক হবে না, তাতে অনেক ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে। প্রথমে প্রকাশ পাবে অশ্রদ্ধা, ঘৃণা, তার থেকে আসবে অবাধ্যতা। কিন্তু আর যা-ই হোক, অবাধ্য সহকর্মী নিয়ে কমান্ডো মিশন চলে না।

বিষয়টার সুরাহা করতে হবে, ঠিক করল রানা, কালকের মধ্যেই। শেষ পর্যন্ত তাই হলো, কিন্তু রানা যে ভাবে হবে ভেবেছিল, তার ধার দিয়েও গেল না ব্যাপারটা।

পরদিন ট্রেনিঙের চা বিরতির সময়ে কি নিয়ে আচমকা বিস্ফোরিত হলো গরিলা ফ্রেলিমো। ঝগড়া বাধিয়ে বসেছে এন্টোসের সাথে। চায়ের মগ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তড়াক করে উঠে দাঁড়াল সে, কিন্তু কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল, 'নিকুচি করি তোমার সান্যাসীর! কে জানতে চায় তোমাদের ফাঁডফ্যাচানি? আরেকবার কানের কাছে ঘ্যান-ঘ্যান করলে...'

বুক চিতিয়ে রুখে দাঁড়াল এন্টোসও। 'কোন কচু করবে তুমি, হুঁহ? গায়ে গতরেই যা হয়েছ, বুদ্ধিতে তো গোবরগণেশকেও হার মানাও। একটা সাধারণ কথা বুঝতে...'

'কি! আমি গোবরগণেশ!'

'না, গোবর গণেশের যেটুকু বুদ্ধি থাকে, তোমার তা-ও নেই। থাকলে এত সহজ ব্যাপারটা অনেক আগেই মাথায় ঢুকত।'

'মুখ সামলে কথা বল!' এক পা এগিয়ে এল ফ্রেলিমো। 'আর একটা ফালতু কথা বললে...'

ফ্রেলিমো যে বিশাল, তার সামনে এন্টোসকে হাস্যকররকম দুর্বল লাগছে। তবু তেজের দিক থেকে মোটেই কম যায় না সে। মুখের সামনে নাচছে প্রকাণ্ড ফ্রেলিমোর হাতটা থাপ্পা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে পাল্টা ধাক্কানি ছাড়ল। '—'! করবি তুই আমার! শালা, মারামারি গাঁড়া! শালা...'

দু'হাত সামনে বাড়িয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ফ্রেলিমো, সভয়ে চিৎকার করে ছিটকে দূরে সরে গেল সামা। অন্যরাও অসহায়ের মত তাকিয়ে থাকল উপায় না দেখে। কেউ ঠিকমত কিছু বুঝে ওঠার আগেই শুরু হয়ে গেছে মারপিট। প্রথমে দেখে মনে হচ্ছিল এন্টোসকে পিটিয়ে তক্তা বানাবে গরিলা, কিন্তু বাস্তবে তা হলো না।

রাগে স্রেফ অন্ধ হয়ে গেছে সে, তার বেশিরভাগ মার বাতাসে লাগছে, এন্টোস ঠাণ্ডা মাথায় এড়িয়ে চলেছে সেসব। বাউলি কেটে সরে গিয়ে প্রতিবারই একটা করে গালি দিয়ে আরও উত্তেজিত করে তুলছে তাকে।

ওদের থেকে একটু দূরে বসে চা খাচ্ছিল রানা, ক্যাপ্টেন কল ও অন্যেরা বসেছিল তিন পদনা। চেঁচামেচি শুনে এদিকে তাকাল সবাই, কাপ রেখে কিছু বুঝে ওঠার সময় পেল না কেউ, তার আগেই শুরু হয়ে গেল সুন্দ-উপসুন্দের যুদ্ধ। উঠে পড়ল রানী, রাগে লাল হয়ে উঠেছে দাঁড়িমুখ।

'থামেন না,' বলে উঠল প্রফেসর। 'ওর মধ্যে গিয়ে—'

[illegible]

[illegible]

দিয়ে। ওদিকে পায়লা হাত দুয়েক লম্বা, মোটা এক মরা ডাল কুড়িয়ে নিয়ে মাথার ওপর তুলেছে এটাসের মাথায় মারবে বলে। আর এক মুহূর্ত সময় পেলে হয়তো মেরেই বসত। তার আগেই জায়গামত পৌঁছে গেল রানা।

এক হাতে কলার ধরে হ্যাঁচকা টানে এটাসকে পিছিয়ে আনল, কয়েক ইঞ্চির জন্যে ফসকে গেল ফ্রেলিমোর ডালের বাড়ি। তারপরই হারাল সে, একই মুহূর্তে বিদ্যুৎ খেলে গেল রানার দেহে, ডান হাতের খোলা চড়টা চটাং করে আছড়ে পড়ল পরিলার বাঁ গালে। প্রত্যেকে চমকে উঠল আওয়াজ শুনে।

থতমত খেয়ে গেল ফ্রেলিমো, মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়ার দশা হলো।

'কি হচ্ছে এসব?' তরাট কণ্ঠস্বরে সুরে বলল ও।

সামনে গিয়ে খোলা দৃষ্টিতে তাকাল ফ্রেলিমো, চওড়া বুক ঘনঘন ওঠানামা করছে, ঘেমে গোসল। মনে হলো এখনই বুঝি ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে রানাকে।

এটাসের দিকে ফিরল রানা, একই গলায় বলল, 'কি হয়েছে এমি?'

পিছন থেকে ওর মাথা লক্ষ করে গায়ের জোরে ডালটা চালাল ফ্রেলিমো, লাগলে মাথা দুভাগ হয়ে যেত। ভয়ে আঁতকে উঠল সবাই, পরক্ষণে অভাবনীয় দৃশ্যটা দেখে বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল। ফ্রেলিমোর দিকে পিছন ফিরলেও সতর্ক ছিল রানা, নজর ছিল মাটিতে। ওখানে দুবলো ছায়া নড়ে উঠতেই আলোর বেগে বিদ্যুৎ খেলে গেল ওর দেহে।

এটাসকে ধাক্কা মেরে এক পা পিছনে সরিয়ে দিয়েই ঝপ্ করে বসে পড়ল ও, আঘাতটাকে লক্ষ্যচ্যুত করে পরমুহূর্তে দাঁড়িয়ে গেল প্রতিপক্ষ। বাঁ হাতে আরেক শক্ত চড় কষাল তার অন্য গালে, কব্জিতে ছোট্ট একটা লাথি মেরে ডালটা ফেলে দিল। ক্রুদ্ধ এক হুঙ্কার ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ফ্রেলিমো।

এবার আর রক্ষা নেই রানার, সবাই ভাবল। কিন্তু বাস্তবে দেখল অন্য কিছু। চঞ্চল প্রজাপতির মত উড়ে বেড়াতে লাগল ও, উড়ে উড়ে মেরে চলল ফ্রেলিমোকে। সে শুধু হাত-পা ছুঁড়েই চলেছে, লাগাতে পারছে না একটাও। কারণ যেখানে মুহূর্তখানেক আগে ছিল রানা, তার মার পৌঁছার আগেই সরে পড়েছে ও সেখান থেকে। অপ্রত্যাশিতভাবে আর কোথাও থেকে উল্টো মার খাচ্ছে।

এবার সত্যি পাগলা উন্মাদ হয়ে গেল পরিলা, কিন্তু তার ফল হলো করুণ। পরের তিন মিনিট ওকে ধুমসে পেটাল রানা, জায়গা বেছে বেছে মারল। দেখতে দেখতে চেহারা-সুরত পাল্টে গেল তার, রক্তে ভেসে যেতে লাগল নাক-মুখ, বুক। এক সময় যথেষ্ট হয়েছে মনে হতে থামল ও। ফ্রেলিমো তখন চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে হাপরের মত হাঁপাচ্ছে। নাক আর চিবুক বেয়ে টপ টপ করে রক্ত পড়ছে।

একটু দম নিয়ে এটাসের দিকে ফিরল রানা। এতক্ষণ দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে ছিল সে, ঘুরে দাঁড়াতে দেখে আঁতকে উঠে এক পা পিছাল। 'আমার কোন দোষ নেই! বিশ্বাস করুন, আমি কিছু করিনি।'

'কি নিয়ে ঝগড়া?' শান্ত গলায় জানতে চাইল রানা।

'ওই পাগলা—'

'শুধু ব্যাপার বলা যাবে।'

[illegible]

থেকে। আমরা সবাই এত করে বোঝাচ্ছি ওটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট ছিল, কিছুতেই তা মানছে না। ওর ওই এক কথা।'

'অবাক হলো না ও অভিযোগটা শুনে। 'কাল থেকে এই নিয়েই তর্কাতর্কি চলছে তোমাদের মধ্যে?'

'হ্যাঁ। এত করে...তারওপর আপনি বিদেশী, এটাও ও সহ্য করতে পারছে না। আপনার নেতৃত্ব মেনে নিতে পারছে না।'

'আমি কাউকে আমার নেতৃত্ব মেনে নিতে বাধ্য করিনি, তাহলে এ কথা কেন উঠছে? আমি বরং বাস্তই এক্সপেডিশনে সবাইকে যার যার ইচ্ছেমত পথ বেছে নেয়ার সুযোগ দিয়েছিলাম। তাছাড়া কেউ চেয়েছে বলেও এ দায়িত্ব আমি নিইনি, নিয়েছি নিজের ইচ্ছেয়।'

'আসলে রেনামো ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল,' পাশ থেকে চাপা গলায় বলল অ্যান্ডি মোনি। 'কাল আমরা পাইথনের খোঁজে যাওয়ার পর ও মারা গেছে, সেই কষ্টে ক্ষেপেছে। এসব ওর মনের কথা নয়।'

একটু নরম হলো রানা। কাছে গিয়ে হাত ধরে টেনে তুলল ফ্রেলিমোকে। 'এই কথাটা আমাকে আরও আগেই জানানো উচিত ছিল তোমাদের,' অভিযোগের সুরে বলল। রুমাল বের করে পরিলার মুখের রক্ত যত্নের সাথে মুছে দিল।

'আমি দুঃখিত, ফ্রেলিমো। খুবই দুঃখিত। কাল যদি তুমি নিজেই ঘটনা সম্পর্কে জানতে চাইতে, আমি তোমার ভুলটা ভাঙাবার চেষ্টা করতে পারতাম। রেনামো তোমার বন্ধু, কথাটা জানতাম না আমি। তবে ও ওর নিজের ভুলেই মারা গেছে। ব্যাপারটা সত্যিই একটা দুর্ঘটনা—দুঃখজনক দুর্ঘটনা।

'ও আমার নির্দেশ বুঝতে ভুল করে আগে থাকতে আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে পড়ায় ঘটেছে ব্যাপারটা। একই নির্দেশ সবাইকেই দিয়েছি আমি, কিন্তু আর কেউ ওর মত ভুল করেনি।'

'রেনামো খুব ভীতু ছিল,' ফ্যাসফেঁসে গলায় বলল সে। 'ও...'

'সেক্ষেত্রে ওর মৃত্যুর দায় কিছুটা তোমার ঘাড়েও পড়ে,' রানা বলল। 'তুমি যখন জানতেই রেনামো ভীতু, তখন তোমার উচিত ছিল প্রথমেই কথাটা আমাকে জানানো। তাহলে ওর ব্যাপারে অন্য চিন্তা করা যেত।'

চুপ করে থাকল পরিলা। আস্তিনে নাকের রক্ত মুছছে।

'আর এখানে আমরা এক হয়েছি অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়তে, এক্ষেত্রে দেশী-বিদেশীর বিভক্তি টানা আরেক অন্যায়। প্লেনে আমিই প্রথম এমারুর আক্রমণের প্রতিবাদ করেছি। কই, তখন তো তোমরা কেউ বলোনি বিদেশী হয়েও কেন

ব্যাপারটা জানলাম আমি? এখানেও কেউ প্রতিবাদ জানাতে বলেনি, এখানে এখন যা হচ্ছে, তার নেতৃত্ব নিতেও কেউ বলেনি। আমি নিজেই নিয়েছি। তখন কারও আপত্তি ছিল না, এখন এসব কথা কেন উঠছে?'

জবাব নেই।

'ভুল করে থেকো না, ফ্রেলিমো। জবাব দাও, [illegible] পরিষ্কার হয়ে যাক। তুমি আমার নেতৃত্ব মানতে রাজি নও, কাল কথা। তাহলে কে নেতৃত্ব নিতে [illegible] [illegible]'

চোখ তুলেই সঙ্গে সঙ্গে নামিয়ে নিল সে।

'তোমার দেশীদের মধ্যে কাকে তুমি যোগ্য মনে করো? নিজেকে? তাহলে অন্যদের মতামত জানো, দেখো, কেউ তোমাকে নেতা মানতে রাজি আছে কি না।'

'না, আমি...আমার...' আমতা আমতা করতে লাগল ফ্রেলিমো। 'ভুল হয়ে গেছে আমার। আমি দুঃখিত।' জুতোর ডগা দিয়ে মাটিতে আঁচড় কাটি মারছে।

'ভুল আর অন্যায়, দুটো সম্পূর্ণ আলাদা,' মৃদু গলায় মনে করিয়ে দিল ও।

দু কাঁধ ঝুলে পড়ল গরিলার। দ্রুত মাথা ঝাঁকাল। 'হ্যাঁ, অন্যায় করেছি আমি। মাফ করে দিন। আর হবে না এরকম।'

মাথা দোলাল রানা। 'বেশ। তবে কথাটা মিশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত মনে রেখো।' সবাইকে দেখে নিল ও। 'প্রসঙ্গ যখন উঠলই, তখন আপনারাও শুনে রাখুন। আমরা যা করতে যাচ্ছি, তা কোন ছেলেখেলা নয়, আমাদের প্রত্যেকের জীবন-মরণের প্রশ্ন জড়িত এক সাথে। ইচ্ছে হলো চললাম, না হলে বাড়ি চলে গেলাম, এ ধরনের মানসিকতা যদি কারও থেকে থাকে, এখনও সময় আছে, স্পষ্ট করে বলে ফেলুন। তাকে ছাড়াই চলবে আমার। এমনও হতে পারে, অ[illegible] প্রথমে স্বরূপে পড়ে রাজি হয়েছেন, এখন হয়তো ভাবছেন কাজটা ঠিক হয়নি, না গেলেই ভাল করতাম।

'তেমন কেউ যদি থেকে থাকেন, দয়া করে বলুন। এতে লজ্জার কিছু নেই, আমি জানি এখানে আপনারা প্রত্যেকে খাঁটি নিবেদিতপ্রাণ, এসব কাজে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। কাজেই আপনাদের ওপর জোর খাটানো বোকামি। কারও মনে বিন্দুমাত্র দ্বিধা থাকলে বলে ফেলুন, তাকে ছাড়াই যাব আমরা। যদি একজনও যেতে না চান, তাতেও সমস্যা নেই। তাহলে আমি অন্য ব্যবস্থা করব। কিন্তু তা নিয়ে আপনাদের ভাবতে হবে না। বলুন, কারও আপত্তি আছে?'

সাড়া দিল না কেউ, এক চুল নড়লও না।

'সবাই যেতে একমত?'

জবাব হিসেবে হাত তুলল প্রত্যেকে, মাথাও দোলাল কেউ কেউ।

'বেশ। এবার তাহলে যে যার কাজ শুরু করুন।' ঘুরে দাঁড়াতে যাচ্ছিল রানা, অ্যান্টি মোসির ডাক শুনে থেমে গেল।

'স্যার! সেনাবেলো!'

'বলো।'

'স্যার, আমাদের কেউ শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে যায়নি, এটা নিঃসন্দেহে একটা

সুখবর?' বলল যুবক।

মাথা দোলাল ও। 'অবশ্যই!'

'তাহলে, স্যার, এই [illegible] সেলিব্রেট করার জন্যে আরেক [illegible] অনুমতি পেতে পারি?'

[illegible]

'থ্যাঙ্ক ইউ, জেনারেল!'

দেখতে দেখতে হালকা হয়ে এল পরিবেশ। মাতাইকার মধ্যস্থতায় দূর থেকে ফ্রটাস ও ফ্রেলিমো পরস্পরকে আলিঙ্গন করতে দেখে চাপা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল রানা।

আট

পাঁচ দিন পর। লেবেঞ্চি ব্যারাক হসপিটাল।

মেশাকের কেবিনে এসে ঢুকল মাসুদ রানা। ধীর পায়ে এগোল বেডের দিকে। প্রিয় খাবার নিয়ে ওকে খেলা করতে দেখে খুশি হয়ে উঠল মন। এদের ডাক্তার লোকটা দেখতে যেমনই হোক, সত্যিই কাজ জানে। জাদুর মত কাজ হয়েছে তার মলমে। দু'দিনেই টান ধরেছে মেশাকের সমস্ত ঘায়ে। ওদিকে আসছে [illegible] ধরেছে। অবশ্য এখনও উপুড় হয়ে শুয়েই থাকতে হচ্ছে ওকে। পিঠের ক্ষতগুলো শুকোতে আরও কয়েকদিন লাগবে।

ওকে দেখে পাজামাকে ঘুম পাড়ানো ভুলে ফিক করে হেসে উঠল মেশাক। ওর পাশের খাটে বসে ছিলেন সম্রাজ্ঞী নকোমো, নড়েচড়ে বসলেন তিনি। দামা ও ভেরোনিকা একদিকে লুডো খেলায় মগ্ন।

'হ্যালো, প্রিন্স' বলল রানা। 'আজ কেমন আছ তুমি?'

হাসল ও। 'খুব ভাল, আংকেল, থ্যাংকস।' হঠাৎ কি খেয়াল হতে সিরিয়াস হলো। 'আংকেল, তুমি রোজ রোজে কোথায় বেরিয়ে যাও সবাইকে নিয়ে?'

'কোথাও যাই নাকি?' মেশাকের চুল নেড়ে দিল ও। একটা চেয়ার টেনে বসল মাথার কাছে। 'কে বলেছে রোজ বেরিয়ে যাই আমি?'

'কেউ বলেনি। আমি জানি।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল মেশাক। 'তুমি থাকো না। দামা আন্টি, মাতাইকা আংকেলও না। সেই ভোরে গাড়ি নিয়ে চলে যাও তোমরা, আসো সন্ধের পর। আমি সব টের পাই।'

'ওরেব্বাবা!' আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে হাত তুলল ও। 'বেডে শুয়ে এত কিছু দেখো কি করে তুমি?'

রানা ওর প্রশংসা করছে ভেবে মাথা দোলাল মেশাক। 'দেখি না। কিন্তু বুঝতে পারি।'

'কেমন আছ?'
'এই যে, সারাদিনে একবারও আমাকে দেখতে আসো না তুমি!'
হেসে উঠল ও। 'বসো? তারপর খুব [illegible]?'
'উঁহু' মৃদু হাসি ফুটল মেশাকের মুখে। [illegible]
'আব্দু [illegible]।'
[illegible]
[illegible]
পিটি দেয়ার ব্যবস্থা করতে যায় রোজ?' বলেই আবার হাসল ও। অন্য প্রশ্ন তুলে যাকে বিব্রতকর অবস্থা থেকে বাঁচিয়ে দিল। 'সত্যি, আঙ্কেল, ওকে তুমি পিটি দেবে?'
জবাব না দিয়ে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিল রানা। 'তুমি ওষুধ খেয়েছ?'
'হ্যাঁ।' মাথা কাত করতে গিয়ে প্রায় শুয়েই পড়ল ও। 'তিনবার খেতে বলেছে ডাক্তার। তিনবারই খেয়েছি। কই, বললে না?'
'কি?'
'ওই লোকটাকে মারবে তুমি? খুব খারাপ ও। শুধু শুধু মেরেছে আমাকে। আব্দুর সাথে খারাপ ব্যবহার করেছে।'
'জানি। কিন্তু এখন তা নিয়ে ভাবতে হবে না তোমাকে। আগে তুমি সুস্থ হয়ে ওঠো, তারপর দেখব সেসব।'
'আচ্ছা।' প্যাডার মাথায় হাত বোলাল ও। 'আঙ্কেল, আমরা আব্দুর সাথে কবে যাব?'
'সেটাও আর কয়েকদিন পর। তুমি সুস্থ হলে। এবার শুয়ে পড়ো। রাত হয়ে গেছে।'
'শুয়েই তো আছি,' হি হি করে হেসে উঠল মেশাক। 'বলো, এখনই ঘুমিয়ে পড়ো।'
তার সবার সাথে রানাও হাসল। 'সরি, ভুল হয়ে গেছে। এবার লক্ষ্মী মেয়ের মত ঘুম দাও, ওকে? গুড নাইট।'
'গুড নাইট।'

গভীর রাত।
অফিসার্স মেসে মুখোমুখি বসে আছে রানা, জর্জ ব্রুনাম ও পাঁচটি প্রধান, ক্যাপ্টেন ফগ। নিচু গলায় ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনায় মগ্ন। এরমধ্যে এখন আর অন্যদের অংশ নিতে ডাকা হয় না। কারণ একে সারাদিনের ট্রেনিংয়ের পর রাতের 'কমান্ডো' বাহিনীর সদস্যদের প্রাণশক্তি বলে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, দশটা না বাজতেই ঘুমিয়ে পড়ে ওরা। তারওপর ব্যাপারটা এখন আর সিভিল ম্যাটার নেই, নতুনভাবে মিলিটারি ম্যাটারে পরিণত হয়েছে।
এসব কাজে অনভিজ্ঞ কেউ কোন সাহায্যে আসবে না, কাজেই তাদের ছাড়াই চলছে কাজটা।
জর্জ ব্রুনাম ও ক্যাপ্টেন ফগ বেশ সন্তুষ্ট। সিভিলিয়ানদের নিয়ে রানা যা

করতে যাচ্ছে, প্রথমে তা 'আত্মঘাতী হতে বাধ্য' বলে রায় দিয়েছিল তারা। কিন্তু মাত্র কিছুদিনে ও প্রমাণ করে দিয়েছে যে উপযুক্ত শিক্ষা পেলে একদম আনাড়িদের দিয়েও এ কাজ [illegible], সেটাই [illegible]।
'ওদের অগ্রগতি কেমন বুঝছ?' জর্জকে প্রশ্ন করল রানা।
'সত্যি! [illegible] আমি [illegible]'
'আমিও ভাবতে পারিনি,' ক্যাপ্টেন ফগ মন্তব্য করল। 'এখন আসল সময়ে সব ঠিক থাকলে হয়।'
'থাকবে,' দৃঢ়স্বরে বলল রানা। 'চিন্তার কিছু নেই। আর চারদিনের মধ্যে এদের পুরোপুরি প্রস্তুত করে নিতে পারব আমি। কিন্তু তোমার স্পাইদের খবর কি, জর্জ?'
'এক হিসেবে মন্দ না,' ব্রুনাম বলল। 'আমাদের মিশন যাবে, এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হওয়ার পরদিনই নিজেদের চারজন গুপ্তচরকে মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্রে পাঠিয়ে দিয়েছে সে। পোসেল গ্রামে গিয়ে দুর্গ সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়ে ওদেরকে জানাবে লোকগুলো। ওখানেই যে সম্রাটকে রাখা হয়েছে, সে খবর প্রথম দিনই তারা নিশ্চিত হয়েছে। আমাদের থাকার জায়গা ঠিক করে ফেলেছে ওরা। কিন্তু দুর্গের গার্ড সংখ্যা একটু বেশি মনে হচ্ছে আমার, রানা। চল্লিশজন। অর্থাৎ আমাদের প্রত্যেককে কম করেও চারজন করে সৈন্যকে সামাল দিতে হবে সময়মত। সংখ্যাটা বেশি মনে হচ্ছে না তোমার?'
'সেটা আসলে নির্ভর করে তুমি কখন হামলা চালাবে তার ওপর। দিনে হলে হয়তো সেরকমই দাঁড়াত ব্যাপারটা। কিন্তু আমরা তা করছি না। আমাদের অ্যাটাক হবে সারপ্রাইজ অ্যাটাক, এবং খুব ভোরের দিকে। তখন চারজনই জাগা থাকে কি না সন্দেহ আছে।'
'তা অবশ্য ঠিক,' মাথা দোলাল ব্রিগেডিয়ার। 'ও হ্যাঁ, আজ আমরা ফিল্ড থেকে ফেরার একটু আগে নতুন কিছু মেসেজ পাঠিয়েছে ওরা। ফগ রিসিভ করেছে।'
'কি মেসেজ?' ক্যাপ্টেনের দিকে ফিরল ও।
'দুর্গের পিছনের যে সার্ভিস এন্ট্রান্স, সেটার দরজা তেমন মজবুত নয়। ওটাকে উড়িয়ে দিতে এক পাউন্ড বিস্ফোরক হলেই চলবে।'
'গুড!' মাথা ঝাঁকাল ও। 'আর?'
'দুর্গের ইন-চার্জ এক লেফটেন্যান্ট, নাম ডিয়েগো। তার সহকারী হচ্ছে এক সাব-লেফটেন্যান্ট, নাম বতোক্তি। আজ নিয়ে পরপর তিনদিন বিকেলে দুর্গ থেকে বেরিয়েছে তারা, হাওয়া খেতে।'
'মানে?'
'ফুর্তিফার্তি করতে যায় আর কি,' ক্যাপ্টেন বলল। 'রোজ পোসেলের এক রেস্টুরেন্টে বসে আড্ডাও মারে। কাপের পর কাপ কফি আর সিগারেট···'
'ভালই,' চিন্তিত চেহারায় বলল ও। 'লোক দুটোর এই রুটিন যদি আমাদের পৌঁছানো পর্যন্ত বজায় থাকে, তাহলে আশা করা যায় দুর্গে ঢোকা খুব একটা

'কঠিন হবে না।'

'কি ব্যাপার?' ঝুঁকে এল রানাথ। 'তার মানে?'

[illegible] ও। [illegible] ... ওকে যদি [illegible] কাজিয়ে দেয়া যায়, তাহলে [illegible] হবে। সময়মত ওরা যদি লোক দুটোকে ধরে রাখতে পারে...'

[illegible]

হবেই অবশ্য। হবেই হবে।

লোক দুটোকে কি ভাবে দুই অফিসারের সাথে ভিড়িয়ে দেয়া সম্ভব, তাই নিয়ে মাথা ঘামাতে বসল সবাই। নানান সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা চলল অনেক রাত পর্যন্ত। অবশেষে পথ একটা পাওয়া গেল, কিন্তু সেটাকে ঘষামাজার কাজ বাকি রেখেই ঘুমাতে গেল ওরা।

নইলে ভোরে সময়মত বিছানা ছাড়া সম্ভব হবে না।

অন্ধকার থাকতেই হাঁটি হাঁটু বাবা দল নিয়ে। আজ পিছুপতি ওকালো রেক ও ক্রর্জ গেল না ওদের সাথে, থাকিয়ে রয়ে গেল। ওপারে আরও একজন স্পাই পাঠাতে হবে, তার মাধ্যমে আগের চ্যাকজনকে নতুন নির্দেশ পাঠাবে তারা। দামা ও মাসাইকাও রেখেই গেল আজ।

[illegible] নয়, ঠিক হয়েছে ওরা দু'জন ট্যাকটিক্যাল লড়াইয়ে অংশ নেবে। অতএব আর বিশেষ ট্রেনিঙের প্রয়োজন নেই, এতদিন যা পেয়েছে তাতেই কাজ চালিয়ে নিতে পারবে ওরা।'

ওদিকে সন্ধের আগেই রাজধানী বাকুই পৌঁছল রুক্ষ রানাথের স্পাই, ওতালা থেকের কমিশনের একজনকে জরুরী একটা খবর দিল। তার সাথে ওটা, খামের বাড়ি পোলেন। প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সেরে প্রায় তখনই লোকটাকে নিয়ে বেরোলেন রওনা হলো ওটা।

বাকুইয়ের কেন্দ্রস্থলে প্রকাণ্ড এক ভবন। ফরাসী ঔপনিবেশিক আমলে ফ্রেঞ্চ গভর্নর প্রশাসকের হেড অফিস ছিল ওটা। কদিন আগে পর্যন্ত ছিল সিটি হল-বর্তমানে সামরিক শাসক কর্নেল ওমাঙ্গোর অফিস-কাম-রেসিডেন্স। চারদিকে বাহারে বুঁড়ে ওটার চমৎকার সবুজ লনের বাগানটা ঝাড়িয়ে নিয়েছে তার অনুগত বাহিনী। বালির বস্তা দিয়ে দেয়াল তৈরি করা হয়েছে লেজলাতে ভিড়। তন্মধ্যে কয়েকটা আছে অ্যান্টি ট্যাঙ্ক ও হেভি মেশিনগান পোস্ট। অন্যগুলো সাধারণ।

ইউনিফর্ম পরা সৈনিকে গিজগিজ করছে সবকটা বাঙ্কার। তাদের কমান্ডারদের বেশির ভাগই এনসিও। কমিশন্ড অফিসার খুব কমই চোখে পড়ে। কমান্ডারদের দৌড়ঝাঁপ, হাঁকডাক দেখলে মনে হয় তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হতে আর দেরি নেই। এবং তার প্রথম আঘাতটা এই ভবনের ওপর দিয়েই যাবে।

কাজেই সবাই টানটান হয়ে আছে উত্তেজনায়। শহরে ঘুরঘুর করছে এমন আর্মি লোরের জীপ-লরি। কড়া নজর রাখা হচ্ছে পরিস্থিতির ওপর।

তবে বাইরে যতই শোরগোল থাকুক না কেন, হলের ভেতরের পরিবেশ একদম শান্ত। প্রকাণ্ড হলঘরের পাশের এক ঘরে ওমাঙ্গোর হেডকোয়ার্টার। [illegible] সময় আলাদাভাবে আওয়াজ হচ্ছে না। [illegible] রুক্ষ প্যাসেজটা। [illegible] সোজা চলে যায়। [illegible] একটা [illegible] তার অফিসের সামনে দেয়ালে [illegible]

[illegible]

সহকারী, ক্যাপ্টেন ওপারো ওমাক। ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ওমাক, কর্নেল ওপাশে পায়চারি করছে অনবরত। অস্থির দেখাচ্ছে তাকে। একটু পর পর থামছে সে, ছোট ছোট দু'হাত পেটের কাছে এনে এক হাতে অন্য হাতের তালুতে ঘুসি মারছে। প্রতিটা ঘুসির জোরাল 'পটাশ' আওয়াজে কেঁপে উঠছে ওমাক।

কর্নেলের একটা মিথ্যে অভিযোগ শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হওয়ার দশা, তবু নীরব সে। কারণ জানে, ওপরওয়ালার মুখের ওপর কখনও তার ভুল ধরিয়ে দিতে নেই। তাতে লাভ পাওয়া যায় না। বরং উল্টো নতুন ফ্যাসাদে পড়তে হয়। অতএব চুপ থাকাই ভাল। তাই আছে সে গত প্রায় ত্রিশ মিনিট ধরে।

এখনই আবার শুরু হবে, ভাবছিল ক্যাপ্টেন, সত্যি সত্যি তখনই শুরু হলো ওবাঙ্গো। পরক্ষণে 'পটাশ'। 'তুমি আস্ত একটা আহাম্মক, ওমাক!' বলল সে ফিস ফিসে। 'কোন আক্কেলে যে সেদিন এতগুলো মানুষকে মাত্র দু'জন গার্ডের ওপর ছেড়ে রেখে এসেছিলে, ভাবলে আজও অবাক লাগে আমার। গার্ড আরও দু'চারজন বেশি থাকলে অন্তত এক অন্যরকম কিছুতেই ঘটত না। ওহ্, গড! সীমান্তের ওপারে বসে কী যে করছে সম্রাজ্ঞী, কে জানে?'

দু'জন গার্ডের হাতে ওদেরকে ছেড়ে আসা ঠিক হয়নি, স্বীকার করি, মনে মনে বলল ওমাক, কিন্তু সম্রাজ্ঞীকে বন্দী করে এয়ারপোর্টেই রেখে আসার বুদ্ধিটা আপনারই ছিল, কর্নেল। মুখে বলল, 'কিছুই করছে না, কর্নেল। ছেলের সুস্থ হওয়ার অপেক্ষায় আছে।'

জোরে জোরে মাথা নাড়ল লোকটা। 'আমার বিশ্বাস হয় না। প্রথমদিন হইচই কম করেনি কিমসালা, তারপরই হঠাৎ চুপ মেরে গেল। কেমিং কাম্বেরে রেডিও কিছু বলছে না, অথচ বিবিসি প্রচার করছে সম্রাজ্ঞী আমাকে উৎখাত করতে জনগণের কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছে। কেন?'

কিছুক্ষণ মন দিয়ে হাতের তালু পরীক্ষা করল ওমাক। 'বিবিসি কেন এমন প্রচার করছে বলতে পারি না, কর্নেল, কিন্তু কাম্বেরের চুপ থাকার কারণ আছে। অনেক বছর থেকে ওদের সাথে আমাদের সম্পর্ক ভাল চলছে না। সম্রাজ্ঞীকে ওরা স্রেফ মানবিক কারণে রাজনৈতিক আশ্রয় দিয়েছে, তার কিছু করার গরজ অনুভব করছে না।'

'আমার তা মনে হয় না,' জোরালো জোর দিয়ে বলল সামরিক শাসক। 'এরমধ্যে অন্যকিছু থাকতে পারে।'

মুখ তুলল ক্যাপ্টেন। চোখে প্রশ্ন।

'আমি জানি না,' কর্কশ বলে উঠল। 'আমাকে জিজ্ঞেস কোরো না। আমি চাই ভেতরে আর কিছু আছে কি না, তুমি তা খুঁজে বের করো। এবং তাড়াতাড়ি।'

'ওকে, স্যার!'

'শহরের পরিস্থিতি কিরকম? সাধারণ মানুষ...' প্রশ্নটাকে নিরুপদ্রব হতেকে দেখে জেনে প্রশ্ন সে।

'পরিস্থিতি একদম স্বাভাবিক। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, স্যার, কিছু ভাববেন না। বাইরের ভার আমার ওপর ছেড়ে দিন। যা করার আমি করছি। কেউ যাতে মুখ দিয়ে একটা শব্দও বের করতে না পারে, সেদিকে কড়া নজর রাখা হচ্ছে। [illegible]

[illegible] দিয়েছি। শিক্ষকদের ওপরেও একই নির্দেশ জারি হয়েছে। হাটেঘাটে কোথাও দু'জনকেও যদি একসাথে দেখা যায়, পাকড়াও করে ধরে আনার নির্দেশও দিয়েছি। সে বুড়ো বা জোয়ান যে-ই হোক। মোটামুটি নিশ্ছিদ্র ব্যবস্থা নিয়েছি আমি। কাজেই আপনার চিন্তার কোন কারণ নেই।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল কর্নেল। তারপর মাথা ঝাঁকাল। 'বেশ। যা ভাল বোঝো করো।'

নয়

পরের এক সপ্তাহের মধ্যে পুরোদস্তুর এক গেরিলা ইউনিটে পরিণত হলো মাসুদ রানার কমান্ডো বাহিনী। তাদেরকে প্রায় কিছুই শেখাতে বাদ রাখেনি ও। স্মল ও লাইট আর্মস চালনাসহ হাতাহাতি যুদ্ধ, সব ক্ষেত্রেই সমান পারদর্শী হয়ে উঠল দলের প্রত্যেকে।

খালি হাতে অথবা এক টুকরো তারের সাহায্যে কি করে দ্রুত, নিঃশব্দে মানুষ খুন করা যায়, সামান্য পকেট চিরুনি দিয়ে কিভাবে আততায়ীর মুহূর্তের মধ্যে অক্ষম করে দেয়া যায় ইত্যাদি শেখাল ও। তাছাড়া পেন্সিলের শিস বা একরত্তি এবড়োখেবড়ো পাথর সময়ে কত ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্র হয়ে উঠতে পারে, তাও শেখাল।

সবশেষে শেখাল মার্শাল আর্ট। কুংফু, জুডো, কারাতে ও যুযুৎসু প্রভৃতির কিছু কিছু সহজ কৌশল। মানুষগুলোর পারফরম্যান্স দেখে রানা সন্তুষ্ট। কর্ক ট্রানাথও।

ট্রেনিঙের শেষদিন দুপুরের পর হঠাৎ করে ক্যাম্পে এসে হাজির হলেন সম্রাজ্ঞী নকোলো। তাঁর চাপাচাপি অগ্রাহ্য করতে না পেরে ক্যাপ্টেন ফগ নিয়ে এসেছে তাঁকে। সঙ্গে মেশাক, দামা ও মারাইকা। তাঁকে দেখে সবাই কাজ থামিয়ে দিয়েছে দেখে লজ্জা পেয়ে গেলেন সম্রাজ্ঞী।

মৃদু গলায় বললেন, 'দুঃখিত। আপনাদের ডিসটার্ব করা হবে, জানলে আসতাম না। কিন্তু ছেলেটা সকাল থেকে এত বিরক্ত করছিল যে না এসে পারা গেল না। সুস্থ হয়ে ওঠার পর থেকে রোজই...'

'কোন ডিসটার্ব হয়নি আমাদের, হার হাইনেস,' রানা আশ্বস্ত করল। 'এসেই যখন পড়েছেন, থাকুন।'

আনন্দে দাঁত বেরিয়ে পড়ল মেশাকের। 'দেখলে?' মায়ের মুঠোয় ধরা হাত ছাড়িয়ে নিল ও। 'বলিনি, আঙ্কেল রাগ করবে না? আঙ্কেল, এখানে কি করছ তোমরা?' পরক্ষণে হেসে উঠল খিল খিল করে। 'এ মা! ধুলো আর মাটি

তোমাদের যা চেহারা হয়েছে না? ঠিক ভূতের মত দেখাচ্ছে।'

সম্রাজ্ঞী চাপা ধমক লাগালেন ছেলেকে। 'আহ্, জেলো! যা মুখে আসে তাই বলতে নেই। খুব দুষ্টু হয়ো না।'

'শুধু শুধু বকছেন, হার হাইনেস,' হাসিমুখে বলল রানা। 'মিথ্যে বলেনি মেশাক। [illegible]

[illegible]

হয়ে ফিকে ফিরে গেল ও।

মাটিতে একটা ত্রিপল বিছিয়ে মেয়েদের বসার ব্যবস্থা করা হলো। এরপর আরও দু'ঘণ্টা চলল অনুশীলন।

সন্ধের একটু আগে যখন এক্সারসাইজের কল অফ করল রানা, সম্রাজ্ঞীর মুখে তখন আনন্দের চাপা হাসি। চোখে কৃতজ্ঞতার অশ্রু।

'শুনে মনে হতে পারে সহজ একটা কাজ। হিট, গ্র্যাব দ্য এম্পেরর অ্যান্ড মেক আ গেট অ্যাওয়ে। সোজা সরল মিশন। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে হয়তো দেখা যাবে উল্টো, সোজা কাজটাই বাঁকা হয়ে গেছে,' বলল মাসুদ রানা।

ব্যারাকের অফিসার্স মেস। মেরেন্ডিতে সর্বশেষ ডিনারের পর সমবেত মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্রীদের উদ্দেশে বলছে ও। খুব গোপনে অনুষ্ঠিত হচ্ছে সমাবেশ। রুদ্ধদ্বার মেসে। বাইরে ক্যাপ্টেন ফগ স্বয়ং রয়েছে পাহারায়। মেসের খানসামাদেরও কেউ যাতে না আসে, সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে সে।

ভেতরে বড় দুটো ডাইনিং টেবিল ঘিরে বসে আছে গেরিলা বাহিনীর সদস্যরা। প্রফেসর মকিনি, গুস্তাভো রেক, অ্যান্ডি মোসি, পতিলা ফ্রেলিগো ম্যাংকার, ক্লটাস, বাউই এবং উকিলা বসেছে একটাকে ঘিরে। পাশেরটায় দামা, মারাইকা ও স্বয়ং সম্রাজ্ঞী নকোলো।

রানা ও কর্ক ট্রানাথ তাদের মুখোমুখি বসা। পিছনের দেয়ালে টাঙানো আছে পোসেল দুর্গ ও গ্রামসহ আশপাশের বেশ বড় একটা অঞ্চলের ম্যাপ।

মেশাকও রয়েছে মায়ের সঙ্গে। তবে এ মুহূর্তে একদম চুপচাপ, ছেলেমানুষীর কোন লক্ষণ ওর মধ্যে নেই। বিকেলে এক্সারসাইজ দেখতে গিয়ে এই পরিবর্তনটা ঘটেছে ওর। বুঝে ফেলেছে, আব্বু যে 'পিনিক' কথা বলেছে, এটা তেমন কিছু নয়। আঙ্কেল রানা ভয়ঙ্কর কিছু একটা করতে যাচ্ছে। ছেলেমানুষ হলেও ওর চাউনিতে তার আভাস ঠিকই ধরতে পেরেছে সে। আর সবার চাউনিও একই কথা বলছে।

'এরমধ্যে পোসেল দুর্গ সম্পর্কে প্রায় সবই জানা হয়ে গেছে আপনাদের,' আবার শুরু করল রানা। 'বাকিটুকু আশা করছি পোসেল পৌঁছে জানতে পারব আমরা। সে যা হোক, এ পর্যন্ত যেটুকু জানা গেছে, তাতে মোটামুটি নিশ্চিত হওয়া গেছে পোসেল দেয়ালঘেরা এক দুর্গ শহর। ভেতরে প্রচুর জায়গা, মূল দুর্গের চারদিকে আলাদা আলাদা ভবন আছে অনেকগুলো। সমস্যাটা এখানেই, কারণ আমরা এখনও জানতে পারিনি সম্রাটকে কোথায়, কোন ভবনে রাখা হয়েছে।

'সেটা আগে জানতে হবে আমাদেরকে। তবে একটা বিষয়ে আমরা নিশ্চিত, সম্রাটকে নিয়ে পিছন দিক দিয়ে বের হব আমরা। পিছনের নদীতে বোট তৈরি

থাকবে। আমাদের সহকর্মী মিস্টার চৌধুরী ব্যবস্থা করায় নিয়োজিত। পেতোন গ্রামে আছে একটি খামারবাড়ি, ইত্যাদি নিয়ে আছে — ওটাই হবে আমাদের হেডকোয়ার্টার।'

'এই খবরটা আপনি জানলেন কি করে?' প্রশ্ন করল প্রফেসর।

মৃদু হাসল রানা। 'আমাদের [illegible] শেষ যোগ, যা বলছিলাম, এখানে আমরা, মানে পুরুষরা থাকব। আমাদের দুই সহকর্মী, সোমা আর মারাইসা থাকবে পেতোন গ্রামে। ওখানে দামাল বোন-দুলাভাই থাকে, তাদের সঙ্গে।'

হঠাৎ পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতে লাগল মেয়ে দুটো। সম্রাজ্ঞীকেও বিস্মিত হতে দেখা গেল। 'আমার বোন-দুলাভাই?' সোমা বলল। 'পেতোনে থাকে! কে বলল? আমার তো বোনই নেই!'

'আছে, আছে,' সবজান্তার মত মাথা দোলাল রানা। 'অনেক বছর আগে বিয়ে হয়েছে তোমার বোনের। তুমি তখন খুব ছোট ছিলে। তারপর আর দেখা সাক্ষাৎ নেই দু'জনের, তাই মনে নেই তোমার।'

এরপর মিশনের সমস্ত খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা করল রানা, ধাপের পর ধাপ অনুযায়ী। প্রথমে পলিটিক্স, তারপর টাইমিং, সবশেষে স্ট্র্যাটেজি। একসময় শেষ হতে প্রশ্ন আহ্বান করল ও। প্রথম প্রশ্ন করল টাকি। 'মেয়েদের কাজ কি হবে?'

'ওদেরটাই হবে আসল এবং সত্যিকারের কঠিন কাজ। দুর্গের প্রধান রক্ষক ও তার সহকারীকে ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা করবে ওরা। তারপর সুযোগ করে দিয়ে দুর্গে ঢুকবে।'

'তা কি করে সম্ভব?' প্রশ্ন করল।

'সময় হোক। নিজেই বুঝতে পারবে। সোজা?'

'আমার প্রশ্নের উত্তর পাইনি এখনও,' এক হাত তুলল প্রফেসর।

'পেতোন গ্রাম ও তার আশপাশের গোটা এলাকা সম্পর্কে জানতে ক্লিওপেট্রার সাহায্য নিয়েছি আমি। প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের জন্যে নিজের কয়েকজন স্পাইকে ধার দিয়েছে সে। তারা আপনাদের দেশেই আছে এখন, প্রয়োজনীয় তথ্য কিছু কিছু করে রোজই পাঠাচ্ছে।'

কিছু সময় অপেক্ষা করল ও। কিন্তু আর কোন প্রশ্ন এল না। 'কাল সারাদিন রেস্ট নেব আমরা। সন্ধের পর বেরিয়ে যাব সীমান্তের দিকে। একটা পিকআপ থাকবে শুধু সবার সাথে। বাকি অস্ত্র, গুলি, বিস্ফোরক, সময়মত সব পেতোনে বসে পেয়ে যাব আমরা।'

'কিন্তু ওসব দরকার কি?' ক্লেরিকো প্রশ্ন করে উঠল। 'এসব সঙ্গে করে নিয়ে গেলেই ভাল হত না?'

মাথা দোলাল ও। 'তাতে ঝুঁকি আছে। অপ্রয়োজনীয় ঝুঁকি এড়িয়ে চলতে হবে আমাদেরকে।'

হঠাৎ বড় গম্ভীর হয়ে উঠল রানা। শীতল চোখে সবাইকে দেখে নিল। 'আরেকটা কথা। আমাদের দুর্গ আক্রমণের সময় ওখানে ম্যাকেঞ্জি ওমাকড়ু থাকার সম্ভাবনা তেমন নেই। কিন্তু যদি থাকে, লোকটাকে আমি আস্ত

চাই। তাকে ধরতে প্রয়োজনে পায়ে গুলি করতে পারেন, অথবা উরুতে। কিন্তু তার গায়ে কোন আঘাত যেন না লাগে। বোঝাতে পেরেছি সবাইকে?'

নীরবে মাথা দোলাল প্রত্যেকে।

[illegible]

ঠিকমত খেয়াল আগেই প্রোটেক্টেড লাথো জ্বলে আগুন জ্বলে হয়ে গেছে। এদিকে রানা মেশাককে নিয়ে কাটাল দিনটা। এটা-সেটা নিয়ে গল্প করল ওর সাথে, ব্যারাকের মাঠে কিছুক্ষণ ক্রিকেটও খেলল। বল নিয়ে ছেলেটাকে হরিণ শাবকের মত ছুটতে দেখে আনন্দে বুকটা ভরে উঠল।

একই সাথে কয়েকদিন আগে ওর কি অবস্থা ছিল, সে কথা ভেবে কষ্টও হলো। আল্লাহর রহমতে মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে এসেছে মেশাক, ভাবনাটা মাথায় উদয় হতেই, তক্ষুণি ওমাকড়ুকে নিজ হাতে খুন করার প্রতিজ্ঞা করল ও। এই একটা কাজ না করা পর্যন্ত মরেও শান্তি পাবে না রানা।

মেশাকের দৌড় ঝাঁপের গতি বাড়াতে ইচ্ছে করে বারবার আউট হচ্ছে ও, তাই দেখে খেপে খুন সে। 'দূর, অক্ষম! তুমি ব্যাট ধরতেই জানো না?'

'তাই নাকি? তাহলে কি ভাবে ধরতে হয়?'

'এই দেখো। এইরকম করে ধরে উইকেটের পাশে দাঁড়াতে হয়। এই যে,' নিজের বুক সমান উঁচু ব্যাটটা নিয়ে নানাভাবে কসরত করতে লাগল ছেলেটা। 'এইভাবে।'

তবু রানা পারছে না দেখে একসময় হাল ছেড়ে দিল মেশাক। 'থাক! তোমাকে দিয়ে হবে না। তারচে' এসো, আমাকে মার্শাল আর্ট শেখাও।'

হাসল রানা। 'হঠাৎ মার্শাল আর্ট শেখার ইচ্ছে হলো কেন?'

'আমার ক্লাসে কিছু পাজী ছেলে আছে,' মাটিতে আসন করে বসল মেশাক। 'সব সময় আমার পিছনে লেগে থাকে ওরা। নিগার বলে গাল দেয় কথায় কথায়। টিচারদের বললে লাভ হয় না, তারা কিছুই বলে না শয়তানগুলোকে। এবার ফিরে গিয়ে, সবকটাকে দেখে নেব। কাল বিকেলে প্র্যাকটিস শুরু করব ক্যাপ্টেন, আক্রমণের কৌশল শিখেছে।'

'কিন্তু মার্শাল আর্ট তো মারামারির জন্যে নয়, খোকা!' রানাও বসল।

'তাহলে?' প্রশ্ন করল মেশাক।

'ওটা হচ্ছে আত্মরক্ষার জন্যে। কেউ মারতে এলে তাকে ঠেকানোর জন্যে। অবশ্য একেবারেই যে মারা যাবে না তাও নয়। যাবে। শত্রু যখন বাড়াবাড়ি করবে, তখন। তার আগে নয়।'

'ওরা তো বাড়াবাড়িই করে।'

'সে তো মুখে মুখে, তোমাকে মারধর করে না নিশ্চই?'

'না,' মাথা নাড়ল ও। 'মারে না। কিন্তু...'

'ওদের এই বাড়াবাড়ির জবাব তুমি কাজের মাধ্যমে দেবে। মন দিয়ে লেখাপড়া করবে, ভাল রেজাল্ট করবে। শুধু ভাল না, ক্লাসে ফার্স্ট হতে হবে তোমাকে। তাহলে একদিন দেখবে, ওদের মুখ বন্ধ হয়ে গেছে। সবাই বরং তখন

তোমাকে সমীহ করে চলবে।'

'আচ্ছা!' খানিক চিন্তা করে সুবোধের মত মাথা দোলাল মেশাক। 'আমার আব্বুও একই কথা বলে সব সময়। বলে, আমাকে অনেক বড় হতে হবে, রাজনীতি করতে হবে। দেশের ভার বুকে নেবার মত যোগ্য হতে হবে। আচ্ছা, আংকেল, তুমিই বলো, মানুষ কখনও [illegible] একটা দেশের ভার নিতে পারে?'

[illegible] এ বয়সে [illegible], এ কথা [illegible] তুমি বড় হও, তখন বুঝবে কথাটার অর্থ।'

'আমাকে কেন নিতে হবে দেশের ভার?' জবাবের অপেক্ষা না করে তখনই অন্য প্রসঙ্গ তুলল মেশাক। 'জানো, আব্বু এই বলে আমাকে দেশের ভার নিতে হবে, আবার একটু পরই বলে অন্য কথা। বলে, আমাকে ওসব নোংরা কাজ করতে দেবে না। তাহলে নাকি বাবার মত—আংকেল! আমার আব্বুর কি হয়েছে?'

'কই! কিছু না তো!'

'তাহলে আব্বু রোজ রাতে কাঁদে কেন?'

হাসি হাসি ভাবটা উবে গেল ওর চেহারা থেকে। 'কাঁদে নাকি?'

'হ্যাঁ!' মাথা কাত করে টেনে বলল মেশাক। 'সারারাত কাঁদে। একটুও ঘুমায় না আব্বু।' একটু থামল ও। 'আমরা কবে আব্বুর কাছে যাব?'

'এই তো,' হাসি আসছে না, তবু জোর করে হাসল রানা। 'আর ক'দিন পর। আজই আমরা যাচ্ছি তোমাদের দেশে। তারপর...।'

থেমে গেল ও। ভাবনার খেই হারিয়ে ফেলেছে। তারপর কি, ও নিজেই কি জানে? বাধ্য হয়ে কথা ঘোরাল। 'তোমাকে আমি মার্শাল আর্ট শেখাতে পারি, কিন্তু একটা শর্ত আছে।'

খুশি হয়ে উঠল মেশাক। 'কি শর্ত?'

'কখনও আগ বাড়িয়ে কাউকে আক্রমণ করতে পারবে না। যদি প্রমিজ করো...'

'প্রমিজ!' দ্রুত বলে উঠল ছেলেটা।

'বেশ,' হাসি ফুটল ওর মুখে। 'ক'দিন পর তোমরা যখন দেশে ফিরবে, তখন শেখাব।'

চোখ কুঁচকে উঠল মেশাকের। 'প্রমিজ?'

'প্রমিজ,' এক হাত কাঁধ বরাবর তুলে বলল রানা।

সন্ধের একটু আগে কপ্টারের দুরাগত গুঞ্জন শোনা গেল—ট্রিপোলিয়ার ব্রানাথ আসছে। ল্যান্ড করার পর রানার সাথে একান্তে কথা বলল সে। এরপর শুরু হলো যাত্রার প্রস্তুতি।

একেবারে সংক্ষিপ্ত হলো বিদায় পর্ব। এবং সেন্টিমেন্টাল। দু'হাতে প্রত্যেকের দু'গাল ধরে অনেকক্ষণ পর্যন্ত বিড়বিড় করে কী সব বললেন সম্রাজ্ঞী, এক বর্ণও বুঝল না কেউ—হয়তো প্রার্থনা ছিল ওটা। সেই সাথে ঝরঝর কান্না। রানার বেলায় প্রক্রিয়াটা একটু দীর্ঘ হলো। শেষ সময়ে কোনমতে বললেন তিনি, 'ঈশ্বর আপনাদের মত মহান হৃদয় মানুষকে রক্ষা করুন।'

কবজিতে ছোট্ট হাতের ছোঁয়া পেয়ে ঘুরে তাকাল রানা। ওর পা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে মেশাক, কোলে পড়েছে। ওকে কোলে তুলে নিল রানা। অনেক মুহূর্ত বুকে জড়িয়ে ধরে রাখল, তারপর দু'গালে আলতো দুটো চুমু দিয়ে নামিয়ে দিল ওকে। আদর করে কোঁকড়া চুল নেড়ে দিল। 'আবার দেখা হবে।' সম্রাজ্ঞীর দিকে ফিরল রানা। 'আমাদের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকুন, ইয়োর হাইনেস। ওঁর কোন ক্ষতি হতে দেব না। খুব শিগগিরই [illegible]'

জবাবের অপেক্ষায় না থেকে ঘুরে দাঁড়াল ও। [illegible] ভাবল মনে মনে, যদি এর মধ্যে খারাপ কিছু ঘটে গিয়ে থাকে মানুষটার, এদের কি বলে সান্ত্বনা দেবে ও? কেমন করে নিষ্পাপ মেশাকের মুখোমুখি হবে?

অন্ধকার থাকতে বর্ডার ক্রস করল দলটা, তারপর শুরু হলো হাঁটা। জর্জ ব্রানাথের নিখুঁত এক ইনফিলট্রেশন প্ল্যান তৈরি ছিল, পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল সে। পথ বেশি নয়, হেঁটে হেঁটে কিছুটা, বাসে, কিছুটা ট্রাকে চড়ে পাড়ি দিল ওরা। স্থানীয়দের মত বেশভূষা পরে থাকায় কেউ তাকালও না।

শেষ বিকেলে পোসেলের কাছে এসে দু'ভাগ হয়ে গেল দল। নির্দিষ্ট জায়গায় অপেক্ষায় ছিল ব্রানাথের দুই লোক, মমা ও মাশাবিকাকে নিয়ে পোসেলের দিকে চলে গেল তারা। ব্যাঙ্কের আঁধারে দু'জনকে মামার 'বোন-দুলাভাইয়ের' বাড়িতে পৌঁছে দিল। আয়োজন পাকা ছিল, কাজেই কোন প্রশ্ন উঠল না। বাড়ির লোকজন সহজেই এদেরকে গ্রহণ করে নিল।

এদিকে অন্য দল আশ্রয় নিল পোসেলের মাইল দশেক দূরের এক গ্রামের প্রান্তে, পরিত্যক্ত এক গির্জায়। কাঠের ঘর, মেঝেও কাঠের। বহু বছর ধরে পরিত্যক্ত বলে চারদিকে বুনো ঝোপঝাড় ও পরগাছার জঙ্গল অবাধে বেড়ে উঠেছে ওটাকে ঘিরে। নানান কুসংস্কারে আচ্ছন্ন গ্রামের মানুষ ওর ধারেকাছেও যায় না।

ওদের থাকার জন্যে আগের রাতে ফাঁক ফোকর দিয়ে লাফিয়ে ভেতরে উঠে আসা মাকড়সা, পোকা ইত্যাদি ঝেঁটিয়ে সাফ করে রেখেছে ওতাপা রেকেদের লোকেরা। দেখে সন্তুষ্ট হলো মাসুদ রানা। কয়েকদিন এর মধ্যেই থাকতে হবে, তারপর সময় বুঝে...

'মন্দ নয়,' মাথা দোলাল জর্জ ব্রানাথ। 'পিকনিক স্পট হিসেবে জায়গাটা ভালই তো মনে হচ্ছে!'

মৃদু হাসি ফুটল রানার মুখে। 'তা ঠিক। এখন বাকি ঠিকমত হলে হয়। সময়মত মশলাপাতি...'

'ও নিয়ে তোমাকে দুশ্চিন্তা করতে হবে না। সব সময়মত এসে পড়বে।'

'মশলাপাতি' বলতে অস্ত্রশস্ত্রের কথা বুঝিয়েছে রানা। একটা করে পিস্তল ছাড়া সঙ্গে করে কিছুই আনেনি ওরা। রেখে এসেছে বেনেভিটে। দু'দিন পর ক্যাপ্টেন মাইক ফগ সেসব পৌঁছে দেবে নর্দীপাথে।

ঘুরে ওতাপা রেকেদের দিকে তাকাল ব্রানাথ। নিজের দুই লোকের সাথে নিচু গলায় কথা বলছে সে। এরা নতুন, এখানেই দলের অপেক্ষায় ছিল। একজন মাঝবয়সী, অন্যজন প্রায় কিশোরই বলা চলে। দু'জনেই চাপা উত্তেজিত। তাদের

[illegible] পর এক নির্দেশ দিচ্ছে শিক্ষপতি। অন্যদের সেট বসে, কেউ আধশোয়া হয়ে বিশ্রাম করছে। খাকি [illegible] পরানো দুটো হ্যারিকেন জ্বলছে ভেতরে, তাতে আলো তত নেই, [illegible] সবকিছু ঘনকেটে [illegible] করছে।

আলোচনা শেষ করে মুসা [illegible] দিকে এগিয়ে এল। [illegible]

[illegible]

মাথা দোলাল ব্রিগেডিয়ার [illegible]।'

'পিক-আপ পয়েন্ট?' [illegible] প্রশ্ন করল।

'এখান থেকে কাছেই, বড়জোর তিন মাইল। সন্ধের পর অ্যালোড করব আমরা।'

'জায়গাটা কাল একবার দেখতে হবে।'

'নিশ্চয়।'

গোলেসা বাজার। সাপ্তাহিক হাটবার বলে প্রচুর লোকজনের আনাগোনা চলছে। শিশু-কিশোর থেকে বুড়োবুড়ি, সবাই আছে তার মধ্যে। বয়স্কদের সংখ্যাই বেশি। অনেকের পরনে জীর্ণ, মলিন পোশাক। কারও পোঁটলা নয়তো মাথায় ঝুড়ি, একটা না একটা আছেই। পথের পাশে পসরা সাজিয়ে বসেছে খুচরো ব্যবসায়ীরা, দরদাম চলছে। মানুষের পায়ে পায়ে ধুলো উড়ছে।

বাজারের সবচেয়ে বড় এবং কিছুটা অভিজাত রেস্টুরেন্ট 'রিচ ফুড'-এর মালিক জোসেফ মুসা ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে খদ্দের সামলাচ্ছে। অন্যান্য দিনের চেয়ে আজ স্বভাবতই কাজের চাপ একটু বেশি। কিন্তু যত ব্যস্তই থাক, এর মধ্যেও [illegible] [illegible] তাকাচ্ছে মাঝেমাঝে [illegible]। কারণ আজ তার অগ্নিপরীক্ষার দিন। আগের পরিকল্পনা অনুযায়ী [illegible] 'শালী' [illegible] বেড়াতে এসেছে তার বাড়িতে। সাথে তার এক শহুরে বান্ধবীও রয়েছে।

একটু পর ওদের আসার কথা আছে এখানে। [illegible] সেকেন্ডে লেফটেন্যান্ট ডিক্সো ও তার সহকারী [illegible] আসবে। [illegible] অস্থির সে। [illegible] থেকে [illegible], তার অনুরোধে [illegible] হয়েছে সে। কেন, সে কথা খুলে বলা হয়নি যদিও, কিন্তু সে আন্দাজ করতে পারছে। [illegible] সে জানেই। এ জন্যে বেশ কিছু টাকাও হাতে দেয়া হবে। কিন্তু টাকা বড় কথা নয়, শেষ পর্যন্ত কাজটা ভালয় ভালয় মিটলে হয়।

জীপের শব্দে বুকের কাঁপুনি আরও বেড়ে গেল তার। রেস্টুরেন্টের সামনে এসে থামল ওটা। ভেতর থেকে নামল দুই অফিসার। ড্রাইভার নেই, নিজেরা ড্রাইভ করেই এসেছে তারা। আমি [illegible] দেখে রেস্তোরাঁর খদ্দেরদের ব্যস্ত হয়ে উঠতে দেখা গেল, একে একে কেটে পড়ল সবাই।

ওদিকে কফির পানি চড়িয়ে [illegible] ডাকতে শুরু করে দিল মুসা। কাফ খেতেই এখানে আসে লোক দুটো, দুপুরে সবাই আসে। কারণ কফি তৈরির

ব্যাপারে তার জুড়ি নেই গোলেসায়। ভেতরে এসে ঢুকল লেফটেন্যান্ট, হাঁক ছাড়ল, 'জোসেফ, কফি।'

'এক মিনিট স্যার।'

জানালার কাছে গেল ডিক্সো ও [illegible]। বাইরের দিকে মুখ করে [illegible] [illegible]

[illegible] হাটুরে লোকজনের মাঝে দুই তরুণীর ওপর চোখ পড়েছে। হাত ধরাধরি করে এদিকেই আসছে। চেহারা-সুরত, একেবারেই অন্যরকম ওদের। পরনের ড্রেসও বেশ দামী। হঠাৎ সার্জেন্ট ফিরে এল লেফটেন্যান্ট, মনোযোগ হাতে টোকা দিল। 'পিছনে দেখো।'

চোখ কুঁচকে ঘুরে তাকাল সে, পরক্ষণে অস্ফুটে বলে উঠল, 'মাই গড়। এই চীজ এখানে কোত্থেকে এল?'

ওদেরকে অবাক করে দিয়ে ভিড় ঠেলে এসে ঢুকল মেয়ে দুটো। কথায় কথায় খিল খিল করে হাসছে, কোনদিকে খেয়াল নেই। ওদের একজন মুসার উদ্দেশে হাঁক ছাড়ল 'দুলাভাই' বলে। 'তাড়াতাড়ি কফি খাওয়াও আমাদের, গলা শুকিয়ে গেল।'

নিজের অভিনয় প্রতিভার ওপর একটুও ভরসা নেই মুসার, তাই অফিসার দু'জনের দিকে পিছন ফিরে কিছু একটা করার ভান করল। 'বোসো, দিদি। কখন বেরিয়েছ বাসা থেকে?'

'এ-ই তো' টেনে টেনে বলল শালী। 'দুপুরে খেয়েই। বান্ধবীকে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি সব। ও কোনদিন গ্রামে আসেনি তো। যা দেখে, তাতেই অবাক হয়।'

ওদের ওপর আটার মত নজর সেঁটে রয়েছে বলে আরও দুই খদ্দেরের [illegible] চোখেই পড়ল না অফিসার দু'জনের। আর দশজন গ্রামবাসীর মতই সাজপোশাক লোক দুটোর, সঙ্গের পোঁটলা থেকে কলেজো খাবার বের করে খাচ্ছে। ওরা রাইট ও ব্রুটাস। 'আপাইই' দেখতে এসেছে। এদিকে মেয়ে দুটোর সাথে পরিচিত হওয়ার জন্যে অস্থির হয়ে উঠল দুই অফিসার। অন্দর [illegible], গাঁয়ের আর একঘেয়ে জীবনে মেয়ে দুটো যেন এক পশলা বৃষ্টি হয়ে এসেছে।

'জোসেফ!' ডিক্সো বলল, 'দুটো মারাত্মক অপরাধ করে ফেলেছ তুমি।'

ঘাবড়ে গেল দোকানী, মুখ শুকিয়ে উঠল। 'স্যার?' মাথাই [illegible] ও দামালও আর [illegible] হয়ে গেছে, অফিসারকে দেখছে ওরা।

'তোমার এরকম এক সুন্দরী শালী আছে, সে এখানে বেড়াতে এসেছে, কথাটা এখনও তুমি আমাদের জানাওনি, এই হচ্ছে তোমার প্রথম অপরাধ। আরেকটা হচ্ছে, ওরা দশ মিনিটেরও বেশি হলো এখানে এসেছে, অথচ তুমি এখনও আমাদের সাথে মেয়ে দুটোকে পরিচয় করিয়ে দাওনি। ভেরি ব্যাড, জোসেফ।'

বুকের ওপর থেকে বিশ মণ ওজনের পাথর নেমে গেল যেন, এমনভাবে হাসল সে। 'দুঃখিত, স্যার। এ হচ্ছে আমার শালী, স্যার,' দামালকে দেখাল, 'মিলি। বাবুইয়ের এক স্কুলে চাকরি করে। আর ও মিলির বান্ধবী, ক্যাথি। একই স্কুলের টিচার। গ্রাম দেখতে এসেছে। মিলি, ক্যাথি, এরা দুজন হচ্ছে...।'

আর বিশেষ কিছু করতে হলো না দুধারে, অল্প সময়ের মধ্যেই আলাপ জমে উঠল দু'জোড়া যুবক-যুবতীর। দু'দিনের মধ্যে তা বেশ গাঢ় হয়ে উঠল, দুর্গ ছেড়ে [illegible] এখন [illegible] গ্রামে রানা [illegible] অভিসারে [illegible] আর [illegible] 'বেড়ানো' [illegible]। [illegible] দুটি যে [illegible] [illegible] দুর্বল হয়ে পড়েছে, [illegible] দুই যুবতী। [illegible]
[illegible]

দশ

ষষ্ঠ দিন। সন্ধে প্রায় সাতটা। চার ঘণ্টা বাকি অভিযান শুরু হতে।

দুর্গের পিছনের নদীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে একটা এঞ্জিনচালিত ফিশিং বোট। ওতাগা [illegible] জোগাড় করেছে। কালো রং, দেখতে যাচ্ছেতাই, কিন্তু এঞ্জিন যথেষ্ট শক্তিশালী। ট্রায়াল দিয়ে দেখে নিয়েছে রানা, চমৎকার চলে। অস্ত্রের চালান এটায় করেই পৌঁছেছে জায়গামত।

বোট ওখানে আরও একটা আছে। দুর্গের নিজস্ব কাঠের পন্টুনের সাথে বাঁধা। নদীতে পাহারাদারীর জন্যে আছে ওটা। কিন্তু তা শুধু নামেই। গত চারদিনে একবারও ওটাকে জায়গা ছেড়ে নড়তে দেখেনি রানা। দুর্গের বাইরে ওটার ব্যবহার [illegible] দেখেনি। লেফটেন্যান্ট জিয়ো ও মারাইকা ছাড়া অবশ্য।

এ মুহূর্তে দুর্গ পাহাড়ের পাশের ছোট এক পাহাড়ে, ঘন এক ঝোপের আড়ালে বসে আছে রানা ও জর্জ ত্রানাথ। রানার চোখে দূরবীন। ওটার সাহায্যে প্রথম বোটের ওপর নজর রাখছে। ওতাগা রেক ও এন্টান রয়েছে ওটায়, বড়শি ফেলে মাছ ধরার ভান করছে। আসলে দুর্গের সাপ্লাই গেটের ওপর নজর রাখছে।

গত পরশু আরেকবার দুর্গে যাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিল মারাইকা। সে সময় 'প্রেমিক' জিয়োকে নিয়ে পিছনের গেট দিয়ে 'নদীর খোলা হাওয়া' খেতে বেরিয়েছিল কিছুক্ষণের জন্যে। আসলে গেটটার অবস্থা দেখতে গিয়েছিল ও। বেশ দুর্বল আর নড়বড়ে ওটা। কব্জাগুলো দুর্বল। খিল দিয়ে বন্ধ করা হয় ভেতর থেকে, সেটার হোল্ডারের অবস্থাও সঙ্গিন।

সময়মত চার্জের সাহায্যে ওটা উড়িয়ে দিয়ে ভেতরে ঢুকবে ওতাগা ও এন্টান। সি-ফোর প্লাস্টিকের ছোট, অল্প শক্তির চার্জ। আওয়াজ হবে না তেমন। রানা নিজে তৈরি করেছে ওটা। সময়মত দরজায় সেঁটে ফিউজে আগুন ধরিয়ে দিলেই মামলা খতম। অবশ্য আওয়াজ হলেও বিশেষ কিছু আসবে-যাবে বলে মনে হয় না ওর। কারণ আজ আকাশে ভেসে পুটোকে ডিনারের নিমন্ত্রণ জানিয়েছে দুর্গ প্রধান। সময়মত তাদেরকে ব্যস্ত রাখবে ওরা। গার্ডরা কিছু যদি সন্দেহ করেও বসে, অফিসারের নির্দেশ ছাড়া তেমন কোন কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারবে না। বিশৃঙ্খল অবস্থায় থাকবে। পিছনের গেটের সামান্য আগেই মেইন গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকবে রানা। ত্রানাথসহ দলের সবাই থাকবে ওর সঙ্গে। কারণ মারাইকার বর্ণনা অনুযায়ী ভেতরে ত্রিশ থেকে চল্লিশজন অতিরিক্ত গার্ড আছে,

ভেতরে ঢুকেই [illegible] কাজের ব্যবস্থা। তিনটে দরজা ওটার। ঢুকে প্রথমেই ও বাতিগুলো ব্যবস্থা করতে হবে, খুব অল্প সময়ের মধ্যে।

[illegible] দুর্গের দিকে [illegible] দূরবীন চোখে [illegible] অপেক্ষার পর প্রশ্ন করল ত্রানাথ, 'দেখতে পাচ্ছ কিছু?'

'না।' [illegible]

[illegible]

দুর্গের নজর রেখেছে ওরা দু'জন। মাঝেমধ্যে এক-আধটা সামরিক গাড়ি আসা-যাওয়া করতে দেখা ছাড়া আর কোন অস্বাভাবিকতা নজরে পড়েনি। যারা আসা-যাওয়া করেছে, তাদেরকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি।

'চলো তাহলে,' বলল ব্রিগেডিয়ার।

'এক মিনিট।' নদীর দিকে ঘুরল রানা। ঠিক তখনই মনোযোগ হতে ছিপ তুলে নিল এন্টান, ঘন ঘন মাথা নাড়ছে রাগে। বেইট ঠিকঠাক আছে কি না দেখে নিয়ে আবার ফেলল বড়শি। মুচকে হাসল রানা। মেইন গেট খোলার দুর্বোধ্য শব্দে দুর্গের দিকে ফিরল আবার।

খুলতে শুরু করেছে ভারী লোহার গেট। ওটার খানিকটা তেরছাভাবে দেখা যায় এখান থেকে। কিন্তু গেটে যে কজন গার্ড আছে, আজও তা খুঁজে উঠতে পারেনি ও সরাসরি ভেতরটা দেখা যায় না বলে। একটা জীপ বের হলো ভেতর থেকে, নাক সামান্য নিচু করে-নিচের গ্রামের দিকে রওনা হয়ে গেল। নিশ্চয়ই অতিথিদের নিয়ে আসতে যাচ্ছে জিয়ো ও হ্যোমি।

গেট বন্ধ হওয়ার আওয়াজ কানে আসতে শেষবারের মত নদীর দিকে তাকাল রানা। দ্রুত ঘনায়মান আঁধারে বোটটাকে দেখা গেলেও আরোহীদের তেমন স্পষ্ট দেখা গেল না। পকেট থেকে একটা মিনি মাউথপিস বের করল ও। মুখের কাছে তুলল: 'মাত্রা ওয়ান টু টু, ফিরে যাচ্ছি আমরা। ওভারঅ্যান্ড: ওভার অ্যান্ড আউট।'

'টু টু ওয়ান, অ্যাকনলেজড,' ওতাগা বেশ সাড়া দিল চোখ না তুলে। পানির দিকে তাকিয়ে আছে পরম ধৈর্যের সাথে, যেন মাছের আশা এখনও ছাড়তে পারছে না।

হাসিমুখে ঝিমকিউইলার নামাল রানা। মনটা খুশি খুশি লাগছে। আপনমনে গেয়ে উঠল:

"দুর্গমগিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার হে-এ-এ
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুঁশিয়ার..."!

'বড় মিষ্টি সুর তো!' ত্রানাথ বলল। 'কিসের গান এটা?'
'চলো, বলছি।'

আধঘণ্টা আগের কথা।

বাসুই শহরতলির এক পেট্রল পাম্প সংলগ্ন খোলা এক রেস্টুরেন্টের সামনে দাঁড়িয়ে আছে আন্দ্রি ও ফ্রেগিমো। দু'জনের গায়ে খোলা, হাতে লম্বা

নারী—একদম খাস্যা দেশপ্রেম। ম্যাক্সিকান নারী, কেবল বুড়োরাই ব্যবহার করে না, সবাই করে। এর মূল কারণ ছিল জন্তু ও সাপ। রাত-বিরেতে গ্রামের পথ চলতে গেলে ওসবের মুখোমুখি হতেই হয়, কাজেই লাঠি রাখতে চায় সবাইকে।

ওদের আর্মি দেখে মনে হচ্ছে রাস্তার অপেক্ষায় আছে। এখানে বিশেষ এক গাড়ির অপেক্ষায় আছে ওরা। সরকারী গাড়ি, হয়তো বাকের সিভ্রো। এদেশের সাধারণ সরকারী কর্মচারীরা আজও বড়সড় গাড়িই ব্যবহার করে। আমেরিকা [illegible]

এরকম একটা গাড়ি ছিনতাইয়ের পরিকল্পনা আছে অ্যাডি-ফেলিমো। আর্মির ছাপ মারা গাড়ি হলে ভাল হত। কিন্তু এই জিনিস সংগ্রহ করতে গেলে ঝামেলা হতে পারে, সতর্ক হয়ে উঠতে পারে কর্তৃপক্ষ। কিন্তু রানা সে সুযোগ দিতে চায় না বলে অসামরিক গাড়ি ছিনতাই করবে ঠিক করেছে। ওটা দিয়েই কাজ চালিয়ে নেবে।

গত ছ'দিন ওয়াচ করেছে ওরা—দেখেছে বেশ কয়েকটা কালো সিভ্রো সড়কের দিকে শহরে ফেরে। খুব সম্ভব অফিস শেষে অফিসারদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে। এবং রোজই ওদের দু'একটা এই পাম্প থেকে তেল নেয় শহরে ঢোকার আগে।

আজ নিয়েছে মাত্র একটা। সেটা এ মুহূর্তে ওদের বিশ গজ দূরে পথের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। ড্রাইভার রেস্টুরেন্টে ঢুকেছে। চা খেয়ে গল্প জুড়ে দিয়েছে হাতীর মত মোটা রেস্টুরেন্টের মহিলা মালিকের সাথে। সময় নষ্ট করছে। তাতে অবশ্য ওদের ক্ষতি নেই, বরং লাভই। আরেকটু অন্ধকার হলে অনেক সহজে সারা যাবে কাজ।

সত্যি সত্যি সন্ধে পেরিয়ে যেতে বের হলো ড্রাইভার। অ্যাডি ও ফেলিমোকে পাশ কাটিয়ে হেঁটে চলে গেল সিভ্রোর দিকে। নিঃশব্দে তার পিছু নিল ওরা। দরজায় চাবি ঢোকাল সে, মোচড় দিয়ে তালা খুলল, তখনই পিছন থেকে কথা বলে উঠল ফেলিমো। 'ক'টা বাজল, ব্রাদার?'

দরজা খুলে এক পা ভেতরে ঢুকিয়ে ঘুরে তাকাল ড্রাইভার, ঘড়ির দিকে এক পলক তাকিয়ে মাথা দোলাল। 'অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছি না। দাঁড়াও, আলো জ্বেলে দেখছি।'

'ঘড়ি দেখা যায় না?' গা জ্বালানো হাসি দিয়ে বলল অ্যাডি যোসি। 'আমিও তাই ভেবেছিলাম,' বলতে বলতে কাঁধের ঝোলায় হাত ভরল সে। 'দেখো তো, এটা দেখা যায়?'

কি না কি ভেবে ঝুঁকে এল লোকটা, খুব কাছে মুখ এনে জিনিসটা দেখেই আঁতকে উঠল। 'পিস্তল!' গলা কেঁপে গেল তার।

'আরে, চিনেছ দেখি!' ফেলিমো বলল। তার হাতেও আরেকটা একই জিনিস দেখে একদম হাঁ হয়ে গেল লোকটা।

'কারা তোমরা?' প্রায় অনুনয়ের সুরে বলল। 'কি চাও, টাকা? আমি গরীব মানুষ, সামান্য ড্রাইভারের চাকরি করি।'

'ভয় পেয়ো না, ভায়া,' অ্যাডি বলল। 'তোমার কোন ক্ষতি করব না আমরা, টাকা-পয়সাও চাই না।'

'তাহলে?' হতভম্ব চেহারা হলো ড্রাইভারের। 'কি...'

'তোমার গাড়িটা চাই। খুব জরুরী দরকার।'

'বুঝলাম না, গাড়ি দিয়ে...'

'পরে বুঝবে,' পিঠে পিস্তলের খোঁচা লাগাল ফেলিমো। 'ভেতরে ঢোকো আগে। আমাদের নিয়ে চলো জায়গামত।'

'কোথায়?'

'[illegible]'

'কিন্তু...'

'চোপ!' চাপা দাবড়ি লাগাল অ্যাডি। 'আর একটা কথা বললে জিভ কেটে দেব এটা দিয়ে,' অন্য হাতে ঝোলা থেকে বড়সড় এক ছুরি বের করে দেখাল সে। 'ওঠো!'

কাঁপতে কাঁপতে ড্রাইভিং সীটে উঠে বসল লোকটা। একটু পর ঘুরে উত্তরমুখো ছুটে চলল সিভ্রো।

'কেমন দেখাচ্ছে আমাকে?' ক্যাপটা মাথায় ঠিকমত বসিয়ে রানার দিকে ফিরল জর্জ ব্রানাম।

'একদম ফার্স্ট ক্লাস,' এক চোখ টিপে তর্জনী ও বুড়ো আঙুল দিয়ে বৃত্ত তৈরি করে প্রশংসা জানাল রানা। 'ঠিক মেজর বংশদণ্ডের মত দেখাচ্ছে।'

'মেজর বংশ...কি নাম? সে আবার কে?' চোখ কুঁচকে তাকাল ব্রিগেডিয়ার।

'তুমি চিনবে না তাকে। নাও, জলদি করো। সময় হয়ে এসেছে।' ছড় পড়ানো টর্চলাইটের আলোয় জর্জকে আরেকবার ভাল করে দেখে নিল ও। ভালই মানিয়েছে ওকে এদেশী অফিসারের বেশে। ইউনিফর্মটা একটু ছোট আর আঁটো হয়েছে, কিন্তু তফাতটা দুর্গের গার্ডদের চোখে পড়বে বলে মনে হয় না। তাড়াহুড়োর মধ্যে কিনশাসা থেকে এগুলো জোগাড় করে এনেছে জর্জ, ভালমন্দ বাছাবাছির সময় ছিল না।

অতীতে প্রায়ই এ দেশের সীমান্ত রক্ষীদের সাথে জায়েরের ছোটখাট সংঘর্ষ হত, বড় শক্তি বলে জায়েরে জয়ী হত প্রায় সময়েই। কখনও কখনও এদের দু'চারজন সৈনিক-অফিসার ধরাও পড়ত ওদের হাতে। তাদেরই কারও ইউনিফর্ম এটা, আর্মি মিউজিয়ামে ছিল। অবশ্য রানার শোফারের ইউনিফর্ম নতুন, ওটা তৈরি করিয়ে এনেছে জর্জ।

'হ্যাঁ, একদম ঠিক আছে। চলো এবার।' ঘুরে দাঁড়াল রানা, হাত-পা, মুখ বাঁধা অবস্থায় পড়ে থাকা ড্রাইভারের উদ্দেশে বলল। 'ভয় পেয়ো না, সকালে ছেড়ে দেয়া হবে তোমাকে।'

চাপা গোঁ-গোঁ শব্দ করে কিছু বলতে চাইল লোকটা, শুনেও শুনল না ও। 'অ্যাডি, ফেলিমো, রাউই, যার যার আর্মস চেক করে নাও। উকিল সাহেব, আপনিও। হারি আপ!'

পাঁচ মিনিট পর ঠিক ন'টায় পরিত্যক্ত গির্জা ছেড়ে বেরিয়ে এল কালো সিভ্রো। রানা চালাচ্ছে, পিছনের সীটে বসেছে 'মেজর চার্লি' ওরফে জর্জ। ব্রানাম ও রাউই বসেছে রানার পাশে, অ্যাডি মেজরের পাশে। সময় হলে ফুটবোর্ডে শুয়ে

পড়বে ওরা। অবশ্য তাতে বিশেষ সুবিধে হবে না, গার্ড যদি উঁকি দিয়ে ভেতরে চোখ বোলায়, অমনি ধরা পড়ে যাবে ওরা। তবে সেটা যাতে না ঘটে, সেদিকে নজর রাখবেন ব্রিগেডিয়ার।

ডিকিতে চার্লস ও [illegible] পিছনের সীট। [illegible]

'ওকলাম,' বলল ও, এক্সেলারেটর দাবাতে দাবাতে অনেকখানি। শহরের বাইরে ন'টা অনেক রাত, রাস্তা একদম ফাঁকা, কাজেই ক্রমে গতি বাড়িয়েই চলল রানা। মনে মনে বলছে, হে খোদা! মেয়ে দুটো যেন সফল হয়। আসল সময়ে ওদেরকে যেন আটকে রাখতে পারে।

টানা দশ মিনিট ছোটার পর দূর থেকে আকাশের গায়ে অনেকগুলো আলো দেখতে পেয়ে গতি কমাল রানা।

ফোর্ট ডি পোলেন ওটা।

ফোর্ট ডি পোলেন।

পেট ভরে রাজকীয় ডিনার খেয়ে হুইস্কি আর সোডা নিয়ে বসেছে দুর্গ প্রধান, লেফটেন্যান্ট ডিপো। মায়াইকা তার মুখোমুখি বসা। মুখে সার্বক্ষণিক মধুর হাসি। ওদিকে আরেক টেবিলে বসেছে সাব-লেফটেন্যান্ট রসোক্তি। পদাধিকার বলে প্রথমদিনই মায়াইকার 'বান্ধবী' দানাকে দখল করেছে সে। তার সামনেও একই পানীয়।

অফিসারদের দু'জনেই আজ অন্যরকম মুডে আছে। এই তিনদিনে ওরা বুঝে গেছে যে মেয়ে দুটো ওদের পছন্দ করে, হয়তো ভালওবাসে। কিন্তু কেন যেন ওরা ঘনিষ্ঠ হতে চাইলেই নানান ছলে এড়িয়ে যায়। কিছুতেই ধরা দেয় না। তাই আজ দু'জনে যুক্তি করেছে, যে করে হোক মেয়ে দুটোকে আজ দখল করতেই হবে।

ডিপো হুইস্কিতে সোডা মেশাতে যাচ্ছে দেখে চিত্তনাশক হাসি ফুটল মায়াইকার লোভনীয় অধরে। ডানে-বাঁয়ে মাথা দোলাল সে। 'উঁহু!'

সোডার বোতল ধরা হাত শূন্যে থেমে গেল লোকটার। 'কি হলো?'

'সোডা মেশানো হুইস্কি মেয়েদের মানায়, পুরুষদের মানায় না। তার তোমার মত হ্যান্ডসাম, স্মার্ট ইয়ংম্যানকে তো একেবারেই না।'

মনে মনে ফুলে ঢোল হয়ে গেল লেফটেন্যান্ট, একটু একটু উত্তেজনাও অনুভব করল। 'একদম ঠিক বলেছ, ডার্লিং। আমিও কিন্তু র-ই খাই, কিন্তু এখন ডিউটিতে আছি কি না, তাই...'

চেহারায় আজ্ঞার বিস্ময় ফোটাল মায়াইকা। 'সো হোয়াট? তুমি তো দুর্গের ভেতরেই আছ, এবং পুরো রাতই থাকবে। তাহলে আর সমস্যা কি?'

'না, মানে—যদি কোন জরুরী পরিস্থিতি দেখা দেয়, তখন তো...'

'কি জরুরী পরিস্থিতি?' তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল ও। 'তোমাদের বুড়ো সম্রাট সিঁদ কেটে পালাবার চেষ্টা করবে? কেউ বোমা ফেলবে দুর্গে, নাকি

ডাকাত পড়বে?'

'থামো, থামো!' বেকুবের মত খি-খি করে হেসে উঠল ডিপো। 'তোমার সাথে কথায় পারব না আমি। অল রাইট, এক পেগ, ওকে?'

এক পেগ মদ, [illegible] নির্জলা ঢেলে দিল মায়াইকা। ওদিকে সাব-লেফটেন্যান্টকেও একই কাজে [illegible]

ধীরে ধীরে টেবিলের নিচে চলে গেল। স্কার্টের তলায় স্কচ টেপ দিয়ে আটকানো ছোট্ট অ্যাস্ট্রা পিস্তলটার স্পর্শ অনুভব করল সে। দানা ভেরোনিকাও প্রস্তুত।

ঠিক একই সময়ে দুর্গের মেইন গেটে এসে দাঁড়াল মেজর চাডির সিত্রো। হর্ন বাজাল না রানা, বেরিয়ে এসে পুরু লোহার গেটে টোকা দিল দুটো। প্রথমবার সাড়া না পেয়ে আবার দুটো দিল।

'কে?' একজোড়া পায়ের শব্দ এগিয়ে এল, মানুষ প্রমাণ উচ্চতায় গেটের গায়ে বারো বাই চার ইঞ্চি একটা ফাঁক সৃষ্টি হলো। একটা মুখ দেখা দিল সেখানে। আবার প্রশ্ন করল লোকটা, 'কে?'

জবাবে ওর তিন হাত পিছনে বুক চিতিয়ে অফিসিয়াল ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকা ব্রিগেডিয়ারকে ইঙ্গিতে দেখাল রানা। 'মেজর চাডি, মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স,' গম্ভীর গলায় বলল ও।

গার্ডের দু'চোখের সাদা অংশ প্রসারিত হলো। 'ইন্টেলিজেন্স থেকে! কই, ওখান থেকে কারও আসার কথা তো—' কর্নেলকে সামনে উঠতে দেখে থেমে গেল লোকটা। দু'হাত সামনে চলে এল কর্নেলের। এক হাতে চকচকে একটা ছড়ি। ওটা নেড়ে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, 'গেট খোলো!'

ঢোক গিলল লোকটা। 'কিন্তু, সা-স্যার, ইন-চার্জের অর্ডার ছাড়া গেট খোলা নিষেধ। স্যার, আপনি জানেন, দুর্গ এখন বিশেষ কাজে ব্যবহার হচ্ছে। ইমার্জেন্সি...'

বাঁকা হাসি ফুটল ব্রিগেডিয়ারের মুখে। 'আমি জানি, ছোকরা! কিন্তু তোমার ইন-চার্জ সে কথা জানে কি না সন্দেহ আছে। যদি জানত, তাহলে মেয়েমানুষ নিয়ে ফুর্তি করত না ভেতরে। বুঝেছ?'

একদম থতমত খেয়ে গেল গার্ড, চোয়াল ঝুলে পড়ল। 'স্যার!'

'আমি সেই অভিযোগ পেয়েই তদন্ত করতে এসেছি। জানি মেয়ে দুটো এখনও ওপরে আছে, বাকিরা ফুর্তি করছে ওদের নিয়ে। করছে না?' পরক্ষণে চেহারা বদলে গেল তার, চোখমুখ পাকিয়ে চাপা হুঙ্কার ছাড়ল, 'গেট খোলো!'

'ইয়েস, স্যার! খুলছি, স্যার!' ফোকর থেকে সরে গেল মুখটা, হেভি বোল্ট খোলার শব্দ উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে বুক পকেট থেকে মাউথ পীসটা বের করে মুখের সামনে তুলল রানা। চাপা গলায় বলল, 'মামা ওয়ান টু টু, রাইট নাউ!'

এগারো

ঘড়ঘড় শব্দে খুলতে শুরু করল গেট, পিছনের গেটে বিস্ফোরিত হলো। কিন্তু দুটো লেখন একসাথে ঘটল না। শব্দ, ফিল্ম,ওকে কেমন ভাবে ঘটল না। সময়ের হেরফেরে সবকিছু গোলমাল হয়ে গেল গুরুত্বের, শাঁকরের মতগড় কনেই ব্যস্ত হয়ে ফিউজে আগুন ধরিয়ে দিল সে। ছোট্ট ফিউজ, মুহূর্তে পুড়িয়ে দিয়ে সি-ফোর প্লাস্টিকে পৌঁছে গেল আগুন, পরক্ষণে বুমম! শব্দে বিস্ফোরিত হলো বোমা। যা হতেও বেশি আওয়াজ করল ভাঙাচোরা কাঠের টুকরো, উড়ে গিয়ে সশব্দে আছড়ে পড়ল চতুর্দিকে।

গেট টেনে হাতখানেক খুলে ফেলেছিল গার্ড। আওয়াজটা কানে যেতে চমকে উঠে পিছনে তাকাল। 'কিসের শব্দ!'

'শব্দ?' দ্রুত এক পা এগোল কর্নেল ব্রানাথ, বুকে ফেলেছে ফাউল হয়ে গেছে, এখন এক মুহূর্তের দেরিও সমস্যা ডেকে আনতে পারে। 'কোথায় শব্দ...'

'এক মিনিট, স্যার,' গেট বন্ধ করতে চেষ্টা করল গার্ড। 'আমি এখনই আসছি। আওয়াজটা কিসের...' আঁতকে উঠে ব্রেক কষল সামনের অবিশ্বাস্য দৃশ্যটা দেখে। ভেতর থেকে যেন কোন শক্তিশালী স্প্রিঙের ধাক্কা খেয়ে লাফিয়ে উঠল 'মেজর চার্চিল' সিজারের বনেট এবং চারটে দরজা, মুহূর্তে চার পাঁচটা কাঠামো বেরিয়ে এল ওটা থেকে।

মরিয়া হয়ে গেট লাগাবার শেষ চেষ্টা করল গার্ড, কিন্তু রানা ও ব্রানাথের সম্মিলিত বাধার কাছে ব্যর্থ হলো। গেট ধরে ফেলেছে ওরা, পাল্লাসহ তাকে ঠেলে নিয়ে চলেছে। চিৎকার করে একটা হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করল লোকটা, পরমুহূর্তে ডানপাশে রানার ওয়ালথারের গুলি খেয়ে উড়ে গেল। পাথুরে মাটিতে আছড়ে পড়ার আগেই প্রাণ হারিয়েছে।

ওদিকে গেটের সঙ্গের গার্ড হাউজে বসে ঘুমাচ্ছিল দ্বিতীয় গার্ড। শব্দে কাঁচা ঘুম ভেঙে যেতে অসতর্ক অবস্থায় 'কি হয়েছে!' বলে বেরিয়ে এল সে। জবাবটা দিল ব্রানাথের ল্যুগার। এক গুলিতে তাকে স্থায়ীভাবে ঘুম পাড়িয়ে দিল সে।

এক ধাক্কায় গেট পুরো মেলে দিল রানা, পিছনের সঙ্গীদের চাপা গলায় নির্দেশ দিল, 'দ্রুত!' হাত তুলে ডানদিকের ব্যারাক ইঙ্গিত করছে।

অটোমেটিক দেয়া স্নাইপার কোমরের কাছে ধরে ঢুকে সেদিকে ছুটল তারা, অভিজ্ঞ যোদ্ধার মত। ততক্ষণে হুলস্থূল পড়ে গেছে ব্যারাকে। বিস্ফোরণের কিছু কিছু ঘুমিয়ে পড়লেও বেশিরভাগই তখন তাস খেলায় মগ্ন। গার্ডের চিৎকার শুনে সতর্ক হয়ে উঠল তারা, তাস ফেলে দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা যার যার অস্ত্র তুলে নিয়ে বেরিয়ে আসার জন্যে ছুটল।

কিন্তু বরাত মন্দ, ততক্ষণে ব্যারাকের তিনটে দরজার প্রত্যেকটার সামনেই পৌঁছে গেছে সাক্ষাৎ মৃত্যু। রাতের নীরবতা খান খান হয়ে গেল তাদের স্নাইপারের টানা হুঙ্কারে। আহতদের মরণ চিৎকারে ভারী হয়ে উঠল গোসলের আকাশ-বাতাস। চমকে উঠে দিক্‌ বদল করল উড়ন্ত নিশাচর পাখির দল। ঝিঁঝি

পোকারা একতান থেমে গেল। প্রাথমিক ধাক্কা সামলে উঠে পাল্টা জবাব দেয়ার চেষ্টা করল ব্যারাক কিংবা বাহিনী, তবে বিশেষ সুবিধে করে উঠতে পারল না।

পিছন থেকে ভ্যানে তৈরি ও অটোমেটিক এসে পড়ল, পূর্ণ শক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সামনে রানা। অনবরত গুলির শব্দে মনে হলো জলপ্রপাত বয়ে উঠল। একটা দুটো ব্যারাকের ভেতর থেকেও নতুন গুলি ছুটল, কিন্তু সেগুলো বেশিক্ষণ চলল না। শুরু করে দিল। বিশেষ ডিজাইনের মুখে গ্রেনেড ছুঁড়ল, দরজা থেকে বুম করে মুখ থুবড়ে পড়ল ব্যারাকের ছাদ। নতুন ধরনের চিৎকার উঠল এবার ভেতর থেকে, চাপা পড়া আহতদের আর্তচিৎকার।

মাত্র দশ মিনিটে প্রায় ধ্বংস হয়ে গেল গোসল দুর্গের বিরাট অংশ। তাদের পক্ষ থেকে গুলি আর আসছে না দেখে সীজ ফায়ারের নির্দেশ দিল রানা। গোলাগুলি পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যেতে একটা ক্ষীণ কণ্ঠ কানে এল ওদের। ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে কেউ চেঁচাচ্ছে, 'সারেন্ডার! সারেন্ডার! উই সারেন্ডার, নো শুট!'

এত সহজে দুর্গ জয় সম্ভব হবে ভাবেনি রানা, তাই একটু বিস্মিতই হলো। প্রথম মৃত গার্ডকে ঢাল বানিয়ে ওখানে ওয়েই গুলি চালাচ্ছিল ও, লড়াই খতম বুঝতে পেরে উঠে পড়ল। অন্যদেরকে গার্ডদের ব্যবস্থা করতে বলে ব্রানাথকে নিয়ে ছুটল সিঁড়ির দিকে।

ওদিকে ষষ্ঠ পেগ শেষ করিয়ে প্রেমিকের জন্যে সপ্তম পেগ ঢালার আয়োজন করছিল মারাইকা, ঠিক তখনই পিছনের গেটে বিস্ফোরণের আওয়াজ হলো। চমকে উঠল দুই অফিসার। 'কিসের শব্দ!' জিজ্ঞেস করার চেষ্টা করল।

'কোথায় শব্দ!' মারাইকা বলল। 'বোসো, বোসো। আর মাত্র...'

সামনের দিকে একটা গুলি হলো, পরমুহূর্তে ঘড়ঘড় করে খুলতে শুরু করল গেটের ভারী পাল্লা। 'আরে, আরে! গেট খুলছে কোন হারামজাদা!' টলোমলো পায়ে শেষ পর্যন্ত উঠেই পড়ল সে, টেবিলের কিনারা আঁকড়ে ধরে দাঁড়াল। এখন আর নারীসঙ্গ ভাল লাগছে না। তার প্রায়-হারিয়ে যাওয়া মস্তিষ্ক বলছে, কোথাও কোন গোলমাল ঘটে গেছে। 'দাঁড়াও, আমি দেখে আসি নিচে...'

'সিট ডাউন!'

'কী?' মারাইকার গলা হঠাৎ বদলে গেছে টের পেয়ে মুখ তুলল লেফটেন্যান্ট, পরক্ষণে ওর হাতের জিনিসটা দেখে থমকে গেল। ধীরে ধীরে চোয়াল ঝুলে পড়ল, নেশার ঘোর একটু একটু করে কেটে যেতে লাগল। নিচ থেকে এতক্ষণ গোলাগুলির আওয়াজে তার গতি দ্রুততর হলো। 'এ-এসব কি! পিস্তল!!'

'দেখতেই তো পাচ্ছ, ডার্লিং,' মোহনীয় হাসি ফুটল মারাইকার মুখে।

'তোমরা...তোমরা...' গলা করে ওকে আর দামাকে দেখছে ক্যাপ্টেন। তার হাতেও একই জিনিস, মজোক্তির কানের ওপর ঠেসে ধরে আছে। প্রথম প্রেনেড বিস্ফোরণের শব্দে আঁতকে উঠল জিজ্ঞো। 'ওরা...কারা?' দেখতে দেখতে ঘেমে গোসল হয়ে উঠল সে। 'কেন...?'

পিস্তলের মাথা নল দিয়ে তার গালে রেখা টানল মেয়েটা। 'আমাদের বন্ধুরা, ডার্লিং। সম্রাটকে মুক্ত করে নিয়ে যেতে এসেছি আমরা। হলো? নাও, ওঠে পড়ো।'

'মারাইকা!'

'রাইফিং ক্যাম্প, মাসুদ ভাই!' মেয়েটার কৌতূহলপূর্ণ কণ্ঠস্বর এল।

[illegible] 'ছাইফিং ক্যাম্প [illegible]' খো-খো করে হেসে উঠল জর্জ ব্রুনাথ। মেঝেতে ইঁদুর মতো পড়ে আছে নিকোল ও হ্যানসি, দু'হাত মাথার উপর। [illegible] এক পা তুলে [illegible] মেয়ে দুটো, [illegible]

'হু, হি!' ব্রুনাথ বলল। 'দুর্গাধিপতির এ কি অবস্থা হয়েছে? মান-ইজ্জত কিছু থাকলে না দেখছি!'

মুখ টিপে হাসল ওরা—গর্বের ও তারমুক্তির হাসি। 'এদের যোগ্যতা আসলে ক্ষেত্রে নেই,' মারাইকা বলল। 'আছে অন্য ক্ষেত্রে।'

'কেন শুধু শুধু মুখ হাসাচ্ছ মেয়েটাদের?' কৃত্রিম ধমক লাগাল রানা। 'তাই বা ক'জনের থাকে? ছেড়ে দাও!'

পিঠের ওপরের চাপ সরে যেতে লাফিয়ে উঠে পড়ল দুই অফিসার, টেলিফোনে ডিল করল টিউনিক, লজ্জায় দুজনেরই মুখ লাল। 'আপনারা...?' ব্রুনাথকে প্রশ্ন করল ফিজো, পরক্ষণে চোখমুখ কোঁচকাল তার প্রচণ্ড এক ধমক খেয়ে। প্রায় কুঁকড়ে গেল।

'শাটাপ! প্রশ্ন যা করার আমরা করব। সম্রাটকে কোথায় রাখা হয়েছে?'

জবাব নেই।

'সম্রাট!' যেন ভাবল যেন ব্রিগেডিয়ারের কণ্ঠে। 'কোথায়?'

কয়েক মুহূর্ত অসহায়ের মত তার দিকে তাকিয়ে থাকল লেফটেন্যান্ট, তারপর রানাসহ অন্যদেরকে দেখল একে একে। শ্রাগ করল। বুঝে ফেলেছে মিথ্যে বলে অথবা সময় নষ্ট করার চেষ্টা করে লাভ নেই, তাতে বরং নিজেদের মৃত্যুই ডেকে আনা হবে।

তার ওপরের ঠোঁটে খানিকটা পানি ঢেলে দিল রানা। এক পা এগিয়ে নিচু গলায় বলল, 'বলে ফেলো, ভায়া। এই লোক বড় ভয়ঙ্কর। দাঁড়ানো অবস্থাতেই জবাই করতে পছন্দ করে।'

দ্বিধা ছেড়ে দিতে হলো ফিজোকে। 'আসুন আমার সাথে।'

পাঁচ মিনিট পর, সম্রাট মারকাসের প্রায় অন্ধকার সেলের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল দুর্গের দুই অফিসার ও কমান্ডো বাহিনী। নিচ থেকে বাকি সবাই এসে পড়েছে এরমধ্যে। লড়াইয়ে সাত গার্ড নিহত হয়েছে। আহত বারো। তাদেরকেসহ বাকি যারা আছে, তাদের নিচের এক রুমে আটকে রেখে আসা হয়েছে।

বিছানায় শুয়ে ছিলেন সম্রাট, [illegible] আলোয় একসাথে এতজনকে দেখে উঠে বসলেন আস্তে আস্তে। গলা শুনে মনে হলো ভয় পেয়েছেন। 'কারা?'

'আমরা, হিজ এক্সেলেন্সি,' এগিয়ে গিয়ে মাকিনি বলল। 'আপনাকে মুক্ত করতে এসেছি আমরা।'

'কী! কি বললেন?'

'আমেরিকার দূতাবাসটা কোথায়?' [illegible] বলল।

'আমি জানতাম,' বলে দেয়ালের দিকে হাত বাড়াল লেফটেন্যান্ট ফিজো, পরক্ষণে সিলিঙে ঝোলানো সেলের একমাত্র আলোটা জ্বলে উঠল। চোখ পিটপিট করে তাকালেন [illegible] এগিয়ে গেল তাঁর দিকে।

'আসুন। আমরা সবাই আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি।'

[illegible]

আমার মেশাক, নকোমো, ওরা...'

'ওরা দু'জনেই সুস্থ আছেন, হিজ এক্সেলেন্সি,' মেয়েটা বলল।

'সত্যি?' আবেগে কাঁপতে শুরু করলেন সম্রাট। 'সত্যি বলছ? কিন্তু তোমরা...মানে এরা সবাই...আমি তো কিছু...'

'আমি বলছি, হিজ এক্সেলেন্সি,' প্রফেসর এগিয়ে গেল। নিজের ভাষায় সংক্ষেপে খুলে বলল গোটা ব্যাপার। লোকটা থামতে কাছে প্রায় ত্রিশ সেকেন্ড রানার দিকে তাকিয়ে থাকলেন সম্রাট। আবেগ আরও বেড়ে গেছে, তাঁর দু'হাতের কাঁপুনি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সবাই। কাছে এসে ওর এক হাত ধরলেন মারকাস। 'আমার বিশ্বাস হয় না! এ-ও কি সত্যি হতে পারে?' একটু বিরতি। 'কি বলে কৃতজ্ঞতা জানাব? কি ভাবে শোধ করব আপনার এত ঋণ?'

লজ্জায় চেহারা লাল হয়ে উঠল ওর। 'আমাকে নয়, হিজ এক্সেলেন্সি,' কোন মতে বলল। 'আপনার ঋণ যদি কিছু হয়ে থাকে, তা এদের কাছে হয়েছে। এদের সহযোগিতা না পেলে কিছুতেই এ কাজ সম্ভব হত না। কিন্তু এখন দেরি থাক। আপনি আসুন, আরও একটা জরুরী কাজ বাকি রয়ে গেছে আমাদের।'

'সেটা কি?'

ফিজোর দিকে ঘুরে দাঁড়াল রানা। 'লেফটেন্যান্ট, আপনাদের চীফকে কোথায় রাখা হয়েছে?'

'ক্যা-ক্যান্টনমেন্টে।'

'ওখানে কোথায়, জানা আছে আপনার?'

'জি। একটা গেস্ট হাউসে।'

'সিকিউরিটি ব্যবস্থা কি রকম?'

'তেমন কড়া কিছু নয়,' শ্রাগ করে বলল ফিজো। 'গেটে মাত্র চারজন গার্ড আছে।'

এ কোন ব্যাপার নয়, রানা ভাবল। ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে ঢুকে গার্ডদের পাহারায় ঢিলেমি থাকবে নিঃসন্দেহে। থাকতেই হবে। তারওপর এখন গভীর রাত। এ মুহূর্তে তাদের মধ্যে দু'জন অন্তত ঘুমে থাকবে। অর্থাৎ সোজা কথায় মাত্র দু'জনকে মোকাবিলা করতে হবে ওদেরকে। সমস্যা যদি দেখা দেয়, মেইন গেটে দেখা দিতে পারে।

কিন্তু...জর্জ ব্রুনাথের দিকে তাকিয়ে মনে মনে হাসল রানা। 'সমস্যা ডার্লিং, তোমাকে আরেকটু কষ্ট করতে হবে।'

মাথা দোলাল সে। 'বুঝতে পেরেছি।'

'থ্যাঙ্কস, মান। তুমি জেনারেলকে নিয়ে ফিরলে বাকি কাজ করব আমরা।'

ইঙ্গিতে ডিক্সোকে দেখাল, 'একে নিয়ে যাবে তুমি। আরও দু'তিনজনকে নিয়ে যাও।'

সম্রাট দাঁড়ু উঠলেন। [illegible]

'শিওর, হিজ এক্সেলেন্সি,' [illegible] বলল।

'এই দেখুন,' [illegible] 'আমাদের [illegible]

[illegible]

হাসির আভাস দেখে থেমে গেলেন মাকাসা। বিব্রত চেহারায় রানার দিকে তাকালেন।

'ভুলটা আপনার নয়, হিজ এক্সেলেন্সি, আমাদের,' দ্রুত বলে উঠল প্রফেসর মরিনি। 'আমাদের উচিত ছিল প্রথমেই এই দুজনের সাথে আপনাকে পরিচয় করিয়ে দেয়া। ভুলটার জন্যে দুঃখিত। ইনি আমাদের অফিসার নন, হিজ এক্সেলেন্সি। ইনি জায়েরের অফিসার। ব্রিগেডিয়ার—'

'কি বললেন!' রীতিমত চমকে উঠলেন মাকাসা। 'জায়েরের অফিসার!'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল প্রফেসর। 'এবং ওদেশের প্রেসিডেন্টের ভাইয়ের ছেলে।'

মহাআশ্চর্য হয়ে ব্রানাদের দিকে তাকিয়ে থাকলেন সম্রাট। 'প্রেসিডেন্টের ভাইয়ের ছেলে!'

'হ্যাঁ, হিজ এক্সেলেন্সি,' ওতালা রেক বলল এবার। 'মিস্টার মাসুদ রানার ঘনিষ্ঠ বন্ধু।'

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে রানার দিকে তাকালেন সম্রাট। 'আর মিস্টার মাসুদ রানার পরিচয়?'

দ্রুত জবাব রেক। 'এই ব্যাপারে আমরাও এখন পর্যন্ত পুরোপুরি শিওর হতে পারিনি। উনি বাংলাদেশী, এক সময় আর্মিতে মেজর ছিলেন, এইটুকুই জানি। আর কিছু জানি না।' রানার দিকে ফিরল সে। 'অনেকবার জিজ্ঞেস করেও জবাব পাইনি, হিজ এক্সেলেন্সি।'

সম্রাট ওর দিকে তাকিয়ে আছেন বুঝতে পেরে মুখ খুলতে বাধ্য হলো রানা। 'হিজ এক্সেলেন্সি, মিস্টার রেক ঠিকই বলেছেন, আমি বাংলাদেশী এবং অতীতে আর্মিতে ছিলাম।'

'বর্তমানে?'

বিব্রত বোধ করল ও, সম্রাটের অন্তর্ভেদী দৃষ্টির সামনে চুপ করে থাকতে না পেরে আমতা আমতা করতে লাগল। 'হিজ এক্সেলেন্সি, বর্তমানেও আমি এক সরকারী এক সংস্থার সাথে জড়িত আছি। কিন্তু সেটার নাম বলতে চাই না।'

'বুঝতে পেরেছি,' মাথা ঝাঁকালেন সম্রাট। 'আর বলতে হবে না।'

'জাতিসংঘের অ্যান্টি-টেররিস্ট অর্গানাইজেশনের চীফ ছিলেন উনি কয়েক টার্মের জন্যে,' অ্যান্ডি মোসি বলল। 'সেই সূত্রে ব্রিগেডিয়ার ব্রানাদের সাথে পরিচয়।'

বিস্ময়ে মুখ সামান্য ফাঁক হয়ে উঠল সম্রাটের। একটু পর বললেন, 'কি বলছেন! আপনি এদের সাথে কি করে জড়ালেন?'

'এ জন্যে দায়ী আপনার ছেলে, হিজ এক্সেলেন্সি,' বলল সে। 'ভালবাসা দিয়ে

মিস্টার রানাকে জয় করে নিয়েছে মেশাক। এ—'

'এসব এখন বাদ দাও,' বাধা দিল রানা। লজ্জা লাগছে ওর। 'কাজ এখনও শেষ হয়নি আমাদের। তাড়াতাড়ি বাকি কাজ শেষ করতে হবে।'

'হ্যাঁ,' সম্রাট বললেন। 'কিন্তু তার আগে আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিন। [illegible]

[illegible]

'অফকোর্স, হিজ এক্সেলেন্সি,' সে নিজেই জবাব দিল। 'জানে। শুধু তাই নয়, মিশনে আসতে তিনি নিজ মুখে অনুমতিও দিয়েছেন আমাকে। আনঅফিশিয়ালি অবশ্য। ব্যক্তিগতভাবে আপনার প্রতি তাঁর যথেষ্ট শ্রদ্ধা রয়েছে। দেশের জন্যে, দেশবাসীর জন্যে আপনি যে সমস্ত নতুন নতুন পদক্ষেপ নিয়েছেন, সেসবের ব্যাপারেও তাঁর পূর্ণ সমর্থন রয়েছে।'

নীরবে মাথা ঝাঁকালেন ছোটখাট সম্রাট।

পনেরো মিনিট পর।

ফোর্ট ডি গোসেল থেকে বেরিয়ে এল লেফটেন্যান্ট ডিক্সোর জীপ, ঢাল বেয়ে দ্রুত নামতে শুরু করে দিল।

সে নিজে ড্রাইভ করছে। পাশের সীটে বসেছে জর্জ ব্রানাদ। পিছনে রয়েছে অ্যান্ডি মোসি, ফেলিমো আক্কার ও বাউই কিগান। গার্ডদের ইউনিফর্ম পরে বেরিয়েছে তিনজনই। উর্দিতে ভালই মানিয়েছে ওদেরকে। দল যাত্রা করার আগে ডিক্সোকে দিয়ে ক্যান্টনমেন্টে ক্যাপ্টেন ওমারুর কোয়ার্টারে ফোন করিয়েছিল রানা। পাওয়া যায়নি তাকে।

ডিক্সোর ধারণা বান্ধবীর বাড়িতে গেছে সে রাত কাটাতে। প্রায়ই যায়। শহরের দক্ষিণ প্রান্তের এক অভিজাত আবাসিক এলাকায় থাকে মেয়েটি। ক্যাপ্টেনের ব্যবস্থা পরে হবে, ঠিক করেছে রানা। আগে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ইনভিইকে মুক্ত করতে হবে।

দুর্গের রাস্তা ছেড়ে মেইন রোডে উঠে এল জীপ, দ্রুতগতিতে ছুটল ক্যান্টনমেন্টের দিকে। এখন আর লেফটেন্যান্ট ডিক্সোকে কিছু বলে দিতে হচ্ছে না, যা করার নিজে থেকেই করছে সুবোধ বালকের মত। ওবাসোর সামরিক সরকারের পরিণতি বুঝে ফেলেছে সে, কাজেই পক্ষ বদল করতে একটুও সময় নষ্ট করেনি। প্রয়োজনও না।

ফাঁকা রাস্তা ধরে হু-হু করে ছুটছে জীপ। প্যাসেঞ্জার'স সীটে বসা জর্জ ব্রানাদ ছাঁড় দিয়ে থেকে থেকে হাতের তালুতে বাড়ি মারছে। জোরে বুট ঠুকছে ডাবের ফ্লোরে। আসলে শেষ রাতের ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘুম এসে যাচ্ছে বলে গান গাইছে সে নিঃশব্দে শিস বাজিয়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ভিত্তিক বিখ্যাত ছবি দ্য ডার্টি ডজন-এর টাইটেল সং ওটা।

বিশ মিনিট ছোটার পর গতি কমাল ডিক্সো, হেডলাইটের আলোর সামনেই 'ক্যান্টনমেন্ট' লেখা বিরাট এক সাইন পোস্ট দেখতে পেল ব্রানাদ। সেখান থেকে বাঁদিকে মুখ করা বড় এক তীর। ওটা পেরিয়ে একটু এগোতেই ক্যান্টনমেন্টের

হাল্কা। বেশ চওড়া, মসৃণ।

মেইন গেটের সামনে গাড়ি দাঁড় করাল লেফটেন্যান্ট। মোটা গোঁফওয়ালা একজন [illegible] বেরিয়েছে লোকটা। [illegible]

[illegible]

বিনা প্রশ্নে নির্দেশ পালন করল গার্ড। না করার কোন কারণ নেই, লেফটেন্যান্ট ডিক্সোকে খুব ভাল চেনা আছে তার। পাশের 'মেজরকে' যদিও আগে কখনও দেখেনি, কিন্তু তা নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামাল না লোকটা। তার চেয়ে ঢের পড়া ঘুমের আরাধনাই এখন তার কাছে বড়। জীপ ভেতরে ঢুকতে গেট লাগিয়ে পোস্টে ঢুকে পড়ল সে।

ভেতরে রাস্তা ধরে ছুটল জীপ। সমস্ত সেনানিবাসে যেমন হয়, এটাও তেমনি ঝকঝকে তকতকে। দুদিকে প্রচুর দালানকোঠা, সব অন্ধকারে ডুবে আছে। বড় রাস্তা ছেড়ে সরু রাস্তায় ঢুকল জীপ, কিছুটা এগিয়ে প্রচুর জায়গা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা চমৎকার এক বাংলোর গেটে এসে থামল। উঁচু কাঁটাতারের দেয়াল দিয়ে ঘেরা ওটা। ধপধপে সাদা রং করা, আকাশের পটভূমিতে দারুণ লাগছে দেখতে। বন্ধ মেইন গেটের ওপাশে একটা বড় গার্ড পোস্ট।

'এসে পড়েছি,' বলল ডিক্সো। বন্ধ করে দিল এঞ্জিন।

একযোগে নেমে পড়ল সবাই। বন্ধ গেটের সামনে পৌঁছে দাঁড়াল জর্জ ব্রানাম। 'গার্ড!' হুঙ্কার ছাড়ল।

পোস্টের ভেতরে খসখস আওয়াজ উঠল, পরক্ষণে চোখ ডলতে ডলতে এক গার্ড বেরিয়ে এল। এখানে লেফটেন্যান্ট ডিক্সোর চেহারা কাজে লাগছে না। গেট খোলার কোন উদ্যোগ দেখা গেল না লোকটার মধ্যে।

'গেট খোলো!' কড়া গলায় বলল লেফটেন্যান্ট। 'জেনারেলের সাথে আলোচনা করতে এসেছেন মেজর,' ইঙ্গিতে ব্রানামকে দেখাল সে।

গেটের ওপাশে, তিন হাতের মধ্যে এসে দাঁড়াল গার্ড। 'কিন্তু, স্যার—।' জর্জের হাতে সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল দেখে আঁতকে উঠল। 'স্যার!'

'গেট খোল, হারামজাদা!' ধমক লাগাল ব্রিগেডিয়ার।

কয়েক মুহূর্ত মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকল গার্ড, ঘুম উবে গেছে। প্রকাণ্ডদেহী জর্জের পিছনে আরও তিন কারবাইনধারীকে দেখে ভয়ে বাঁশ পাতার মত কাঁপতে শুরু করেছে।

'ভয় নেই,' ডিক্সো বলল। 'গেট খুলে দাও। আমরা তোমার ক্ষতি করতে আসিনি। অন্য গার্ডরা কোথায়?'

'বা-বাংলোয়, স্যা-স্যার।' কোনমতে বলল লোকটা। কাঁপা হাত বাড়িয়ে গেট খুলে দিল।

ভেতরে ঢুকে প্রথমেই তাকে বেঁধে ফেলল আড্ডি মোসি। গার্ড পোস্টে বসিয়ে মুখও আটকে দিল চওড়া সার্জিক্যাল টেপ দিয়ে। বাকি তিন গার্ডকে পাওয়া গেল বাংলোর সামনের দিকের এক রুমে। ঘুমে বেহুঁশ।

লোকগুলোর ঘুম ভাঙানোর প্রয়োজন বোধ করল না ব্রানাম। [illegible]

[illegible] মাস্টার বেডরুমে ঘুমিয়ে আছেন তিনি। প্রকাণ্ডদেহী মানুষ তিনি, ষাঁড়ের মত গড়ন। মাথায় ঘন, কোঁকড়া চুল সব পেকে সাদা হয়ে গেছে। মুখটা গুরুগম্ভীর। ডিক্সোর ডাকে ঘুম ভাঙল তাঁর। চোখ মেলেই [illegible] মৃদু আলোয় ওদের তিনজনকে দেখে ঘাবড়ে গেলেন বৃদ্ধ। 'কে? কি চান আপনারা?'

'আমরা আপনাকে মুক্ত করে নিয়ে যেতে এসেছি, জেনারেল,' ব্রানাম বলল নরম গলায়। 'উঠুন, তৈরি হয়ে নিন।'

আস্তে আস্তে উঠে বসলেন জেনারেল। 'কি বললেন!'

'ঠিকই শুনেছেন আপনি, স্যার,' ডিক্সো বলল এবার। 'পাল্টা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সম্রাট মাকনানকে মুক্ত করা হয়েছে একটু আগে। আমরা আপনাকে তাঁর কাছে নিয়ে যেতে এসেছি। তাড়াতাড়ি করুন, প্লীজ!'

পাঁচ মিনিট পর জেনারেলকে নিয়ে বাংলো থেকে বেরিয়ে এল দলটা। সামনের তিন গার্ড তখনও ঘুমাচ্ছে, কিছুই টের পায়নি। জীপে উঠে বসার আগে একবার বাংলোটার দিকে ঘুরে তাকালেন ইনউয়ী। বিড়বিড় করে বললেন, 'আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।'

মৃদু শব্দ করে হাসল ব্রানাম। 'না হওয়ার কোন কারণ নেই জেনারেল। আপনি যা দেখছেন, ঠিকই দেখছেন।'

'সত্যিই সম্রাটকে মুক্ত করেছেন আপনারা?' বললেন তিনি। 'ঈশ্বর তাহলে মুখ তুলে তাকিয়েছেন আমাদের দিকে?'

দুর্গে সম্রাট ও সেনা প্রধানের মিলন পর্বটা হলো দেখার মত। কিন্তু সেদিকে নজর দেয়ার সময় ছিল না রানার। ওর তালিকা অনুযায়ী 'মশলাপাতির' সাথে একটা টেপ রেকর্ডারও এসেছে জাহাজ থেকে, সেটায় সম্রাট আর জেনারেলের রেডিও ভাষণ রেকর্ড করার কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠল ও।

পনেরো মিনিট পর শুরু হলো পরবর্তী অ্যাকশন।

ভোর পাঁচটার দিকে দুর্গ ছেড়ে বেরিয়ে এল একটা জীপ ও একটা টয়োটা পিক-আপ। রানা, ব্রানাম ও ক্যাপ্টেন ডিক্সো রয়েছে জীপে, পরেরটায় সার-লেফটেন্যান্ট বসোম্বি এবং ফ্রেলিমো, এন্টাস, নাউই ও আড্ডি। সবার পরনে আর্মির ড্রেস, হাতে অফিশিয়াল অস্ত্র একে-৪৭ রাইফেল। ফ্রেলিমোর ইউনিফর্ম বেশ খাটো আর টাইট হয়ে গেছে, কিন্তু কিছু করার ছিল না। তার সাইজের কোন ড্রেস পাওয়া যায়নি। রানা ও সে পড়েছে সার্জেন্টের ব্যাজ, অন্য তিনজন স্রেফ ট্রুপার।

জীপ ড্রাইভ করছে ডিক্সো, পাশে ব্রানাম। রানা বসেছে পিছনে। অন্যটা বসোম্বি চালাচ্ছে, ফ্রেলিমো বসেছে পাশে। বাকি তিনজন পিছনের হুড ঢাকা

অ্যান্টিনায়ুক। ঘোলাটে কুয়াশার মধ্যে রাজধানীর দিকে ছুটে চলেছে ওরা।

দুর্গ এ মুহূর্তে প্রায় অরক্ষিতই বলা চলে। সম্রাট, মর্কাস, ম্যাটিসো এবং শুভাশা রেক ও দুই মেয়ে প্রাসাদে রয়েছে। অস্ত্রাগার দুর্গপ্রাকার রক্ষী এইভাবে দিয়ে অন্য বন্দীদের সাথে সোজাসুজি সেলে আটকে রাখা হয়েছে। মেইন গেট বন্ধ। এ মুহূর্তে শহর থেকে ওদিকে আবার যাওয়ার আশঙ্কা নেই, কাজেই 'সার্জেন্ট' মানুষ রানা নির্বিবাদে।

খুব বেশি চিন্তা নেই। টেলিস্ট সম্রাটের ক্ষমতা পুনর্দখলের ঘোষণা বাজুইর রেডিওতে প্রচার করা, তারপর ওগালো ওমারের মুখোমুখি হওয়া নিয়ে। ওর নির্দেশে অস্ত্রশস্ত্রের সাথে একটা রেকর্ডারও পাঠিয়েছিল ক্যাপ্টেন দল, ওটায় সম্রাটের বক্তৃতা ভাষণ ধারণ করা হয়েছে।

বিশ মিনিট পর নির্জন শহরকেন্দ্রের রেডিও ভবনের সামনে এসে দাঁড়াল জীপ ও পিক-আপ। দুই গার্ড বন্ধ গেটের সামনে হাঁটাহাঁটি করছিল, নিজেদের গাড়ি দেখে দাঁড়িয়ে গেল তারা। জীপ থেকে আগে একজন মেজর ও এক লেফটেন্যান্টকে নামতে দেখে অ্যাটেনশন হলো। রানাও নামল। দেখল ভবনের ছাদে ও মেইন গেটের কাছে মোট তিনটে গান এমপ্লেসমেন্ট। তিনটেতেই মেশিনগান রয়েছে। বাউন্ডারির ভেতরে রয়েছে দুটো পিক-আপ।

ডিক্সো এগিয়ে গিয়ে কিছু বলতেই গেট খুলে দিল গার্ড, ভেতরে ঢোকার সময় গম্ভীর, ভারিক্কি চালের মেজরকে স্যালুট ঠুকল সশব্দে। ডিক্সো, রসোবি ও 'সার্জেন্ট'সহ প্রায় সবাই অনুসরণ করল তাকে। একটু-আধটু সমস্যা, জোর জবরদস্তির দরকার হতে পারে ধরেই রেখেছিল রানা, কিন্তু সেসব কিছুই ঘটল না। কিচ্ছু না।

অসময়ে ঘুম ভাঙাতে চোখ ডলতে ডলতে বিছানায় উঠে বসল স্টেশনের বর্তমান ইন-চার্জ, এক লেফটেন্যান্ট। মেজরের নির্দেশ শুনে বিনীত গলায় ওপরের কোন লিখিত অর্ডার আছে কি না জানতে চাইল সে। জবাবে এক ধমকে তার কলজের পানি ঠাণ্ডা করে দিল মেজর চ্যাভি। ডিক্সোও তাল মেলাল তার সাথে। 'ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি' দশা হলো লেফটেন্যান্টের।

পরের ক্যাজটুক জলবৎ তরলং হয়ে গেল। সে নিজেই সিভিলিয়ান টেকনিক্যাল অফিসারকে নির্দেশ দিল কি করতে হবে। ওদের ব্যস্ততা দেখে হাসি চেপে রাখা বেশ কঠিন হয়ে উঠল রানা ও জর্জের পক্ষে। তারপর ব্রডকাস্টিংয়ের প্রস্তুতি সম্পন্ন হতে ডিক্সোর দিকে ফিরল ব্রিগেডিয়ার। 'লেফটেন্যান্ট, তুমি এবার যেতে পারো। আমি আছি এখানে। সার্জেন্টকে নিয়ে যাও।'

তাকে স্যালুট করল সে, 'ইয়েস, স্যার। সার্জেন্ট, ফলো মি।' অনুগত সাবঅর্ডিনেটের মত পিছন পিছন চলল রানা, পাশ ঘেঁষে যাওয়ার সময় বিড়বিড় করে বলল ব্রিগেডিয়ার, 'গুড লাক।'

একটু পর স্টার্ট নিল জীপ, এবার রানা চালাচ্ছে। একটা বাঁক ঘুরে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল ওটা। 'রেডিও অন করুন,' ডিক্সোকে বলল ও। 'এতক্ষণে হয়তো শুরু হয়ে গেছে।'

নীরবে পিক-আপের বিল্ট-ইন রেডিও অন করল লোকটা। সাড়া নেই, শোঁ-

শোঁ করছে। ঘড়ি দেখল রানা-সোয়া পাঁচটা বাজে। একটু পর হঠাৎ থেমে গেল শোঁ-শোঁ, অসময়ে সরব হয়ে উঠল বাজুই রেডিও। কোন সিগনেচার টিউন না কিছু না, হঠাৎ এক মোটা কণ্ঠ বলতে শুরু করল, 'সুপ্রভাত, রেডিও বাজুই। একটি বিশেষ জরুরী ঘোষণা—একটি বিশেষ জরুরী ঘোষণা...'

দশ মিনিট পর লোকটার নির্দেশে গতি কমাল রানা, দুধারে গাছের সারি... নির্দিষ্ট বাড়িটার দিকে তাকাল। শহরের অভিজাত আবাসিক এলাকা এটা। লোকজন... বাড়িগুলো... সুন্দর... গাছপালা আছে প্রচুর। নির্দিষ্ট বাড়িটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল ও, ভেবেছিল দু'চারজন গার্ড অন্তত থাকবে, কিন্তু নেই।

অন্ধকার বাড়ি। পোর্চে একটা বাল্‌ব জ্বলছে, কিন্তু ভোরের আলো ফুটতে শুরু করায় আলোর তেজ কমে এসেছে। কাক ডাকছে মাথার ওপরে একটা গাছে।

'গার্ড নেই কেন?' প্রশ্ন করল ও।

'সব সময় থাকে না,' ডিক্সো বলল। 'রাতে ক্যাপ্টেনকে পৌঁছে দিয়ে যায়, সকালে নিতে আসে।'

01819-540719-01817-754620

'হুঁম।'

আলো বাড়ছে। একজন একজন করে পথে বের হতে শুরু করেছে শহরবাসী। কিন্তু সবার মধ্যে কেমন একটা ইতস্তত ভাব। বোঝা যাচ্ছে ঘোষণাটা কানে গেছে তাদের। 'যা বলেছি মনে আছে তো?' রানা বলল।

মাথা দোলাল ডিক্সো। 'আছে।'

'ইউনিফর্ম খুলে ফেলুন।'

01819-540719-01817-754620

'অ্যা!' বিস্মিত হলো সে।

থুতনি তাক করে সামনে দেখাল ও। 'লোকজন দেখতে পাচ্ছেন? এই ইউনিফর্মে দেখতে পেলে আস্ত রাখবে না, খুলে ফেলুন।'

ঘাবড়ে গেল ডিক্সো। 'তাই তো!' বোতাম খুলতে খুলতে নামতে যাচ্ছিল, কলার ধরে টেনে থামাল ও।

'উঁহুঁ! ভেতরে বসে।'

এ জন্যে প্রস্তুতি নিয়েই রেখেছিল রানা, পরে থাকা পোশাকের ওপরে পরেছে সার্জেন্টের ইউনিফর্ম। অন্যদেরকে দিয়েও তাই করিয়েছে যাতে বিপদ বুঝলে সময়মত ওপরেরগুলো খুলে ফেলে জনতার আক্রোশ থেকে বাঁচা যায়। ভেতরে বসেই ধস্তাধস্তি করে ওগুলো খুলে ফেলল দু'জনে। সব দলা করে সীটের নিচে গুঁজে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। চারদিক বেশ ফরসা হয়ে উঠেছে এরমধ্যে, রাস্তায় মানুষের সংখ্যা বেড়েছে। জটলা চলছে এখানে-সেখানে, প্রত্যেকে হাত নাচিয়ে উত্তেজিত আলোচনায় ব্যস্ত।

দ্রুত বাড়িটার দিকে এগোল রানা, মনে মনে আল্লাহকে ডাকছে আর্মির জীপ দেখে যাতে এখনই কোন অঘটন ঘটিয়ে না বসে জনতা। পোর্চ হয়ে বাড়িটার বারান্দায় উঠল ওরা, ডিক্সোকে বেল বাজাতে বলে একটু আড়ালে সরে দাঁড়াল রানা। কয়েকবার বেল বাজাতে ভেতরে একটা মেয়েলী গলা শোনা গেল, ভেতরের সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ উঠল। একটুপর খটাং করে দরজা খুলে দিল

এক আইরিশম্যান ভ্রষ্টা সুন্দরী।
হরিণ নয়না সে, ঈর্ষাজী। সবে বিছানা থেকে উঠে এসেছে, ড্রেসিং গাউনের ফিতে ঠিকমত বাঁধতে পারেনি। ভেতরে শুধু প্যান্টি পরা আছে মেয়েটি, উদ্ধত বুক দেখা। [illegible] পিছনে অর্ধেক লুকিয়ে নিয়ে, কোঁকড়া চুল মাথায় যুবতী। 'কেন ডাকছ ডার্লিং?'
[illegible]
[illegible]
মেজাজ তেতো হয়ে গেল লোকটার। 'সেটা আগেই বলব। দয়া করে খবর দিন।'
আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল মেয়েটি, এই সময় পিছন থেকে ওমারুর ঘুম জড়ানো গলা শোনা গেল। 'কে ওখানে, সাড়া?'
শুধু কণ্ঠস্বর কানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ বয়ে গেল রানার পা থেকে মাথা পর্যন্ত। দাঁতে দাঁত চেপে অন্ধকারে থাকল ও। ভারী পায়ের শব্দ উঠল।
'কোন এক ডিগো মা ফিক্স,' বিরক্ত কণ্ঠে বলল সাড়া।
'ডিগো!' পায়ের আওয়াজ দ্রুততর হলো। 'সে কি!' বলতে বলতে দরজায় হাজির সে। 'তুমি...' ডিগোর পিছনে আরও একজনকে দেখতে পেয়ে চোখ কোঁচকাল। 'কে?'
'আমি,' অমায়িক হাসি ফুটল রানার মুখে। 'চিনতে পারছ,' পিছন থেকে ওয়ালথার ধরা ডান হাত সামনে নিয়ে এল ও, 'ক্যাপ্টেন ওগাদো ওমারু?'
আঁতকে উঠল লোকটা। মুখের রেশটুকুও উধাও হয়ে গেল। 'তুমি! ডিগো, এ তোমার সঙ্গে...'
'চুপ,' দ্রুত দু'পা এগিয়ে ওয়ালথারটা তার পেটে ঠেসে ধরে পিছনে ঠেলে দিল ও। 'আমি ওর সাথে আসিনি, বরং ও-ই আমার সাথে এসেছে। আসতে বাধ্য হয়েছে। পিছনে হাঁটো!'
সাড়া হতভম্বের মত ঘরের মাঝখানে সরে গেছে, চিৎকার ঠেকানোর জন্যে মুখ চেপে ধরে বিস্ফারিত চোখে রানাকে দেখছে।
'কি হচ্ছে এসব?' কড়া গলায় বলতে চাইল ক্যাপ্টেন, কিন্তু তিরস্কার কর্তৃত্ব ফুটল না।
'তুমি আমার কথা ভুলে গেলেও আমি তোমার কথা ভুলিনি, ওমারু,' শান্ত গলায় বলল ও। 'তাই আবার এলাম। রেডিও স্টেশনটা, রেডিওর ঘোষণা মনে হয় মিস করেছ ও। খবরটা জানাও তুমি।'
'কি-কি খবর?' কেভিনের মধ্যে চোখ ঘুরছে ওমারুর।
'একটু আগে পাল্টা অভ্যুত্থান ঘটে গেছে, দুর্গে অতর্কিত হামলা চালিয়ে সম্রাট মাকাসাকে মুক্ত করেছেন মেজর মাসুদ রানা,' আবহাওয়া বুলেটিন পড়ার মত একঘেয়ে গলায় বলল ডিগো। 'রেডিওতে সম্রাটের ভাষণ প্রচার করা হচ্ছে। আমরা সবাই এর ব্যক্তিগত হাতে বন্দী। নিরস্ত্র।'
চোখ উল্টে যাওয়ার দশা হলো ওমারুর। 'ক্যা? মেজর...'
মনের সমস্ত ঘৃণা, রাগ এক করে সর্বশক্তিতে ঘুসিটা ছুঁড়ল রানা, লোকটার

সোলার প্লেক্সাস বরাবর। 'হুক' করে উঠল সে, কুঁকড়ে পিছিয়ে গেল পেট চেপে ধরে। 'হাঁ। এবার অবশ্য,' একঘেয়ে ব্যবহারিক গলায় বলল ও। আবার বিদ্যুৎ খেলে গেল ডানহাতে, পিস্তলের বাঁট দিয়ে লোকটার চোয়ালে মারল অবিশ্বাস্য দ্রুততার সাথে। আওয়াজ উঠল 'ক্রাশ'।
[illegible]
আছড়ে পড়ল। চোয়াল কেটে রক্ত গড়াচ্ছে দরদর করে। তীক্ষ্ণ বাঁশির মত শব্দে চিৎকার করে উঠল সাড়া, প্রেমিকের ওপর থেকে আগ্রহ হারিয়ে তীব্রবেগে ছুট দিল সিঁড়ির দিকে। সেদিকে তাকাল না রানা, কান ধরে হ্যাঁচকা এক টানে তুলে ফেলল ওমারুকে। দাঁড় করিয়ে দিল।
'তারপর, ক্যাপ্টেন? সেদিন এয়ারপোর্টে নিজেকে খুব ক্ষমতাশালী মনে হচ্ছিল না তোমার? একেবারে ঈশ্বরের মত, তাই না? আজ কোথায় সে ক্ষমতা? দেখাও কিছু। জুনিয়র অফিসারের সামনে এভাবে বেইজ্জত হতে লজ্জা করছে না তোমার?' আবার মারল ও, কিন্তু এবারের মারে তেমন জোর হলো না।
উৎসাহ হারিয়ে ফেলছে। রানার অন্যতম বড় এক দুর্বলতা এটা। শত্রু যতই ভয়ঙ্কর হোক, অসহায় হয়ে পড়লে তার ওপর প্রতিশোধ নিতে বিবেকের সাড়া পায় না। হাত ওঠে না। ব্যাটাকে ছেড়েই দেবে ভাবছিল, এমনসময় জীবনের সবচেয়ে বড় ভুলটা করে বসল ওগাদো ওমারু। এরমধ্যে প্রাথমিক শক্ কাটিয়ে উঠেছে। শেষ বারটা জায়গায় দাঁড়িয়ে হজম করল সে, তারপরই ঝাঁপিয়ে পড়ল রানার ওপর। প্রথমেই জুডোর চপ মেরে হাত থেকে ওয়ালথারটা ফেলে দিয়ে দমাদম কয়েকটা ঘুসি মেরে বসল নাকেমুখে।
ঝিমিয়ে আসতে থাকা রাগ আচমকা উথলে উঠল রানার, চোখ দুটো জ্বলে উঠল। খ্যাপা ষাঁড়ের মত ওমারুর দিকে ছুটে গেল ও, প্রথম আঘাতেই ছোট্ট নাকটা গুঁড়িয়ে দিল, তারপর দড়াম করে লাথি মেরে বসল দুই উরুর সংযোগ স্থলে। ভয়ঙ্কর আঘাতটা খেয়ে চেঁচিয়ে উঠল লোকটা, কুঁকড়ে দু'ভাঁজ হয়ে ছটফট করতে লাগল ওর হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে, কিন্তু রানা ছাড়ল না। কোমর পেঁচিয়ে ধরে বুলডোজারের মত ঠেলে নিয়ে চলল তাকে, দড়াম করে দেয়ালের ওপর আছড়ে ফেলল। দেয়ালে মাথা ঠুকে যেতে আবার গুঙিয়ে উঠল লোকটা।
এবার ছেড়ে দিল রানা, তারপর অন্ধের মত চার হাত-পায়ে সমানে মার শুরু করল, হঠাৎ করে যেন হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ বইতে শুরু করেছে ওর দেহে, এমন গতিতে আর শক্তিতে। প্রথমে কয়েকবার বাধা দেয়ার চেষ্টা করল বটে ওমারু, কিন্তু সে সব টর্নেডোর মুখে খড়কুটোর মত উড়ে গেল। বক্সিং, কুংফু, জুডো, কারাতেসহ যত দেশী-বিদেশী বিদ্যে জানা ছিল, কোনটাই বাদ দিল না রানা, চরকির মত ঘুরে ঘুরে চতুর্দিক থেকে মারছে। প্রতিটা মারে দেহের বিভিন্ন জায়গা টিউমারের মত ফুলে উঠছে ওমারুর। 'ডটাশ', 'পটাশ', শব্দে আর ওমারুর চিৎকারে ঘর কাঁপছে।
দূর থেকে হাঁ করে দৃশ্যটা দেখছে ডিগো, বিস্ময়ে কপালে স্থায়ী আসন গেড়ে বসেছে বিস্ফারিত দু'চোখ। রানার বিদ্যুৎগতির সাথে তাল মেলাতে সেঁধেছে সেখেছে ঘুরপাক খাচ্ছে। চোয়াল এতই ঝুলে পড়েছে যে ভেতরের গোলাপী

আদালতে পুলিশ দেখা যাচ্ছে।

তিন পাঁচ মিনিট পর জ্ঞান ফিরল রানা, ফোঁস ফোঁস করে হাঁফাতে লাগল। ঘামে চকচক করছে সারামুখ, [illegible] মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে বিধ্বস্ত ওমাক। রক্তাক্ত চেহারা কেটে-ছেঁড়ে একাকার, চেনারই উপায় নেই। সচেতন থেকেও নেই সে।

[illegible] 'কিসের শব্দ?'

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়েই আঁতকে উঠল ডিসো। 'পাবলিক, গাড়ি ভাঙছে ও পড়! লাঠিসোটা নিয়ে এদিকে আসছে কয়েকজন। ওরা...ওরা বুঝে গেছে আমরা এখানে আছি।'

'মনে হয় না। ওরা নিশ্চয়ই এর এখানে রাত কাটানোর কথা জানে।' অনেকগুলো কণ্ঠের উত্তেজিত আওয়াজ শুনল। 'ঠেকাতে হবে এদেরকে। এখানে একটা মেয়ে আছে। পাবলিক চড়াও হলে ও-ও মরবে।'

'কিন্তু কি করে ঠেকাবেন ওদের?' থামতে শুরু করল লেফটেন্যান্ট। চেহারা ফ্যাকাসে। 'ওরা সংখ্যায় অনেক।'

পিস্তলটা কুড়িয়ে নিয়ে দরজার দিকে এগোল রানা। 'আমার সাথে আসুন।' কিন্তু ডিসো নড়ছে না দেখে তার বাহু ধরে হ্যাঁচকা টান দিল। 'আসুন! ওদের প্রশ্নের জবাব দিতে হবে আপনাকে।'

ওরা যখন বারান্দায় বেরিয়ে এল, জনতা তখন সামনের আঙিনার অর্ধেকেরও বেশি পেরিয়ে এসেছে। কম করেও পঞ্চাশ-ষাটজন। হাতে লাঠিসোটা, লোহার রড, সাইকেলের চেইন ইত্যাদি। এদের দেখে একটু থমকাল জনতা, পরক্ষণে পিছন থেকে ধাক্কা খেয়ে এগোতে উদ্যত হলো। যদিও একজন বিদেশী দেখে কিছুটা দ্বিধায় পড়ে গেছে।

'কথা বলুন!' ধমকে লাগাল রানা।

কাঁপতে কাঁপতে দু'হাত তুলল ডিসো। 'থামুন!' দুর্বল গলায় বলছে। 'থামুন আপনারা! শুনুন! দয়া করে বাড়ির ওপর হামলা করবেন না। আপনারা যাকে খুঁজতে এসেছেন, আমরাও তার খোঁজেই এসেছি।'

'কে আপনি?' বয়স্কমতো এক লোক প্রশ্ন করল। রাগে ফুটন্ত পানির মত টগবগ করছে।

'পু-পুলিস!'

'ওই লোকটা কে?'

'এক বিদেশী...'

'স্পাই!'

আঁতকে উঠল ডিসো। 'না না!' বলাও [illegible] যেন মনে মনে। সেরেছে!

'তাহলে কে?'

'কে...'

'কে লোকটা?'

'বলছি, বলছি!' ঢোক গিলল লেফটেন্যান্ট। 'আপনারা শান্ত হোন।'

'আমাদের নিয়ে ভাবতে হবে না, আপনি বলুন!'

'আপনারা নিশ্চই রেডিওর বিশেষ বুলেটিন শুনে এসেছেন?'

মাথার ওপর হাত নাড়াতে লাগল জনতা। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ!'

'বেশ। উনি হচ্ছেন সেই লোক, যিনি আমাদের সম্রাজ্ঞী আর তাঁর ছেলেকে নিয়ে জায়েরে পালিয়ে গিয়েছিলেন। আবার উনিই আজ পেয়েছেন দুর্গ থেকে সম্রাট মাকালাকে মুক্ত করেছেন।'

জোর গুঞ্জন উঠল জনতার মধ্যে। একে অন্যের মুখের দিকে তাকাতে লাগল। চাউনি বদলে গেছে। 'এখানে কেন আপনারা?'

'ক্যাপ্টেন ওয়াসো ওমাককে অ্যারেস্ট করতে। কোর্ট মার্শাল করা হবে তার খুব শীঘ্রি।'

আবার উত্তাল হয়ে উঠল জনতা। 'কোর্ট মার্শাল মানি না। আমরা বিচার করব হারামজাদার। সরে যান।'

'প্লীজ, প্লীজ! শুনুন, আইন নিজের হাতে...' আর কিছু বলার সুযোগ পেল না ডিসো, হুড়মুড় করে বারান্দায় উঠে এল সবাই। বানের তোড়ে ভেসে গেল ওরা। একটু পর পা ধরে হিড়হিড় করে ওমাককে বের করে আঙিনায় ফেলে এলোপাতাড়ি মার শুরু করে দিল জনতা। শেষ পর্যন্ত লোকটাকে বাঁচাতে চেষ্টা করল রানা, কিন্তু হলো না। বেমক্কা দু'চার ঘা খেয়ে সরে আসতে বাধ্য হলো।

ততক্ষণে আধমরা হয়ে গেছে ওমাক। উন্মত্ত মানুষগুলো ওদেরকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে আবারও নতুন উদ্যমে মার শুরু করল। দেখতে দেখতে হাড়গোড়বিহীন এক রক্ত মাংসের পিণ্ডে পরিণত হলো ক্যাপ্টেন।

একেবারে শেষ মুহূর্তে সীনে এসে হাজির হলো পুলিস। হয়তো ডাক্তার ফোন পেয়ে অথবা প্রতিবেশীদের কারও। মুমূর্ষু অবস্থায় আর্মি হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হলো ওমাককে। অন্যদিকে কর্নেল ওবাসো পালাবার চেষ্টা করতে গিয়ে ধরা পড়ল। তবে ভাগ্য ভাল যে ছিল পুলিসের হাতেই পড়ল। ওইদিনই বিশেষ আদালতে সংক্ষিপ্ত বিচার সম্পন্ন হলো তার ও ওমাকের। ফায়ারিং স্কোয়াডে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলো।

ওমাককে অবশ্য কষ্ট করে স্কোয়াড পর্যন্ত যেতে হলো না, দুপুরে অজ্ঞান অবস্থাতেই মৃত্যু হলো তার।

পাল্টা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সম্রাট মাকালার ক্ষমতায় ফিরে আসা এবং কর্নেল ওবাসো আর ক্যাপ্টেন ওমাকের ধরা পড়ার খবরে আনন্দের বন্যা বইতে শুরু করল দেশজুড়ে। ঘর ছেড়ে পথে নেমে এল সাধারণ মানুষ, সারাদিন ধরে নেচেকুঁদে বেড়াল। গলা পর্যন্ত দেশী মদ গিলে মাতাল হলো তারা।

দুপুরের একটু আগে নিজেদের সেই কপ্টারে চড়ে সসম্মানে দেশে ফিরে এলেন সম্রাজ্ঞী নকোলে ও তাঁর শিশুপুত্র মেশাক। সঙ্গে জায়েরের প্রেসিডেন্টের বিশেষ এক দূতও। সম্রাট মাকালার জন্যে তাঁর একটা বার্তা নিয়ে। ক্ষমতা পুনর্দখলের জন্যে মাকালাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন তিনি ওতে। একই সাথে পুরানো শত্রুতা ভুলে দু'দেশের মধ্যে নতুন করে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে

তোমার আগ্রহও প্রকাশ করেছেন।

রাতে কমান্ডোদের সম্মানে রাজকীয় ভোজসভার আয়োজন করা হলো। পরদিন জাতোয়ের প্রেসিডেন্টকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে লেখা মাকাসার প্রায় একই ধরনের এক বার্তা নিয়ে দেশে ফিরে গেল ট্রিপোলিয়ার জন্য [illegible]।

বারো

চার দিন পরের কথা।

সকাল দশটা। বাঙুই এয়ারপোর্ট। বিশেষ সাজে সেজেছে আজ বিদেশী এক বীরের বিদায় উপলক্ষে। চারদিকে রং বেরঙের ড্রেস পরা আফ্রিকান নারী-পুরুষ গিজ গিজ করছে। সবার হাতে ব্যানার, ফেস্টুন। কোনটা ছোট, কোনটা বড়। একেকটায় একেক বাণী।

কোনটায় লেখা: 'তোমাকে ভুলব না,' কোনটায়: 'হে বীর! দীর্ঘজীবী হও,' আবার কোনটায় 'আমরা তোমার কাছে চিরঋণী রইলাম' বা 'হে বীর, তোমাকে বিদায় সালাম' ইত্যাদি। ভোর থেকে প্রাইভেট গাড়ি, বাস-ট্রাক, এমনকি মোষের গাড়িতে চড়ে আসা শুরু হয়েছে জনতার, এখনও আসছেই। সে এক এলাহী কারবার। মেইনরোড ও টার্মিনালে ঢোকার ড্রাইভওয়ে মুক্ত রাখতে ট্রাফিক কন্ট্রোল কর্তৃপক্ষের জান বেরিয়ে যাওয়ার জোগাড়।

সাড়ে দশটায় রাজকীয় গাড়ির বহর এয়ারপোর্টে পৌঁছল। আটজনের একদল [illegible] মোটর সাইকেল রাইডারের পিছনে দুটো হুডহীন পুলিসের জীপ, তার পিছনে একজোড়া কালো ক্রাইস্লার। ওগুলোর পরে আরও অনেক গাড়ি-বহরের লেজ।

বিশেষ গেট দিয়ে ভোঁ করে টারমাকে ঢুকে পড়ল বহর, থামল নির্দিষ্ট জায়গায়। সামনেই বিছানো রয়েছে টকটকে লাল রঙের ডবল লাল কার্পেট—পর পর দুটো। প্রথমটা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে সম্রাটের গার্ড রেজিমেন্টের স্মার্ট সদস্যরা, পরেরটা ঘেঁষে এক সারিতে রয়েছে রানার নিজস্ব 'কমান্ডো' বাহিনী। দু'দলই গার্ড-অভ-অনার জানাবে ওকে।

প্রথম ক্রাইস্লার থেকে নামলেন সম্রাট মাকাসা ও সম্রাজ্ঞী নকোলে, পরেরটা থেকে হতভম্ব মাসুদ রানা ও মেশাক। এক হাতে ওকে ধরে রেখেছে রানা। আরেক হাতে ও ধরে রেখেছে ওর সর্বক্ষণের সঙ্গী প্যাডা 'ফ্রেডকে'। ওকে দেখামাত্র উল্লাসে ফেটে পড়ল জনতা। ভীষণ বিব্রত বোধ করল রানা, এরকম ঘটবে জানলে গোপনে এ দেশ ছেড়ে পালাত।

নিরুপায় হয়ে জনতার উদ্দেশে কিছুক্ষণ হাত নাড়ল ও, কিন্তু তাতে ও পক্ষের উৎসাহ বহুগুণ বেড়ে গেল দেখে ক্ষান্ত দিল তাড়াতাড়ি। মেশাককে নিয়ে সম্রাটের পাশাপাশি এগোল ওঁর গার্ড বাহিনীর দিকে। ওখানকার পর্ব সেরে হাজির হলো নিজের বাহিনীর সামনে।

সিভিল ড্রেসে আছে দলটা। একে একে মুখগুলো দেখল রানা। প্রফেসর

ইনেরি মকিমি, ব্যবসায়ী ওকালা ওক, উকিল হ্যাসিলো বেট রয়েছে সারির প্রথমদিকে। তারপর ফ্রেলিমো অ্যাকোর, অ্যান্তি গোশি, এন্টাস নগোকা ও বাউই কিন্যান। ওদের পর দলের দুই মেয়ে সদস্য—মারাইকা আস ও দামা ভেরোনিকা। সবাই আছে।

বুক ঠেলে বেরিয়ে আসা দীর্ঘশ্বাসটা ঠেকানোর কোন চেষ্টা করল না ও। বিচ্ছেদের বেদনা বড় কঠিন বেদনা, বিশেষ করে তা যদি হয় অনির্দিষ্টকালের জন্যে। [illegible] শুধু আনুষ্ঠানিকতা [illegible] সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীকে পরিচয় করিয়ে দিল। এরপর ওর পালা।

একে একে বিষণ্ণ, গম্ভীর সঙ্গীদের সাথে হাত মেলাল প্রচুর সময় নিয়ে। একটা-দুটো কথাও হলো, আবার কখনও দেখা হবে কি না ওর সাথে, হলে কবে, এই ধরনের। কেবল অ্যান্তি বলল অন্য কথা।

'মেজর!' ছলছল চোখে বলল ও, 'তোমাকে কখন যে ভালবেসে ফেলেছি জানতাম না। আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।'

বুকের মধ্যে কেমন যেন করে উঠল, দু'হাতে ওকে জাপটে ধরল রানা। ধরা গলায় বলল, 'আমারও হচ্ছে, অ্যান্তি। আমার বেশি হচ্ছে। তুমি শুধু আমাকেই ভালবেসেছ, আর আমি যে তোমাদের সবাইকে ভালবেসেছি। আমার কষ্ট বেশি হচ্ছে না?'

চোখের পানি মুছে মাথা দোলাল ও। 'হ্যাঁ। সময় পেলে আবার এসো। খুব খুশি হব তাহলে।'

'নিশ্চই আসব। মন দিয়ে লেখাপড়া কোরো।'

'কায়রোয় আসা হলে ফোন করবে কিন্তু। আল-আহরাম...'

'বলতে হবে না। আমি খুঁজে বের করব তোমাকে।'

এন্টাস ও বাউইর চোখে পানি দেখল রানা, চেষ্টা করেও প্রায় কিছুই বলতে পারল না কেউ। এরপর গরিলা ফ্রেলিমোর সাথে হাত মেলাল ও।

'না বুঝে তোমার মনে কষ্ট দিয়েছি, মেজর,' বলল সে। 'পারলে মাফ করে দিয়ো।'

ওর চোয়ালে মৃদু ঘুসি মারল রানা। 'সে সব ক-বে ভুলে গিয়েছি। তুমিও ভুলে যেয়ো।'

কয়েক দফা হাসার চেষ্টা করল যুবক, কিন্তু হলো না। করুণ চেহারায় তাকিয়ে থাকল। সবশেষে মারাইকা ও দামার কাছ থেকে বিদায় নেয়ার পালা। ওদের অবস্থা আরও খারাপ, চোখের পানি যেন বাধ মানছে না। ওই অবস্থায়ই রীতি অনুযায়ী গাল বাড়াল দু'জনে, একে একে চুমু খেলো রানা।

'ভাল ডাক্তার হওয়া চাই,' মারাইকাকে বলল। 'তোমাদের দু'জনকেই। ভুলো না যেন।'

দ্রুত মাথা নাড়ল ও। কাঁদছে, হাসছে। অনেক কষ্টে বলল, 'ভুলব না।'

'দামা, যা বলেছি মনে আছে তো? নিয়মিত ব্যায়াম করবে। নইলে মোটা হয়ে গেলে তোমার সুন্দর চেহারা নষ্ট হয়ে যাবে।'

'আচ্ছা।'

ঘুরে দাঁড়াতে গিয়েও কি খেয়াল হতে তাড়াতাড়ি ওভালা রেকের কাছে ফিরে এল রানা। 'দুঃখিত,' বলল ও। 'আপনার ঘড়িটা ফেরত দেয়ার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম।'

ওটা খুলতে যাচ্ছিল রানা, কিন্তু বাধা দিল বলদশালী। খপ করে ওর হাত চেপে ধরল। 'প্লীজ, খুলবেন না। থাকুক ওটা আপনার কাছেই। ওটা [illegible]

লোকটার দিকে তাকিয়ে হাসল রানা। 'পাগল নাকি? আপনাদের কারও কথা আমি জীবনেও ভুলব ভেবেছেন? শুধু শুধু...'

'প্লীজ, মেজর,' অনুনয়ের সুরে বলল সে। 'খুলবেন না। ওটা আপনাকে প্রেজেন্ট করলাম আমি।'

আবারও খুলতে গিয়েছিল রানা, কিন্তু তার চেহারা দেখে হাত নামিয়ে নিল। শ্রাগ করল। 'বেশ! থাকুক তাহলে। থ্যাঙ্কস।'

'মোস্ট ওয়েলকাম,' দাঁত বেরিয়ে পড়ল ওভালা রেকের।

দলটার কাছ থেকে একটু সরে এল রানা। চোখের কোনা শিরশির করছে, তোলপাড় চলছে বুকের মধ্যে। শেষবারের মত সবাইকে দেখে নিল, তারপর দ্রুত একবার হাত নেড়ে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে ঘুরে দাঁড়াল। মেশাককে নিয়ে অপেক্ষমাণ বিমানের দিকে এগোল। নিজেদের দূরপাল্লার বিমান নেই বলে ওর জন্যে ইস্ট আফ্রিকান এয়ারের এই বিমানটা ভাড়া করে আনা হয়েছে সম্রাটের নিজের পয়সায়।

দৈব-সংযোগ কি না জানে না রানা, তবে এটা সেই বিমান, যেটায় চড়ে ক'দিন আগে এ দেশে পা রেখেছিল ও। পাইলট, স্টুয়ার্ড, হোস্টেসের দলটাও সেদিনের।

শেষ বিদায় জানাতে গ্যাঙওয়ের গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন রাজকীয় দম্পতি। সুন্দরী নকোলেকে আজ সদ্য ফোটা গোলাপের মতই অপূর্ব লাগছে। তেল পড়া হাসি মুখে লেগেই আছে সারাক্ষণ। সম্রাটও হাসছেন।

প্রটোকল অফিসার সুন্দর করে প্যাক করা বড় এক বাক্স নিয়ে এগিয়ে এল। ডিএইচএলের স্টিকার সাঁটা আছে ওটায়। ধন্যবাদ জানিয়ে প্যাকেটটা নিল রানা, পাশের মেশাকের দিকে বাড়িয়ে ধরল।

'প্রিন্স, এটা তোমার জন্যে।'

ওর গাম্ভীর্যে চিড় ধরল। বিস্মিত চোখে ওটা দেখল কিছুক্ষণ। 'কি আছে ভেতরে, আঙ্কেল?'

'বলো তো কি?' মিটিমিটি হাসছে রানা।

'পুতুল? খেলনা?'

'হলো না।'

'তাহলে?'

'আরেকটু চিন্তা করো। দেখি তোমার কত বুদ্ধি!'

চিন্তার ভান করল মেশাক, কিন্তু অদম্য কৌতূহলের কাছে হার মানল কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে। 'বলো না!' আদুরে গলায় আবদার করল। 'দাঁড়াও, দাঁড়াও। বুঝতে পেরেছি। ক্যান্ডি আছে ওর মধ্যে, সুইস ক্যান্ডি, না?'

'একদম ঠিক বলেছ।' ওর বাবা-মার হাসিতে রানাও যোগ দিল। 'অনেক বুদ্ধি তোমার।'

[illegible] প্যাকেটটা খুঁজতে বলল ও, 'থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ, আঙ্কেল।'

প্যাকেটটা প্রটোকল অফিসারের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে মেশাককে কোলে তুলে নিল রানা। [illegible] দেখা হবে, কেমন?'

জবাব দিল না ছেলেটা, ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। 'তোমাকে একদম হিরোর মত লাগছে, আঙ্কেল।'

হো-হো করে হেসে উঠল রানা। 'তোমাকেও তো! কিউট, লিটল হিরোর মত লাগছে দেখতে।'

প্রশংসায় ভুলল না মেশাক। 'আর ক'দিন থেকে যাও না, আঙ্কেল!'

'ওরে দুষ্টু! এই জন্যে প্রশংসা করা হচ্ছে?'

'তুমি থাকলে অনেক মজা হত। আরও ভাল করে জুডো শিখে নিতে পারতাম। স্কুলে যারা আমাকে নিগার বলে, ওদের আচ্ছা করে...'

'খবরদার, আঙ্কেল! ও কাজ ভুলেও কোরো না, তাতে তোমার রেকর্ড খারাপ হয়ে যাবে। টিচার-মিসরা বলবেন, মেশাক দুষ্টু ছেলে। তুমি কি দুষ্টু?'

জোরে জোরে মাথা নাড়ল ও, 'কখখনো না।'

'গুড! ভাল ছেলে হতে হলে ভাল হয়ে থাকতে হবে তোমাকে।'

'কিন্তু ওরা আমাকে নিগার বলে কেন?'

'বলুক, তাতে কিছু হয় না,' ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিল রানা। 'ঈশ্বর মানুষকে নানান রঙে সৃষ্টি করেন। কেউ সাদা, কেউ কালো, কেউ তামাটে, তাতে মানুষের হাত নেই। যে যাই বলুক, তুমি চুপ করে থেকো। ওদের অন্যভাবে শায়েস্তা করবে তুমি।'

'কিভাবে?'

'পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়ে। ফার্স্ট হয়ে ওদের দেখিয়ে দাও তুমি ওদের থেকে ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র। তাহলেই শিক্ষা হয়ে যাবে সবার।'

'চেষ্টা করেছিলাম তো! অঙ্কের জন্যে পারিনি এবার।'

'আরেকটু চেষ্টা করো, প্রিন্স। আমি জানি তুমি পারবে। চেষ্টা করলে মানুষ সব পারে।'

মাথা কাত করে সায় দিল মেশাক। 'আচ্ছা। এবার বেশি করে পড়ব।'

'দ্যাট'স লাইক আ গুড বয়।' কপালে চুমু দিয়ে ওকে নামিয়ে দিল রানা।

'আবার কবে দেখা হবে আমাদের?'

'খুব শিগগির। দেশে কিছু কাজ আছে, ওগুলো সেরেই লন্ডন আসছি আমি। তখন দেখা হবে।'

'মনে থাকবে তো?'

'অবশ্যই থাকবে,' ওর চুল নেড়ে আদর করে দিল রানা। ছোট্ট ডান হাতটা ঝাঁকিয়ে দিল। 'গুড বাই, প্রিন্স।'

রাজকীয় দম্পতির কাছ থেকে বিদায়ের পর্ব দ্রুত সারল ও। 'আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ছোট করব না,' মাকাসা বললেন। 'আমরা পরিবার, আমার দেশ-জাতি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ হয়ে রইল, মিস্টার রানা। সময়-সুযোগ হলে আবার আসবেন।'

[illegible] সেদিকে ঘুরে দাঁড়াল রানা।

'আঙ্কেল! এটা নিয়ে যাও, আমি প্রেজেন্ট করলাম তোমাকে।'

মেশাক দু'হাতে ওর প্রতিমুহূর্তের সঙ্গী প্যান্ডা তুলে ধরে আছে [illegible]। বিস্মিত হলো রানা। 'সে কি! ফ্রেন্ডকে দিয়ে দিচ্ছ?'

'হ্যাঁ। ও তোমার কাছে থাকলে আমাকে ভুলতে পারবে না তুমি। নাও।'

নিল রানা। হঠাৎ করে বাষ্পে চোখ ভরে উঠল। ছোট্ট শিশুটি ওকে কী গভীর মায়ার জালে জড়িয়ে ফেলেছে, নতুন করে আরেকবার উপলব্ধি করে বোকা হয়ে গেল। 'থ্যাঙ্কস, ফ্রেন্ড!' আর কিছু বলল না ও গলা ভেঙে যেতে পারে, সেই ভয়ে।

তরতর করে গ্যাঙওয়ে বেয়ে উঠে গেল, ঝাপসা চোখে হাত নাড়ল [illegible] উদ্দেশে। প্রবলবেগে ব্যানার ফেস্টুন নেড়ে জবাব দিল সাধারণ মানুষ। [illegible] কম্যান্ডো সর্দারা লাইন ভেঙে এগিয়ে এসেছে, দু'হাত তুলে নাড়ছে। জনতার গর্জনের মত বিদায় বাণীতে কানে তালা লাগার জোগাড়।

কাছে তাকাল। বিষণ্ণ রাজকীয় দম্পতি হাত নাড়ছেন, মেশাক মার হাত [illegible] অপলক চোখে তাকিয়ে আছে, হাত নাড়ছে অলস ভঙ্গিতে। মা ও ছেলের চোখে পানি দেখা যায় স্পষ্ট। হাতে চুমু খেয়ে মেশাকের উদ্দেশে ছুঁড়ে দিল রানা, প্যান্ডা মাথার ওপর তুলে নাড়ল, তারপর দ্রুত ঢুকে পড়ল ভেতরে।

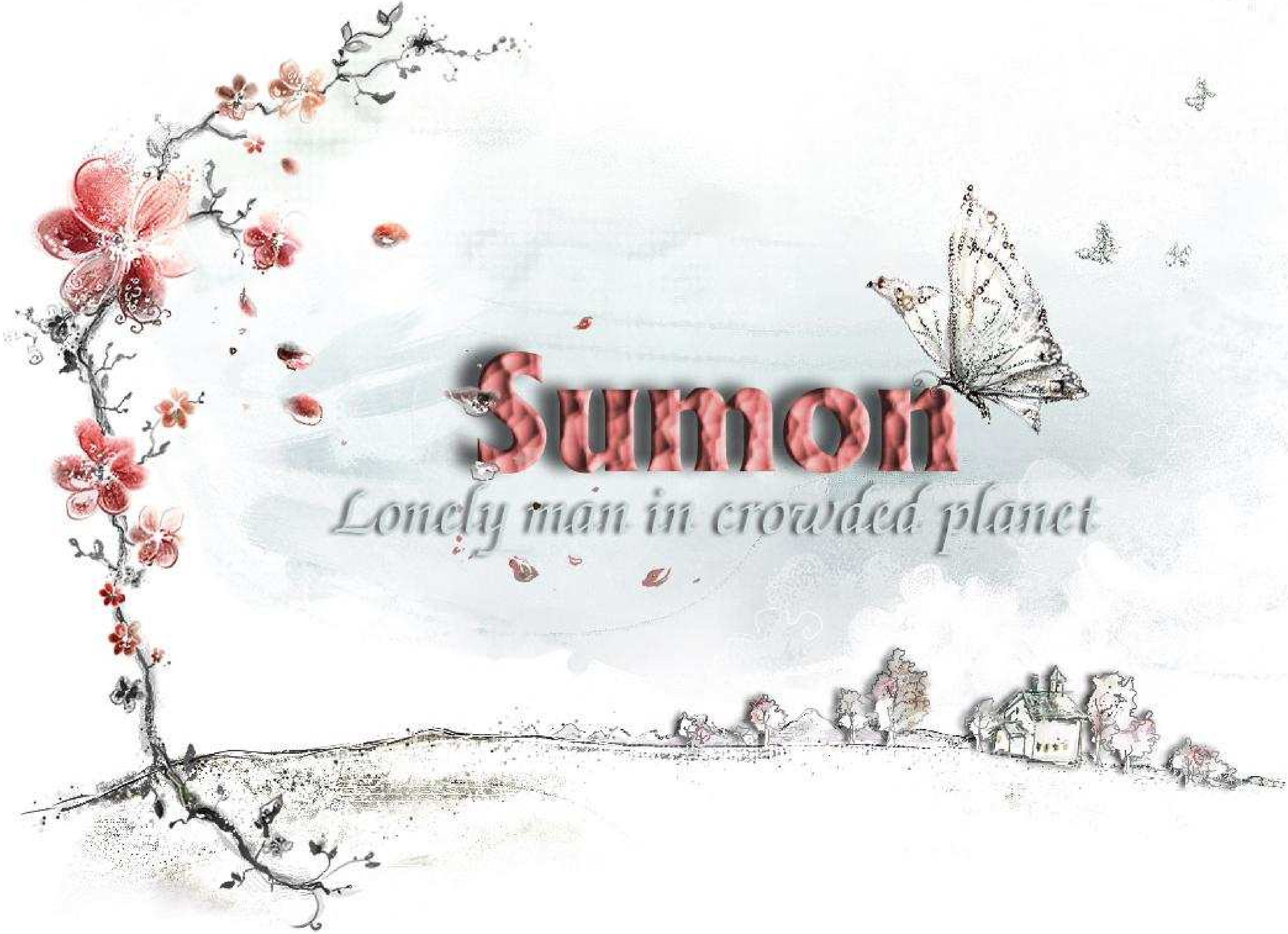
একটু পর দুলে উঠে রানওয়ের উদ্দেশে ধীরগতির যাত্রা শুরু করল বিমান। মার হাত ছেড়ে ওটার সাথে এক পা-দু'পা করে এগোচ্ছে মেশাক, সেকেন্ডে সেকেন্ডে হাত নাড়ার গতি বাড়ছে। যতক্ষণ দেখা গেল, রানাও হাত নাড়ল। ছোট হতে হতে এক সময় মিলিয়ে গেল খুদে যুবরাজ।

লম্বা দৌড় শেষ করে আকাশে ডানা মেলে দিল ইজিপ্ট এয়ারের বোয়িং, দ্রুত পিছিয়ে যেতে থাকল বাঙ্গুই এয়ারপোর্ট। যেতে যেতে এক সময় আউট অব ফোকাস হয়ে গেল। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে হেলান দিল ও, চোখ বুজল। সঙ্গে সঙ্গে চোখের সামনে ভেসে উঠল মেশাকের মিষ্টি হাসিভরা মুখটা, হাসি ক্রমে প্রশস্ত হচ্ছে ওর, সেই সাথে গভীর হচ্ছে দু'গালের টোল।

মাথা ঝাঁকিয়ে ছবিটা সরিয়ে দিতে চাইল রানা, হলো না। আরও বরং স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। অবশেষে হাল ছেড়ে দিল।

বুঝতে পেরেছে ছোট্ট ছেলেটার স্মৃতি অনেকদিন ভোগাবে ওকে।

***


Sumon
Lonely man in crowded planet